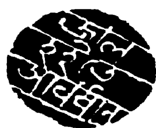
২

বটতলার বই



২

বটতলার বই

উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য কুড়িটি বই

অদ্রীশ বিশ্বাস
সম্পাদিত



গা ঙ চি ল



BATTALAR BOI - 2
edited by Adris Biswas

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
অণিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
রচয়িতা ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রক
বর্ণনা ৬/৭ বিজয়গড, কলকাতা ৭০০ ০৩২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ
বিপুল গুহ

সুহাসিনী মৌকে

সূচি

ভূমিকা

বর্তমান খণ্ডে যে ২০টি বটতলার বই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে একটি ১৮৬৩ সালের— পরমেশ্বর দত্ত প্রণীত 'হাবা ছেলের বাবার কথা'। সামাজিক দুর্গতি বিষয়ে বটতলার যে ভূমিকা, তার মতো করে পাশে থাকা, এখানে সেই ভূমিকাই পালন করে বইটি। দুর্গত মায়ের ছবি নানা ভাবে ধরা হয়, সংকটে ও সমস্যায় মেয়ের সঙ্গে মায়েদের সাফার করা। কিন্তু ছেলের সংকটে বাবার সাফার করার চিত্র বিশেষ একটা ধরা পড়ে না। এই বটতলাতে সেই বিশেষ দিকটা, রেয়ার দিকটা ধরা পড়েছে।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ যেহেতু একটা ট্র্যানজিশনে দাঁড়িয়েছিল, সেই মধ্যবর্তী দশার ভাল-মন্দ বিষয়ে তাই সে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। সেই ভাল-মন্দর অন্তর্গত সে। তাকে কিংবা তার আশেপাশের মানুষজনকে ঘিরেই তৈরি হচ্ছিল নানা ঘটনা, তর্ক-বিতর্ক, ডিসকোর্স। পাওয়া না-পাওয়ার নানা স্তর তৈরি হচ্ছিল। অভিমত প্রকাশের একটা স্পেসও গড়ে উঠছিল সভা সমিতি সংবাদপত্র সাময়িকপত্র থেকে এই ধরনের বিভিন্ন বইপত্রের মধ্যে দিয়ে। একদল এর লেখক, আরেক দল পাঠক। কখনও ওভার ল্যাপিং-ও ঘটে গেছে। পাঠক বা জনসাধারণ লেখক হয়ে গেছেন। সংবাদপত্রে চিঠিপত্র যেমন ছিল, বটতলার বই লেখার স্বল্প মূল্যের সুবিধের কারণে সেদিকে চলে এসেছিলেন অনেকে। লাভও হত প্রচুর। সুকুমার সেন লিখেছেন, 'এই ধরনের চটি বইয়ের অসম্ভব রকম কাটতি হইয়াছিল সেকালে। শেষে বাধ্য হইয়া গভর্নমেন্টকে আইন করিয়া এমন জঘন্য বইয়ের ছাপা বন্ধ কবিতে হয়। লঙ লিখিয়াছেন যে আইন করিবার পূর্ব বৎসরে এই ধরনের একখানি পুস্তিকার তিরিশ হাজার কপি বিক্রয় হইয়াছিল। চারি আনা দামের এইরূপ একটি পুস্তিকা ছাপিবার জন্য তিন জন প্রকাশককে পুলিশ অভিযুক্ত করিয়াছিল। সুপ্রিম কোর্টে তাহাদের জরিমানা হইয়াছিল তেরশো টাকা। ইহাতে ভয় পাইয়া বুদ্ধিমান প্রকাশকেরা তাহাদের স্টক তাড়াতাড়ি নষ্ট ও গোপন করিয়া ফেলিয়াছিল।

মনে হয় এই বইখানি দাশরথি রায়ের পাঁচালী গ্রন্থ নম্বর ১ (১২৫৯)।' (বটতলার ছাপা ও ছবি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪)

শ্রীসেন বটতলা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সেগুলোকে 'এমন জঘন্য বই' বলে উল্লেখ করেছেন। এটাই ছিল দস্তুর। বটতলার সামাজিকতা ভুলে, বিশাল সংখ্যক জনসাধারণের রুচিকে অগ্রাহ্য করে, জনমনস্তত্ত্বকে নস্যাৎ করে, ভাবনা প্রকাশের সুযোগকে অগ্রাহ্য করে, দেশীয় ডিসকোর্সের সবচেয়ে বড় স্পেস— সেই দৃষ্টিকোণকে অগ্রাহ্য করে, উচ্চ-অপর অবস্থানের সামাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের নথিপত্র— সেই তথ্য ভুলে, শুধুমাত্র 'জঘন্য' শব্দে উচ্চবর্গীয় অবস্থান নিয়ে নস্যাৎ করে দেওয়াটা বহুকালের বটতলা সম্পর্কিত রাজনীতি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যায়তনিক চর্চায় এমন দৃষ্টিকোণের সঙ্গে পরিচিত। অথচ, একটু ভাবলেই বোঝা যায়— বটতলা ছিল সাধারণ মানুষের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রকাশের স্পেস। সেটা যত চর্চা হবে এবং বাড়বে, উচ্চবর্গীয় অবস্থানের আধিপত্য তত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এবং গোটা উনিশ শতক জুড়ে সেটাই হয়েছে। বটতলার আকাড়া ভাষা ভঙ্গিতে লেখা চাচাছোলা ডিসকোর্সগুলো কখনও সহ্য করতে পারেনি মূল-সমাজ। বিশেষ করে এইসব পাতলা চটি বটতলাগুলো, যেগুলোকে আমরা বলতে চাইছি *টিপিক্যাল বটতলা*। আর এই সব ক্ষীণকায় বোমাগুলো বড় লেখক-প্রকাশকদের বিক্রিকেও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল। হাজার হাজার কপি বিক্রি হওয়া বটতলাকে আটকাতে তাই সরকার-উচ্চবর্গীয় আঁতাত দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনও ধরনের অবরোধই চূড়ান্ত ভাবে আটকাতে পারেনি জনসাধারণের নিজস্ব স্পেস এই বটতলাকে, চোরাগোপ্তা ভাবে, আবার প্রকাশ্যে বটতলা প্রকাশিত হয়েছে। পপুলার কালচারের সারা পৃথিবী জুড়েই এই বৈশিষ্ট্য এই ইতিহাস এই অবরোধ এবং এই শৃঙ্খল-ভাঙা রূপ। বটতলাকেও সেই ইতিহাস-চ্যুত করা যায়নি। ঔপনিবেশিক শাসন ও এদেশীয় 'ভদ্রলোক'দের অবরোধ মুক্ত করে সে কাউন্টার কালচার হয়ে উঠতে পেরেছে।

১৮৬৪ থেকে ১৮৮৫ সময়কালের মধ্যে রাশি রাশি সমাজ-সম্পর্কিত টেক্সট দেখতে পাচ্ছি আমরা। সেখানে নানা অপছন্দের বিষয়ে বটতলা তার মতো করে মুখর। যেমন, গোলাম হোসেন প্রণীত 'হাড় জ্বালানী' (১৮৬৪), জগচ্চন্দ্র গুহর 'রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্' (১৮৬৭) শ্রীমাদারক্রম ন্যায়পঞ্চাননের 'লম্পট-দমন' (১৮৬৮), সেখ আজিমদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮), মুন্সী

HABA CHHELER BABARKATHA, or the Career of an Ignorant Profligate. 8vo. pp. 20. *Calcutta*, 1863. 1s.

হাবা ছেলের বাবার কথা।

প্রথম ভাগ।

শ্রীপরমেশ্বর দত্ত

প্রণীত।

" মোগল্ পাঠান্ হদ্দ হলো পার্সি পড়ে তাঁতি।
বাগ্ পালালো বিড়াল এলো শিকার কত্তে হাতি॥
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত হলো জোনাকের পোঁদে বাতি।
শিকুবে গেল চড়াই এলো ফুলিয়ে বুকের ছাতি॥

কলিকাতা

সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৭০ সাল।

মূল্য দুইআনা মাত্র।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

'হাবা ছেলের বাবার কথা' বইয়ের প্রচ্ছদ

নামদার রচিত 'ননদ ভাজের ঝক্ড়া ও বাঞ্ছারামের গল্প' (১৮৬৯) এবং 'দুই সতীনের ঝক্ড়া' (১৮৬৯), মুন্নুকচাঁদ ভট্ট রচিত 'ঘোর ইয়ার' (সাল উল্লেখ নেই) এবং কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাপ্‌রে-কলি' (১৮৮৫)। এই আটটি বইতে উনিশ শতকের বাবু-সমাজের জীবনযাপনের ভেতর যে লাগামহীন অনাচার দেখা দিয়েছিল তার সমালোচনা, ইংরেজ নকলকারিদের হাস্যকর জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি, বিধবা বিবাহের বিপক্ষে অথবা পক্ষে, সতীন সমস্যা ও ননদ-ভাজের ঝগড়া, নানা ধরনের লাম্পট্য বিষয়ে প্রতিবাদ, অসম বয়সী পাত্রের যুবতী কন্যাকে বিয়ে করার ভেতর লুকিয়ে থাকা যৌন লোভ ও পীড়ন, এই ধরনের বিচিত্র সামাজিক বিষয়ে মুখর হওয়া দেশীয় দৃষ্টিকোণে নথিপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ এই সব টেক্সট, একটা শক্তিশালী অবস্থান চিনিয়ে দেয়। সেই অবস্থান ইউরোপীয় আধুনিকতার নানা কিছুকে ক্রিটিক করে। দেশীয় ভাবধারার অবস্থান থেকেই সে বিভিন্ন অনাচারকে কলি কালের সমস্যা হিসাবে দেখায়। কালগত কোনও ইউরোপীয় যৌক্তিক অবস্থান তত নয়, যতটা নন স্পেসিফিক প্রাচ্যবাদী টাইম-এর ধারণা। ছোট সময়টাকে ব্যাখ্যা করা বড় সময়ের নিরিখে। সাম্প্রতিক সময়কে কলি কালের মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় ভাবধারায় যে কলি নিয়ে সমালোচনা আছে, সেটাকেই টেনে আনে সাম্প্রতিক অনাচারের কারণ হিসাবে। এ ভাবে ভাবার দীর্ঘ প্রাচ্যবাদী ইতিহাস আছে আমাদের। জনগণ এভাবেই ভাবে। ফলে, 'কলি' বিষয়টা বটতলার বইয়ের ধারাবাহিক আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। 'কলি' একটা স্বতন্ত্র বিষয়ের গুরুত্ব আদায় করে। নানা ধরনের কলি সংক্রান্ত সমালোচনা। দোষ দেওয়া এবং দোষ মুক্তির অবলম্বন। রচিত হয় 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' অথবা 'বাপ্‌রে-কলি' নামের টেক্সট, যেখানে বউ বিষয়ক অন্দরমহলের ধারণাটাকে সোসাল স্পেসের দাবি দিয়ে সমালোচনা করা হয়। বটতলা ভাবে, ঘর ভাঙানি স্বভাবটার ভেতর লুকিয়ে আছে পারসোনালের দাবি, তাতে আমাদের গার্হস্থ্য রূপ ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে। এই পারসোনাল স্পেসটার ধারণা তখন গড়ে উঠতে শুরু করেছে, বিশেষত মেয়েদের ব্যাপারে। তার আগে বড় ভাবে মেয়েলি স্পেস বা দাবিকে নিয়ে তর্ক উঠতে দেখিনি আমরা। বটতলা সেই তর্কটা শুরু করে। তার ডিস্‌কোর্স দাবি করে মেয়েদের পারসোনাল স্পেসটা শেষ পর্যন্ত সোসাল স্পেসের কাছে আত্মসমর্পণ করবে কিনা। যেহেতু সোসাল স্পেসের সাধারণ গুরুত্ব আমাদের সমাজে পারসোনাল স্পেসের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সমাজ কী ভাবছে, এটাকে গুরুত্ব দিয়েছে ঔপনিবেশিক ভারত সমাজ।

সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!

—

শ্রীপ্রিয়শঙ্কর ঘোষ

বঙ্গদেশস্থ সুরাপান নিবারিণী সভার অন্তর্গত
মাগুরা সমাজের সম্পাদক।

—

কলিকাতা:

চোরবাগান, ৪৫ নং ভবন, ফুলবুক প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত হইয়া
প্রচারিত হইল।

—

শকাব্দা ১৭৮৬।

মূল্য দুই পয়সা।

'সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!' বইয়ের প্রচ্ছদ

নেশা সম্পর্কে প্রচুর বই বের হয়েছিল বটতলা থেকে। নেশার বিরোধিতা একটা আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। দেশীয় নেশাকে সরিয়ে দিয়ে বিলেতি মদের বাজার ধরতে ইংরেজরা তৎপর হয়ে ওঠে। তারা প্রচার করে গাঁজা-চরস-সিদ্ধি-ভাঙ খারাপ নেশা, তাতে শরীর যত খারাপ হয়, যদি বিলেতি মদ খাওয়া যায় তাতে শরীর তত খারাপ হয় না। এটাকে তারা বুঝিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে, বিলেতি মদ খাওয়াটা নেশা হিসাবে যেমন গৃহীত হল, এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বলও হয়ে গেল। উৎকৃষ্টরা বিলেতি খায়, অপকৃষ্টরা দেশীয়। বটতলা থেকে বের হওয়া বইতে সব ধরনের নেশাকেই বাতিল করা হয়েছে, আক্রমণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে নেশা করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার যে কুফল সেটাকে সামনে এনে সামাজিক দুর্গতিকে বড় করে দেখিয়ে প্রচুর টেক্সট লেখা হল। এই সময় নেশা বিরোধী নানা সভাসমিতি গড়ে ওঠে। প্রথম খণ্ডে মহেশচন্দ্র দাস দে রচিত 'নেশাখুরি কি ঝক্‌মারি' (১৮৬৩) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হল প্রিয়শঙ্কর ঘোষ রচিত 'সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!' (১৮৬৪) এবং 'সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৬৪)। প্রথমটির লেখক ওই সময়ের নেশা বিরোধী সভার যে প্রচলন হয়েছিল তেমনই একটির নেতৃস্থানীয়। পরিচিতিতে লেখা, 'বঙ্গদেশস্থ সুরাপান নিবারিণী সভার অন্তর্গত মাগুরা সমাজের সম্পাদক।' আর দ্বিতীয়টি 'বঙ্গদেশীয় সুরাপান নিবারিণী সভার অন্তর্গত কলুটোলা সুরাপান নিবারিণী সভার দ্বারা প্রচারিত।' এই প্রচারটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত বলে দ্বিতীয় বইটি 'বিনামূল্যে বিতরিতব্য'।

খাওয়া-দাওয়া নিয়ে গোটা একটা নাটক বটতলা থেকে বেরিয়েছিল— রামগোপাল বসুর লেখা 'নিমন্ত্রণ-রক্ষা নাটক' (১৮৬৫)। সেকালের নানা ধরনের আহার সম্পর্কে মজার ভঙ্গিতে লেখা এই নাটকে উনিশ শতকীয় খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। সঙ্গে সেকালের খাদ্য সম্পর্কিত আচারবিচার। অর্থাৎ, সামাজিক দশা বা খাবারের সামাজিকতা। নাটকের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখা হয়েছে, 'সর্ব্ব-বিধ ফলাহার-তত্ত্ব, উদর-মাহাত্ম্য, নিমন্ত্রণ-গৌরব ও তত্ত্বদ্বিষয়ক বিবিধ বিচার।' ৪৮ পৃষ্ঠার এই বিশাল নাটকটি অভিনব, নতুন ধরনের এবং একই সঙ্গে জনপ্রিয় তত্ত্বের যে সমস্ত এলাকা আজকের জ্ঞানচর্চাকে আলোকিত করে, সেই খাওয়া-দাওয়া বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট। পপুলারের নিজস্ব আইডেনটিটি। উনিশ শতকের প্রচুর প্রভাবিত টেক্সট-এর পাশে এ একদম মৌলিক ভাবনা, মৌলিক রচনা বলে দাবি করেছেন লেখক। 'বিজ্ঞাপন' শিরোনামে লিখেছেন, 'শুদ্ধ মানসিক

নিবৃত্তিজীবন কবে হবে বহ্নিবন ?

লম্পট-দমন ।

প্রথম ভাগ ।

শাসন নিবাসী
শ্রীমাদারক্রম ন্যায়পঞ্চানন
প্রণীত ।

"কবিতা রস মাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ
ভবানী ভ্রূকুটিভঙ্গিং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ ॥"

শ্রীশ্যামাচরণ শান্যাল দ্বারা
প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

এস এন, চীলের যন্ত্রে মুদ্রিত ।

[illegible]

১২৭৮ ।

মূল্য দুই আনা ।

'লম্পট-দমন' বইয়ের প্রচ্ছদ

কল্পনা দ্বারা এই অভিনব নাটকখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত-রঞ্জন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।' এই নাটকের প্রধান চরিত্র পেটুক এবং ভোজন লোভী ব্রাহ্মণ। সেকালের পপুলার কালচারের নানা নমুনায় এই দুই পক্ষকে খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে দেখা যায় বারবার। এইবার বটতলা সেই দিকটা ধরতে, খাওয়াদাওয়ার সামাজিক প্রতিচ্ছবি, এই নাটক রচিত হয়েছে। খাবারের খুঁটিনাটি এবং খাওয়াদাওয়ার খুঁটিনাটি বাঙালি জীবনের পরম্পরা অনুযায়ী তুলে ধরা হয়েছে। যে খাবার যখন যেখানে যেভাবে খাওয়া হয়, সে রীতি অনুসারে এই নাটকে খাবারের উপস্থাপন ঘটেছে। এটা ভীষণ ভাবে বাঙালি খাদ্যবিলাসের কথা তুলে ধরেছে। উনিশ শতক পর্যন্ত তাতে যত ধরনের প্রভাব পড়েছিল সে সব আছে, যেভাবে তা বিজাতীয় থেকে বাঙালির হয়ে উঠেছে, সেই গ্রহণযোগ্যতা সহ এই নাটক একটা ক্ষুদ্র আকড় গ্রন্থ।

বেশ্যা-সমস্যা উনিশ শতকের শিক্ষিত নাগরিক সমাজের একটা বড় মাথা ব্যথা। নগরায়নের ফলে একদল নতুন আমোদপ্রিয় মানুষ ছোট-বড় নগরগুলোতে তৈরি হওয়া বেশ্যালয়ে গমন শুরু করলেন। এ সব মানুষদের হাতে টাকা এসেছে, তাঁরা ওড়াবেন। বেশ্যালয় স্থাপন ও ওই কাঁচা টাকায় ভাগ বসাতে দরিদ্র মেয়েদের গ্রাম মফঃস্বল থেকে আনতে লাগল একদল দালাল। প্রচুর পরিমাণে মেয়ে এই পেশায় এল ওই সময়ে। বিশেষ ভাবে কলকাতা শহরে। এই সব বেশ্যাদের কাছে গিয়ে বাবুরা টাকা ওড়াচ্ছেন, এমন বিষয় নিয়ে রচিত হল প্রচুর বটতলার বই। শুধু বাবুরা নয়, নানা শ্রেণির মানুষ যাচ্ছে এবং আমোদে গা ভাসাচ্ছে, ভেসে তলিয়ে যাচ্ছে। বটতলার বইতে সে ছবি আছে। আবার বেশ্যা লড়াই করে চলেছে মস্তান-পুলিশ-প্রশাসন-আইন-আদালতের সঙ্গে। যদি বেশ্যার ভয়ে ভীত হয় বাবু ও সাধারণ মানুষ, তাহলে এদের ভয়ে অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত অজ্ঞ বেশ্যারা টঠস্থ। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভাল করে বুঝে উঠতে পারছে না তারা। মুখের তরপানি দিয়ে খানিকটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের নেতৃত্বে যে বেশ্যা-বিরোধী আলোড়ন-আন্দোলন শুরু হয়েছে, সংবাদপত্রে চিঠিপত্র বের হচ্ছে, সে চিঠির কপি যাচ্ছে ইংরেজ সরকারের কাছে, সভা সমিতি হচ্ছে বেশ্যালয় উঠিয়ে দেওয়ার, তার সঙ্গে পেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এই সব নিয়ে প্রচুর নাটক প্রহসন নকশা লেখা হচ্ছে, যাতে বেশ্যাদের ভাবমূর্তি ধ্বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সবাই চাইছে এদের জব্দ করতে।

বেশ্যা বিবরণ নাটক

PART 1

THREENY CHURN DASS

CALCUTTA

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোং

বিজয়রাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৬

'বেশ্যা বিবরণ নাটক' বইয়ের প্রচ্ছদ

এই সুযোগটা অন্য ভাবে এসে গেল। ১৮৬৪ সালে ইংরেজ সরকার তাদের সৈন্যদের ওপর সার্ভে করে দেখে ভীষণ ভাবে যৌনরোগ বেড়ে গেছে। ওই বছরেই একটা আইন আনে— ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট, যাতে তাদের সেনা ছাউনিতে নিযুক্ত বেশ্যাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে পারমিশন দেওয়া হবে, তারপর তারা সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবে। শুরু হল সেটা, তবু বহু সৈন্যই ক্যান্টনমেন্টের বাইরের বেশ্যাদের সঙ্গে সংসর্গে জড়িয়ে পড়ল। তার ফলে আবার যৌনরোগ বাড়ল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও সেটা সংক্রামিত হল। ১৮৬৮ সালে 'কনটাজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট' নামে নতুন একটা আইন এনে সরকার ঠিক করল সমস্ত বেশ্যাদের স্থানীয় থানায় নাম রেজিস্টারি করে যৌন রোগগ্রস্ত কিনা তার পরীক্ষা দিয়ে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে পেশা চালাতে হবে। সবাইকে পরীক্ষা করলে সৈন্যদের সমস্যাটাও মিটে যাবে। এই আইনটাকে বলা হত ১৪ আইন। সেই ১৪ আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে পুলিশ থেকে পুরুষ ডাক্তার সকলেই এমন নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করতেন যে পরীক্ষা করানোর যন্ত্রণার ভয়ে বহু বেশ্যা কলকাতা শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। অনেকে গেল ফরাসি শাসনাধীন চন্দননগরের পেনেটিতে, সেখানে ব্রিটিশ আইন চলে না। তাই ১৪ আইন নেই। অনেকে আত্মহত্যা করল। অসুস্থ হয়ে পড়ল। সব মিলে পরিস্থিতি এত খারাপ হল যে প্রচুর মানুষ এই ১৪ আইনের বিরোধিতা করলেন, লেখালিখি হল, নাটক প্রহসন বের হল। চাপে পড়ে ১৮৮৮ সালে সরকার এই আইনটা তুলে দিতে বাধ্য হল। তখন ইংল্যান্ডেও এটা বিরোধিতার মুখে পড়েছিল। ফলে, দু' দেশেই একই সঙ্গে উঠিয়ে দেয় ব্রিটিশরা। এরই মধ্যে শুরু হয়েছিল 'সোসাল পিউরিটি মুভমেন্ট', যার ভেতরে ছিল খ্রিস্ট ধর্মীয় ভাবনা অনুসারে এই 'পাপ' কাজ বন্ধ করে যিশুর শরণাপন্ন হওয়া। বেশ্যাবৃত্তি বিরোধী এই আন্দোলনে আবার কোণঠাসা হল বেশ্যারা।

এই দীর্ঘ পঁচিশ-তিরিশ বছর জুড়ে বটতলা থেকে একের পর এক বের হয়েছে বেশ্যা বিষয়ক বই। এই সামাজিক পরিস্থিতিকেই ধরতে চেয়েছে বটতলা। এই সংকলনে তাই সাতখানা বটতলার বই নানা দিককে স্পর্শ করতে তুলে আনা হয়েছে। 'বেশ্যা বিববণ নাটক' (১৮৬৯), 'চাই বেলফুল' (১৮৭২), 'মা এয়েচেন' (১৮৭৩), 'সোণাগাজির খুন' (১৮৭৫), 'সোণাগাজির খুনির ফাঁসির হুকুম' (১৮৭৫), 'বণিতা বিলাপ' (১৮৭৬) এবং 'বদ্‌মাএস জব্দ' (১৮৬৯) এদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে উনিশ শতকের 'অপর' আইডেনটিটির বাঁচা-মরা। সেই সামাজিক ও

ঘোর ইয়ার।



শ্রীমুলুকচাঁদ ভট্ট

কর্ত্তৃক প্রণীত।



কলিকাতা।

প্রাকৃত যন্ত্রে

মুদ্রিত।



মূল্য /০ এক আনামাত্র

'ঘোর ইয়ার' বইয়ের প্রচ্ছদ

ব্যক্তিগত খাঁচাকে অপরাধ থেকে আইনের অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমরা। শুধু এই সাতটা বই নয়, এই সংকলনের অন্যান্য বইতেও বেশ্যা প্রসঙ্গ এসেছে। এটা উনিশ শতকের বটতলারও আন্-অ্যাভয়েডেব্‌ল বিষয়। প্রধান ভাবে এবং অপ্রধান ভাবে জড়িয়ে রয়েছে নানা টেক্সটের সঙ্গে।

নানা জাতীয় কেচ্ছা-কাহিনিতে ভরপুর ছিল উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ। এটা পপুলারের একটা লক্ষণ, উচ্চবর্গের কুকীর্তি বিষয়ে আঁড়ি পাতা, মুখর হওয়া। আমজনতা যেটা পায় না, সেটাকে বিপদগ্রস্ত হতে দেখলে বিপর্যস্ত হতে দেখলে আনন্দ পায়। দেখ কেমন লাগে জাতীয় আনন্দ। সে অপেক্ষা করে, দেখি না কী হয়! উনিশ শতকে যেহেতু প্রচুর সংবাদ ও সাময়িকপত্রের প্রচলন ঘটে, তাদের দৌলতে অনায়াসে উচ্চবর্গের কেচ্ছা জেনে যাওয়াটা সহজ হয়ে যায়। নানা কেচ্ছা সে ভাবেই বিখ্যাত হয়েছিল। তার মধ্যে তারকেশ্বরের মোহন্তর সঙ্গে পরস্ত্রী এলোকেশীর অবৈধ প্রণয় কাহিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়। এত দিন সবাই জানত বড় বাড়ির বাবুরা অবৈধ প্রণয় করে, মদ্যপান করে, ফূর্তি করে। এখন জানা গেল, ধর্মগুরুর মতো নমস্য ব্যক্তি, সন্ন্যাসীর মতো ত্যাগী আত্মপরিচয়ের 'পবিত্র' একজন মানুষ— তারকেশ্বরের মোহন্ত, তিনি নিজেই 'পাপ' কাজ করে চলেছেন। এই উচ্চাসনটা যেহেতু টলে গেল, সাধারণ মানুষ তখন প্রবল নিন্দায় মুখর হল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৭৩ সালে। তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরির সঙ্গে দেখা হল দেবদর্শনে আসা এলোকেশীর। এলোকেশী তরুণী, বিবাহিতা। স্বামীর নাম নবীন। নবীন থাকে বাংলার বাইরে। রূপসী এলোকেশীকে দেখে মোহন্ত আকর্ষিত হলেন। তাঁরা মেতে উঠলেন প্রেমে ও যৌনতায়। প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন লোভী মোহন্তর ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। ঘরে ফিরে নবীন এই ঘটনা শুনে রাগে অপমানে এলোকেশীকে খুন করে। খুনের খবর সংবাদপত্রে বের হয়। সাধারণ মানুষ এখান থেকেই কেচ্ছাটা জানতে পারে। কেস শুরু হয়। নবীনের শাস্তি হয় দ্বীপান্তর। আর ফেরার মোহন্ত ধরা পড়ে এবং ব্যভিচার করার দোষে তাঁর তিন বছর জেল হয়।

এই ঘটনা নিয়ে ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬, তিন বছর ধরে এত লেখালিখি হয়, এত নাটক প্রহসন নকশা বের হয়, এত পট আঁকা হয়, গান বাঁধা হয় যা এর আগে আর কোনও ঘটনায় হয়নি। শুধু নাটক প্রহসন ইত্যাদির সংখ্যা ৩৪টি। কিন্তু এগুলো বিশেষ দেখতে পাওয়া যায় না। এই সংকলনে গুরুত্বপূর্ণ একটি মোহন্ত-এলোকেশী

বিষয়ক নাটক অন্তর্ভুক্ত হল। এর ফলে, বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা যেমন হবে, গবেষকরা এই সম্পর্কিত একটি টেক্সটও এবার হাতের কাছে পেলেন। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'মোহন্তের এই কি দশা!!' (১৮৭৩) নাটকে কারাগারে বন্দি মোহন্তর দুর্দশা ও অনুতাপ কীভাবে জনসাধারণের মনকে মাতিয়েছিল তার নমুনা পাওয়া যাবে। জনগণ যা চেয়েছিল, যেভাবে দেখতে চেয়েছিল উচ্চবর্গীয় এই ঘটনাকে, সেটা তৈরি করা হয়েছে এই রচনায়। এর আগে কেচ্ছা-কাহিনি বিষয়ক পপুলারের আগ্রহকে মাথায় রেখে আমরা দুটি বটতলার বই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি— 'সোণাগাজির খুন' এবং 'সোণাগাজির খুনির ফাঁসির হুকুম'। এবারে 'মোহন্তের এই কি দশা!!' সেই সিরিজে সবচেয়ে শক্তিশালী সংযোজন হিসাবে যুক্ত হল। মূল বইতে দুটি উড কাট ছবি ছিল, সেগুলোর অবস্থা ভাল না হওয়ায় দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই খণ্ডেও মূল বটতলার বইতে যে বানান ছিল, পুরনো বাক্-রীতি ছিল, সে সব হুবহু ছাপা হল। শুধু প্রত্যেকটা বইয়ের প্রচ্ছদে নীচের অংশে তৃতীয় বন্ধনীতে ইংরাজি সালটি সংযোজন হল বোঝবার সুবিধার জন্য।

অদ্রীশ বিশ্বাস

হাবা ছেলের বাবার কথা

প্রথম ভাগ।

শ্রীপরমেশ্বর দত্ত
প্রণীত।

"মোগল্ পাঠান্ হদ্দ হলো পার্‌সি পড়ে তাঁতি।
বাগ্ পালালো বিড়াল এলো শিকার কত্তে হাতি।।
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত হলো জোনাকের পোঁদে বাতি।
শিক্‌রে গেল চড়াই এলো ফুলিয়ে বুকের ছাতি।।"

কলিকাতা।

সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।
সন ১২৭০ সাল।
মূল্য দুই আনা মাত্র।

শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

[1863]

হাবা ছেলের বাবার কথা।

আট্‌চালা ঘর।

বাবা, বাবার ছেলে হাবা, হাবার মা হাবী।

১ নং

বাবার কথা।

বাবা। আমি কত ওম্‌রাহ্‌ লোকের ফ্যামিলির সঙ্গে আলাপ করেছি, কত রাজ্‌রাজ্‌রার রান্নাঘরের খবর পর্য্যন্ত রেখেছি, কিন্তু আমার হাবীর মত গ্রস্তালি কেউ কোত্তে পার্ব্বে না। ওম্‌রাহ লোকের পরিবারেরা য্যামন পায়ের উপর পা দিয়ে দ্যাওর ভাশুরের কোঁদুনি গাইতে থাকে, আর লুচির বস্তা, ঘিয়ের কল্‌সি ও ছানার হাঁড়ি গলায় গাঁথা থাক্‌লেও চাকর বাকরদের অ্যাক্‌ মুটো ভাত দিতে চোক টাটিয়ে ওঠে, হাবী আমার এ সব কিছুই জানেন না। তাঁর দ্যাওর ভাশুরের মধ্যে কেবল আমি আর হাবা, আমাদের পেট ভর্লিই্‌ তাঁর আর খুসির সীমা থাকে না। তিনি আমাদের মুখ চেয়েই চিরকাল কাটালেন, পরপুরুষের মুখ দেখেও দ্যাখেন্‌ না। স্ত্রীলোকের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ এমনি গুণ, যে, পুরুষমানষের গুণাগুণ বিবেচনা করা দূরে থাকুক্‌, সুন্দর পুরুষ হলেই তাঁরা সুন্দররূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কোর্ব্বেন, এটা আগে ঠাওরান্‌! হাবী আমার ত্যামন্‌ নয়, তা হলে আমি কি আর "হাবা ছেলের বাবার কথা" নামে এই কথাগুলি বোল্‌তে পারি? হাবীর বিদ্যা বুদ্ধি দুই সমান, নৈলে আমি হাবী বোলে ডাক্‌বো ক্যান। (কেবল আমার হাবী বোলে নয় সকল বাবার হাবীই এমনি ধারা) আমি যেম্‌নি হাবী বোলে অজ্ঞান হোই, হাবীও তেম্‌নি বাবা বোলে গোড়িয়ে পড়েন্‌। হাবী আমার সাদাসিদে লোক, পেটে খল নাই, গায়ে গর্ম্মি নাই, সহুরে মেয়েদের মত কান্‌ জানেন না, উঠ বল্লিই উঠেন্‌, বোস বল্লিই বসেন। সোণার হাবীর গায় সোণার গন্ধটি নাই, দুগাছা কাঁসার মল পায়ে দিতে পেলে গালে আর হাঁসি

ধরে না। হাঁসি যেন তাঁর গাল ধরা। বচ্ছরান্তে একখানি নূতন কাপড় পেলে নমস্কারের আর ধূম থাকে না। বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত শান্তিপুরে ও ঢাকাই ধুতির সঙ্গে দ্যাখাও হয়নি! আহা! সোণার হাবীকে সোণায় মুড়ে রাখ্‌লেও খেদ মেটে না!

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে হাবীর বয়েস ত্রিশ বৎসর পার্ হোয়ে গেল, তবু কেউ তাঁকে ছেলের মা বলতে পারে না। আজ কালের বৌ ঝিয়েদের মত হাবী আমার সৌখিন্ নন্। ফিরিঙ্গি গোচের খোঁপা বেঁদে সাবাং দিয়ে গা রোগ্‌ড়ে টুক্‌টুকেটি হোয়ে বোসে থাকতে ভাল বাসেন না। তাঁর যা বাপের বিষয় আছে, তা চারিয়ে খেলে তিনি অনায়াসে পায়ের উপর পা দিয়ে খেতে পারেন, তবু ঘর নিকুতে, বাসুন্ ধুতে, গোবর-নেদি দিতে অভিমান্ করেন না। অ্যাক্‌বার আমি কোল্‌কাতা থেকে অ্যাক্ শিসি ম্যাকেসার্ অএল্ আর অ্যাক্‌বাটী পোমেটাম্ এনে হাবীর হাতে দিলেম, হাবী আমার মুখ্ চোক্ সিট্‌কে তেল টুকু প্রদ্বীপে দিয়ে পোমেটাম্ বাটিটে কলায়ের ডালে ঢেলে দিলেন। (তা নইলিই বা তাকে হাবী বল্‌বো ক্যান) তিনি যখন শুতে আসেন্ তিন ঝুড়ি গোবর তাঁর শ্রীচরণে মাখা থাকে! মিশি, তা দু তিন মোন দাঁতে না দিলে মোন্ উঠে না। তিনি যখন দাঁতে মিশি দিয়ে সোহাগের হাঁসি হাঁসেন, তখনই যেন আমার নুড় নুড়ে প্রাণটিকে গুর্ গুর্ কোরে তোলে। আহা মরি রে! হাবীর গুণ আর কত গাব! যিনি ইষ্টিগুরু সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি তাঁর গুণ গাইতে গাইতে পঞ্চমুখ পেলেন, তবু তাঁর গুণের শত গুণেব একগুণও ব্যাখ্যা কর্ত্তে পাল্লেন্ না; আমিত আমার কোন্ গুণে তাঁর কোন্ গুণে পালান্ দেব!

হাবী যেমন আমার হাবা ছেলেটীও তেমনি, কথা না কোইতে কোইতে পেটের ভিতর যেন বোসে থাকে। বাবাজি বিদ্যাসাদ্দিতে যেমন তোখোড়, কথাবার্ত্তাতেও তেমনি মুখোড়। হবে না হবে না করে বাবাঠাকুরের কল্যাণে তার নাম হাবা রেখেছি, তবু বামুন্দের মেয়েগুলোর চোক্ টাটিয়ে উঠে। তারাই-ত আবার হাবা-গোবা ছেলের সঙ্গে চোক্-ফুটো-ফুটি খেলে চোক্-মুখ ফুটিয়ে দিলে। পৌষমাসের রাত্তির আর ফুরোয় না, কাযেই আমি

ভোর ব্যালা এই রকম কোরে বোক্তে লেগেছি; হাবী আমার ডাঁড়িয়ে ডাঁড়িয়ে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠলেন, ষোলো বছরের বাচ্ছার মত হাবা ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ কোরে কেঁদে উঠ্‌লো; হাবী তার বুক চাপ্‌ড়াতে লাগ্‌লো! আমি বল্লেম।

উঠ উঠ হাবী-প্রাণ ঘুমাওনা আর।
ঐ দেখ করিতেছে শেয়ালে চীৎকার।।
গুপে গোপে গরু নিয়ে হুট্ হুট্ করে।
কাণা মধু পাখি নিয়ে কৃষ্ণ নাম পড়ে।।
কালা কলু গরু নিয়ে যুড়িয়াছে ঘানি।
আর কেন শুয়ে শুয়ে কর কাণাকাণি।।

হাবী। উহু উহু বড় শীত আহা মরি মরি।
কি কর কি কর ছাড় উঠে বা কি করি।।
কোয়াসায় অন্ধকার চারিদিক দেখি।
তুমি যে উঠেছো ভোরে বল একি একি।।
এখনো রয়েছে রাত তুমি রাত-কাণা।
দুদিনেতে এত রক্ষী গেছে ভাল জানা।।

বাবা। ঐ দেখ ডালে বসে ডাকিছে পাপিয়া।
চড়ায়ে চির্ চির্ করে শোন কাণ দিয়া।।
হরি যায় গঙ্গাস্নানে দিয়ে হরি-বোল।
হরি হরি বল মুখে কেন কর গোল।।
চক্ মকি ঠক্ ঠকি ঠোকা বড় দায়।
উঠে দেখ দেখি হাবী ঠোকা নাকি যায়।।

হাবী। তাই কেন বল নাকো ঠোক চক্‌মকি।
ঠুকিতে ঠকেছ ভাই আমি কিহে ঠকি।।
সারা রাত চক্‌মকি নিয়ে ঠক্‌মকি।
যে না জানে সেই বলে বড় ঠক্‌ঠকি।।
মুখে মুখে মুক দিয়ে রোয়েচে অমুক।
তুমি বল কোন মুখে করিতেছ মুক।।

বাবা। ঘাট হয়েছে মাপ কর লেপ দাও শুই।
এই নাও আর কেন চকমকি থুই।।
তুমি যে রোয়েছ জ্বোলে তাকে আমি জানি।
জ্বালার জ্বালায় পোড়ে কাঁদে মহাপ্রাণী।।
আর কি হইবে ঘুম যে বকার ধুম।
কোন মতে চক্ষে আর না আসিবে ঘুম।।

হাবা। বাবা! মিচে বকাবকি কচ্চিস্ ক্যান? কোলকাতার দুটো অ্যাক্‌টা নতুন নতুন কথা বল্ দিকি শুনি।

বাবা। তুই কি জেগে আছিস তবে শোন্।

হাবী। তুমি সোঁদর বোন্ থেকে আরম্ভ করো।

বাবা। আমি ত এখান থেকে পান্তা ভাত খেয়ে কাঁতা মুড়ি দিয়ে কান্দে২ চল্লেম্। হাবা শুন্‌চিস্ না ঘুমুচ্ছিস্?

হাবা। (চোক্ মুচতে২) বাবা তুই কান্দে কান্দে গেলি ক্যান? ফাগুণে শীতটে বুজি বড় লেগেছিল।

বাবা। না বাবা তা নয়, বাড়ী থেকে বেরুলে সকলেরই মন কেঁদে থাকে। দেক্তে দেক্তে সোঁদর বনে উপস্থিত।

হাবা। তুই সেখানে ক্যামন্ কোরে গেলি বাবা? বাপ্‌রে। তোকে যে বড় বাগে ধোরে খাইনি?

বাবা। আর বাবা! বাগে পেলে কি আর বাগে ছাড়তো। কত বাগ ধোরে২ খেয়ে ফেল্লেম্ কত ভালুকের ল্যাজ কেটে বেঁড়ে কোরে দিলেম্। চারিদিকেই বোন্, তাল গাচের মত সাল গাছ সব ডাঁড়িয়ে রয়েচে। শালিক শামা বুল্‌বুলি য্যান ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে উঁকি মাচ্চে। কালপ্যাঁচা কালপেঁচির সঙ্গে বিরহানলের প্যাঁচ খেল্‌চে, কখন বা প্যাঁচার পোঁদে কাগে ছোঁ মাচ্চে, আবার কখন বা কাগের পোঁদে ফিংয়ে দৌড়িচ্চে।

স্বন্ স্বন্ কোরে হন্‌হনে বাতাস আরম্ভ হলো, বাগাফট্‌কা শেয়ালগুলো

হিন্দি খেয়াল্ আরম্ভ কোরে দিলে। তা দেখে আমারো মনে কত রকমের খেয়াল্ জন্মাতে লাগ্‌লো। বুনো বেড়ালগুলো সুনো দাড়িতে বোসে বোসে তা দিচ্চে আর তান্‌পুরো ধোরে তান মাচ্চে। ফড়িংয়ের মত হরিং বাচ্ছারা বন্ বন্ করে উড়তে লাগলো আর হন্ হন্ কোরে হোন্নে শেয়াল গুলো ছুটে চল্লো। আমি যখন ধান বন দিয়ে ধানের আল্ ভেঙ্গে যাচ্ছিলেম্, অ্যামন্ সময় কতকগুলো ধেনো কেউটের খেউ খেউনি শুনে ধানবোন ভেঙ্গে বাবুর মত নাপাতে নাপাতে চল্লেম। অ্যাক্ ঠাঁই বড় মজা দেখলেম, কতকগুলো মরক্‌ট য্যান ইন্দ্রের সভা করে বোসে রোয়েচে। যিনি ওদের মধ্যে প্রধান, তাঁরে কেউ বাতাস কচ্চে কেউ বা পা টিপে দিচ্চে, কেউ বা দুহাত দিয়ে ল্যাজে তেল দিয়ে দিচ্চে, কোনটা বা কট্‌মট্ কোরে চাচ্চে আর মট্ মট্ কোরে উকুন্ মাচ্চে, আমিও দেখে শুনে খট্‌মট্ কোরে চলতে লাগ্‌লেম। কেউ কেউ ছাগলের ওপরে চড়ে ইজের চাপ্‌কান পোরে পায়চারি কোত্তে লেগেছে। তাদের অ্যাক্ অ্যাক্ জনের দাঁত খেচুনি দেখ্‌লে তোদের পেটখেচুনি লেগে যেতো। আমি বাঁদর তাড়াব-কি আমাকেই তারা বাঁদর-তাড়া কোল্লে। কাজেই আস্তে আস্তে পটল তুল্লেম্।

হাবা। বাবা অমন্ বোন্‌বাদাড়ে পটল পেলি কোথা?

হাঁটিতে হাঁটিতে পার পাটী ভেঙ্গে গেল।
দেখিতে দেখিতে কলিকাতা দ্যাখা দিল।।

সহরের হটু বাবুর কথা।

২ নং

বাবার কথা।

বাবা। সহরের হটু বাবুর কথা আমার চিরকাল্‌টি মনে থাক্‌বে। দিনকতকের মধ্যে সহরের আও-ভাওটা জেনে নিয়ে কখন কখন টোটো কোম্পানির আপিস্ ধোরে দু অ্যাকটা গবর্মেণ্ট ও মার্চেণ্ট হাউসে যেতে লাগ্‌লেম। গবর্মেণ্ট আফিসের পুরোণো পাপীদের দেখলে আমার চোদ্দপুরুষের চোক মুখ দিয়ে

জল্ খোশ্তে থাকে। গলিৎ মাংস, কোটরে চক্ষু, দুদে-কেশী ফোক্কোল্ দাসেরা হাড়গোড় ভাঙ্গা দয়ের মত মাতায় অ্যাকটা বিঁড়ে বেঁদে কলম চালাচ্চেন। তাঁদের মা বাপ্ বলতে কেউ নাই, কাজেই গড়িয়ে গড়িয়ে পোড়ে আছেন। আগে২ টুম্ টাম্ জানা গোচেদের ধুম্ ধাম্ তখন দ্যাখে কে। অ্যাখন অ্যাকটা সাড়ে তিন টাকার রূম্ খালি হোলে অনেক কৃতবিদ্যা ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত হন। সাহেবেরা বাঙ্গালি বাবুদের মাতায় মোট চাপিয়ে কেবল সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে ব্যাড়াতে বাঁকি রেখে চেন, নৈলে হাতে পায়ে যত দূর হয় তার আর কশুর করেন্ না! মুটেরাও অ্যাক্ অ্যাক্‌বার তামাক খেতে, কলা খেতে অবসর পায়, ক্যারাণী বাবুরা অ্যাকেবারে কলা না খেলে আর সে কলা খাবার আস্বাদ জান্তে পার্ব্বেন না। তার পর ছোট বড় সওদাগরি আপিসে দিনকতক উমেদারি কোরে ব্যাড়ালেম। সওদাগর সাহেবেরা এই খানেই ভেতো বাঙ্গালিদের ওপর ফফরদালালি কোরে ব্যাড়ান, অ্যাক্‌টা বিবির কাছে সাড়েসাত গণ্ডা আয়া রাখিয়া দেন, গাড়ী ঘোঁড়া ভিন্ন মাটিতে আর পা পড়ে না। বিলেতে একটা চাকরের খোরাক পোসাক দিতে গেলে তাঁদের ফন শুদ্ধ বিকিয়ে যায়, কাজেই সেখানে আর বড়মান্‌ষির বাজার গরম কোরে তুল্‌তে পারেন না।

আমি এম্‌নি কোরে মাসখানেক্ প্রায় ঘুরে ঘুরে ব্যাড়ালেম কোন খানে কিছু হোয়ে উঠলো না। আজ কাল সুপারিসের জোর য্যান পূর্ণিমের কোটালের বান। সহরের নামজাদা বাবুরা যে পরের উপকার কর্বেন্ সে কেবল বলা তাঁদের প্রশংসা প্রদীপ উস্কে দেওয়া মাত্র। তাঁরা মাগের সম্বন্ধে ভোলা কলুকেও উত্তম পদ দিয়ে থাকেন তবু জ্ঞাতি কুটুম্ব ভদ্রসন্তানদের উপকার না করা আহার নিদ্রার প্রথার মধ্যে গুণে রেখেচেন। তাঁরা যে অতোবড় সভ্য হয়ে আজোবধি এ নিয়মসূত্রে গাঁথা রোয়েচেন্, সে কেবল ভারতবর্ষ হতশ্রী হবার বিশেষ লক্ষণ। কত চূড়ামণি বিদ্যাবাগীশ তর্কলঙ্কার তর্কবাগীশের ল্যাজে তেল দিয়ে দিয়ে হাতে কড়া পোড়ে গেল, শেষে তাঁরা সেই তেলা ল্যাজ গলায় তুলে দিয়ে সাত সমুদ্রের জল্ খাওয়াতে লাগ্‌লেন। কত রকম রকম মহা মহা সভায় সং সেজে ডাঁড়ালেম; তাঁরা

সং দেখে ঢং করে রং চোড়িয়ে উড়িয়ে দিলেন; কাজেই আমাকে আর্‌মানি ঘড়ির মত ঢং ঢং কোরে বেজে ব্যাড়াতে হলো। কত শত বড় বড় বাবুর দ্বোরে দ্বোরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোরে মোলেম্ (রাধাকৃষ্ণ বল) শেষে কেষ্ট পাওয়া গোচ হোয়ে উঠলো বোলে আমি সেই অবধি কৃষ্ণলীলা পরিত্যাগ করে ব্রজলীলায় আবির্ভাব হোলেম। এই কেষ্ণ কিঙ্কর মধ্যে সেই হটু বাবুর কথাটী না বোলে আর কেষ্ণলীলা সমাপ্ত কোত্তে পাল্লেম্ না।

হটু বাবুর বাপ জাতিতে শূদ্র ছিলেন কিন্তু ক অবধি কয়েকটী অক্ষর তাঁর গো মাংস বোধ হওয়াতে তিনি কখন কখন জাত ভাঁড়িয়ে জুতো শেলাই, রিপুর কর্ম্ম, পচাঘোল বেচ্‌তে বাঁকি করিন নি। (দুরাবস্থা হোলে কেউ কারুর দিকে যে চেয়ে দেখে না ইহা সত্য বটে) তিনি এই রকমে হাতে দুপয়সা জমেয়াৎ কোল্লে পরে স্ত্রীপুরুষে অ্যাকখানি সোণালী রূপালির দোকান কোরে দোকান ফেঁদে বোসলেন্। ভারি ভারি মহাজনদের সঙ্গে পোট হোলে, হটু বাবুর বাপ অ্যাকেবারে খাস্তার কচুরির মত ফেঁপে উঠলেন। চক্‌মিলন্ বাড়ীর ঠাকুর দালানে ঝাড় লণ্ঠন্ তাকিয়া গদি অবধি কোরে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো।

হটু বাবু তখন পাঁচ বছরের ছেলে, কাজেই আদরে গোবরে মাখামাখি থাক্‌তেন। তাঁর আদরী গোবরী ভাদুরী মাসীরে কখন কখন হটুকে ধিনিকেষ্ট ও মেনিকেষ্ট বোলে আদর কত্তো। তাঁর গর্ভধ্যাড়ানী এম্‌নি কোরে আদর কোত্তেন। (কার-ধোনটা ধোনটা কোই, এই খাণ্ডা মোণ্ডা কোই, ধোন্ ধোনটা তাকি য়েচে, ফোন্ ফোনাটা নাপিয়েচে) হটু বাবু অম্‌নি ফন্ ফন্ কোরে প্রস্রাব করে দিতেন। মা বাপের আদরে ছেলের পরকাল্‌টী মুচড়ে গেলো. কাজেই লেখাপড়ার দফায় তোমার আমার মত হয়ে উঠলো। নতুন বড়-মান্‌ষের ছেলে গাঁজা মদ খেয়ে খানায় পড়ে থাকলেও কেহ তাঁকে মাতাল বোল্‌তে পারতো না, কিন্তু আজো সে গুণের গুণ ভুল্‌তে পারেন্ নি, ভুল্‌বার যো কি?

কুলশ্রেষ্ঠ হটু বাবু সেকেন্-নম্বর রিডার না ধোত্তে ধোত্তে মিল্‌টান সেক্‌স্‌পিয়ার নিয়ে টানা-টানি কোত্তে লাগ্‌লেন। বাপ মার হাঁসি আর বাড়ীতে

ধরে না। হটু বাবুকে ধিনিকেষ্ট বোল্লে আদরে ধিনিকেষ্টর মত নাচ্তে থাকতেন। গাঁজা গুলি মদে চূড়ান্ত হোয়ে অবশেষে বেশ্যালয়ে দালালিগিরি আরম্ভ কোল্লেন। কখন কখন দু অ্যাক পয়সার অনাটন হোলে হটু বাবু মদনমোহনের বাড়ী সন্ধ্যা ব্যালায় দেখা দিতেন্! এর মধ্যে হটুর বাপ কেষ্ট কেষ্ট বল্তে বল্তে ব্যাসকাশীতে বেশ পরিত্যাগ কোরে সোণার গাদা হোয়ে স্বর্গারোহণ কল্লে। হটু বাবু নিষ্কণ্টকে বাপের পদে অধিষ্ঠান হয়ে বড়মান্ষির বাজার গরম কোরে তুল্লেন্। সহরের জুতো-চোর, চুটকিওলা, ভেড়িওলা পর্য্যন্ত যান্তে পাল্লে, যে হটু বাবু অ্যাকজন মাতব্বর মানুষ হোয়ে উঠলেন। মো সাহেবদের আর খবর দিতে হয় না, শ্রাদ্ধের রেও ভাটের মত সব যুট্তে লাগলো। বাপের যে পুরোনো অ্যাকখানি দোকান ছিল সেখানি ভেঙ্গে মদের দোকান আর গাঁজার দোকান বসালেন্। আর স্বীয় বাগানে গাঁজার আবাদ কোত্তে হুকুম দিলেন। হটু বাবু বাবুর মধ্যে অ্যাকেবারে ইস্কাবনের টেক্কা হোয়ে পোল্লেন্। বাই নাচ খ্যাম্টা নাচ পুৎলো নাচ রাদ্দিনই চল্তে লাগলো। হটু বাবুকে বাঙ্গালীর ভাব হইতে বিলিতিভাবে কখন কখন আবির্ভাব হোতে দ্যাখা যেত। ধুতি চাদর পোল্লে ইংরেজেরা লাইক্ করে না বোলে ইজের চাপকান পোত্তে শিখলেন। এ আপিস ও আপিস ঘুরে ঘুরে দু অ্যাকটা মেটে-ফিরিঙ্গী আর ট্যাসফিরিঙ্গির সঙ্গে হরিহর আত্মা হোয়ে উঠলো। হটু বাবু বাপের শ্রাদ্ধে কায়েত বামুন্দের নেমন্তন্য করেন্ নি, ফিরিঙ্গি গুষ্টির পেট ভরিয়েছিলেন। তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধ (এখন বর্ত্তমান্) এ, ভি, টমসনের নির্ভর হোয়েছে, বাপের সপিণ্ডকরণ ভগা কলু কোর্ব্বে। হটু বাবু বাচ্চা ব্যালায় একটি বাচ্চা বেদব্যাস ছিলেন, অ্যাখন চারিদিক্কার নরম গরম বাতাস পেয়ে এক জন সাঁচ্চা বেদব্যাস হোয়ে পোল্লেন। আগে আগে য্যামন আমাবস্যার রাত্তিরে মোই নিয়ে চাঁদ ধোত্তে গাছে উঠতেন, কখনবা তাল ঠুকে গোরার সঙ্গে লড়াই করেঙ্গে বোলে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন, অ্যাখন আর তা করেন না। বাবু কখন কখন ভারিক্কে হোয়ে আপনার ঠাকুর দালানে (ব্রহ্মসমাজ) গিয়ে কাঁদ্তেন আর হাসতেন্, কখন বা ডক্সাহেবের লেক্চার শুনে আদা খ্রীষ্ঠান্ হোতেন। তাঁর এ রকম ভক্তি

দেখে সকলেই ঠাওরাত যে ইনি অ্যাক্জন নোপালিয়ান্, কি নীরো, কি সিরাজউদ্দৌলার নাতি হবেন।

হটু বাবু সেরাজউদ্দৌলার নাতি হোয়ে বসলেন। বাপের মোট বওয়া ধন বেশ্যালয়ে আর শুঁড়ির বাড়ী জমা হোচ্চে শুওরেরগু মো সাহেবরাও দুব্যালা বাবুর কল্যাণে আঁচাতে পাচ্চেন। মা, দুটো একাদশী ছাড়া আরো দশ বারোটা উপবাস কোরে থাকেন, স্ত্রী সধবা হোয়েও একাদশীর ব্রত প্রায় উজ্জাপন কোরে ফেল্লে। হটুবাবু বড় দাতা, তাঁর আনুসঙ্গিক ইয়ারেরা খানায় পোল্লে চারঘোঁড়ার গাড়ি ভাড়া কোরে তুলে নিয়ে যাওয়া আছে। রাঁড়ের মার গায় ফুস্কুরি হোয়ে ছিল বোলে ডেড়লক্ষ টাকা ডাক্তারিতে আর ওষুধ ব্যায়ে খরচ করে ফেল্লম আর আপনার মার ওলাউঠার সময় অ্যাক পয়সার বাতাশা কিনে দিতেও ভর্ষা হয়নি। তিনি বিধবা বোলে তাই কালের মুখ থেকে ফিরে এলেন। আমি তথায় যাবামাত্রেই অ্যাকটা হাসির তুফান উঠলো, আমি ফ্যান সেই তুফানে ঘুষড়ির ট্যাকে আর তাঁর বৈঠকখানা ঘরে আছাড় খেতে লাগ্লেম। মরকোটের মত এয়ার বাচ্ছারা কট্মট্ কোরে চেয়ে রোইলেন। ওর মধ্যে সিংভাঙ্গা গোচের অ্যাক জন বোল্লেন, মশায়ের নিবাস কোথা? আমি বল্লেম নিকটেই, প্রায় কোস্ দুই হবে। আর অ্যাকজন গুলিখোরের চাঁই হাঁটুতে মাতা দিয়ে বোসে ছিলেন, বোল্লেন, বাবাজীর কি টান্ টোন্ নেয়া রোগ আছে, থাকে ত বলুন, যোগাড় দ্যাখা যাক্? হটু বাবু অ্যামন সময় গাঁজা তোয়েরি করে তামাক খাও বোলে আমায় হাতে হুঁকোটা দিলেন। অতি সিভিলিয়ন বিলিতি ফ্যাসানে আদর কোরে বোল্লেন, "মহাশয় যে বড় বাঁদরের মত ল্যাজ গুটিয়ে বোসে রোইলেন?" বল্বা মাত্রেই আর অ্যাক জন "ল্যাজ আছে নাকি" বোলে আমায় ব্যস্ত করিলেন। বাঁদরদের এই রকম বাঁদ্রামী দেখে আমি পালাবার পথ দেখ্তে লাগলেম। হা অদৃষ্ট! এঁরাই কি দেশের শ্রীবৃদ্দি কোর্ব্বেন? হোয়েচে? কানীর ছেলে নাকি আবার ছুঁচের ভেতর সুতো দিবে। কালার বৌ নাকি আবার সংকেত্তন শুন্তে যাবে। এঁরাই অ্যাক২ জন বড় বড় মহাশয় ব্যক্তি।

ছোট হোয়ে বড় হয় সে তো বড় নয়।

বড় হোয়ে ছোট হয় তারে বড় কয়।।
ছোট বড় জ্ঞান যার নাহি হোয়ে থাকে।
বড় লোকে কি সোহাগে বড় বলবে তাকে।।
বড় যদি হোতে চাও ছোট হও তবে।
তবেত বড়োতে তোমায় বড় লোকে কবে।।
তুমি বড় জানি বল বড় কিসে শুনি।
ছোটতে বলিলে বড় সে বড় না গুণি।।
বড়োর যে কত গুণ বড় লোকে জানে।
তুমি বল আমি বড় সে বড় কে মানে।।
বড় মূর্খ হলে পরে বড় দুঃখ হয়।
সূক্ষ্ম কথার নহ রূক্ষ অতিশয়।।
ছাড় আগে গাঁজা গুলি ছাড় আগে মদ।
তবে ত পাইবে তুমি বড়মান্‌ষি পদ।।
ছোট হোয়ে বড় কথা বড় ব্যাথা লাগে।
বড়োতে উড়য় হেঁযে বলে ন্যায়ভাগে।।
আমি বলি তুমি হাঁস তুমি বল কাঁদি।
বল নাই কি বলিব বল বড় চাঁদি।।
ঘরে বোসে গাল দাও আমি বোসে হাঁসি।
জানি তুমি জন্মিয়াছ পূর্ণিমের খাসি।।
আদান প্রদান কর লোভ যশরাশি।
আমি বোসে দেখি য্যান বর্‌কনের মাসি।।

হাবী। বড় বিয়ে তার দুপায়ে আল্‌তা। গাঁজাখোর মাতালদের কাছে কি কেউ কাজ কর্ম্মের জন্যে যায়। কি ভাগ্যি মদ খাইয়ে দেয়নি, তা হোলে ত জাত জেতো। ওআক্‌ থু, থু, থু,

হাবা। বাবা বুজি সেই গোত্রের নৈলে সে দলে গিয়ে যুট্‌বে ক্যান। বাবা! মদ খাবার সময় মুক্‌ চোক্‌ কি সিট্‌কেছিলি?

সহরের উল্‌টা বিচার।

৩ নং

বাবার কথা।

যে বোঝে তাহারে বলি বোঝা বড় সোজা।
অবোঝে বুঝিবে ক্যান অবোধের বোঝা।।
দেখিয়ে কলির রাত হোয়ে গেছি খোজা।
কারে বা বোঝাই আমি সকলেই রোজা।।

তাঁতি তাম্‌লি বেনেরা যেমন কায়েত্ বামুনের খোরাক্ মাল্লে, মুটে মজুর আর কুলিন্‌পুত্র বেশ্যাতনয়রা তেম্‌নি পোসাক মাল্লে। চাসা আর সদ্‌গোপেরা গরদের কাপড় পোরে গরব কোরে লাঙ্গল দ্যায় বোলে; রাজ্‌রাজরারা থান পরে কাল্‌কাটাচ্চেন্। ট্যাস ফিরিঙ্গি আর মেটে ফিরিঙ্গি ভায়ারা ধেনো মদকে জলাঞ্জলি দিয়ে পোর্টস্যাম্‌পেন নিয়ে রাত দিন মাতামাতি কোচ্চেন্, তাদেখে কাজেই গুড়ফাইডের চক্রবর্ত্তী মশাই আর হটু বাবু সাদা চোকে গাদার মত ফ্যা ফ্যা কোরে ব্যাড়াচ্চেন্! ভুড়িওলা গোঁসাইদাসেরা গাঁজা ফুঁকে ফুঁকে খালি পেট জালা করে ফেল্লেন্, লজ্জায় মহাকাল মহাদেব গরল গলায় কোরে ভোম্বোল্‌দাসের মত হত ভোম্বো হোয়ে মহামায়ার কাছে জন্মের মত বিদায় চাচ্চেন্! মহামায়া শীবতৃষ্ণা নিবারণার্থ মদের বোতল বগলে করে "খাও খাও কি কর্ব্বে" বোলে আদর কোর্চ্চেন্। (ভদ্রকুল দম্পতিরা হরগৌরির মত সচরাচর ব্যাভার কোরে থাকেন্, আমিও কোন্‌না অ্যাক্ সময়ে কোরে এসেচি, এখনি য্যান পোইতে পুড়িয়ে ভগবান্ হোয়ে বসে আছি) কলুরা কাশ্মিয়ারি শাল গায়দিয়ে তেল বেচে ব্যাড়াচ্চে, আর দাঁত ছো'র্‌কুটে বাঞ্ছারামের মত আল্‌গোচে আঁচল ঝুলিয়ে যাচ্চে; সুতরাং সহরের নতুন কেতাওলা মস্ত২ বাবু মহাশয়েরা বিলিতি কম্বল গায়ে জড়িয়ে মাঘমাসের শীত কাটিয়ে ফেল্লেন। বাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাজোলে সাল গায়ে দিয়ে গঙ্গাজোলে হোতে পাল্লেন্, ভোঁদা ময়রা কি আর গোদা পায়ে যুতো পর্‌তে লজ্জা কোর্ব্বে? বাগবাজারে সুর্‌কিকোটা অপ্‌সরীরা শান্তিপুরে আর ঢাকাই শাড়ি পোরে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্চে, সতী সাবিত্রী কুলবধুরা উলাঙ্গ হোয়ে পতির কাছে লজ্জা চাচ্চে, পতিও লজ্জায় পড়ে নির্লজ্জ হোয়ে লজ্জায় লজ্জা ঢাকা দিলেন। গয়লারা মাতায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লেগেছে,

শুঁড়িরা মাতায় পাগড়ি বেঁদে হাস্‌তে লেগেছে। উড়ে বেয়ারা আর দারোয়ানরা এটের ওপর গোলাপজল আর আতর মেখে যষ্টিবাটায় যাচ্চে, বড়লোকের নাতি পুতিরা সোণার গায় ছাই মেখে বোদ্দি নাথের চ্যালা হোতে চলেচেন। গুলিখোরেরা মাকমের চাট ন্যায় বোলে, মাকম অভাবে ভদ্রলোকেরা মিষ্টান্ন আর চোকে দেখতে পায় না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃপণ হোয়ে গেলেন, সোণারবেনে আর তাঁতিরে যষ্টি মাকাল পুজোয় লাক্‌টাকা নাকের উপর দিয়ে খরচ করে ফেল্লে। তেঁতুলে বাগ্‌দি আর উডে বেয়ারার হাতে সেতার দেখে মৌলবি খাঁ আর কত বাবু সংক্রান্তির ছাতু হোয়ে উড়ে গেলেন। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় আর ঈশ্বর গুপ্ত গুপ্ত হোলেন্, মুন্‌শিজীও শাণ্ডেল মশাই পান চিবুতে চিবুতে কবির দলে ভর্ত্তি হোলেন হাবা। মোহিনীমোহন আর কামিনীকুমার পোড়ে ইস্কুল এঁড়েরা এন্ট্রানস, এল, এ, বি, এ, উপাধি পাস করে ফেল্লে দেখে, বহুগুণশালী বিদ্যাসাগর আর অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়েরা ভেবে ভেবে শিরোরোগ কোরে তুল্লেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুডিব সাহেব আর দুর্গাচরণ বাবুর প্রিসকৃপ্‌সন মোরচে পড়ে গ্যাল, অ্যাখন হাতকাটা জাঁদ্‌রেল নলিত, ও মদন বাবু পাগ্‌ড়ি বেঁদে পাড়াগাঁয়ে ঘোঁড়ায় চোড়ে ধন্বন্তরি বোলে পরিচয় দিচ্চেন. ও কান্‌নটপট (কার বোনেট অফ্) সোডা আর সালপোড়া (সালফিউরিক্) অ্যাসিড দিয়ে জ্বর বিকারও ওলাউঠা আরাম করে ফেল্লেন। কোন অ্যাকটা সাহেবের ঘরে কায খালি হোলে সাড়েশাতগণ্ডা ক্যারাণির মুখ দেখা যায়, কাযেই মুটে মজুর আর ঘরামি পাওয়া দুষ্কর হোয়েচে। মা বাপ মোলে পাড়ার লোকে অশুধ গ্রহণ করে ছেলেপিলেদের অশুদ্ধ নিলে অশুধ হয়, কিন্তু রাঁড়ের মায়ের গা গরম হোলে কাচা কোপনি পোরে থাকেন্। অ্যাক্ ডাবা হুকোয় তেত্রিশ কোটি দেবতার সেবা হোতে লাগ্‌লো, সুতরাং বিধবারা যে সধবার সঙ্গে শোবার খবরটা রাখবে এর আর আশ্চর্য্য কি? বাঙ্গাল কামার আর মেড়ুয়াবাদীরা ইংরিজি শিখে চাক্‌রি কোর্ব্বে জেনে, জনসন, এডিসন্, কাউপার, মিল্‌টন্; এঁরা আগে থাক্তে পথ দেখ্‌লেন, তাঁদের এ যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে হলোনা। জগা ঢুলি, শিবে সানাই, জমিদার হোয়ে দেশের গরু বাছুর আর রাখ্‌লে না, ঐ দুঃখে দুইকৃষ্ণ দিন কতকের জন্য মুখ লুকিয়ে থাকলেন; বিযোড়া মতিও সুখসিন্ধু গর্ত্তে ডুব মাল্লেন্ আর উঠে এলেন না। ভারি ভারি ভদ্রলোকের ঘরে ভ্রূণহত্যা ও গর্ব্ভস্রাব যখন

হতে লাগলো, তখন খান্‌কির ছেলেরা যে মাথায় পাগড়ি বেঁদে ঠোঁট লাল কোরে খান্‌কির বাড়ী যাবে এর আর সন্দেহ্‌ কি?

হাবা। বাবা ঠিক্‌ বোলেচো, তামাক সাজ্‌বো কি? অ্যাখন কাগ ডাকেনি।

হাবী। ঠিক্‌রেটা কোথায় ঠিক্‌রে পড়েচে কুড়িয়ে দিস্‌ নৈলে ফস্‌ ফস্‌ কোর্ব্বে!

হাবা। যে আজ্ঞে মা! বাবা, চলুক্‌ চলুক্‌, ঢোক গিল্‌তে লাগলে ক্যান, অ্যাখন রাত আছে।

বাবা। রাজা যুধিষ্ঠীর মদের বোতল বগলে করে টোল্‌তে টোল্‌তে বিন্দিবিবার বাড়িতে যাচ্চেন্‌, ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব কেউ কুলো নিয়ে ধুলো দিয়ে বাঁদর নাচিয়ে ব্যাড়াচ্চে, কুন্তীদেবী পঞ্চপুত্রের রকম সকম দেখে পুত্রবধু দ্রৌপদীকে নিয়ে জয়দ্রতের হাতে সোঁপে দিলেন। জয়দ্রত কাম রিপুর চরিতার্থের আর বাকি রাখলেন্‌ না? (ঘরে ঘরে প্রায় এম্‌নি ধারা)। শাল্‌কে আর বটতলার চাটুয্যেদের হোটেল্‌ হোয়ে উইলস্‌ন আর এস্পেন্‌স হোটেল প্রায় ভাঙ্গ২ হয়েচে বড়২ খোদ্দের আর জোটে না। (বামুন্দের হাড়ে দুব্য গজাবে) এল, এ, ওলারা শাত ছেলের বাপ হোয়েচেন তবু ইস্কুল ছাড়তে আলেন না, তাঁদের জন্যে দালালিগিরি আর কয়ালিগিরি হাঁসতে লেগেছে। বি, এ, ওলারা আজো বিয়ে করেন্‌নি গাইবাছুর শুদ্ধ বিয়ে কোর্ব্বেন বোলে দাড়ি গোঁপ পাকিয়ে তুল্লেন, তাঁদের আশামণি ইন্‌সপেক্‌টারি হেডটিচারি উকিলগিরি গিরিপুত্রের গুপ্ত হয়ে আছে, মুটের সদ্দারি আর সরকারগিরি মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে লেগেছে।

এম, এ, ওলারা আজো এমে এমে কোরে কাল কাটাচ্চেন, হয়ত কেরানিগিরি নয়ত গরু তাড়ানে গুরুমহাশয়গিরির ঘাড় ভাঙ্গবেন। কোন কোন ইস্কুলের কোন কোন ক্ল্যাশের কোন কোন সাহেবেরা মিল্‌টনের সখিসংবাদ বুঝিয়ে দিচ্চেন দ্বোজবোরে ছোক্‌রারা সব সমুদ্র চোকে করে ভাস্‌তে লেগেচে। কোন কোন ইস্কুলের কোন কোন ক্লাশে সেক্‌শপিয়ার অন্তর্গত গোপিনীদের বস্ত্রহরণ নিয়ে টানাটানি হোচ্চে, কোথাও বা টিকিওলা পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে আদ্‌বুড়ো ধেড়েরা বস্ত্রহরণ কোচ্চে! (তাঁরাই সহরের অ্যাক২ জন বিদ্যারবীশ হবেন) কোন২ ক্লাশে চারুপাঠের অন্তর্গত

মোনমোহিনী বিবির বিরহানলের তাপে যুবোপণ্ডিত মশায়েরা চোকের জল নিয়ে জল দিচ্চেন, ছোট ছোট চ্যাংড়া ছেলেরা চাতক পাখির মত হা কোরে চেয়ে রয়েচে। কোন কোন ইস্কুলের কোন কোন পাদ্রি বাবুরা বাইবেল হাতে করে বিদ্যাসুন্দরের পালা আরম্ভ করেচেন, এঁচোড়ে পাকা ছেলেরা কখন কখন খাবি খাচ্চেন, কখন বা তলিয়ে যাচ্চেন।

ভদ্রলোকের বংশবাটিতে মিথ্যাকথায় ঘুঘু চরেচে, ছোট লোকেরা জীতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ হোয়েচে। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, আর অক্ষয়কুমার দত্তের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রদীপ জেলে বক্তৃতা হোত, তাতেই য্যান পরমেশ্বর তাঁদের সম্মুখীন হোয়ে তাঁদের হাত নাড়ায় হাত নাড়া দিতেন, তাঁদের মাতা নাড়ায় মাতা নাড়া দিতেন, তাঁদের কান্নায় য্যান তিনিও কাঁদ্‌তেন্। আহা, শ্রোতারা য্যান চুঁচুড়োর সংয়ের মত বোসে থাকতো, মাতায় মুগুর মাল্লেও কথাটি কইতো না। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, অ্যাখন্ কি আর তিনি গ্যাস্‌লাইটের ধোঁয়া সুঁক্তে আসবেন? না উড়োপাখার বাতাশ খেতে আসবেন? ধর্ম্মের এমন দশা দেখে ৺রামমোহন রায় নাস্তিকের মত হোয়ে স্বর্গের সিঁড়িতে নাচ্‌তে২ যাচ্চেন, আব তাঁর অনুচরগণকে আয় আঁয় করে ডাক্‌তে লেগেচেন, তাঁরাও বুঝি তাঁর আয় আয়ে ভুলে গিয়েছেন। ধর্ম্মের চড়্‌চড়ি সকল দেশেই এমনি ধারা শুদু আমাদের তোমাদেব বলে নয়।

হা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের এ পাপ হতে কবে মুক্ত কোরবে। আমাদের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই সম্মুখে রেখেচো, ধর্ম্মের বিষয়ে এত গোলোযোগ ক্যান? তুমি যদি বেদ তোয়ের করে বামুন্‌দের হাতে দিয়ে থাক, তবে ক্যান তারা তোমার কথা কথার কথার মধ্যে অ্যাক্‌টা কথা কয় না? তোমাকে যে তাবা মেঘের আড়ালে রেখে আমাকে মর্‌কোটের মত নাচিয়ে নে ব্যাড়াত তাকি আমি জানি? তারা বিষ্ঠে ঘাঁট্‌তে বলেচে তাই ঘেঁটেচি, গাচ পুজো কোত্তে বলেচে তাই করেচি, সাঁড়ের পুজো, ইন্দুরের সেবা, শেয়ালের গুমাখা, সাঁড়ের মুত মাখা, সকলি কোরেচি কিছুই আর বাকি নেই। আমার পিতৃপুরুষেরা বামুন্ খাইয়ে বামুন্ খাইযে দেউলে হয়ে

গিয়েচেন্, (খায় ত মন্দ নয়) তারাই তাঁদের ধর্ম্ম তারাই তাঁদের জ্ঞান, তারাই তাঁদের তুমি, তারা যে তোমাকে ফাকি দিয়ে২ পেট টেলেচে তাকি আমি জানি? তুমি যে অ্যাখন আকাশ ফুড়ে বের হোয়ে আমার দিকে চেয়ে রোয়েচ এই আমার পরম ভাগ্যি। অ্যাখন তোমায় চিন্তে পেরেছি যে, যিশু টিশু, কেষ্ট, বেষ্ণ, বেম্মা টেম্মা কেউ তোমার নয়; তুমিই তিনি, তিনিই তুমি! ঠাকুর গো! তোমায় প্রণাম হই। আপনি যদি দেখা দিলেন তবে আমার দুখের কথাটা শুন্‌বেন কি?

আমার বয়েস বারো বচ্ছর না হতে হতে দিনকতক বামুন্‌দের হাঁপায় পড়ে পুতুল খ্যালা কোরে নিলেম্। গোপাল গোপালই, শালগেরাম শালগেরামই, রাধিকে রাধিকেই, কিছুতেই আর আমার সন্দেহ হোত না। যখন তাঁদের খিদে পেত আমি ফুলচন্নন গঙ্গাজল দিয়ে তাঁদের খিদে তেষ্টা নিবৃত্তি কোত্তেম। কাচাকাপড় পোরেও তাঁদের কাছে যেতেম না, পাছে কোন স্থানে অশুচি হোয়ে থাকি বোলে উলঙ্গ হোয়ে সেবা সুস্থ কোত্তেম্, কৈই কিছুতেই তাঁদের মন উটতোনা। অ্যাক্‌দিন আমার গদাধরকে কাগে নিয়ে গিয়ে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ফাটা চক্রটিকে দোফাটা করে দিয়েছিল। ঠাকুর! দুখের কথা আব বল্‌বো কারে? খেতে পাইনে তবু ২০।২৫ টাকা খরচ করে গদাধরকে শুদ্দু কোরে তুল্লেম্। আবার অ্যাক্‌দিন দেখি যে, অ্যাক্‌টা গুবরে পোকা গদাধরের ভেতরে ঢুকে আর বেরুতে না পেরে তাঁকে শুদ্দু গড়াতে গড়াতে আমাদের পাতের গোড়ায় ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। গুব্‌রে পোকার কায না জান্তে পেরে, আমার খাওয়া দাওয়া গুব্‌রে দিলে। কোন অপরাধ হোয়ে থাকবে মনে করে মাতা কুটে কুটে পর্ব্বতের মত ঢিবি কোরে তুল্লেম্। পাড়ার মেয়ে মদ্দে সব ভেঙ্গে পোল্লো। আগুণ খাগী এক গিন্নি বোল্লেন, "না বাপু তোমরা বড় ইল্লুতে তাইতে ঠাকুর অমন্ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। একটু জলের ছিটে দাও দেকি"। নাক্‌তোলা বোউ বল্লেন, "ওগো তা নয়, কোন মানৎ টানৎ আছে বুজি দাওনি বোলে? ঠাকুর মাতালের মত ঘুরে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, খিচুড়ির ভোগ দাও দেকি"। কেউ বল্লেন তুমি বুজি আকাচা কাপড়ে ঠাকুর ঘরে গিয়েছিলে, কেউ

বল্লেন একাদশীর দিন বুজি মাচ খেয়েছিলে, কেউ বল্লেন ঠাকুরকে গুড়ুচ্চের তেল মাকিয়ে স্নান করিয়ে দাও; ঠাকুরের রুক্ষি হোয়েছে।

গদাধরকে ধরে কে? কখন আঁস্তাকুড়ে গড়িয়ে যাচ্চেন, কখন বা নরদমায় গিয়ে নাকানি চুবোনি খাচ্চেন্। ঠাকুর আমার এক দিনের মধ্যেই য্যান যাগ্রত হোয়ে পল্লেন। পিপ্ড়ের শারের মত লোকের ঠেল্ ধল্লো। আঁতুড়ের বাচ্ছারা অবধি করে চন্নামেত্তো খেতে এলো। বুড়ো বুড়ো আইবুড়ো বামুন্ মাগীরে সব কার্ত্তিকের মত বর মাগতে এলেন! কুলবতী বিরহিণীরা পতি কবে ঘরে আস্বে জান্বার জন্যে ঠাকুরের কাছে আমাকে সুপারিষ কল্লেন। আমি য্যান অ্যাক্জন প্রকৃত মহন্ত হোয়ে পল্লেম, যা বলি তাই য্যান ফড় ফড় করে ফলে যায়। অ্যাক্দিন আমি আদর করে দুদ্গঙ্গা জল নিয়ে ঠাকুরের হাঁড়োলে ঢেলে দেয়াতে গুবরে পোকা অমনি খোলোস ছেড়ে বেরিয়ে পোল্ল, ঠাকুর আমার যেখানকার সেই খানেই পোড়ে রোইলেন। আমার নতুন পশার গুবরে পোকা অ্যাকেবারে গুবরে দিলে; কাযেই আমার যে ভক্তিটুকু ছিল, কর্পুরের মত ক্রমে ক্রমে উপে যেতে লাগলো। ঠাকুর! তুমিই কি সেই গুব্রে পোকা, তা হয়ত বলো আমি তোমাকে প্রণাম করি।

আমি আর গোঁসাই টোসায়ের ফোঁশ্ ফোঁশনি না শুনে দিন কতক বাইবেল্ নিয়ে হাতা হাতি মাতা মাতি কল্লেম। ঠাকুর তুমি মস্ত কারিকর হোয়ে কোন্ হিসেবে ছেলের বাপ্ হোয়ে পরিচয় দিলে? এই জন্যে তোমার উপর আমি বড় চটা। মনে মনে ঠাউরে ছিলেম্ যে, যিশুর ল্যাজ ধরে তোমার সঙ্গে অ্যাক্বার ভাল করে কোলাকুলিটে কোরে আসবো। পাছে আবার তাঁতিদের বলদের ন্যাজ ধরে স্বর্গে যাওয়া গোচ ঘটে বোলে কোমরে ভর্ষা বাঁদতে পাল্লেম না। হে ঠাকুর! তুমি যদি সেই যিশুর বাপ হওত বলো, তোমাকে প্রণাম করি, নৈলে তুমি যেখানকার ছেলে সেই খানে যাও। (পরমেশ্বর যেন হাত নেড়ে বল্চেন নানা আমি তা নই আরও কিছু দূর যাও) তবে তুমি ঠাকুর কে? এও নও, সেও নও, তবে তুমি কে? তুমি মেয়ে মানুষ না পুরুষ মানুষ? না অ্যাক্ পিঠ পুরুষ অ্যাক্ পিঠ মেয়ে? যা

হয় আমাকে পরিচয় দাও, শেষকালটায় সকলের মুখে চুন কালি দিয়ে তোমায় নিয়ে থাকি। তুমি কি ঠাকুর কোরাণে আছ? আমি কোরাণ পুরাণ দেখতে আর বাকি করিনি! এমাম হোচেন্ এমাম্ হোচেন্ করে বুক চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে বুকে কড়া পড়ে গিয়েছে। আগ্‌বর আল্লা আগ্‌বর আল্লা কোরে কাচা খুল্‌তে খুল্‌তে প্রাণটা গিয়েচে। ঠাকুর তুমি কি তেম্‌নি অস্‌সেয়ানা যে তাদের কাচাখোলা আর দাড়ি নাড়ায় ভুলে মসিদ্ ফুড়ে দ্যাখা দেবে?

ঠাকুর আর ক্যান আমার সঙ্গে লুকো চুরি খ্যালো? তুমি যদি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিষয়ে থাকত বল আমিও থাকি, আর তা যদি না থাকত ত তাও বলো আমিও না থাকি। এক্ষণে তুমি না থাকারি মধ্যে সেটা বুজ্‌তে পেরেচি, তবে আর কাকে প্রণাম করি প্রণাম করা হোলো না।

বাবা বলে ওরে হাবা বাবা তুই মোর।
শুনিলি সকল কথা রাত্ হলো ভোর।।
হাবা বলে ওগো বাবা হাবা আমি নোই।
জানি শুনি তবু য্যান হাবা হোয়ে রোই।।
হাবী বলে হাবার বাবার কথা ভালো।
আমি হাবী হাবা ছেলে বাবা তার কালো।।

কথা ফুরিয়ে গেল।

বিজ্ঞাপন।

"হায় কি মজার পূজার বাজার" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে, অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীনিরাঞ্জন

শরণং।

হাড় জ্বালানী।

শ্রীযুত গোলাম হোসেন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীশেখ জমিরদ্দী

আদেশনুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে ৯২ নং ভবনে এঙ্গো ইণ্ডিয়ান

ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭১ সাল।

[1864]

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

হাড় জ্বালানী

রাগিনী নূতন বউ। তাল ভিন্ন হাঁড়ি।

বউ অভাগী ভালখাকি ভিন্ন খাবার এক খানি। আপ্নি হয়ে বড় গিন্নি শাশুড়ী বুড়ীর হাত জ্বালানী। বিয়ের পূর্ব্বে কলির ছুঁড়ি, শিক্ষা করে ভিন্ন হাঁড়ি, বিয়ে হলে, পতি পেলে, নিত্য করে কাণ ভাঙ্গানি। শাশুড়ী সেবা না করিব, ভিন্ন হাঁড়ি করে খাব, মায়ের বাড়ী গিয়া রব, সদা ভাবে বউ পাপিনী।।

শাশুড়ী বউয়ের কথোপকথন।

শাশুড়ী। ওগো বউ তুই যে আজ বড় চুপ করে বসে রয়েছিস্ কায কর্ম্ম কি কিছু নাই।

বউ। থাগ্যে বাবু পোড়ার ঘরকন্না থাকলেই কি না থাকলেই কি?

শাশুড়ী। কেন গো বউ তোর যে আজ কথা গুলা উল্টো২ লাগচে, রোজ সকালা বাসি কর্ম্ম কায সারিস আজকে একবারে সব ছেড়ে দে বসে ছিস্।

পয়ার। কেন২ কেন বউ হয়েছ এমন। আজি দেখি কেন তব উড়ু২ মন।। কেন বাছা শুকায়ে রয়েছে শশীমুখ। তব মুখ হেরি মম হয়েছে অসুখ।। মন খুলে বল দেখি ওগো ও জননী। আহ্লাদের বউ মোর পুত্রের ঘরণী।। আপন কন্যার ন্যায় জানি গো তোমায়। কি জন্যে অসুখ বোধ বল গো আমায়।। এ রূপে শাশুড়ী তায় কহিতে লাগিল। বউ অভাগি হাড় জ্বালানী ক্রোধিত হইল।।

শাশুড়ির প্রতি বধূর উক্তি।

বউ। (শাশুড়ির প্রতি) যারে বাবু যা তোর আর গিন্নিপনা মোর গায়ে সহে না, তুই যত ভাল বাসিস তা জানা গেছে।

শাশুড়ী। ও মা তুই কি বলিস গো আমি তোকে প্রাণের অধিক ভাল বাসি, আমার এই বৃদ্ধকাল কোন দিন মরি কোন দিন বাঁচি, তোর ঘরকন্না তুই বুঝে করবি আমি যত দিন বেঁচেছি আর কি তত দিন বাঁচ্বো গা।

বউ। হেঁ তোমাদের এখন মরণ আছে তা মর্বে।

শাশুড়ী। হেঁগা বউ তুই আজ আমাকে এমন কথাটা কেমন করে বল্লি গা।

বউ।	বলবো না কেন? আমি স্পষ্ট বলি শুন আমি বাবু তোমাকে আর ভাতে রাখ্তে পারবো না তুমি আপনার দেখে শুনে খাও গে।

শাশুড়ী।	সেকি গো আমি এমন বৃদ্ধ বয়েসে কোথা যাব গো, আমার বেটা বউ থাকক্তে আমি কি ভিক্ষা মেগে খাব গা।

বউ।	ভিক্ষা মেগে খাবে কি কাটনা কেটে খাবে তা আমি কি জানি, কিন্তু আমার কাছে হবে না।

শাশুড়ী।	আচ্ছা বাবু যদি আমার অদৃষ্টে এই ছিল তা হবে।

বউ।	না না তোমার আর নানান কথা শুন্তে চাই না কাল পর্য্যন্ত আমি আর তোমার ভাত রান্ধবো না।

শাশুড়ী।	তবে যদি আমাকে খেতে দেবে না তবে আমার বেটার কাছে আমি পত্র পাঠাব।

বউ।	তা পাঠাও গে, তুমি এক খান পত্র পাঠাবে আমি পাঁচ খান পাঠাব।

মাতা ঠাকুরাণীর পত্র লিখন।

পয়ার। আশীর্ব্বাদ করি বাবা পুত্রটি আমার। মাটি যেন সোণা হয় করেতে তোমার।। সুখে খাও সুখে পরো সুখে সর্ব্বক্ষণ। সুখের সমুদ্রে জেন রাখে নিরাঞ্জন।। বিবরিয়া লিখি বাবা আমার কাহিনী। বৃদ্ধকালে দুঃখ পাই তোমার জননী।। অন্ন ত্যাগী করেছেন বউটি আমার। তুমি ঘরে এলে পরে হইবে বিচার।। বৃদ্ধ কালে এই মোর ছিল যে কপালে। কার কাছে গিয়া বাবা চাব হাততুলে। প্রতিবাসী গণে বাবা রেখেছে আমায়। মম মুখ চাই যদি আসিবে ত্বরায়।।

বধূ গিন্নির মাতার আগমন।

মাতা।	কোথা গো মা, জামাই বাড়ীতে এসে ছিল গা।

ঝি।	না গো মা আসেন নাই, এখন নাকি আসবেন না শুনেছি।

মাতা।	তোর শাশুড়ী কোথা গো দেখিনি যে কোথায় গেছে বুঝি।

ঝি।	না গো মা কাল সে বুড়ো বেটিকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

মাতা।	বেশ করেছ২ আপদ গেছে হাড়ে বাতাস লেগেছে।

ঝি।	হেঁ মা বত্তেছি, মাগি সারা দিন বসে খিট২ কত্তিইছে।

মাতা। তা বটে মা যথার্থ বটে, সমস্ত দিন বসে থাকে আর খেতে কেমন বাপ্‌রে বাপ বেড়াল ডিঙ্গতে পারে না।

ঝি। ওগো মা আবার শুণ্ঠি নাকি তোমার জামাইকে বুড়ী পত্র পাটিয়েছে।

মাতা। সেকি গো তবে তোমাকেও এক খানি পাঠাতে হয়।

ঝি। না বাবু আমি লিখিব না তবে তুমি এক খান পত্র পাঠাও।

মাতা। সেও ভাল, তবে আমিই পাঠাই।

জামতার নিকটে শাশুড়ির পত্র প্রেরণ।

পয়ার। সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি প্রাণপণে। শাশুড়ির পত্র শুন প্রসন্ন বদনে।। অধিক কি কব বাবা তব ছেলে পুলে। আমি এসে ছিনু যেই তেঁই রক্ষা পেলে।। আমার মেয়ের সঙ্গে ঝকড়া করিয়ে। রয়েছে তোমার মাতা অন্য বাড়ী গিয়ে।। ত্বরায় আসিয়ে বাড়ী করিবে বিহিত। শাসন করিবে তাকে যে হয় উচিত।। তোমার পুত্রকে আর তোমার কন্যাকে। কত শত গালি দেয় দেখে চকে চকে।। তব পুত্রে গালি দেয় দেখে পাই দুঃখ। ইচ্ছা হয় শীলেতে রগড়ি তার মুখ।। আজি কালি আছি বাবা তোমার বাড়িতে। অতি শীঘ্র আসিবেক লিখিনু পত্রেতে।। কবিবর বলে ইহা জান সমাচার। কলিতে শাশুড়ী রাজা একি অবিচার।।

নিজ বাটীর রাখাল হস্তে পত্র প্রেরণ এবং
জামাই বাবুর জ্ঞাত হওয়া।

রাখাল। ওগো কত্তা মহাশয় বাড়ী থেকে দুখানি পত্র এসেছে।

কত্তা। কৈরে২ খবর তো সকল ভাল।

রাখাল। হেঁ গো বাড়ির খবর সব ভাল।

কত্তা। পত্র দে দেখিন পড়ি।

রাখাল। এই নেও এক খানি তোমার শাশুড়ী লিখেছে আর একখানি তোমার মা লিখেছে।

কত্তা। আরে ওখানা এখন থাগ্যে কৈ আমার শাশুড়ী কোন খানা লিখেছে সেইখানা দে।

গীত।

তাই বলি কলিতে কর্ত্তা হল শ্বশুরশাশুড়ী।
কত লোকে পিতা মাতা ছেড়ে থাকে
সেই বাড়ী।। শাশুড়ী বলিবে যাহা, কে
খণ্ডিতে পারে তাহা, কলিকালে শাশুড়ী
সব খেতে বলে ভিন্ন হাঁড়ি।। ঐ

কর্ত্তা মহাশয়ের পত্র পঠন এবং বাটী আগমন।

পয়ার। শাশুড়ির পত্র আগে পড়েন ত্বরায়। মায়ের যে পত্র খানি না পড়িল তায়।। শাশুড়ির পত্র পেয়ে মায়ের উপরে। ক্রোধান্বিত হইয়ে কাঁপেন থরে থরে।। বাড়ী যাই আগে তবে বুঝিব বুড়ীকে। বুড়ী হলে বুড়োভাম সত্য বলে লোকে। এতবলি দ্রব্য আদি লইয়ে ত্বরায়। রাগে রাগে চলিলেন আপন আলয়।। হোথায় রমণী তাঁর স্বামীকে দেখিয়ে। মান ভরে বসিলেন রান্নাশালে গিয়ে।। গোলাম হোছেন নাম বসন্তপুরেতে। রচিল রসের কথা শুন সকলেতে।।

গিন্নির মানভঞ্জন এবং জিজ্ঞাসা।

কর্ত্তা। কোথা গেলে এসব সামিগ্রি এনেছি তোল না এখন তুমিই তো গিন্নি আর কে।

গিন্নি। (মান ভরে) কারো ঘর করবনি, কারো কেঁথা পুড়লে বলবোওনি।

কর্ত্তা। কেনো কেনো কিসের জন্যে এমন কথাটা বল্লে।

গিন্নি। বল্‌তে তোমাকে লজ্জা করে না, যা হউক কিন্তু খুব জ্বালানটা জ্বালালে, তোমার ঘর কন্না দেখে শুনে লও আমি মায়ের বাড়ী যাই।

কর্ত্তা। কেন২ কি হয়েছে বল না।

গিন্নি। মায়ের বাড়ী যেতে সাধ করে যাই তোমার মায়ের গুণাগুণটী দেখনা। এই আমার কাছে খেয়ে গেল আর তুমি আসবে বলে সেই ওদের বাড়ী ঠাট করে বসে রয়েছে, কেননা তুমি মনে করবে আমার মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিস্।

কর্ত্তা। হে তার জন্যে তুমি এমন করে রয়েছ সে বেটী গেছে আপদ গেছে

আমি আরো তাড়া তাড়ি করে বাড়ী এলেম যদি সে বুড়ী না যাইয়া থাকে তবে আমি গিয়া তাড়িয়ে দিব।

গিন্নি। হে এখন এমন বল্‌চো যদি সে বুড়ী কেন্দে কেটে আসে তবে তুমি আবার বল্‌বে থাক না হয়।

কৰ্ত্তা। না না তোমার মাথার দিব্বি আমি কি আর সে বুড়ী বেটীর কথা শুন্‌ব, তুমি বুঝে দেখনা কেন? আমি তোমার কথা মতন চল্‌বো না সে বুড়ী বেটীর কথা শুন্‌বো।

গিন্নি। তবে দেখ তুমি আমার দিব্বি কল্লে সে জেন আমার বাড়িতে আর আসে না।

কৰ্ত্তা। না না, তাকে আর আস্‌তে দিব না।

প্রতিবাসিগণ বুড়ীকে পুত্র আসিবার সংবাদ
দেয় এবং বুড়ির আগমন।

প্রতিবাসিনী। ও বুড়ী তুই বৌয়ের সঙ্গে ঝকড়া করে হেথা এসে রয়েছিস্‌, হোথা দেখ্‌গে যা তোর বেটা বাড়ীতে এসেছে।

বুড়ী। ওগো মা কোথা আমার ছেলে এসেছে গা, আমি তবে যাই গো, আমি বাঁচলেম আজ। তিন দিন খেতে পাইনে আমার বেটা এসেছে আর ভাবনা কি?

পয়ার।

পুত্র আসিয়াছে বলি এই বাক্য শুনি।
ধিরে২ চলিলেন মাতা ঠাকুরাণী।।
আশীর্ব্বাদ করিতে২ যায় বুড়ী।
ধিরে২ উপস্থিত হৈল নিজ বাড়ী।।
কোথা বাবা আসিয়াছে ওরে প্রাণ ধন।
তব লাগি দহে সদ্য এ বুড়ির মন।।
কত দুঃখে প্রতিপালন করেছি তোমায়।
এসো বাবা করি কোলে যুড়াক হৃদয়।।

শাশুড়ী আইল বাড়ী দেখিয়ে সে বউ।
রাগেতে হইল যেন অনলেতে যউ।।
স্বামির নিকটে বলে হাত নাড়া দিয়ে।
দেখ না আইল বুড়ী চক্ষের মাথা খেয়ে।।

গিন্নি। দেখ২ তুমি মানা কর ও কেন আবার বাড়ীতে আস্‌চে, তা জানা যাবে তুমি আমার মাথার দিব্বি করেছ।

কর্ত্তা। (মায়ের প্রতি) ওরে বাবু তুই এখান থেকে যা তুই আমার বাড়ীতে আসিসনি যেখানে মন যায় থাগ্যে যা, এমত বলিয়া বুড়ীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাটী হৈতে বাহির করিয়া দিলেন।

পয়ার।

কলিকালে এমন পুত্রেতে কিবা কায।
মাকে বাহির করে দেয় নাহি তাতে লাজ।।
তাই বলি মাগ নিয়ে থাকে যেই জন।
মাতা পিতা বলি তার না করে সেবন।।
একান্ত হইবে তার নরকেতে বাস।
তাই বলি মা বাপে না কর উপহাস।।

মাতা ঠাকুরাণীর গান।

কোথা যাব ওরে বাবা এই ছিল কি মোর কপালে
যখন তুমি শিশু ছিলে ঘুম পড়াতেম লয়ে কোলে।।
যখন তোমার অসুখ হতো, তখন আমার প্রাণ যেত,
তখন কোথা বউ অভাগী এখন আমায় খেদাইলে।

পয়ার।

এই রূপে মাতা তার কান্দিতে লাগিল।
প্রতিবাসি গণ সব উপস্থিত হৈল।।
বুড়ীকে জিজ্ঞাসা তারা লাগিল করিতে।
কবিবর বলে এই কি হল কলিতে।।

বুড়ী। ওমা আমার বেটা, বউয়ের কথা শুনে আমায় ভাত দিতে চায়না আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রতিবাসিনী। আচ্ছা তুমি বস আমরা তোমার বেটাকে বুঝাতেছি।

প্রতিবাসিনীগণ কত্তার প্রতি লাঞ্ছনা।

প্রতিবাসিনী। হেঁরে তুই তোর মাকে তাড়িয়ে দিচ্চিস কেন? ওকি তোর মা নয়।

কত্তা। মা তো বটেরে বাবু, তোমরা যে বল্‌চো উনি তো মায়ের মতন নয় বউয়ের সঙ্গে নিত্তি ঝকড়া করে শুন্তে পাই।

বুড়ী। ও বাবা আমি বউকে কিছুই বলিনা বাবা।

বউ। (শাশুড়ির প্রতি) হেঁ তুই কিছু বলিসনি যে গাল তুই আমার ছেলে দিগকে দিয়েছিস সে সব বুঝি মনে নাই, তোর হাড় জ্বালাবো।

কত্তা। (প্রতিবাসিনী গণের প্রতি) শুন্‌লে গা, তোমরা শুন্‌লে আমার মায়ের গুণাগুণটা শুননা ও মায়ের কি মুখ দেখ্‌তে আছে ও বাড়ীতে না থাকাই ভাল।

প্রতিবাসিনীগণের বুড়িকে প্রবোধ এবং
বুড়ির ভিক্ষা মাগা।

পয়ার।

প্রতিবাসিগণ সব বুড়ীকে ডাকিয়া।
কহিতে লাগিল তারা প্রবোধ করিয়া।।
থাক বুড়ী মোর বাড়ী খাওয়াইব তোকে।
দু বেলা খায়াব তোরে যা যোড়ে আমাকে।।
বেটা তোর ভাত নাই দিবে কদাচিত।
ভাতের ভাবনা নাই ভাবিয় কিঞ্চিৎ।।
বুড়ী বলে তবে বলি শুন গো সবাই।
খাইতে বেটার ভাত যদি জুটে নাই।।
যথা ইচ্ছা হয় মোর তথা চলে যাব।
লইয়ে বেটার নাম ভিক্ষা মেগে খাব।।

এতেক বলিয়া বুড়ী করিল গমন।
দ্বারে২ ভিক্ষা মাগি করে কাল যাপন।।

প্রতিবাসিনীগণ বধূর প্রতি উক্তি।

প্রতিবাসিনী। ওগো বউ দেখ্না এসে তোর শাশুড়ী ভিক্ষা করছে ওদের বাড়ী।

বউ। দূর হর্গে আমার হাতে কর্ম্ম আছে কে দেক্তে জায় (ছেলের প্রতি) আমাদের দ্বার বদ্ধ করে রাখ্‌রে কি জানি যদি এদিগে আসে।

পয়ার।

ধিক্ ধিক্ শত ধিক এমন বেটায়।
আপনি থাকিতে মাতা ভিক্ষা করে খায়।।
মাগ ছেলে নিয়ে আপনি থাকে সুখে।
মাতা ঠাকুরাণী হোতা মরিতেছে দুঃখে।।
পরকালে নিতে হবে এ পাপের ভার।
নরকে পড়িয়া তখন হবে ছারখার।।
তাই সকলের কাছে যুড়ি আমি কর।
মাতা পিতা সেবা সবে ভাল রূপে কর।।
সেবন করিবে যেই পিতা ও মাতায়।
সুখেতে বৈকুণ্ঠে যাবে কহিনু সবায়।।
সমাপ্ত হইল এই রসের কাহিনী।
তাই বলি কলির বউ বড় হাড় জ্বালানী।।

সমাপ্ত।

শ্রীশেখ জমিরুদ্দী সাং বন্দিপুর জেলা হুগলি
থানা হরিপাল মূল্য /০ এক আনা মাত্র।

সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!

শ্রীপ্রিয়শঙ্কর ঘোষ
বঙ্গদেশস্থ সুরাপান নিবারিণী সভার অন্তর্গত
মাগুরা সমাজের সম্পাদক।

কলিকাতা।

চোরবাগান, ৪৪ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত হইয়া
প্রচারিত হইল।

শকাব্দা ১৭৮৬।

মূল্য দুই পয়সা।

[1864]

সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!

প্রিয়বান্ধবগণ!—আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম, বড় ভরসা করিয়া ছিলাম যে, আমাদিগের দেশে জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চ্চা। যতই বৃদ্ধি হইবেক, ততই আমাদিগের দেশের কুরীতি, কুপ্রথা ও কুকার্য্য সকল তিরোহিত হইবেক। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ ক্রমে আমরা সেই আশায় বঞ্চিত হইতেছি। জ্ঞান ও বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেশের পাপের স্রোতঃ দিন দিন প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কোথায় সদ্বিদ্বান্ যুবকগণ একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিবেন, ধর্ম্মোন্নতির উপায় চিন্তা করিবেন, পূর্ব্ব কুরীতি সকল উচ্ছেদের চেষ্টা পাইবেন, লোকের হতি সাধনে যত্নবান্ হইবেন; তাহা না করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একত্র হইয়া কেবল কুতর্ক, কুমন্ত্রণা ও কলহ করিয়া কালাতিপাত করেন। ভ্রমেও ধর্ম্মের, কি জ্ঞানের, কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের একটী বিষয়ও আলোচনা করেন না। কে কখন তাঁহারদিগের নিন্দা করিয়াছে, কে তাঁহাদিগের গোপনীয় বিষয় সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছে ও কে তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া উপহাস করিয়াছে; এই আলাপ ও এই অনুসন্ধানই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। তখন সকলে ক্রোধ, ঈর্ষা ও মাৎসয্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভীষণমূর্ত্তি পরিধারণ পূর্ব্বক মহা আস্ফালন করিয়া কহিয়া থাকেন,—উহার নিজের ঐ দোষ, উহার পত্নীর ঐ দোষ আছে, তাহার চরিত্র এমত মন্দ, ইহার কুকর্ম্মের পরিসীমা নাই। উহাকে নষ্ট করা কি বিচিত্র, ইহাকে এইরূপে, উহাকে ঐরূপে ও অন্যকে অন্যরূপে সমোচিত প্রতিফল দেওয়া যাইবেক, ইত্যাদি বাক্যালাপ হইতে হইতে আমোদ, প্রমোদ, মনোল্লাস ও উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য মহানিষ্টকারী, শ্রীভ্রংশকারী, জ্ঞান বুদ্ধি নাশকারী বিষময় বিষম হলাহলরূপ সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে তদ্দ্বারা যে কি অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল ঘটিয়া উঠে, তাহা স্মরণ করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় ও হৃৎকম্প হইতে থাকে। ঐ সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে অতি শান্ত, দান্ত, প্রধান ও গম্ভীর, জ্ঞানবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে ছিল, তাঁহারা পরক্ষণেই দুই চারি পান পাত্র গ্রহণ করিয়া এরূপ কদর্য্য ও কদাকার ভাব অবলম্বন করেন, যে দেখিলে বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। তখন

তাঁহাদিগের মুখ হইতে এরূপ জঘন্য, ঘৃণিত ও অশ্লীল বাক্য সকল নির্গত হইতে থাকে যে শ্রবণ করিলে শ্রবণে হস্তার্পণ করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে হয়। ক্রমে আনুসঙ্গিক যে কত প্রকার দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজনা হইয়া উঠে, দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। মত্ততা বশতঃ, যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা করেন না, যাহা করিবার নহে তাহাই করেন। ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় বোধ করেন। উচিতকে অনুচিত, অনুচিতকে উচিত জ্ঞান করিয়া আপনাদিগকে, স্ব স্ব পরিবারবর্গকে, প্রতিবাসীদিগকে, আপনাপন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, দাস, দাসী ও অনুগতজনদিগকে যে কতই কষ্ট, কতই যন্ত্রণা ও কতই মনস্তাপ প্রদান করেন, তাহার সংখ্যা নাই। ভাল, এমত বিষমানিষ্টকারী যে সুরা, তাহার এমত কি বিশেষ গুণ আছে যে ভুরি ভুরি দোষ সত্ত্বেও তাহা লোকের নিকট আদরণীয় ও পুজ্য হইবেক! না—গুণ তাহার কিছুমাত্র নাই, দোষই তাহার গুণ। পুনঃ২ ইহার ব্যবহারে ক্রোধরিপু এরূপ প্রবল হইয়া উঠে, যে জ্ঞান, বিচার ও বিবেচনাশক্তি একেবারে লোপ করিয়া ফেলে; এবং মনুষ্যকে একটী ভয়ঙ্কর ইতর পশুর ন্যায় অনুভূত করায়। ইহাতে কাম রিপুর এরূপ প্রাধান্য হইয়া উঠে যে লাম্পট্য ও ব্যাভিচার দোষ, দোষ বলিয়াই গণনীয় হয় না। ইহাতে মনুষ্যের স্বপদের কর্ম্ম নির্ব্বাহে সমূহ ব্যাঘ্যাৎ জন্মায়, অতুল ঐশ্বর্য্যকে বিনষ্ট করে, ও পরিবারের শোকের ও দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। বান্ধবগণ! ইহাতে পরমায়ুঃ খর্ব্ব করে। ইহার অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষুধা মান্দ্য ও অন্ত্র দুর্ব্বল করে, ধমণীয় শক্তিকে হ্রাস করে, শোণিতকে অত্যন্ত উষ্ণ ও উত্তেজনা করিয়া শরীর পুষ্টির হানি হয়। যকৃৎ, ক্ষয়, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগোৎপত্তি করে, এবং সে সকল আরোগ্য হওয়া প্রায় অসাধ্য, আরও ইহাতে বাত, পাথরি ও ক্ষতরোগ জন্মায়।

মদ্যপানে ক্ষণকালের নিমিত্ত অর্থাৎ যাবৎ পর্য্যন্ত মত্ততা থাকে, ততক্ষণ যদিও চিন্তাদূর ও সাহস বর্দ্ধন করে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যখন সেই মত্ততা দূর হয়, তখন ঐ মদ্যপায়ীর বল, বীর্য্য, সাহস ও তেজ এতদূর হ্রাস হইয়া যায় যে তাহার স্বাভাবিক বল, বীর্য্য পর্য্যন্তও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত জন্য ঐ ব্যক্তি তাঁহার পানের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি করিতে থাকেন। পরে তিনি ক্রমে উহার এমনি বশীভূত হইয়া যান যে সুরা ভিন্ন এ সংসারে তাঁহার নিকট উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই বোধ হয় না। সুরা না হইলে উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার আস্বাদ জন্মে না,

সুরা না হইলে উত্তম পর্য্যঙ্কোপরি তাঁহার নিদ্রা হয় না, সুরা না হইলে প্রণয়াস্পদ পতিপ্রাণা রমণীর কমনীয় কোমল ক্রোড় তাঁহার মনোনীত হয় না, সুরা না হইলে সুমধুর গাণ বাদ্যে তাঁহার আমোদ জন্মে না, এবং সুরা না হইলে পরমপ্রিয় মিত্রের আলাপে তাঁহার তৃপ্তি বোধ হয় না। আবার মদ্যপায়ীর পান মত্তদা দূর হইলে তিনি যেরূপ ম্লান, কাতর ও নিরুৎসাহী হয়েন, এমত আর কেহ অন্য কোন অবস্থায় হয়েন না।

মদ্যপানে যে কেবল শারীরিক বল বীর্য্য ও সুস্থতা নষ্ট করে এমত নহে, ইহাতে মানসিক উৎকৃষ্টবৃত্তি সকলকেও ধ্বংস করে। হায় কি চমৎকার! যে সকল জীবেরা উৎকৃষ্ট বুদ্ধি বৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যাবতীয় জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহারা কি এরূপ নিকৃষ্ট বিষয়ে আমোদিত হইয়া আপনাদিগকে পাপপঙ্কে নিক্ষেপ করিবেন, ও সামান্য পশ্বাদির অপেক্ষা হীন হইবেন?

অনেক দৃষ্টকরা গিয়াছে, অনেক শ্রবণকরা গিয়াছে, যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন সুগভীর জ্ঞানবৃন্ত অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিসকল সুদ্ধ সুরাপান দোষে একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। সুরাপান স্বয়ং যেমত একটী জঘন্য পাতক, সেইরূপ অন্যান্য মহাপাতকে প্রবৃত্তি প্রদানের এক প্রধান কারণ। যেহেতু এমত কুকর্ম্ম নাই যাহা মদমত্ত ব্যক্তির অসাধ্য। তাঁহা কর্ত্তৃক যে কত অনিষ্ট হইতে পারে তাহা সংখ্যা করা যায় না। সে কেবল প্রমাণ করণ জন্য দৃষ্টান্ত দর্শাইবারও প্রয়োজন করে না, প্রায় অনেক স্থানে অনেকেই মাতালের কুকাণ্ড দৃষ্টি করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, বিশ্বাসী লোকমুখে শুনিয়াছি, মদ্যপায়ীরা আমোদার্থে গৃহ দাহ করে, ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য গলিত নরদেহ ভক্ষণ করে; তাহারা নরবলী দেয় ও জীবিত মনুষ্যকে দাহন করে।

ধন্য রে সুরাদেবি! তোমার অচিন্ত মহিমা, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতিকে আচ্ছন্ন কর, মেধাশক্তিকে লোপ কর, শরীরকে অচিকীৎসনীয় রোগের আধার কর, শ্রী ও সৌন্দর্য্যকে মলিন কর, বুদ্ধিস্থান মস্তিষ্ককে গুরুতর উত্তেজনা করিয়া বিনষ্ট কর, মার্জ্জিত বুদ্ধিকে কুপথগামী কর, আত্মাকে প্রতারণা কর ও অর্থকে নাশ কর। ধনীকে নির্দ্ধন, জ্ঞানীকে অজ্ঞান, ও মানীকে হতমান কর। তুমি স্ত্রীগণের বিলাপের হেতু; সন্তানগণের দুঃখের মূল ও পিতা মাতার শোকের

কারণ। তোমার মহিমায় মনুষ্য পশু তুল্য ও আত্মহত্যাকারী হয়েন।

হায়! আদ্যোপান্ত যাহার কেবল দোষ দৃষ্ট হইতেছে, যাহা কর্ত্তৃক যাবতীয় অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, এমন যে সুরা, তাহার ব্যবহার ত্যাগ করা কি মনুষ্যের নিতান্ত উচিত নহে? বান্ধবগণ! অচিরাৎ তাহা ত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য। অতএব প্রার্থনা করি যাঁহাদিগের মধ্যে এই সুরাপান দোষ আছে, তাঁহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে তাহা ত্যাগ করুন। আর যদি দুর্ল্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া পশুবৎ কার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকে, তবেই সুরাপান করুন, জ্ঞানের পবিত্র শাসনকে তুচ্ছ করিয়া যদি কেবল কাম ক্রোধাদির শাসন প্রিয় জ্ঞান করেন, তবেই সুরাপান করুন; ধর্ম্মের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যদি অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে প্রয়াস করেন, তবেই সুরাপান করুন; প্রিয় পরিবার, পুত্র, কলত্রাদিগণকে যদি দুঃখার্ণবে নিক্ষেপ করিবার একান্ত মনন থাকে, তবে সুরাপান করুন। অপযশ ও অপমান, যাহা মৃত্যু হইতে কম নহে, যদি তাহাদিগকে চাহেন তবেই সুরাপান করুন। আর যদি প্রকৃত সাধু ব্যক্তিদিগের ন্যায় ঐ সকল কুকার্য্যকে ঘৃণা করিতে অভিলাষ করেন, তবে অগ্রেই সুরাপান ত্যাগ করুন।

কেহ কেহ বলেন তাঁহার শরীর এমত দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও তেজস্বী যে সুরাপানে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অপকার হয়না। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক ও বিশিষ্টানিষ্টকারী। তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না, সুরা অল্পে২ তাঁহার শরীর ক্ষয় করিতেছে, এবং যখন বয়োবৃদ্ধি হইবেক ও কাল সহকারে বলের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবেক, তখন জানিতে পারিবেন ও আক্ষেপ করিয়া বলিবেন, যে হায়, সুরাপান অভ্যাস করিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। তখন সহস্র প্রকার রোগ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেক।

আর কোন কোন ব্যক্তি এরূপ কহেন যে শরীর সুস্থ জন্য ঔষধ স্বরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মদিরা পানে দোষ নাই, আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহার সময় আছে, ও নিয়ম আছে। হলাহল যে কখন কখন ঔষধ হয়, তাহা বলিয়া কি নিয়ত হলাহল পান করিয়া আত্মহত্যা হইতে হইবেক? পীড়া হইলে ঔষধের প্রয়োজন, সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কে ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে? প্রকৃত পীড়া শান্তির জন্য কয় ব্যক্তি সুরা পান করিয়া থাকেন? অধিকাংশ ব্যক্তি কেবল আমোদ প্রমোদ ও মনোল্লাসের নিমিত্ত সুরাপানে প্রবৃত্ত হয়েন। ভাল সুরাপান ভিন্ন কি অন্য কোন প্রকারে আমোদ

প্রমোদ ও হর্ষোৎপাদান করা যায় না? কেন, আমোদপ্রমোদ, কি চিত্তবিনোদনের ইচ্ছা হয়, সুমধুর গান বাদ্য শ্রবণ করুন, উত্তমোত্তম কাব্য, নাটক ইতিহাসাদি পাঠ ও শ্রবণ করুন, পরম পবিত্র প্রিয়তম মিত্রের সহিত সদালাপ করুন। বরং এসকলে যেরূপ শ্রেষ্ট ও নির্দোষ আমোদ উৎপাদন করে, সুরাপান দ্বারা সেরূপ কদাপি সম্ভব হইতে পারেনা। আর যাঁহারা সুরাপান না করেন, তাঁহারা কি সুরাপায়ী অপেক্ষা অল্প সুখী? না কখনই নহে। বরং তাঁহারা অতি নির্ম্মল আনন্দ ও সুখ ভোগ করিয়া থাকেন, সে সুখ বোধ হয় মদ্যপায়ী কখন অনুভব করিতে পারেন না।

অপর বিবেচনা করুন, শুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, ও আহার বিহার করিবার জন্য পরম কারণ অসীম করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি যখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে হিতাহিত জ্ঞান, বাক্ ও বিচারশক্তি, উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও বিবিধ মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়া সর্ব্বজীবাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, তখন যে আমরা কোন শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধনার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার আর সন্দেহ কি। অতএব কৃতজ্ঞতা সহ ঈশ্বরদত্ত সেই জ্ঞান ও ধর্ম্মাদি উন্নতি করা, ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা এ জগতে আমাদিগের মুখ্য কর্ম্ম। আমাদিগের সুখ দুঃখের সীমা এই জীবন পর্য্যন্ত নহে। স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অনন্ত কাল সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবেক, এবং সেই কর্ম্মের স্থল এই সংসার। এই স্থানে যদি আমারা মদমত্ত ও ভ্রমান্ধ হইয়া পরকালের চিন্তা না করি, তবে অন্তে আমাদিগের দুর্গতির আর পরিসীমা থাকিবে না।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদিগের এই দেহ ক্ষণ ভঙ্গুর। কে বলিতে পারে এক মুহূর্ত্ত কাল পরে আমাদিগের দশা কি হইবেক। এই আমি এইক্ষণে যে এই সুহৃদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এই প্রস্তাব পাঠ করিতেছি; হায়, কে বলিতে পারে, এই পাঠ আমার শেষ পাঠ হইতে পারে। আপনাদিগের সহিত আমার এই যে সাক্ষাৎ এই সাক্ষাৎ আমার শেষ সাক্ষাৎ হইতে পারে। অদ্য রজনী যোগে যে নিদ্রা যাইব; সেই নিদ্রা আমার অনন্ত নিদ্রা হইতে পারে। যখন আমরা এমত চঞ্চলাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছি, তখন পরকালে যে আমাদিগের কি গতি হইবেক তদ্বিষয় চিন্তা না করা কি নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম নহে? পরম ন্যায়বান পক্ষপাত শূন্য সেই সর্ব্বজ্ঞ অভ্রান্ত বিচারপতির নিকট আমাদিগের স্বপক্ষে আমরা কি কহিব। সেই

ভয়ানক বিচার স্থলে কে আমাদিগের পক্ষ হইয়া দুইটী কথা কহিবেক। তখন পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র কেহ সহায় হইবেন না। হে বান্ধবগণ! ধর্ম্ম যদি কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করা যায়, আর ধর্ম্ম যদি কিঞ্চিৎ সম্বল থাকে, তবে সেই ধর্ম্ম সেই বিষমি দুর্ব্বিপাক, সময়ে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেক। অতএব ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মই অহিক পারত্রিকের সুখের মূল। এবং ধর্ম্মোপার্জ্জন আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম।

হে সুহৃদগণ! ক্ষণকাল মনো মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখুন, একাল পর্য্যন্ত কত দুষ্কর্ম্ম, কত পাপ ও কত ঈশ্বর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখুন, আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, একাল মধ্যে যে কত পাপ, ও কত ঈশ্বর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই, এবং বোধ করি সত্য বলিলে প্রায় সকলেই এইরূপ বলিবেন। হায়, তবে কি আমাদিগের উদ্ধার নাই। বান্ধবগণ, পরিত্রাণের উপায় আছে, ইহার বিশিষ্ট উপায় আছে। কায়মনবাক্যে যত্ন করিলে অবশ্য সদুপায় হইতে পারে। সেই পরমাত্মা, পরম কারণ পরমেশ্বর পরম দয়াবান, অসীম ক্ষমাবান, পরমান্যায়বান, নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয়, বান্ধব বিহীনের বান্ধব, অনাথের নাথ, পিতা হইতে গুরুতর, মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ, ও ভ্রাতা হইতে অধিক সহায়। তাহাতে একান্ত চিত্তার্পণ করিয়া কায়মনবাক্যে তাঁহার নিকট এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে—যে হে প্রভো দয়াময়া! হে করুণা নিধান! হে অনাদি অনন্ত অন্তর্যামী! আমরা ভ্রমান্ধ হইয়া বিষয়মদে মত্ত হইয়া তোমার উৎকৃষ্ট ও শুভদায়িনী নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া কত পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ করিয়াছি, কতই কুকর্ম্ম করিয়াছি, এইক্ষণ তুমি কৃপা করিয়া ক্ষমা না করিলে এ অভাজনদিগের আর অন্য উপায় নাই। তুমি জীবনদাতা, তুমি রক্ষাকর্ত্তা, তুমি উদ্ধার না করিলে আর কে রক্ষা করিবেক। আমরা আর দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইব না, তোমার নিয়ম আর উল্লঙ্ঘন করিব না, তোমার আশ্রয় লইলাম, ক্ষমাকর, জগদ্বন্ধু, জগদুদ্ধারকারী আমাদিগকে উদ্ধার কর। বান্ধবগণ! পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া গতকৃত পাপ জন্য বিধাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি ক্ষমা করিবেন। অনুতাপ প্রাকৃত অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। যদি কার্য্যের দ্বারা, মননের দ্বারা পরমেশ্বরকে এমত প্রতীত জন্মাইতে পারা যায়, যে পাপ কর্ম্মে আমাদিগের মতি নাই, এবং পূর্ব্বকৃত পাপ জন্য যথার্থ অনুতাপিত হইতেছি, তবে দয়াবান স্নেহপূর্ণ পরম পিতা কখন বিমুখ হইবেন না। তাঁহার

অনুতাপিত সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইবেন।

আমাদিগের পাপ, তাপ, শোক ও যাতনা সকল দূরীকরণ উপায়, কেবল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন, ঈশ্বরের নিয়ম পালন, ঈশ্বরে একান্ত প্রীতি ও ঈশ্বরোপাসনা। এই ঈশ্বরোপাসনায় মনুষ্য সৎপথালম্বী হয়েন, ঈশ্বরোপাসনায় সৎকার্য্যে মানবের মন ধাবমান হয়, ঈশ্বরোপাসনায় সৎসঙ্গের ইচ্ছা হয়, ঈশ্বরোপাসনায় মনুষ্যের বৃদ্ধি নির্ম্মল হয়, পাপ কর্ম্মে ঘৃণা জন্মে, ও কাম ক্রোধাদি রিপুকুল শান্তি ভাব অবলম্বন করে। কিন্তু চরিত্র সংশোধন ব্যতীত কেহ সেই ঈশ্বরোপাসনায় অধিকারী ও ধর্ম্ম পথের পথিক হইতে পারেন না। অতএব আসুন, আমরা সকলে ঈশ্বরানুগ্রহে একান্ত নির্ভর করিয়া, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত যত্ন পূর্ব্বক চরিত্র সংশোধনে প্রবৃত্ত হই!

অপর যে সুরাপান দ্বারা যাবতীয় অনিষ্ট ও অমঙ্গল, দুঃখ ও যাতনা উৎপত্তি হইতেছে, যে সুরাপান দ্বারা সমাজের এত দুরবস্থা হইতেছে, যে সুরাপান সকল অনর্থের ও সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে, তাহা ত্যাগ না করিলে আমাদিগের দেশের ভাবি উন্নতির পথ এককালীন রুদ্ধ হইয়া যায়। এই সুরাপান ত্যাগ করা অসাধ্য ব্যাপার নহে। যত্ন করিলে এই মুহূর্ত্ত হইতে ইহাকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। মনুষ্যের অসাধ্য কি আছে, তিনি একান্ত যত্ন করিলে কি না করিতে পারেন। সুরা এমত কি অপূর্ব্ব দেব দুর্ল্লভ অমৃত পদার্থ যে ইহাতে ত্যাগ করা যায় না? সুরা ত্যাগ করিলে যখন ইহাকে ধন কি প্রাণ, শরীর কি মন, মান কি যশ, কাহার কোন বিঘ্ন জন্মে না, তখন ইহাকে ত্যাগ করা কি বিচিত্র। বিশেষতঃ যখন ধর্ম্মের জন্য ও পরোপকার জন্য ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী মহাত্মারা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তখন সেই ধর্ম্মনাশক যে সুরা তাহা কি আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না? 'আমরা কি এমনি মূঢ়, এমনি কাপুরুষ, এমনি নরাধম ও এমনি অপরমার্থিক যে কদর্য্য, কটু ও দুর্গন্ধযুক্ত সুরার আস্বাদ ভুলিতে পারিব না? যখন প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, সুরাপান ত্যাগ করিলে হিত ভিন্ন কোন প্রকার অহিত হয় না, তখন কেন আমরা ইহা ত্যাগ না করি? এরূপ অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে অনেক মদ্যপায়ী অসুস্থব্যক্তি সুরাপান ত্যাগ করিয়া স্বল্পদিনের মধ্যে হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সম্পূর্ণ সুস্থকায় হইয়াছেন। অতএব, আশুন, সকলে ঐক্য হইয়া অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া সুরাপান ত্যাগ করি। আর আমরা যদি এইক্ষণে এরূপ না করি, তবে ক্রমে

আমাদিগের দেশ এক ভয়ানক মাতালের দেশ হইয়া উঠিবে। এজন্য বিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, যথার্থ বান্ধবের ন্যায় অনুরোধ করিতেছি, বিষম অনিষ্টকারী যে সুরা তাহা ত্যাগ করুন। ইহাতে যদি কিছুমাত্র উপকার থাকিত তাহা হইলে আমি এরূপ বলিতাম না। প্রধান২ অতি প্রাজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহা ত্যাগ করিতে একবাক্য হইয়া নিষেধ করিতেছেন। তাঁহারা ইহার গুণ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া ঐরূপ উপদেশ দিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাঁহাদিগের সদুপদেশে বধির না হই? অতএব ভ্রাতাগণ, সুহৃদগণ, বান্ধবগণ, আমি বিনয়ে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, এই সকল অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া সুরারূপ গরলপানে ক্ষান্ত হউন, সুরারূপ বিষপানে নিবৃত্তি হউন। আর যদি সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসকের, ধর্ম্মোপদেশকের, নীতি শাস্ত্রজ্ঞের, হিতোপদেশকের, প্রাজ্ঞলোকের ও স্ব স্ব হিতাহিত জ্ঞানের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যদি সুরাপান দ্বারা আপন আপন সর্ব্বনাশের কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে আর আমরা কি করিব, আমাদের সাধ্যই বা কি। বিনয় করিবার সাধ্য আছে, শতবার বিনয় করিতেছি, অনুরোধ করিবার সাধ্য আছে, শত সহস্রবার অনুরোধ করিতেছি— সুরাপান ত্যাগ করুন। এইক্ষণ আপনারা যাহাই হিত বিবেচনা করেন তাহাই করুন। আমার আর অধিক বলিবার কিছুই নাই, তথাচ আর একবার বলিতেছি, সুরাপান ত্যাগ করিয়া আপন২ ও স্বদেশের হিত সাধনে যত্নবান হউন।

সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব।

বঙ্গদেশীয় সুরাপান নিবারিণী সভার
অন্তর্গত
কলুটোলা সুরাপান নিবারিণী সভার দ্বারা
প্রচারিত।

বিনামূল্যে বিতরিতব্য।

কলিকাতা।

চোরবাগান, ৪৪ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৭৮৬ শক।

[1864]

সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব

প্রস্তাবনা।

———

অরেরে মদিরা! আমি তোর গুণগানে,
বাসনা করেছি মনে কত দিনাবধি;
কিন্তু কাল না পাইয়ে ছিনু এতদিন
নিরস্ত; এক্ষণ তোর প্রাদুর্ভাব দেখে,
মনে মনে ভাবি আমি কত দুঃখভাব,
বর্ণিতে না পারে মোর এ লেখনী তাহা;
বর্ণনা করিতে গেলে আঁখি নীরে ভাসি;
যাহা আমি লিখি পত্রে এ লেখনী সহ,
লিখিতে লিখিতে ক্ষণে হয় তিরোহিত;
তিমির অদৃশ্য যেন সুর্য্যের প্রকাশে;
তখনি অমনি ভাবি কেঁদে কিবা কাজ,
আমার রোদন বনে ক্রন্দনের রূপ।
লেখনী ধারণ করে ভাবিতেছি মনে
ওমা বাগীশ্বরী! কি মা লিখিতে পারিব,
সুরার বিচিত্র খেলা! বিচর মা দেবি,
নবীনের মনাকাশে—তব চিত্রকরী—
বর্ণনা সঙ্গিনী সহ, কৃপা করে দাও,
লিখিতে শকতি, তব নবীন অধীনে।
নবীন নবীন ভাবে গদ গদ হয়ে,
প্রবৃত্ত হয়েছি আমি লিখিতে পুস্তক
কিন্তু মা পুস্তক লেখা কম কথা নয়

মন মত হেন জনে; যাহার প্রয়াসে
পুস্তক লিখন,—হিমাচলে উত্তোলন
তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ সহ, শশধর পাশে
[কিবা] যাইতে বামন হয়ে; আশা মদে মত্ত
হয়ে, উড়িতে বাসনা নেত্রাতীত পথে।
অনুমান পাখা বিনে কেমন যাইতে
পারিব সেখানে আমি; ওমা সুরধনী!
হৃদয়েতে সমাসীনা হয়ে মোর দেবী,
কৃপা করে দাও মোরে শকতি লিখিতে।

সুরাপান।

অধুনা এই ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে সুরাপান প্রথা দিন২ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কি ধনবান, কি দরিদ্র, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, তাঁহাদিগের অনেককেই এই বিষম বিগর্হিত ব্যাপারের সমুন্নতি সাধনে তৎপর দেখিতেছি। কোথায় তাঁহারা আত্মীয় স্বজনগণের দুষ্কর্ম্ম সংশোধনে প্রবৃত্ত হইবেন, কোথায় তাঁহারা স্বদেশের হিত সাধন করিবেন, কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, আপনারাই মদ্য পান করিয়া ঐ বিষয়ে ব্যাপৃত হইতে এক প্রকারে সাহস দিতেছেন বলিলেই হয়, এবং নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে একেবারেই দেশটীর সর্ব্বনাশ সাধনের উপক্রম করিতেছেন। সহৃদয় সভ্যগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহা কি কম দুঃখের বিষয়। হায়! আমরা যাঁহাদিগ হইতে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইবে ভাবিয়াছিলাম, যাঁহাদিগের গুণ-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইবে বোধ করিয়াছিলাম এবং যাহাদিগের যশে ধরণী পরিপূর্ণ হইবে মনে করিতাম, এক্ষণে তাঁহাদিগকে দেশের কন্টক স্বরূপ এবং নিষ্কলঙ্ক কুলের কলঙ্ক স্বরূপ বোধ হইতেছে ইহাও কি কম আক্ষেপের কথা! পুরাকালে ধর্ম্ম ও লজ্জাভয় নিবন্ধন সকলেই এই দেশদহনকারিণী প্রাণহারিণী সুরাকে হতাদর করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহার এরূপ প্রভাব দেখিতেছি যে বোধ হয় ধর্ম্ম ভয়ে ভীত ও লজ্জা ভয়ে লজ্জিত হওয়া প্রায় অনেকেরই অন্তরের অন্তর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুগণ

যাহার নামোচ্চারণেও আপনাদিগকে অশুচি বোধ করিতেন, অধুনা তত্তন্মহোদয়দিগের বংশধর ব্যপদেশী অনেকেই সেই সুরাকে নিত্য সেব্য করিয়াছেন ইহাও কি বলিবার বিষয়। হে সুরাসক্ত ব্যক্তিগণ! আপনারা পদে পদে বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়াও কিরূপে ইহার বশবর্ত্তী রহিয়াছেন। যখন এই জাতিহারিণী মাননাশিনী সুরা উদর মধ্যস্থ হইয়া মন ও শরীর প্রভৃতিকে বিকৃত করিতে আরম্ভ করে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন, সেই সময়ে কি কষ্টই উপস্থিত হয়। তখন যদিও মত্ততাগুণে লজ্জা, ভয় প্রভৃতি গুণগ্রামে বঞ্চিত হইলেও ক্লেশের লেশমাত্রানুভূতি হয় না সত্য বটে, কিন্তু মত্ততান্তেই স্বীয় বিগর্হিত ব্যাপারাবলী স্মৃতিপথাধিরূঢ় হইলে যে কত দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাহা কে ব্যক্ত করিতে পারে? তখন কি জনসমাজে অবনত মুখমণ্ডল আর উত্তোলন করিবার ইচ্ছা হয়, না কুকর্ম্ম মলিনীকৃত জীবনভার বহনের বাসনা থাকে, ফলতঃ তৎকালে একমাত্র পশ্চাত্তাপই কেবল এই বিষম পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে হৃদয়মর্ম্ম আক্রমণ করিয়া বিষম বিষাদ সাগরে নিমগ্ন করে, এবং পবিত্র চরিত্রে দোষের নূতনাবতার প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া অশেষ সুখ সম্ভোগে থাকিলেও মধ্যে২ অনন্ত শোকে সঙ্কুল হইতে হয়। রোগাপনোদনার্থে সুরাপান বিধেয় বলিয়া অনেকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও এই এক কথা বলিতেছি যে যখন এই বঙ্গদেশ মধ্যে মদ্য হেয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তখন কি ইহা ভিন্ন অন্য দ্রব্যে রোগ-শান্তি হইত না, না পূর্ব্ব কালের মহামহোপাধ্যায় নিদানবিৎ বৈদ্যগণ আপনাদিগের ঔষধ গুটিকাতে মদ্য লেপন করিতেন। যে ওলাউঠা পূর্ব্বে কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই, আমি বোধ করি,—তাহার নবৌষধ মদ্য প্রচলিত হইতে দেখিয়াই যেন সেই ভয়ানক রোগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এবং অত্যল্প দিবসের মধ্যেই কত কত গ্রাম নগর এককালে মানব-শূন্য করিয়া ভয়ঙ্কর পশ্বাদির নিবাস-ভূমি করিয়াছে। অধুনা যে সকল যকৃৎ প্রভৃতি মহাপকারকারী গদাবলি জনপদে পদার্পণ করিতেছে, মদ্য সেবনই প্রায় তাহার একমাত্র মূল কারণ, অপরাপর হেতু জনিত রোগ সকলের কথঞ্চিৎ প্রতিকার করিতে পারা যায়, কিন্তু মদ্যপান সম্ভব পীড়ার পীড়ন বিধি অতীব অসম্ভব। অধিক কি বলিব, সুরারাগ-সম্ভব রোগ, রুগ্ন ব্যক্তিকে বিনষ্ট না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হয় না। হায়! এদেশের হতভাগ্য মদ্যপায়ীগণ কি বিচিত্র বুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁহারা মদ্যপানের এবম্বিধ নানা প্রকার দোষ

দেখিয়াও তদর্থে জীবন দিবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি সুরা ছাড়িবেন না। সভ্যগণ! এতৎ ব্যাপারে ইহা ভিন্ন কি অন্য কিছু বোধ হইতে পারে যে ইহারা যেন কোন কালে এই মদ্যের কতই ঋণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিশোধ করনে অক্ষম হইয়াই যেন কৃতজ্ঞতা শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছেন। অয়ি বসুন্ধরে মাতঃ! তুমি নিজ সন্তানগণের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়াও যে নিশ্চিত রহিয়াছ ইহাতেই তোমার সর্ব্বংসহা নাম অন্বর্থ হইয়াছে। কত২ মদ্যপায়ী সুরাপানের দোষানুসন্ধান করা দুরে থাকুক তাঁহারা পূর্ব্বকালের রাজাদিগের সহিত আপনাদিগের তুলনা করিয়া কহিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালে কত২ রাজমণ্ডল সুরাপান করিতেন, রাজ্য ও প্রজা শূন্য বলিয়া যদি আমাদিগের সুরাপান দূষ্য হয় হউক তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। হে মহাশয়গণ! আপনাদিগের বাক্যেরই অনুমোদন করিতেছি! পুরাকালে কোন২ ভূপতি মধুপান করিতেন সত্য বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহা পুষ্পরস ভিন্ন অন্য কিছুই না হইতে পারে। পুষ্পরস অধিক পরিমাণে পান করিলে মত্ততা জন্মিবার সম্ভাবনা বটে, কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বহ রাজ্য ভার বহন করিয়া ক্লান্ত কলেবরের স্বাস্থ্য লাভ মানসে কোন কোন সময়ে যে পরিমাণে মধুসেবন করিতেন তাহাতে মত্ততা ও শত্রুর ন্যায় তাঁহাদিগের সুদূর পরাহত থাকিত। বলুন্ দেখি কোন্ সময়ে কোন হিন্দু সম্রাট মধুপরবশ হইয়া আপনাদিগের ন্যায় স্বীয় অহিত সাধন ও অপরাপর লোকদিগের মহদপকার পাতের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা স্ব২ ভুজবলে যাবতীয় শত্রু সমূহ বিনষ্ট করিয়াছেন, যাঁহাদিগের অসীম প্রতাপ দিগন্তেও বিশ্রান্ত হয় নাই, যাঁহারা এই সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিয়া যথাকালে মানবলীলা সমাপন করিয়াছেন, অদ্যাপি যাঁহাদিগের কীর্ত্তি চন্দ্রিকায় দশদিক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। হায়! আপনারা কোন্ সাহসে সেই সকল মহাত্মাদিগের অণুমাত্র দোষের সহিত আপনাদিগের এই ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের সাদৃশ্য দিতেছেন। সুরাসক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের মুখে ইহাও অনেকবার শুনা গিয়াছে যে "মদ্য আমাদেরই পেয়, কিন্তু আমরা যেন মদ্যের পেয় না হই," অর্থাৎ মদ্য আমাদিগের অধীনে থাকিবে কিন্তু আমরা তাহার তেমন নই হে মহোদয়গণ! যে কোন বিষয়ই হউক না কেন দুই চারি অথবা তদধিক দিন করিতে হইলে প্রায়ই তাহা এক প্রকার অভ্যস্ত হয়, পরে পুনঃপুনরনুশীলন দ্বারা ঐ অভ্যাস দৃঢ় হইয়া উঠে এবং ক্রমে২ তাহা একবারে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন যে তাহা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য হইবে তাহার আর সন্দেহ

কি? অতএব আপনাদিগের এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতেছে। যখন মদ্যপান করিতে নূতন প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখনই একথা কথঞ্চিৎ শোভা পাইতে থাকে, কিন্তু দু-চারি অথবা তদধিক মাস সুরারস্বাদ গ্রহণ করিলে "আমি ইহার বশ নই" ইহা আর বলিবার যো থাকে না, তখন যদিও আপনারা মুখে না প্রকাশ করুন, কিন্তু অন্তরে অবশ্যই বুঝিবেন যে আমরাই ইহার বশ হইয়াছি। অতএব হে জীব শ্রেষ্ঠ মানবগণ! যখন আপনাদিগের মনে সুরাপানের নূতনাভিলাসের সঞ্চার হয় তখনই ঐ ইচ্ছাকে অভ্যস্ত সুরা সেবনের প্রতিনিধি স্বরূপ বিবেচনা করা উচিত, এবং সর্ব্বতোভাবে সেই বাসনারই নিবারণ করণে যত্নবান হওয়া বিধেয়, যদি আপনারা সেই ইচ্ছার প্রতিকুলাচরণে অক্ষম হইলেন তবে অভ্যস্ত সুরার পরিত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইবে? আরও এই এক কথা বলিতেছি যে সুরাসেবনারম্ভের পূর্ব্বেই মদ্যকে অকালমৃত্যু স্বরূপ বিবেচনা করিয়া উহার লিপ্‌সা পরিত্যাগ করাই মঙ্গলের বিষয়।— ইহাতে আসক্ত হইলে যে আপনাকে নষ্ট হইতে হয় এমন নয় যাঁহারা চিরদিন আমাদিগকে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন সেই জনক, জননী, ও ভাই, ভগিনী প্রভৃতি পরিবারদিগকে, অকালে কালকবলে পতিত হইয়া পুত্রশোক ও ভ্রাতৃশোকাদি বহুবিধ দুঃখে দুঃখিত করিতে হয়। হায়! ইহাই কি সুপুত্রের কর্ত্তব্য না সুসহোদরাদির উচিত কার্য্য? মদিরা-প্রিয় প্রমাদীদিগের অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন আমাদিগকেও কি তাহাই করিতে হইবে, তাঁহারা ভ্রমময় ধর্ম্মের মতানুবর্ত্তী হইয়া অসভ্যতা, মূর্খতা, ও জড়তায় আচ্ছন্ন থাকিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন বলিয়া কি আমরা এক্ষণে তাহাই করিব, তাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম পালনানুরোধে যে সকল উপবাসাদি দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠান করিতেন আমরাও কি সেই সকল ব্রতে ব্রতী থাকিব, কখনই থাকিব না। হে শোচনীয় ভ্রাতৃগণ! আপনারা কি বুঝিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছেন তাহা বলিতে পারি না, যদ্যপি মদ্যকা পানেই সভ্যতা, পাণ্ডিত্য, ও সারবত্তা প্রকাশ পায় তবে যথার্থই তাঁহারা অসভ্য মূর্খ, ও অসার ছিলেন। যদি মদোন্মত্ত হইলেই সত্য ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞান হয়, তবে সত্য সত্যই তাঁহারা ভ্রমময় ধর্ম্মের মতানুবর্ত্তী ছিলেন, হায়! যদি আপনাদিগের এবম্বিধ দোষ সকল সদগুণের লক্ষণ হইল, তবে কাহার নাম যে প্রকৃত দোষ, বলিতে পারি না। আপনারা ব্রতের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠেন, কিন্তু উহার অশেষ গুণাবলির দিকে দৃষ্টিপাত

ও ত করেন না; ব্রত অর্থাৎ নিয়ম ইহা হইতে মানব মণ্ডলীর যে কত২ উপকার হইতেছে তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? যে কোন কার্য্যই হউক না কেন নিয়ম না থাকিলে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; এবং কার্য্যসকল শৃঙ্খলাশূন্য হইলেই অশেষ অনিষ্টের আকর হয়। অধিক কি বলিব যাহার দ্বারা আমরা জীবিত রহিয়াছি সেই স্বাস্থ্যও নিয়ম না থাকিলেই ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব আপনারা পুরাকালের লোকদিগের প্রতি যতই দ্বেষ করুন না কেন, যখন তাঁহাদিগের সকল কার্য্যই নিয়ম বদ্ধ ছিল তখন তাঁহাদিগকেই প্রধান বলিতে হইবে।

হে আসবাসক্ত ব্যক্তিগণ! আপনাদিগের নিকট করুণ বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা মদ্য ত্যাগ করিবার চেষ্টা দেখুন, পরের দোষানুসন্ধান করিয়া নিজ দোষের সমুন্নতি সাধন করা সহৃদয় লোকের কর্ত্তব্য নয়। যদি আপনারা নিজ২ দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যদীয় দোষের সংশোধনে যত্ন করেন তাহা হইলেই মনুষ্যের কার্য্য করা হইল, তাহাতেই যথার্থ ধর্ম্ম হয়, এবং সর্ব্বত্রে মাননীয় হইতে পারেন। আপনারা সুরাতিমির হইতে জ্ঞানালোকে নয়ন ফিরাইলে বিনা ক্লেশেই বুঝিতে পারিবেন যে এই মদ্য হইতে আমাদিগের কত অনিষ্টই ঘটিয়াছে. এই সুরারূপা পিশাচির প্রতি রাগহৃত হইয়া কেবল যে আপনাদিগের অর্থমাত্রের হ্রাস দশা উপস্থিত এমন নয়, মান, প্রাণ, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সকলই নিঃশেষিত প্রায় হইয়াছে। যাঁহারা চিরদিন আপনাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, যাঁহারা আপনাদিগের যশের কথা শ্রবণ করিলে অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন, যাঁহাদিগ হইতে আপনারা এই বিচিত্র ধরাচিত্র চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন, সন্তান বাসনাসক্ত হইয়াছে দেখিয়া সেই পিতা মাতার মনে যে কি দুঃখের উদয় হয় তাহা তাঁহারাই জানিতে পারেন, তদ্ভিন্ন অন্যের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। মহোদয়গণ! তাঁহারা কি এই অসীম দুঃখভোগের নিমিত্ত সন্তান কামনা করিয়া থাকেন, না ইহাই তাঁহাদিগের স্নেহ দয়াদির সমুচিত প্রতিফল বোধ হইতে পারে। ফলতঃ এ বিষয়ে তাঁহাদিগেরই দুরদৃষ্ট বলিতে হইবেক, নতুবা তাদৃশ লোকদিগের ঈদৃশ পুত্র অতীব অসম্ভব। হে মদ্য পায়ীগণ! একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন যখন আপনাদিগের কাহারো সন্তান কোন কার্য্যানুরোধে প্রতিবাসী গৃহে গমন করে এবং তথায় "তোমার পিতা মদোন্মত্ত" এই বাক্যটী শুনিতে পায় তখন তাহার মনে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হইতে থাকে। হায়!

একেবারেই তাহার প্রফুল্ল মুখ চন্দ্রমা পাণ্ডু দ্যুতি ধারণ করে, তখন সে যদিও তথায় ক্রন্দন করিতে অক্ষম হয়, কিন্তু বিরল পাইলে কাঁদিতে ছাড়েনা, এবং এই অপমানের কথা কাহাকেও বলিতে পারে না, মনের দুঃখ মনেই থাকে; বস্তুতঃ পিতা মদিরাসক্ত হইলে পুত্রের যেরূপ দুঃখকর হইয়া উঠেন জগতে সেরূপ দুঃখকর বিষয় আর কিছুই নাই। স্বামী মদ্যপায়ী হইলে ভার্য্যার আর কষ্টের সীমা থাকে না। তিনি নিয়তই পতির দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া গলদশ্রুনয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, এবং দৈবের দুশ্চেষ্টিত ভাবিয়া আপনার ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া থাকেন। ফলতঃ পতিপরায়ণ কামিনী পতির অসাধু চরিত্র দর্শন করিলে কেবল ঈশ্বরের নিকট আপনার মরণ প্রার্থনা করেন; এবং জন্ম জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছিলাম, কত সুখিনী কামিনীর সুখ ভঙ্গ করিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই এত দুঃখ পাইতেছি, ইহা বলিয়া কতই আক্ষেপ করেন। কিন্তু হায়! সুরার কি মহিমা, সে এতদ্বিধা রমণী হইতেও মদ্যপায়ীর প্রিয়তর জীবনাধিক হইয়া উঠে। যখন মদ্যপান করিয়া ভাই ভগিনী প্রভৃতি পরিজনগণের উপর অশ্লীল কটু কাটব্য বাক্য প্রয়োগ করা যায় তখন তাহারা কি মনে করিতে থাকে? যদিও মত্ততানিবন্ধন আপনাকে নির্ল্লজ্জ হইতে হয়, কিন্তু তাহাদিগের আর লজ্জার পরিসীমা থাকে না, তৎক্ষণাৎ তাহারা তথা হইতে পলায়ন করে এবং পরদিবস ব্রীড়া-বিনমিত বদন আর উত্তোলন করিতে পারে না, মনে মনে কতই দুঃখ করে, তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

হে মদ্য! তোমার চরণে ধরিতেছি। তুমি আমাদিগের দেশ ছাড়িয়া যাও, আর কত সর্ব্বনাশ করিবে। তোমার জন্য কত কত বিদ্বান্ ব্যক্তিও মজিয়াছেন, তুমি কত কত ধনবানের অসংখ্য ধনও নষ্ট করিয়াছ, তোমা হইতে দেশের দুরবস্থার বৃদ্ধি হইতেছে, তুমি একপুত্র পিতা মাতার জীবন সর্ব্বস্ব পুত্রকেও অকাল কালকবলে সমর্পণ করিয়াছ। তোমা হইতে কত কত সাধু লোকের বিমল চরিত্র দুষ্ট হইয়াছে, তুমিই এই দেশ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার বিশ্বাসঘাতকতার কে সীমা করিতে পারে, যে একবার তোমাকে আশ্রয় করে, তুমি তাহার অন্য আশ্রয় দূর কর, এবং আপনার বশীভূত করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হও। অতএব তোমার ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া অতীব দুঃসাধ্য। হে মদ্যপায়ীগণ! আমি যে মদ্যকে এই সকল বলিতেছি তাহা নয়, আপনারাই ইহার লক্ষ্য হইতেছেন, নতুবা অচেতন

পদার্থে বলিলে কি ফলোদয় হইতে পারে, সে যে আপনাদিগকে ছাড়িবে ইহা সুসম্ভব নহে, অতএব আপনারাই তাহাকে ত্যাগ করনে যত্নবান্ হউন, তাহা হইলে অশেষ সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতে পারিবেন, এবং আমাদিগের দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইতে থাকিবে; নতুবা যাবজ্জীবন লোকের গ্লানি সহ্য করিয়া দেশের দুর্নাম প্রকাশ করতঃ মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। হায়! তাহা হইতে আর শোচনীয় বিষয় কি হইতে পারে।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা নাটক।

অর্থাৎ

অপূর্ব্ব-রহস্য-কর-সন্দর্ভ

সর্ব্ব-বিধ-ফলাহার-তত্ত্ব, উদর-মাহাত্ম্য, নিমন্ত্রণ-গৌরব,
ও তত্ত্বদ্বিষয়ক বিবিধ বিচার।

প্রথম খণ্ড

গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধে

শ্রীরামগোপাল বসু মল্লিক কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

ভবানীপুর।

"অপূর্ব্ব রত্নোদয়" যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দাঃ ১২৭২।

মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

[1865]

বিজ্ঞাপন।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা নাটকের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। কোন গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া ইহা লিখিত হয় নাই। শুদ্ধ মানসিক কল্পনা দ্বারা এই অভিনব নাটক খানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত-রঞ্জন করাই, এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ফলতঃ প্রথম খণ্ড খানি সকলের অনুরাগ জনক ও সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলেই আমি শ্রম সফলতা জ্ঞানে অত্যল্প কাল মধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইব।

দ্বিতীয় খণ্ডে পেটুকের আদ্দাশ; পক্ষান্তরের বর্ণনা (প্রত্যুত্তর) পত্র, বিচার্য্য বিষয় নিরূপণ, সাক্ষির সাক্ষ্য, উকীলের বক্তৃতা. এবং বিচার কার্য্যাদির বৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যজনক রূপে বিরচিত হইবে।

এই গ্রন্থে আমার নামীয় মোহর মুদ্রিত থাকিবে। উল্লিখিত মোহরাঙ্কিত ব্যতীত কোন পুস্তক কাহারও হস্তে ধৃত হইলে তিনি রাজ ব্যবস্থা মতে দণ্ড ভাজন হইবেন। ইতি।

ভবানীপুর। — শ্রীরামগোপাল বসু মল্লিক।
বঙ্গাব্দা ১২৭১। — অপূর্ব্বরত্নোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ।
মাঘ।

নির্ঘণ্ট।

*পৃষ্ঠা সংখ্যা আদি বই অনুসারে রয়েছে। বর্তমান খণ্ডে মিলবে না।

নিমন্ত্রণ-রক্ষা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

পেটুকের প্রবেশ।

গীত।

চোদ্দ পোয়া নৌকাখানি সুর।

পেটের জ্বালায়, প্রাণে যাই মারা। খেতে আর কচু ঘেঁচু, পারিনে গারিব বেচারা।।
উদর সদাই জ্বলে রে, উদর সদাই জ্বলে; মর্ম্ম স্থলে, ক্ষুধানলে, হল্যাম সারা।।
লুকালো পাকা ফলায়, চিপীটক দেখিনে আর, ভোজ হলো ভোজবাজী সার; একী আজব ধারা।
লোকের শ্রাদ্ধ শান্তি সকল গেলো, দেশে নিমন্ত্রণ-শূন্য হলো; জীবনে ফল কি বলো, মাথায় লয়ে দুঃখের ভারা।।

পেটুকের উক্তি।

পদ্য।

দিবা নিশি যখন যুটিবে নিমন্ত্রণ।
সর্ব্ব কর্ম্ম ছাড়ি তথা করিবে গমন।।
ছেলেপিলে ভ্যাজালেতে গোলযোগ ভারী।
বহু ভক্তে ভেঙ্গে যায় গাজনের জারী।।

চাদর লইয়া চুপে একা চলে যাও।
নিমন্ত্রণ বাড়ী গিয়ে ঘুরিয়া বেড়াও।।
গাঁয়ে না মানুক্, হয়ে আপনি মোড়ল।
ফাকী ফুটী খেটে সুধু মুখে কর গোল।।

ফলারে ডাকিলে লয়ে বড় পাত সুখে।

তাড়াতাড়ি বোসে যাবে দরজা সম্মুখে।।
লুচিকা আসিলে লবে, গণ্ডাদশ বারো।
তার পরে প্রতিবারে চেয়ে লবে আরো।।

ব্যঞ্জন অবধি যা যা আসিবে যখন।
সব দ্রব্য চেয়ে লও, হয়ে হৃষ্ট মন।।

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত কর ফলাহার।
কষ্ট যদি হয়, সুখে করিবে স্বীকার।।
মাটী নয় কাঠ নয়, চামড়ার পেট।
ভাঙ্গিবে না ফুটিবে না, কসে লও খেঁট।।

গলা গলা হলে তবু, কতক্ষণ থাকে।
বসে থাকে ক্ষুধানল, লুচিকার ফাকে।।
গোটা দুই নিশ্বাসেতে হইয়া প্রবল।
ভস্মরাশি করি ফেলে, পদার্থ সকল।।

পুনরায় খাই খাই, দণ্ড দুই পরে।
তাই বলি কোসে খাও পেটে যত ধরে।।
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে ইথে, যদি মৃত্যু হয়।
সুখ্যাতি থাকিবে তায় ত্রি জগত ময়।।

এড়াইবে কচু ঘেঁচু আহারের দায়।
সদগতি পাইবে ফলাহারের কৃপায়।।
তাই আমি সব কার্য্য পরি হরি ভাই।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ খুঁজিয়া বেড়াই।।
কিন্তু কোথাও না পাই।।

হায় কি দুরদৃষ্ট! এবেটার গাঁয়ে কি একটাও গোছালো রকম শ্রাদ্ধ-বিবাহ-চূড়া-কর্ণবেধ-অন্নপ্রাশনাদি উপস্থিত হয় না, যে একটা দিনের জন্যও গব্য ও মিষ্টান্ন রসে পাতা চোতা খেকো ভোঁতা পড়া নাড়ী ভুঁড়ি গুলোকে সতেজ করি। নটে-পালঙ্গ-শজনার শাকের ভুষ্টিনাশ করিতে করিতে দৃষ্টিনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। দিনেক দুদিন মধ্যে একটা সঙ্গীন ফলাহার না পাইলে, চক্ষে দেখিতে পাওয়া ভার হইয়া উঠিবে। যাই এক্ষণে পাকা ফলারের অন্বেষণ করি।

পদ্য।

কোথা হে মিষ্টান্নদেব অগতির গতি।
তোমার বিরহে দেহ দহিতেছে অতি।।
মনোহর মূর্ত্তি তব, না দেখি নয়নে।
দিবা নিশি ঝুরি সদা শয়নে স্বপনে।।

ওহে গোল্লা হয়ে বোল্লা মজি তব পদে।
কি করিব পাখা নাই পড়েছি বিপদে।।
মাছি হোলে বাঁচি, ছার নর দেহ চেয়ে।
দোকানে দোকানে ফিরি কত দ্রব্য খেয়ে।।

ওহে মণ্ডা কর ঠাণ্ডা, তাপীত জীবন।
তোমা ভিন্ন মনক্ষুণ্ণ, কে করে বারণ।।
কোথা মনোহরা মনোহরা মতিচুর।
দয়া করি লালসার কর দর্পচুর।।

তাজা ভাজা গজা খাজা বড় মজাদার।
শ্রীলালমোহন পদে কোটি নমস্কার।।
পানিতোয়া ছেনাবড়া, নিখুঁতি জেলাবী।
বরফী বাদাম তক্তী, রেউড়ী গোলাবী।।

রস মুণ্ডী রস গোল্লা, বুঁদে রসভরা।
উদরে না পূরে আছি জীয়ন্তেতে মরা।।
বলিলে মধুর নাম মুখে আসে জল।
ফলিলে ভাগ্যের ফল, খাই এ সকল।।

কিন্তু পোড়া কপাল জুড়েছে নট্যেশাকে।
কচু ঘেঁচু বসেছেন, তার ফাকে ফাকে।।
রস নাই কষ নাই, গোগ্রাসে ভোজন।
কোথা পাই মেঠাই, সঙ্গতি হীন জন।।

দুর্ব্বল জনার বল, প্রভু-নিমন্ত্রণ।
দয়া করি এক বার, দেহ দরশন।।

বিফলে জীবন গত তোমার বিহনে।
পাকা ফলারেতে কে বাঁচাবে দুঃখীজনে।।
তাই আমি সব কার্য্য পরিহারি ভাই।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ খুঁজিয়া বেড়াই।।
কিন্তু কোথাও না পাই।।

যখন দশা মন্দ হয়, তখন সকল দিকেই অমঙ্গল ও সকল আশাতেই ছাই পড়ে। পাকা ফলারের তো গন্ধই নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একবার নারদ গোস্বামীর বাহন ঠাকুরের চরণামৃত যুটিলেও রক্ষা পাইতে পারি, কিন্তু অদৃষ্টগুণে চিপীটক প্রভুও অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

পদ্য।

কোথা চিপীটক, কাঙ্গালের পিতামাতা।
মধ্য বিত্ত মানুষের সুমঙ্গল দাতা।।

তোমার কৃপায় যায় উদরের ফাক।
সুখা দধি সহ সুখে থাক, থাকে থাক।।

পরি পক্ক মত্তমানে চিপীটক মাখি।
দধি চিনি দিয়ে তায় উদরেতে রাখি।।
ভাগ্যবলে যদি পাই ক্ষীরসা মাখিতে।
তাহলে আনন্দ বুঝি না পারি রাখিতে।।

যত পাই তত খাই না থাকে বিচার।
ভোজনান্তে হয় বুঝি ভূমি-শয্যা-সার।।
প্রাণে বাঁচা ওরে বাছা কাঁচা ফলাহার।
লুচির সম্বন্ধী তুমি, শুচি ব্যবহার।।

পাকা ফলারের শোক ভুলি তব গুণে।
তবে কেন দেখা নাহি দেও জেনে শুনে।।
পাকার বিরহে দেশে থাকা হলো ভার।
কাঁচা যদি বাঁচাবে না কেবা আছে আর।।

সামান্যেরে দিতে সুখ তুমি মূলাধার।
সপাসপ্ কপাকপ্ শব্দ চমৎকার।।
যে খায় তোমায় তার ক্ষুধা যায় দূরে।
জল পেলে আরো ফুলে কণ্ঠাবধি পূরে।।

চাষার আশার কর, সুসার সতত।
খাশা গোল্লা ফেলে, চাসা তোমাতেই রত।।
সামান্য লোকের তুমি শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহক।
কাঙ্গালী ভোজনে তুমি শ্রেষ্ঠ সম্পাদক।।

ভেঙ্গেছে কপাল তাই, দেখা নাই আর।
দিবানিশি হলো সার শব্দ হাহাকার।।
ভাতে মেতে ভাতুড়ে অখ্যাতি মাত্র সার।
পঁই বই আছে কই সম্বল তাহার।।

তাই আমি সব কার্য্য পরিহরি ভাই।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ খুঁজিয়া বেড়াই।।
কিন্তু কোথাও না পাই।।

হায় কি দৈব দুর্ব্বিপাক! ভাতের উপর উপর কেবল শাক! থাক্ থাক্, বেটা বিধাতার দেখা পেলে নাক কেটে দিব। বেটা পাকা-কাঁচা দুই প্রকার ফলারের দফাতো শেষই করিয়াছে; আবার জাতি জ্ঞাতির বাড়ীতে কালে কস্মিনে বছরেক ছ মাস পরে দুটো একটা ভোজের নিমন্ত্রণেও যে কতক পিত্তরক্ষা হইত, তাহাও লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে। অধিক কি বলিব, নিমন্ত্রণেব পক্ষে প্রায় মহা মন্বন্তর হইয়া উঠিয়াছে।

পদ্য।

কোথা ভোজ রাজ, মহা রাজাধি রাজেশ।
দীন-হীন-ক্ষীণ-জনে, কর কৃপালেশ।।
ওহে ভোজ রোজ রোজ পাইলে তোমায়।
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ, মুক্তি কেবা চায়।।

মুক্তি হলে ভোজনের শক্তি নাহি থাকে।
তবে দফা রফা হবে পড়িব বিপাকে।।
ভোজ-ভুক্ত জীবন্মুক্ত, লোভ-তন্ত্র মতে।
বৃথা মুক্তি হেতু যুক্তি করিছে জগতে।।

ভোজ ভোজনেতে ভুঞ্জে ভূরি মোক্ষ ফল।

ধর্ম্ম অর্থ আদি নিত্য থাকে করতল।।
শারী শারী তরকারি, ভারি সুরসাল।
দাইলে পাইলে যায় সকল জঞ্জাল।।

বড়া বড়া মজাদার কড়া ভাজা হলে।
পোস্ত বাটা দিলে আরো কত সুখ ফেলে।

ছাড়ি বৃথা গোল খাবো বড় মৎস ঝোল।
দাও দাও দিয়ে যাও এই মাত্র বোল।।
গুড় যুক্ত অম্বল সম্বল ভবার্ণবে।
তাতে হলে ভাল দই মাতি মহোৎসবে।।

মহামান্য পরমান্ন মনক্ষুণ্ণ নাশে।
গ্রাসে গ্রাসে চিত্ত হাসে মহা সুখে ভাশে।।
তদুপরি গোটা চারি পড়িল সন্দেশ।
তখনি মিটীয়া যায় মনের আবেশ।।

হায়রে! কপাল গুণে তাও গেল উড়ে।
কতবা মরিব আর ক্ষুধানলে পুড়ে।।
ভোজ হইয়াছে ভোজ বাজীর সমান।
নাম আছে বটে, কিন্তু কাজে না কুলান।।

নাপারি খাইতে ভাত দিয়ে কচু পোড়া।
ভোজনের দোষে শেষে হইয়াছি ঢোঁড়া।।
তাই আমি সব কার্য্য পরিহরি ভাই।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ, খুঁজিয়া বেড়াই।।
কিন্তু কোথাও না পাই।।

নিমন্ত্রণের পক্ষে ত এই পর্য্যন্ত। সম্বৎসরের মধ্যে সময়ে সময়ে লোকে সাধ করিয়া যে নানা প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছি। পোড়া মুরারিতে মসীনার তৈল মাখিয়া লঙ্কাযোগে ফাঁকাইতে২ ক্রমশঃ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছি। এ কষ্ট অপেক্ষা মৃত্যুতেও অনেক সুখ আছে। যাহার হাতে নগদ রেস্ত না থাকে, সে পুরুষ হইলেও ক্লীব লিঙ্গ।

পদ্য।

বরষায় অষ্টাদশ ভাজা, চাণাচুর।
আস্বাদনে জন্মে মনে, আনন্দ প্রচুর।।
খিঁচুড়ী পোলাও সুখ দেয় শীতকালে।
কোরমা কালিয়া কোপ্তা তাহারি মিশালে।।
ভীষ্ম সম গ্রীষ্মকালে, নানা জাতি ফল।
ভক্ষণে সুতৃপ্তি হয়, উদর শীতল।।
পৌষ মাসে পিটেপুলী, সবে খায় কোসে।
আমি শুধু মারি ভাত, পাঁদাড়েতে বোসে।।
দৈবযোগে এক দিন আস্কে ভাজা হয়।
বিনা গুড়ে খাই তাই গণ্ডা আট নয়।।
কালা চিটে টক্ গুড়, বিন্দুমাত্র ছিল।
কিছু বেশী এক পণ তাদিয়ে চলিল।।
তাহা দেখি ছোট পুত্র কান্দিয়া উঠিল।
বলে বাবা খেলে সব, মোরে নাহি দিল।।
বড় ছেলে বলে বাবা কিছু নাই আর।
মায়ে পোয়ে মোরা সব, কিকরি আহার।।
দুই গালে চারি চড় মারি দুর্জ্জনার।
ভোজনান্তে চলে যাই কার্য্যে আপনার।।

হে দেবাদি দেব ফলাহার ঠাকুর। তুমি কৃপা কটাক্ষপাত না করিলে এই অনাশ্রিত

ভৃত্য জনের আর কোন উপায় নাই। দেখ আমি স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলের মায়া পরীহার-পূর্ব্বক কেবল তোমার সেবাতেই যাবজ্জীবন লিপ্ত আছি। একবার অনুগ্রহ করিয়া উদর সিংহাসনে উপবিষ্ট হও। আমি তো মাকে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কৃত-কৃত্য হই।

ফলাহার অষ্টক।

পদ্য।

বেদ স্মৃতি পুরাণাদি নানা শাস্ত্র আর।
নাদেখি প্রত্যক্ষ ফল, তাহা সবাকার।।
ফলারের মহাফল প্রত্যক্ষ সঞ্চার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ১।।

——

অপরূপ তবরূপ, সুখ পারাবার!
অকাতরে কর নরে, ক্ষুধাসিন্ধু পার।।
দেবতা বলিতে নারে, মহিমা তোমার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ২।।

——

পাকা ফলারেতে মোক্ষ সন্দেহ কি তার।
কাঁচায় বৈকুণ্ঠ বাস, বেদবাক্য সার।।
ভোজ ভোজনেতে হয়, অমর আকার।
জয় জয় ফলাহার; জয় ফলাহার।। ৩।।

——

বহু তপস্যার ফল, থাকে যে জনার।
ঘটে সদা পাকা ফলাহার, তা সবার।।
কান্তি পুষ্টি হয়, যায় হৃদয় বিকার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ৪।।

মুচি বাড়ী লুচি খেলে, দোষ নাই তার।
রুচি হলে শুচি হয়, নতুবা বিকার।।
মুচি শুচি হয়, দিলে লুচিকা আহার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ৫।।

তোমার নিকটে নাই জাতির বিচার।
লুচি খেতে যে দেয় সে, বিপ্র সদাচার।।
যে জাতি হউক তাতে, ক্ষতি কি আমার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ৬।।

তোমা ছাড়া শ্রাদ্ধ আদি সব ফক্কিকার।
যজ্ঞ-হোম-দান-ব্রত যত আছে আর।।
সকলি বিফল হয়, বিহনে তোমার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ৭।।

চিরদিন এই দিন, সেবক তোমাব।
তবে কেন নাহি হয় করুণা সঞ্চার।।
তোমা বই কারে কই, কে আছে আমার।
জয় জয় ফলাহার, জয় ফলাহার।। ৮।।

হে রাজাধিরাজ! মহারাজ ফলাহার চন্দ্র বাহাদুর! যখন তোমার কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ পাতে দীনজনের সকল দুঃখ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইতে পারে, তখন তৎ পক্ষে অকরুণ হওয়া মহাশয়ের কদাচ কর্ত্তব্য হইতে পারেনা।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজ-দূতের প্রবেশ।

উক্তি।

অদ্য মহা মহোৎসবের দিবস। অদ্য রাজাধি রাজ মহারাজ, মহিমা চন্দ্রের সম্বন্ধীর ত্রিবাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত।

হে মহাত্মা সকল। আপনারা অদ্য সমস্ত কার্য্য পরীহার-পূর্ব্বক সম্রাটের মহতী সভায় গমন করুন। মহারাজ আপনা দিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ বার্ত্তা বিজ্ঞাপন জন্য এই দীন ভৃত্যকে প্রেরণ করিয়াছেন।

পদ্য।

ওহে মহাজন গণ, করি এই নিবেদন, ভূপতি
নিদেশ অনুসারে।
সকলে করুণা করি, সবকাজ পরিহরি, শ্রীহরি
করুণ নৃপাগারে।।
ত্রিভুবন মনোলোভা, সুমহতী সভা-শোভা;
বুধ গণ মগন বিচারে।
সুখে দরশন করি; পরে রম্য হর্ম্ম্যোপরি; বোসে
কোসে লূসুন্ ফলারে।।
শুন শুন সুবচন; সাধারণ জনগণ; সকলে
চলহ নৃপ কাজে।
হবে মহা উৎসব, নয়নে দেখিবে সব, মহতী
মহিম মহারাজে।।
সুখ কর মনোহর, খচিত রতন-বর, পরিসর
ঘর কতসাজে।
বসিয়া তাহাতে সবে; কসিয়া ফলার লবে; পরি
হরি লাজ সমাজে।।

পেটুক— রাজ দূতের বাক্য শুনিবা মাত্র আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে২ তান ধরিয়া উঠিল।

গীত।

আর একটা পাখী বলে চোখ গেল সুর।

হায়রে! কি মজার কথা শুন্তে পাই। ওরে তাই
আমাতে আর আমি নাই, কিবালাই।।
আহ্লাদে আট খানা হলেম বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, তবে
কেমন্ করে যাই, ভাব্ছি তাই।
এখন হইয়া আনন্দে কানা; পথ দেখে যাই শক্তি নাই।।
অনেক দিনের পরে এবার নিমন্ত্রণ পাই; মানস
মণেক দুমণ খাই, আরো চাই।
পোড়া কপাল গুণে, ফলার শুনে; ক্ষুধার দফায়
পড়্লো ছাই।।

দূত। (স্বগত) বাপরে! এ বেটা কি ভয়ানক পেটুক আমি জন্মাবচ্ছিন্নে এমন উদর পরায়ণ আর কখনও নয়নগোচর করি নাই।

(প্রকাশ্যে) ওহে ফলাহার প্রিয় মহাশয়! আপন কার নাম কি?

পেটুক। (নৃত্য-গীত হইতে ক্ষান্ত হইয়া) আমার নাম শ্রীউদর-সর্ব্বস্ব দেবশর্ম্মা, পিতার নাম ৺ক্ষুধার্ত্তচন্দ্র দেবশর্ম্মা, পিতামহের নাম ৺লোলুপনারায়ণ দেবশর্ম্মা, পত্নীর নাম শ্রীমতী লালসাবতী দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীদামোদর ও কনিষ্ঠের নাম লম্বোদর। পৌত্রের নাম বৃকোদর। পেটে দিয়ে মণ্ডা মুখুটী মেঠাই মোহন ঠাকুরের সন্তান। ফলাহার গোত্র। স্বকৃত ভঙ্গভাব। ঘরে ঘরে দান। যেখানে সেখানে গ্রহণ। কন্যার নাম দীর্ঘোদরী; জামাতার নাম খাদ্য বাগীশ ভট্টাচার্য্য ও দৌহিত্রের নাম সর্ব্ব-ভক্ষ।

দূত। ভাল ভাল। মহাশয়ের সকল পরিচয় পাইলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি উপজীব্য দ্বারা জীবন যাপন করিয়া থাকেন?

পেটুক। আমি চাতক-পক্ষি-ব্যবসায়াবলম্বী। অর্থাৎ চাতক যেমন প্রাণান্তেরও অনা জল পান না করিয়া কেবল ধারাধরের দিকেই লক্ষ্য করিয়া ফটীক জল ফটীক জল শব্দে কাল যাপন করে, ভাগ্য বশতঃ বারিবর্ষণ হইলে তৎপয়ঃপানে জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি সপরিবারে সকল ব্যবসায় ও সকল উপজীব্য পরীহারপূর্ব্বক কেবল পরের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রূপ মেঘ মালার দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি। নিমন্ত্রণ লব্ধ বস্তু ব্যতীত প্রাণান্তেও অন্য দ্রব্য ভক্ষণ করি না। হা নিমন্ত্রণ! যো নিন্ত্রণ! বলিয়া বসিয়া থাকি। অদৃষ্টগুণে অদ্য সু প্রভাত হওয়াতে রাজবাটীর নিমন্ত্রণ বার্ত্তা জ্ঞাত হইলাম। যাহা হউক বাপু! কতক্ষণের সময় গেলে গতমাত্রেই খাইতে পাইব।

দূত। হা মহাশয়! যেখানে উত্তমোত্তম খাদ্য সামগ্রী সকল পর্ব্বতাকার স্তূপে স্তূপে রহিয়াছে। ও নব নব দ্রব্য সকল অবিশ্রান্ত প্রস্তুত হইতেছে। আপনি যখন যাইবেন, তখনি আহার করিতে পাইবেন। এমনকি সমস্ত দিনের মধ্যে যতবার ইচ্ছা ততবার গিয়া আহার করিবেন, কেহ প্রতিবন্ধক হইবে না। বরং ইচ্ছা হইলে অনেক দ্রব্য বন্ধন করিয়া আনিতেও পারিবেন।

পেটুক। তবে আর শুভ কর্ম্মে বিলম্বের আবশ্যক নাই, এখনি চলিলাম। বাটী হইতে চাদর লইয়া যাই।

প্রস্থান।

এমন সময়ে নেপথ্য কোলাহল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আপামর সাধারণ মনুষ্যই পরস্পর মহা হর্ষে কথোপকথন করিতে করিতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে রাজবাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম জনতা দ্বারা দুর্গমপ্রায় হইয়া উঠিল। এবং গমনশীল ব্যক্তিদিগের পাদবিক্ষেপোত্থিত ধূলি কণা দ্বারা মধ্যাহ্নকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রায় হইল।

পেটুক। তদ্দর্শনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উত্তরীয় গ্রহণার্থে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

পাছে পুত্রেরা জানিতে পারিলে সঙ্গে ভ্যাজাল যোটে, এই জন্য আস্তে আস্তে চাদর খানি লইয়া চুপে চুপে বাটীর বাহির হইতেছে, এমত সময়ে, ছেলে দুটি চীৎকার করিয়া উঠিল।

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

পেটুকের পুত্র-দ্বয় ও পত্নীর প্রবেশ।

পেটুক-পুত্র-দ্বয়। ও বাবা আমরাও ফলার কর্ত্তে যাবো।

পেটুক। (মনে২) আঃ যা ভাবিলাম, তাই হলো। এ লক্ষ্মীছাড়া দুটো জন্মে অবধি না খাবারই সুখ না শোবলই সুখ আছে। মরে তো আপদ্ যায়। দুষ্ট এঁড়ে চেয়ে, খালি গোহালিও ভাল। কত কালের পর কত ভাগ্যে একটা গোছালো রকম নিমন্ত্রণ লাভ হওয়াতে শুভ যাত্রা করে বাহির হওন সময়েই আপদ দুটো পেছু ডাক্‌লে। হে ভগবান্। এই পেছু ডাকার দরুণ যেন ফলের দফায় কোন হানি না হয়, তাহা হইলে তোমার নিকট খুনাখুনী করিয়া মরিব। (প্রকাশ্যে) ওরে! আমি নিমন্ত্রণ খেতে যাই নাই। নিমন্ত্রণ কোথা? স্বপনে দেখেছিস্ নাকি?

পেটুক-পুত্র-দ্বয়। অ্যাঁ, আমরা শুনেছি রাজ বাড়ীতে পাকা ফলার, এক মিন্‌সে জামা জোড়া পরা এই পথ দিয়ে তাই বল্‌তে বল্‌তে গেল। তখন মাও ছিল, তা আমরা ছাড়বোনা, পাকা ফলার কক্ষণো খাই নাই, আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে।

পেটুক। (মনে২) তবে আর সে ফাকী খাটেনা। এরাতো নিমন্ত্রণের কথা টের পেয়েছে; আহাহা। আগে চুক হয়েছে, দূতকে বলে দিলেই হইত যে আমার বাটীর কাছে চুপ করিয়া যায়। তা হলে এ ভ্যাজালেরা টেরও পাইত না। এই বাজে গোলযোগে বোধহয়

এতক্ষণ সব ফুরাইয়া গেলো।

(প্রকাশ্যে) ওরে সে এবেলায় নয়। রাত্রে নিমন্ত্রণ।

পেটুক-পুত্র-দ্বয়। মিছেকথা, মিছেকথা। বাবা আমাদেরকে ভুলুচ্ছো, রেতে ফলার হলে পথ দিয়ে ওইসব অত লোক এখনি যাচ্চে কেনো? তুমিই বা যাচ্চো কেন?

পেটুক। (মনে মনে) এবেটা বজ্জাত দেরকে তো কথায় আঁটা ভার। এক রত্তি২ কচি ছেলে, কিন্তু কথায় বুড়ো মানুষকে ঠকিয়ে বসে।

(প্রকাশ্যে) ওরে এই বেলাই ফলার বটে, তা এখনও অনেক দেরি আছে, ওসব বাজে লোক যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ ভোজন অনেক বেলায় হইবে। আমি বাহ্যে যাচ্ছি, ফিরে এসে তোদেরকে নিয়ে যাবো। তোরা ততক্ষণ কাপড় চোপড় পর।

পেটুক-পুত্র-দ্বয়। বাবার সব ফাকি সব ফাকি। বামুন ভোজন বাজে লোক খাবার আগে হয়। বাজে লোক যাচ্চে; এতক্ষণ হয়তো বামুন ফলার হয়ে গিয়েছে, আর তুমি বাহ্যে যাচ্চো তো কান্ধে চাদর কেন? জলের ঘটী নাও নাই কেন? আর জুতো পায়ে দিয়েছো কেন? আর কোন দিনত অমন করে বাহ্যে যাওনা। তা আমরা বুঝেছি; এ ফলার বাহ্যে করতে যাচ্চো। আমরাও যাবো, কিছুতেই ছাড়বোনা। আমাদের কাপড় চোপড় কিচ্ছুই নাই, নুচি সন্দেশ বেঁধে আন্‌বার জন্যে মা দুভাইকে দুখোন বড়২ নেক্‌ড়া দিয়েছে। তা এই কান্ধে আছে।

পেটুক। (মনে মনে) যা মলো, ছোঁড়া দুটোকেতো কথায় পাবা ভার। যাহউক ভ্যাজাল সঙ্গে গেলেই সম্পূর্ণ আহারে অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে। বরং আহারান্তে কিছু বান্ধিয়া আনিব তাই খাবে।

(প্রকাশ্যে) ওরে আচ্ছা তবে তোমরা বসে থাক, আমি রাজবাটী গিয়া দেখে আসি, যদি দেরি নাথাকে তবে আমি খেয়ে তোদের জন্য অনেক করে আন্‌বো। আর যদি এখনও ব্রাহ্মণ ভোজনের দেরি থাকে, তবে ফিরে এসে তোদেরকে লয়ে যাবো।

পেটুক-পুত্র-দ্বয়। ইঃ। তা আমরা শুন্‌বো না শুন্‌বো না। তুমি যে রাক্কোস। এক্‌লা গেলে নিজেই সব মেরে দিয়ে বস্‌বে। আমাদের জন্যে ছাই আন্‌বে। সেদিন এক ধামা আস্কে হলো, তা সব নিজেই মেরে দিলে, একখান চেয়ে ছিলাম বলে সেই দুই দুই চড় মেরেছিলে। আজি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। যদি মেরে খুন কর তবুও সঙ্গে২ যাবো। ও মা! ওই দেখ বাবা আমাদেরকে ফাকি দিয়ে একলা ফলার কর্ত্তে যাচ্ছে। তুই বল্‌না। (এই বলিয়া আঁ আঁ শব্দে উভয়ের রোদন।)

পেটুক-পত্নী। মরকে ছাই। আচ্ছা পেট নিয়ে সংসারে এসেছিলে, কেবল আপনার পেটটাই বুঝেছ, লোকে আপনি পেটে না খেয়েও ছেলে পুলেকে খাওয়ায়, নিজের পয়সা খরচ করিতে হবে না। পরের ঘরে খাবে, তাও ছেলে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না! ছিঃ। ঘেন্নার কথা। মরণটা হয়তো হাড় যুড়ায়।

পেটুক। (মনে মনে) যা মরগা এবার আবাব মায়েপোয়ে যুটে বস্‌লো যে, এখন উপায় কি কারি? স্ত্রী রাগই করুন এবং যাই করুন, ও দুটো আপদ-কে তো কোনমতেই সঙ্গে লয়ে যাওয়া হবে না। তা হলে নিজের আহারে ব্যাঘাত জন্মিবে।

(প্রকাশ্যে) আমার এখন অনেক কার্য্য ও গোলযোগ আছে, তা ছোঁড়া দুটোকে ও বাড়ীর মুখুয্যা দাদার সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। (এই বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

পেটুকের রাজবাটী প্রবেশ। রাজসভা।

পেটুক। (রাজসভা মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দ্বিজাতির রীত্যনুসারে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) "মহারাজের জয় হউক মহারাজের জয়

হউক।” (বলিয়া রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাহার অনুমত্যনুসারে সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইল।)

সভা-পণ্ডিত পেটুকের হস্তে একখানি অভিনব গ্রন্থ দেখিয়া (মনে মনে এব্যক্তি অবশ্যই কোন কৃত বিদ্য পণ্ডিত হইবেন, বিচারার্থি হইয়াই পুস্তকসহ সভারূঢ় হইয়াছেন; যাহা হউক অগ্রেই সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানা কর্ত্তব্য হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) ওহে পুস্তক পাণি পণ্ডিত মহাশয়। আপনকার নাম কি? কোথায় বসতি? আপনকার হস্তে ওখানি কোন গ্রন্থ?

পেটুক। মহাশয়। আমার নাম শ্রীউদর সর্ব্বস্ব খাদ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। নিবাস অম্বর নগর। আমার হস্তস্থিত এই অভিনব দিব্য গ্রন্থের নাম “নিমন্ত্রণ রক্ষা নাটক” এই গ্রন্থ ভগবান ভবানী পতির নিশ্বাস দ্বার হইতে নিঃসৃত হইলে, প্রথমতঃ শিব-পারিষদ মণ্ডলী ইহা শিক্ষা করেন, তৎপরে অগস্ত্য মুনি নন্দীর নিকট এই গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্ব্বক এতগ্মাহাত্ম্যে অনায়াসে গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। সেই মহামনা অগস্ত্যের নিকট রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ভীমসেন ইহা শিক্ষা করাতে আহার বিষয়ে জগন্মণ্ডলে সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাজন পরম্পরায় এই গ্রন্থ ধরামণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইলে কলিযুগে হাতীরাম চক্রবর্ত্তী ও আশানন্দ ঢেঁকী এবং রামদাস বাবু প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহা অধ্যয়ন করাতে আহার কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাস্পদ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইহা পুস্তকাকারে পরিণত ছিলনা, মহাদেবের নিশ্বাস সহ কেবল মর্ম্মার্থ মাত্র নির্গত হইয়া উপদেশ পরম্পরা ধরাতল ব্যাপ্ত হয়। ইদানীং অপূর্ব্বরত্নোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ সাধারণের হিত সাধন জন্য ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একখানি খাদ্য বিষয়ক বেদান্তসার।

সভা-পণ্ডিত। বটে! এমন্ মহৎ গ্রন্থ? ভাল এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

পেটুক। মহাশয়! ইহার প্রধান উদ্দেশ্য উদর এবং নিমন্ত্রণ। কেননা মহাদেব নন্দীকে প্রথমে এই শ্লোক বলিয়া ছিলেন, যে।

যথা

উদরায় নমোনিত্যং উদরায় নমোনমঃ।
সর্ব্বস্বং উদরে দদ্যাৎ মুক্তির্ভবতি নান্যথা।।

পদ্যার্থ।

উদর তোমারে নিত্য করি নমস্কার।
তোমাতে সর্ব্বস্ব দিলে মোক্ষ লাভ তার।।

চিত্র-কাব্য।

তৃতীয়-নবমাক্ষরে চিত্র।

এই	পে	ট শরীরের	স	র্ব্ব মূলা ধার।
এপে	টে	রয়েছে নিত্য	বা	ধিত সংসার।
পেটে	র	জ্বালাতে ব্যস্ত	ই	ন্দ্রাদি অমর।
পেট	জ	ন্য সব খায়	পে	টার্থি শঙ্কর।।
পেটে	ন্য	স্ত পদার্থপে	টে	তেপক্কহয়।
পেটে	ই	শোণিতম্মাংস	র	সেজন্মলয়।।
পেট	স	র্ব্ব শরীরেতে	দা	ন করেবল।
পেট	ব	ই যত দেখ	স	কলি বিফল।

অপিচ দ্বিতীয় শ্লোকে কথিত হইয়াছে, যে।

ক্ষুধান্ধকার মগ্নানাং জনানাং খাদ্য রশ্মিভিঃ।
কৃত মুদ্ধরণং যেন, ফলাহারং মনাম্যহং।।

পদ্যার্থ।

ক্ষুধা তমাচ্ছন্নে খাদ্য জ্যোতিতে উদ্ধার।
কারী ফলাহার পদে কোটি নমস্কার।।

অপিচ।

যস্য ভাগ্য সুপ্রসন্ন, পুণ্য কার্য্য সাধনে।
নিত্য মগ্ন তজ্জনে, পরালয়ে নিমন্ত্রণে।।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, গব্য দ্রব্য ভক্ষণে।
নিত্য মুক্ত শম্ভু উক্ত, ব্যক্ত শাস্ত্র লক্ষণে।।

হে মহাশয়। এই জন্যই উদর ও নিমন্ত্রণকে আশ্রয় করিয়া এই সনাতন গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

সভা-পণ্ডিত। ভাল মহাশয়। একটা জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা বিদ্যমানে উদর ও নিমন্ত্রণকে অভিবাদন ও আশ্রয় করিয়া গ্রন্থ প্রকাশের তাৎপর্য্য কি?

পেটুক। হা মহাশয়। পেটের কাছে কোথায় বা ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর কোথাই বা মহেশ্বর। ও সব অপ্রত্যক্ষ দেবতার উপাসনায় কোন ফল নাই। কেবল খেটে খেটে মাটি হওয়া মাত্র। শ্রীশ্রীভগবান্ উদরেন্দ্র চন্দ্র পরম প্রত্যক্ষ দেবতা। ইঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে হাতে হাতে তৃপ্তিরূপ আনন্দ লাভে অধিকারি হওয়া যায়। বেদান্তে আনন্দকেই মুক্তি শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। আপনি অন্যান্য নীরস শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন, এই প্রত্যক্ষ শাস্ত্র বিষয়ে বোধ হয় কিছুমাত্র অবগত নহেন, অতএব আপনকার সংশয়াপনোদন জন্য শিবোক্ত উদর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছি।

পদ্য।

কোথা ব্রহ্মা কোথা বিষ্ণু কোথা মহেশ্বর।
কাণে শুনি নাহি হয়, নয়ন গোচর।।
থাকিলেও উদর তা সবার ঈশ্বর।
পেটের জ্বালায় ভিক্ষা মাগি খায় হর।।

চিতা ভাং ধুস্তুরাদি ছাই ভস্ম খায়।
হিমালয় পোড়ে রয়, পেটের জ্বালায়।।
ক্ষীরোদে থাকিয়া হরি উদরের দায়।
ভোজন করেন ননী ছানা ক্ষীরসায়।।

সর্ব্ব-ভক্ষ সব খায় উদর কারণ।
পেটার্থে ইন্দ্রাদি করে অমৃত ভক্ষণ।।
উদরের দায়ে ব্যস্ত, যত জীবগণ।
যে যা পায়, সে তা খায়, না মানে বারণ।।

এই পেট শরীরের সার মধ্য স্থল।
পীড়িত হইলে পেট শরীর অচল।।
উদর থাকিলে সুস্থ, বাড়ে বীর্য্যবল।
ভূঁড়ি দোষে মুড়ি নাশে, ফাঁশে দেহ-কল।।

এই জঠরেতে হয় জীবের জনম।
এই পেট ছুটিলে নিকটাগত যম।।
এই উদরেতে পুন করিয়া নিয়ম।
ঔষধ সেবনে হয় রোগ উপশম।।

সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, উদরের দাস।
সবে খাটে পেট বসে, খায় বারো মাস।।
আহারেতে উদরের না থাকিলে আশ।
অতি অল্প কালে হয় বল বুদ্ধিনাশ।।
হেন উদরেতে যেবা মিষ্ট করে দান।
ত্রিভুবনে কেহ নয় তাহার সমান।।
গ্রাসে গ্রাসে ক্ষুধা নাশে অনায়াসে ত্রাণ।

প্রাপ্ত হয়ে করে সেই, গোলকে প্রয়াণ।।

কেমন উদর মাহাত্ম্য শুন্‌লেন? এখন নিমন্ত্রণ মাহাত্ম্যও কিঞ্চিৎ কহিতেছি শ্রবণ করুন্।

পদ্য।

মন্ত্রণা করিয়া মন্ত্র পাঠে মুনিগণ।
নিস্তার কারণ নাম রাখে নিমন্ত্রণ।।
অপরূপ রূপ তার কৃপা নিকেতন।
অকাতরে করে নরে সুখের ভাজন।।
কাঁচা পাকা ফলাহার, ভোজ জল-পান।
প্রসাদী বৈকালী সিন্নি, দঢ় গুয়াপান।।
ক্রিয়া ভেদে বহু নাম, বেদান্ত প্রমাণ।
কীর্ত্তন করিলে পায়, সহজে নির্ব্বাণ।।
নিমন্ত্রণে ঘরের খরচ বেঁচে যায়।
কদর্য্য ভোজন দায়, প্রাণ রক্ষা পায়।।
প্রত্যহ যুটিলে হয়, সুলাবণ্য কায়।
গায়ে মাস লাগে, আর ছাতিকে ফুলায়।।
নিমন্ত্রণে ভক্তি হীন, যে যে অভাজন।
মাঠে গিয়ে খড় খাক্, সেই সব জন।।
সম তুল্য, তাহাদের জীবন মরণ।
পর কালে নাহি পায় করিতে ভোজন।।

হে পণ্ডিতবর! এই জন্যই ভগবান্ ত্রিশূলপাণি উদর ও নিমন্ত্রণকে অবলম্বন করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন।

রাজা। (মনে মনে) বাঃ! আচ্ছা পেটুক পণ্ডিত ইহার রহস্যকর বাক্য গুলি অত্যন্ত শ্রবণ-প্রিয়। (সভা-পণ্ডিতের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইঙ্গিতে আদেশ) ইহার কথা শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে। আরো দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা কর।

সভা-পণ্ডিত। (আস্তে আস্তে) যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রকাশ্যে) ওহে খাদ্য-পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি উপস্থিত বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ও অদ্বিতীয় দেখিতেছি, অতএব সংশয়চ্ছেদন জন্য আপনাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি, তৎপক্ষে আপনকার কোন আপত্তি আছে কি না?

পেটুক। না না মহাশয়! আপনকার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই জিজ্ঞাসা করুন। দেব-গুরুপ্রসাদে জিহ্বাগ্রে সরস্বতীর বিদ্যমানতা প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকার নিমন্ত্রণ ও তৎসম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত সকল আমার করতল স্থিত দর্পণ তুল্য সহজ।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

ফলাহার বিষয়ক বিচার।

সভা-পণ্ডিত। ভাল ভাল! আপনি নিমন্ত্রণের অনেক গুলি নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাই জিজ্ঞাসা করি, নিমন্ত্রণ সর্ব্বশুদ্ধ কত প্রকার?

পেটুক। প্রথমতঃ নিমন্ত্রণ দুই প্রকারে বিভক্ত হয়, সম্মানিত ও স্বয়ং-গত। কার্য্যকর্ত্তা কর্ত্তৃক আদরপূর্ব্বক নিমন্ত্রিত হইয়া তন্নিকেতনে সুসজ্জীভূত হইয়া গমন করত মহা সমাদরে উত্তমোত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করাকে সম্মানিত নিমন্ত্রণ বলা যায়।

নিমন্ত্রণ-ব্যতীত কেবল লোক মুখে "অমুকের বাটীতে ফলাহার" শব্দমাত্র শুনিয়া টুক্‌নী হস্তে সামান্য বেশে ক্রিয়া মন্দিরের এক পাঁদাড়ে উপস্থিত হইয়া দুই একটা গলা ধাক্কা লাভের পর উচ্ছিষ্ট পত্রে বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া পত্রারশিষ্ট যথালব্ধ মাখা চোখা দ্রব্য খাইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসার নাম স্বয়ং-গত নিমন্ত্রণ।

পুনশ্চ, উত্তম মধ্যম অধম নিমন্ত্রণ এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া

পুনর্ব্বার পাকা ফলার, কাঁচা ফলার, ভোজ, দেবতার প্রসাদী বৈকালী, সত্য নারায়ণের সিন্নি, কালী ঘাটের মহা প্রসাদ, ও ফয়্‌তা দেওয়া সত্য পীরের সিন্নি, এই সাত প্রকারে বিভক্ত হয়, অতএব অবস্থা ও পাত্র ভেদে নিমন্ত্রণ সর্ব্বশুদ্ধ ৪২ দ্বিচত্বারিংশৎ প্রকার।

সভা-পণ্ডিত। উত্তম-মধ্যম-অধম এই তিন প্রকার ফলাহারের বিশেষ লক্ষণ কি?

পেটুক। তবে শ্রবণ করুন।

উত্তম-পাকা ফলাহারের লক্ষণ।

পদ্য।

অতি সুবাসিত তাজা; ঘৃতে কিছু কড়াভাজা;
ফোস্কা পড়া লূচি মজাদার।
গরম কচুরী খাস্তা; বেদানা ছোহারা পেস্তা;
মেওয়া জাত বিবিধ প্রকার।।
গোলালু বার্ত্তাকু আর; শাক ভাজা চমৎকার:
মাংস জুষ, শুকো দধি আর।
সন্দেশ বিবিধ মত, কসে খাও লও কত;
এই পাকা-উত্তম ফলার।।

মধ্যম-পাকা ফলাহারের লক্ষণ।

পদ্য।

অতিশয় কড়া ঘৃত, পচা গন্ধ সমন্বিত;
তাহে ভাজা লূচি শক্ত হয়।
কুমড়ার তরকারি, চিনি দধি টক্ ভারি;
ক্ষীরসায় চোঁয়া গন্ধ কয়।।

সন্দেশ দুতিন মত, পেটে খেতে পার যত;
দেয় তত, তদধিক নয়।
ছাঁদা বাঁধা পক্ষে ফাকা, পেটে মাত্র খাও
পাকা; মধ্যম ফলার শাস্ত্রে কয়।।

অধম-পাকা ফলাহারের লক্ষণ।

পদ্য।

তেলে ভাজা কাঁচা লূচি, দেখিলে না থাকে
রুচি; পাদুকার সুখ্‌তলী প্রায়।
কচু ঘণ্ট মূলো শাক; লঙ্কা ভাজা সাদা পাক;
জলো দই ভূরো মাখি তায়।।
তাদিয়ে উদর ভরি, অবশেষে তদুপরি,
গুড়ে মণ্ডা জোড়া দুই পায়।
পাতে কিছু নাহি রয়, ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র হয়,
পাকা কিন্তু মন্দ বলা যায়।।

কাঁচা উত্তম ফলাহারের লক্ষণ।

পদ্য।

কামিনীর চিড়ে নারিকেল চূর্ণ দিয়া।
ক্ষীরসা কি শুকো দই তাহাতে মাখিয়া।।
চাঁপা-কলা চিনি গোল্লা তাহে মিশাইয়া।
কাঁচায় উত্তম ইহা, দেখনা খাইয়া।।

কাঁচা মধ্যম ফলাহারের লক্ষণ।

পদ্য।

আমনের চিপীটক, মোটা মোটা হয়।
মাখি তায় রাশি দই, বড় মন্দ নয়।।
রাঢ় দেশী খাঁড়, আর ঠটে কলা রয়।
কাঁচায় মধ্যম ইহা, সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।।

কাঁচা অধম ফলাহারের লক্ষণ।

পদ্য।

কষ্ণ বর্ণ আউশের, গুমো চিপীটক।
মাখি তায় বিচেকলা, জোলো দধি টক।।
ঝোলা গুড় নিজে হন, কার্য্য নির্ব্বাহক।
কাঁচা মধ্যে ওছা, যথা হংস মধ্যে বক।।

ভোজাদি সম্বন্ধে ও উপরোক্ত ক্রমানুসারে উত্তম মধ্যম অধম অনায়াসে নিরূপণ করা যাইতে পারে, সুতরাং সময়াভাব বশতঃ তাহার উল্লেখে প্রয়োজন নাই।

সভাপণ্ডিত। পদ্য।

এক দিনে যোটে যদি দুই ফলাহার।
পঞ্চানন বল দেখি উপায় কি তার।।?

পেটুক। পদ্য।

এক স্থানে ছাঁদা লয়ে, অন্যত্র ভোজন।
ছাঁদা বেঁধে রক্ষা কর, বহু নিমন্ত্রণ।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

কোথায় বাঁধিবে ছাঁদা, খাইবে কোথায়?।
তাহার বিশেষ কিছু বলুন্ আমায়।।

পেটুক। পদ্য।

অধম রকম যথা সেখানে খাইয়া
উত্তম দেখিবে যথা, লইবে বাঁধিয়া।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

বল এ কোন্ বিচার বল এ কোন্ বিচার?।
মন্দ খেয়ে ভাল আনা ফল কি তাহার।।

পেটুক। পদ্য।

পরিবার-হিতু তথা প্রিয়া সন্তোষণে।
পর দিনে জল যোগ করণ কারণে।।
উত্তম ফলারে ছাঁদা লয়ে বিজ্ঞ জনে।
অধম ফলার খায়, বসি হৃষ্ট মনে।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

দলাদলী যার সঙ্গে আছে সর্ব্ব দায়।
তার বাড়ী ফলাহারে, কি হবে উপায়?

পেটুক। পদ্য।

স্বদলে দিবসে খাও কিছু নাহি ভয়।
বিদলেতে খেতে যাবে, নিশীথ সময়।।
গোপনে সারিবে কাজ, নাকরি সংশয়।
ব্যক্ত হলে অস্বীকারে, বাঁচিবে নিশ্চয়।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

যবন ভবনে যদি যুটে ফলাহার।
বল বল মহাশয় উপায় কি তার?।।

পেটুক। পদ্য।

লূচি দাতা যবন, সে পরম পাবন।
ফলার নাদিলে হয়, ব্রাহ্মণ যবন।।
জাতি বিচারেতে হত হয় নিমন্ত্রণ।
ফলারে জাতির গন্ধ থাকেনা কখন।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

বিনা নিমন্ত্রণে গেলে সম্ভ্রম নারয়।
ইহার কর্ত্তব্য কিবা, কহ মহাশয়।।?

পেটুক। পদ্য।

মান অপমান দুই একই সমান।
ভিন্ন ভাব যে ভাবে সে, বিষম অজ্ঞান।।
গায়ে লেগে নাহি রয়, মান অপমান।
কার্য্য সিদ্ধি হেতু লজ্জা, ত্যজে মতিমান।
ভেদ জ্ঞান পরিহরি বিনা নিমন্ত্রণে।
যেচে গিয়ে ফলাহার খায় বিজ্ঞ-জনে।।
অবারিত দ্বার তার সকল ভবনে।
বাধা নাহি হয় তার কুত্রাপি ভোজনে।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

নিমন্ত্রণ কর্ত্তা যদি না করে আদর।
কিকরা উচিত হয়, তাহার উপর।।?

পেটুক। পদ্য।

নাবলি তখন, আগে ফলার সারিয়া।
বাড়ী যাও মনে মনে গালা গালি দিয়া।।
ব্যক্ত হলে আরনা করিবে নিমন্ত্রণ।
তাচেয়ে মরণ ভাল, কহে পঞ্চানন।।

সভা-পণ্ডিত। পদ্য।

ফলারে বসিয়া যদি শৌচ পীড়া হয়।
রক্ষা পায় কি উপায় করি সে সময়।।?

পেটুক। পদ্য।

টীপে টেপে বসে থাক, নাকরি আহার।
সব দ্রব্য দিলে, তবু চেয়ে লহ আর।।
চাদরে বান্ধিয়া পরে কান্ধে লয়ে ভার।
শৌচ অন্তে যথা তথা কর ফলাহার।।
আহারে বসিয়া যার কোষ্ঠ পীড়া হয়।
ফলার নাজানে সেই অতি অল্পাশয়।।

নিমন্ত্রণ শুনে জ্ঞানী অনশনে রয়।
লুণ আদা খায় ক্ষুধা তাহাতে বাড়য়।।

রাজা। (হাস্য করিতে২) ওহে খাদ্য পঞ্চানন, তোমার রস-গর্ভ-বাক্য গুলি অত্যন্ত সুমধুর! আহার তত্ত্বে তুমি সর্ব্ব-জ্ঞ বট।

এমত সময়ে নেপথ্যে পরিচারকগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "ব্রাহ্মণ মহাশয় গণ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন, আহার সামগ্রী সকল প্রস্তুত হইয়াছে" বলিয়া বিনীত ভাবে আহ্বান করিতে লাগিল।

বিপ্রগণ সহর্ষ মনে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভোজ্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দিব্যাশনে সমাসীন হইলেন।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

পেটুক। (সর্ব্বাগ্রেই উঠিয়া গৃহ-দ্বারের সম্মুখে বৃহৎ আশনে, এক খান প্রকাণ্ড পাতে বসিয়া দেখিল যে)—

পদ্য।

শ্রীরাধা বল্লভী পুরী, ত্রিহস্ত বেষ্টন।
মুর্শীদাবাদেতে যার, জনম ভবন।।
বড় বাজারের খাস্তা, কচুরির রাজা।
গোয়াড়ীর শরের পুরিয়া শর ভাজা।।
ধুবুলের কাঁচা গোল্লা, বড় মজাদার।
ফরাস্‌ডাঙ্গার ছানাবড়া চমৎকার।।
খাগড়াই মুড়কী, বরফী বালুচরী।
অম্বিকার বড়ী মণ্ডা, অমৃত লহরী।।
উত্তম গয়ার পেড়া, বারানসী চিনি।
জগন্নাথী খিঁচুড়ী, সুস্বাদু সুধা জিনি।।
বর্দ্ধমানী ওলা, মতিচুর শ্রেষ্ঠ অতি।

কালান্তরে সুখো দই, ক্ষীরসা তেমতি।।
মেহের পুরের ঘৃত, সুবর্ণ সুঘ্রাণ।
তাতে ভাজা দ্রব্য যত সুধার সমান।।
কাবেলী বাদাম পেস্তা, লেবু ছিলটিয়া।
বিলাতীয় নিচু পিচ, সোডা লিমনিয়া।।
যে দেশের যেই দ্রব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়।
রাজাজ্ঞায় প্রস্তুত রয়েছে সমুদয়।।
গণ্ডুষ করিয়া বৈসে ব্রাহ্মণ সকল।
খাইলেন প্রথমতঃ নানাজাতি ফল।।
গরম গরম লূচি কচুরি লইয়া।
লুসিতে লাগিল, সবে মাংস জূষ দিয়া।।
বিবিধ মিষ্টান্ন ও পক্কান্ন নানা মত।
যত খায় তত পায়, পাতে রয় কত।।
দধিতে মাখিয়া লূচি, মিঠাই সংহতি।
ভোজন করিয়া সবে পুলকিত অতি।।
গণ্ডূষ করিয়া শেষে, উঠে সর্ব্ব জন।
কেবল পড়িয়া রহে খাদ্য পঞ্চানন।।
এত খাইয়াছে উঠিবার শক্তি নাই।
করিতেছে হাঁস পাঁস পড়িয়া তথাই।।
হাতে ধরি বসাইল নৃপ ভৃত্য গণ।
ছাড়ি দিলে পুন করে, ভূতলে শয়ন।।
উদর হয়েছে ঠিক, সুমেরু সমান।
বরাতের জোরে শুদ্ধ, দেহে রহে প্রাণ।।
জানাইল ভৃত্য নরপতির গোচর।
পঞ্চানন যায় বুঝি, শমন নগর।।
রাজা বলে খট্টাতে তুলিয়া দ্বিজ-বরে।
আনয়ন কর শীঘ্র, আমার গোচরে।।

আজ্ঞা মাত্রে পেটুকেরে খট্টায় তুলিয়া।
ভূপতি সমীপে সবে, উপনীত গিয়া।।
কিঞ্চিৎ পাইয়া জ্ঞান, খাদ্য পঞ্চানন।
বলে জল দিয়া নৃপ, জুড়াও জীবন।।
রাজ-বৈদ্য বলে এরে, জল দিলে পর।
পেট ফুলে মরে যাবে, মুহূর্ত্ত ভিতর।।
খাওয়ায় পেপরমেন্ট, সোডা ওয়াটর।
পরিপাক হয়, দ্রব্য দণ্ড দুই পর।।
উদর সর্ব্বস্ব তবে, উঠিয়া বসিল।
সুবাসিত তাম্বুল, কিঙ্করে যোগাইল।।
পান সহ করে পান, তামাক অঙ্গুরী।
দ্বিজেরে দক্ষিণা রাজা, দেয় ভূরীভূরী।।
পেটুকেরে কহে ভূপ, হইয়া সদয়।
যা চাহ দক্ষিণা, তাই দিব মহাশয়।।
পেটুক বলিছে প্রভু, দক্ষিণা না চাই।
আছয়ে নালিশ এক, হুজুরে জানাই।।
ধর্ম্ম অবতার তুমি, ধর্ম্ম অবতার।
পেটুকের নালিশের, কর সুবিচার।।
রাজা বলে দ্বিজবর, এবে যাও ঘরে।
আদ্দাশের বিচার, করিব এর পরে।।
উকীলের যোগে অভিযোগ পত্র দিবে।
আইনানুসারে সূক্ষ্ম, বিচার হইবে।।
শুনি পঞ্চানন হয়ে, অতি হৃষ্ট মন।
বিদায় লইয়া যায়, নিজ নিকেতন।।

প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠাঙ্ক।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্‌।

শ্রীজগচ্চন্দ্র গুহ
প্রণীত।

কলিকাতা।

গৌরচরণ পালের হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত।
চিৎপুর রোড, বটতলা ১০০-১০১/৩ নং।
সন ১২৭৪ সাল ৭ শ্রাবণ।

মূল্য ।০ এক আনা মাত্র।

[1867]

বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল ঢাকা জেলাস্থ বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক কোন এক ব্যক্তি "কৌতুক প্রবাহ" নামক একখানা পুস্তক এক অলৌকিক গল্প ছলে বিধবা বিবাহ যুক্তি সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করত প্রকটিত করিয়াছেন। তদ্বিরুদ্ধে কতিপয় পংক্তি লেখাই আমার এই ক্ষুদ্র মত পুস্তকের উদ্দেশ্য। অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক পাঠক মহোদয়গণ আদ্যান্ত পাঠ করিলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

রাড়ের বিয়ে ডিস্‌মিস্‌।

সংপ্রতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পৃথিবীর কার্য্য প্রণালী দর্শনার্থে, নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ঢাকাতে উপস্থিত হওত একদা বিচারাসনে উপবেশন করেন। ঐ দিবস পৃথিবীর কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ, অনেক বিষয়ের পর্য্যালোচনা হয়, তৎপর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় বঙ্গদেশস্থ কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু সম্প্রদায় বিচারাগারে উপস্থিত হইয়া এক খণ্ড "দরখাস্ত" এবং তৎসহ একখানা "ওকালত নামা" দাখিল করত লগ্ন করে বিচারাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ায়, বিধাতা স্বহস্তে উক্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিয়া পাঠার্থে বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিষ্ণু প্রথমতঃ দরখাস্তখানা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দরখাস্ত বঙ্গদেশস্থ হিন্দু প্রাচীনগণ, আমাদের নিবেদন এই, যে আমরা অল্প দিন হইল "কৌতুক প্রবাহ" নামক ফয়ছলা বহিতে অবগত হইয়াছি, তিন বৎসর গত হইল কলিকাতাতে ধর্ম্ম অবতারের এক দিবস সভা হইয়াছিল, উক্ত সভায় বিধবা দিগের পুনর্ব্বিবাহ বিষয় এক খণ্ড দরখাস্ত উপস্থিত করিয়া তত্রস্থ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "পরাশর সংহিতা" নামক আইন দর্শাইয়া বিধবা বিবাহ ডিক্রি করিয়াছেন। ধর্ম্মাবতার উক্ত মোকদ্দমা আমাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ রূপ অন্যায় ডিক্রি হইয়াছে, অতএব আমরা নিম্নে বিস্তারিত কারণ প্রদর্শাইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, ছানি মঞ্জুর পূর্ব্বক পুনর্বিচার করিয়া আমাদের ধর্ম রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়।

অজুহাত। ধর্ম্মাবতার! আমাদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, যখন পূর্ব্বকালীয় আইনের অনেকাংশ এইক্ষণ প্রচলিত নাই, তখন মাত্র এই দফাটী প্রথমতঃ কখনই প্রচলিত হইতে পারে না; বরং প্রচলিত হইলে দেশের নানা রূপ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়। বাদিনীরা যখন গান্ধর্ব্ব কিম্বা সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত হইবার প্রার্থনা পূর্ব্বে না করিয়া অগ্রে বিধবা বিবাহের প্রার্থনা করিয়াছে, তখন কোন অংশেই বর্ত্তমান সময় উহাদিগের এই প্রার্থনা গ্রাহ্য বলিয়া হুজুর গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

তৃতীয়। রাজা বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথা রহিতের আবেদন বাদিনী দিগের পূর্ব্বে করা সর্ব্বত ভাবে উচিত ছিল; যখন তাহা করে নাই তখন এ মোকর্দ্দমা কোন অংশেই আদালত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

দরখাস্ত শ্রবণান্তে বিধাতার আজ্ঞা হইল, দরখাস্ত কারিগণের আপত্ত মতে ছানি মঞ্জুর করা যায় এবং প্রথম দরখাস্ত কারিণীদের নামে আট দিবস ম্যাদে এতলানামা জারি হয়। অতঃপর ওকালতনামা পাঠ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, মহাশয়! দরখাস্ত করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দাস ও শ্রীযুত বাবু গোকুলকৃষ্ণ মুন্শী মহোদর দিগকে এই মোকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত করিয়াছে। বিধাতা নথী সামিল করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পরে নির্দ্ধারিত দিবসে বাদিনীরা সুপণ্ডিত শ্রীযুত গুণসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিচারাগারে উপস্থিত করাত, বিষ্ণু ছানি দরখাস্ত পাঠ করিয়া সমাপ্ত করিলেন। বিধাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়! দরখাস্তকারী দিগের বিরুদ্ধে আপনার কোন আপত্ত আছে কিনা? বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন।

ধর্ম্মাবতার! আমারে মক্কেলানগণ এই বিষয় পূর্ব্ব মিছিলেই সম্পূর্ণ প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, তদ্বিষয় বাগবিস্তারের প্রয়োজন অভাবে সংপ্রতি প্রতিপক্ষগণ কর্ত্তৃক যে কএকটি আপত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ছানি দরখাস্তকারী গণের দ্বারায় যে কএকটি আপত্ত উপস্থিত হইয়াছে, ঐ আপত্ত গুলি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে, কিন্তু তন্মধ্যে একটি আপত্ত নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে; তাঁহারা লিখিয়াছেন যুবতী বিধবারা অদ্য পর্য্যন্ত স্বাবালকী হন নাই, ধর্ম্মাবতার! যুবতী মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই বিদ্যাবর্তী হইয়া স্বাবালকী হইয়াছেন; তাহার বিশেষ বিশেষ প্রমাণ আছে। অনেকানেক যুবতীদের স্বরচিত পুস্তক পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে, আজ্ঞা হইলে উপস্থিত করিতে পারি। কুলপ্রথার বিষয় যে বর্ণন হইয়াছে তাহা প্রতিপক্ষগণ কর্ত্তৃকই বর্ত্তমান রহিয়াছে; সে বিষয় অবলাদিগের কোন দোষ দেখা যায় না। সয়ম্বর প্রথা ও প্রতিপক্ষগণ প্রচলিত করিলেই প্রচলিত হইতে পারে, তৎবিষয় আমার মক্কেলানগণ অসম্মত নহেন। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে স্থলে দরখাস্তকারী মহাশয় দিগের প্রতিই ঐ সকল বিষয়ে সংপূর্ণ ভার পর্য্যাপ্ত রহিয়াছে; তখন অবলাদিগের এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য কোন রূপেই হইতে পারে না। এ বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? এই বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরত হইলেন। পরে দরখাস্তকারীগণের উকীল শ্রীযুত গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মাবতার! আমাদের মক্কেলানগণের আপত্ত বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে আমাদের হিন্দু সমাজের জন্যে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, ইতিপূর্ব্বে যবন অধিকার সময় তাহার অনেকাংশ অব্যবহৃত হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ সেই সকল নিয়ম প্রচলিত না হইয়া যদ্যপি বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত না হইয়া পিতৃদত্ত বিবাহে প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে পাত্রীর মনমত পত্র যে হয় না ইহা মুক্তকণ্ঠে কে না স্বীকার করিবে? বোধ করি সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। পাত্রীর মনমত পাত্র ঘোষণা না হইলে অবলা চপলার যে স্বীয় ভর্ত্তাকে কোন উপায় দ্বারা করাল কাল কবলে কবলিত করিয়া মনমত অন্য পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিবে বিচিত্র কি? বর্ত্তমান কালে যে বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বনের একটি উপায় আছে, তাহাতেই কত শত ভদ্র মহিলারা স্বীয় পতি বিনষ্ট করত গণিকা শ্রেণীর দলপুষ্টি করিতেছে; এমতাবস্থায় পূর্ব্বে সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত না হইয়া বিধবা বিবাহ চলিত হইলে কত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। অপিচ বল্লাল সেন কৃত কুল শৃঙ্খলে বঙ্গবাসীগণ যে রূপ দৃঢ় রূপে আবদ্ধ আছেন; বিপক্ষগণের উচিত ছিল অগ্রে ঐ কুল প্রথাটি কুলীন কামিনীদিগের জন্য বৈধব্য যন্ত্রণার সমতুল যন্ত্রণা; এবং কুল প্রথা এত ভয়ানক, যে তাহা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়েরও নেত্রে অশ্রু বিগলিত হয়। দেখুন এক কুলীন কুমার মানব লীলা সম্বরণ করিলে কত কামিনীরা অনুতাপিনী হইয়া বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকে। এমতাবস্থায় বাদিনী দিগের নিতান্ত উচিত ছিল যে ঐ কৃত্রিম কুলের মূল ছেদন জন্যে পূর্ব্বে হুজুরে হাজির হইয়া আবেদন করা: তাহাতে কৃতকার্য্য হইল্যে এই প্রার্থনা করিবার অধিকারিণী হইতে পারিত। যখন তাহা করে নাই তখন কোন অংশেই বাদিনী দিগের দাবি মঞ্জুর হইতে পারে না। এই বলিয়া মুন্‌সী মহাশয় উপবেশন করিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় উকীল শ্রীযুত বাবু বিশ্বেশ্বর দাস মহাশয় গললগ্ন কৃতবাসে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মাবতার বাদিনীদিগের বিধবা বিবাহ ডিক্রি দিলে, পরিণামে যে বিষম অমঙ্গল ঘটিয়া উঠিবেক, আদালত পূর্ব্ব বিচার সময় তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনঃসংযোগ করেন নাই। পিঞ্জরাবদ্ধ সাপিনীকে মুক্ত করিয়া দিলে প্রাণ ভয়ে সকলেরই পলায়ন করিতে হয়। পরিশেষে আমাদেরও

তাহাই ঘটিয়া উঠিবেক সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় এই হয়, অগ্রে সাপিনী স্বরূপ কামিনী দিগকে বিদ্যারূপ মন্ত্রে বশীভূত করিয়া তৎপর স্বাধীনতা প্রদান করা শ্রেয়। তাহা হইলে কখনই উহাদিগের তীব্রতর দশন বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কাহাকে দংশন করিতে পারিবেক না, বরং বাল্য বিবাহ কন্যা বিক্রয় ইত্যাদি কুৎসিত নিয়ম ক্রমে অন্তহৃত হইবেক। ধর্ম্মাবতার! আমার আর বাগছল বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই আদালত যাহা যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করেন, আদেশ করুন।

বিধাতা কহিলেন আপনে উপবেশন করুন আমার সকল বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, যে রায় করা আবশ্যক তাহা হইয়াছে, শ্রবণ করুন।

রায়।

বঙ্গবাসিনী বিধবা কামিনীরা বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবার বাসনায় প্রায় তিন বৎসর হইল কলিকাতা দরবারে এক খণ্ড দরখাস্ত করত প্রমাণ ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া মোকদ্দমা ডিক্রি করিয়াছিল। তৎ বিরুদ্ধে ঢাকা জিলাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায়গণ ১৯শে মাঘ তারিখে এক খণ্ড দরখাস্ত সহ চারি দফা আপত্ত উপস্থিত করিয়া ছানি বিচারের প্রার্থনা করে। তাহাদের আপত্ত গ্রাহ্য যোগ্য বিবেচনায় ছানি মঞ্জুর করিয়া নথী সম্পর্কীয় কার্য্য সকল রীতি মত সম্পাদন করা হয়। পরে বিচারের তারিখে উকীলগণ উপস্থিত হওয়ায় নথী সংক্রান্ত কাগজাদি শ্রবণাবলোকনে এবং উকীলগণের বাদানুবাদে পূর্ব্ব নিষ্পত্তির পত্রিকা সম্পূর্ণ অমূলক বোধ হইল। দরখাস্তকারী প্রাচীনগণ যে ক একটি আপত্ত উপস্থিত করিয়াছে, তৎপ্রতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল, সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত এবং কুল প্রথা অন্তহৃত না করিয়া অগ্রে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দু সমাজে নানা প্রকার কু ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা; অতঃপর ইহাও বিবেচনা করা গেল, বিধবার বিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে যেমন ভ্রূণ হত্যার হ্রাস হইবে, তেমন স্বামী হত্যা প্রবল হইয়া উঠিবে এতাবতায় হুকুম হইল।

যে পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কামিনীদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা এবং সয়ম্বর প্রথা প্রচলিত না হইবে এবং বল্লাল কৃত কুল প্রথা বাল্য বিবাহ, কন্যা বিক্রয় কুপ্রথা সম্পূর্ণ রূপে অন্তহৃত না হইবেক সে পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতে পারিবেক না, অতএব পূর্ব্ব ডিক্রির বিরুদ্ধে প্রাচীন সম্প্রদায়গণের আপত্তি বলবত রাখা গেল।

সমাপ্তঃ।

লম্পট-দমন।

প্রথম ভাগ

শাসন নিবাসী
শ্রীমাদারক্রম ন্যায়পঞ্চানন
প্রণীত।

"কবিতা রস মাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ
ভবানী ভ্রকুটীভঙ্গিং ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ।"

শ্রীশ্যামাচরণ শান্যাল দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা।

এন, এল, শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত।
নং ৬৫ আহীরীটোলা।
১২৭৫।
মূল্য দুই আনা।

[1868]

গ্রন্থার্পণ।

পরদার পরায়ণ শ্রীযুত বাবু বেহায়াচরণ বাগদী
ও লম্পট চূড়ামণিগণ সমীপেষু।

মহাশয়গণ!

আপনাদিগের লাম্পট্যদোষে অনেক কুলকামিনী কুমার্গগামিনী হওয়াতে এই "লম্পট-দমন" কাব্য খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে লম্পটের অপবিত্র চরিত্র কি রূপ চিত্রিত হইয়াছে, ভরসা করি; এতৎ পাঠে আপনারা তাহা সমীচীনরূপেই বুঝিতে পারিবেন। লম্পটের চরিত্র পবিত্র করাই পুস্তক প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনাদিগের মানস-ভৃঙ্গ মকরন্দ বিরহিত কাব্যের প্রতি প্রীতি-দৃষ্টি করিলে. পরম উপকৃত হইব।

শ্রীমাদারদ্রুম ন্যায়পঞ্চানন।

আভাষ।

অশেষ লম্পট লীলা দোষের আকর।
পরনারীচোরা নাম খ্যাত চরাচর।।
প্রতিদিন পরনারী করিতে হরণ।
গোয়ালে অর্চ্চনা করে মকরকেতন।।
দিবা রাত্রি কামরূপ বারুণী সেবনে।
কুলের কামিনী হরে কদলী-কাননে।।
কামযজ্ঞে অকপট ভকতি যতন।
দেখি নাই দেখিব না লম্পট মতন।।
জমাদারিণীর গৃহে কামযজ্ঞ করি।
আহুতি প্রদান করে হইলে শর্ব্বরী।।
সতীর সতীত্বরত্ন করিতে হরণ।
লম্পট মতন চোর নাহি অন্য জন।।
স্বসার প্রাণেশে কেহ তাড়াইয়া দিয়ে।
প্রেমসরোবরে ভাসে ভগিনী লইয়ে।।
যাদুমণি কুলমণি সুকৌশলে হরি।
পাপরূপ দোলমঞ্চে দোলে নর-হরি।।
উপনারী উপরসে সুরসিক যারা।
চষিয়াছে অনেকেরি কুলভূমি তারা।।
লম্পট-দমন কাব্যে রস সুমধুর।
যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর।।

নমো জগদীশ্বরায়

লম্পট-দমন।

উন্নতিশীল কৃতবিদ্য লম্পটগণের প্রতি প্রবীণের উপদেশ।

হায়রে! লম্পটগণ! একি আচরণ?।
পরকীয়া রতি-রসে মতি সর্ব্বক্ষণ।।
প্রতি দিন পরনারী প্রেম-সরোবরে।
প্রেমানন্দে স্নান কর প্রেম লাভ তরে।।
কিন্তু তাহে প্রেম লাভ কভু নাহি হয়।
পদে পদে অপমান লোকে কটু কয়।।
বিশ্বাস না করে কেহ বিশ্বের ভিতরে।
নরাকৃতি পশু বলে ডাকে পরস্পরে।।
অন্দরে যাইতে দিতে সঙ্কুচিত হয়।
লম্পট বলিয়া কেহ না করে প্রণয়।।
মানুষ হইতে যদি থাকে কভু মন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

পরনারী প্রেম-পদ্ম পরিমল আশে।
বাসা করিয়াছে কেহ অধর্ম্মের বাসে।।
প্রেমানন্দে প্রতি দিন পরনারী লয়ে।
প্রেমসিন্ধু সন্তরিছে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
প্রেম-মদে মত্ত অতি হইয়াছে মন।
প্রেমানন্দে ভ্রমে যেন প্রমত্ত বারণ।।

লঘু গুরু ভেদাভেদ বিচার না করে।
গুরুপত্নী দ্বিজপত্নী ছলে বলে হরে।।
সুবাদে না বাধে কিছু দেখিলে যুবতী।
অজাঙ্গজ সম অতি কামাতুর মতি।।
চরিত্র পবিত্র কর থাকিতে জীবন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

কেহ কেহ বহু বিদ্যা করি অধ্যয়ন।
অবিদ্যার পাদপদ্মে মজাইল মন।।
বিদ্যার বিমল বিভা করি আচ্ছাদিত।
কামিনী দামিনী আলো হৃদে সমুদিত।।
কামিনী করিয়া পান লইয়া কামিনী।
সঙ্গোপনে হৃষ্ট মনে যাপয়ে যামিনী।।
কিন্তু যদি স্থির চিত্তে ভাবে একবার।
ব্যভিচার সম পাপ কিছু নাহি আর।।
জানিয়া শুনিয়া যেবা পরনারী হরে।
পরিণামে পরিতাপে হাহাকার করে।।
মানুষ হইয়া কর মানুষাচরণ।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

সুশীল সুধীর কেহ সুসভ্য সুজন।
সুবিজ্ঞ সুবক্তা অতি সুখ্যাতিভাজন।।
সাধু সহ সহবাস অহরহ করে।
"একমেবা দ্বিতীয়ম" কহে প্রেম ভারে।
বুধবারে সমাজেতে করিয়া গমন।
নয়ন মুদিয়া ভাবে নিত্য নিরঞ্জন।।
হাব ভাব সাধু সম দেখিতে সুন্দর।

সুপ্রেমিক সুরসিক বুদ্ধির সাগর।।
কিন্তু 'তার আচরণ দেখে ভয় হয়।
পরনারীমনচোরা ভণ্ডামী-নিলয়।।
পরিহর পরকীয়া-অঙ্গ-আভরণ।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

———

চিকিৎসা শাস্ত্রেতে কেহ সুনিপণ অতি।
অব্যর্থ ঔষধ বলে খ্যাত মহামতি।।
অকাট্য "ব্যবস্থাপত্র" করিতে প্রদান।
এ নগরে নাহি কেহ তাহার সমান।।
দেহতত্ত্ব স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া পঠন।
লভিল "প্রতিষ্ঠাপত্র" দুর্লভ রতন।।
হইয়াছে যশমান ভারতে প্রচার।
মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী সর্ব্ব গুণাধার।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, দীন দয়াময়।
পর উপকার-ব্রতে ব্রতী অতিশয়।।
সুনাম থাকিতে কর ইন্দ্রিয় দমন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

———

সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ কারণ।
পরের রমণী কেহ করয়ে হরণ।।
প্রাণাধিকা বিধুমুখী রমণী যাহার।
নিকটে থাকিতে কেন তার ব্যভিচার?।
রূপবতী বিদ্যাবতী সতী পরিহরি।
অগম্য গমনে কেন মত্ত মনকরী?।।
প্রণয়িনী প্রেমামৃত না করি সেবন।
পরনারী প্রেমে কেন মুগ্ধ হয় মন?।।

প্রেমাধীনী প্রেম-পদ্ম প্রতি দিন ভুলে।
উড়ে গিয়ে যুড়ে বসে কেতকীর ফুলে!।
ছি ছি ভাই! এ কেমন সাধু আচরণ।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

দ্বিতীয় উপদেশ।

পদ্য।

কোন এক নরাধম! দ্বিজকুলাঙ্গার।
বুঝাইলে নাহি বুঝে একি চমৎকার?।।
প্রবীণের উপদেশ না করি শ্রবণ।
রাগিয়া করিবে কত কটু সম্ভাষণ।।
ধনমদে মত্ত মতি কাণ্ডজ্ঞান নাই।
মানুষে মানুষ জ্ঞান নাহি করে তাই!।।
যৌবন গরবে সদা হয়ে জ্ঞানহত।
প্রতি দিন পরনারী প্রেম-পদ্মে রত!।।
পরদার প্রতি তার প্রীতি অতিশয়।
প্রমদার(১) প্রেমপদ্ম পছন্দ না হয়।।
ছি ছি ভাই! ভাল নয় লম্পটাচরণ।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

কাহার গুণের কথা করিয়া শ্রবণ।
ভয়েতে না ডাকে কেহ চিকিৎসা কারণ।।
অকালে কালের করে যদি রোগী মরে।
লম্পট ভিষক নাম ভুলিয়া না করে।।

(১) স্ত্রী। সহধর্ম্মিনী।

প্রতিজ্ঞা করেছে মনে প্রতিবাসীগণ।
অন্দরে যাইতে নাহি দিবে কদাচন।।
তাহার বান্ধব যারা সাধু সদাশয়।
লম্পটাচরণ দেখে দুঃখিত হৃদয়।।
দেখা হলে কথা কহে চক্ষুলজ্জা তরে।
অসাক্ষাতে গালাগালি দেয় পরস্পরে।।
ভিষকের লম্পটতা বড়ই ভীষণ।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

——

প্রতিদিন পরনারী প্রেম-হেম আশে।
বাসা করিয়াছে কেহ ভ্যাকানীর(১) বাসে।।
সে মাগী ত ঘাগী বটে অনেকেই জানে।
তবে কেন বারনারী কুলবধূ আনে?।।
বাঙ্গাল বুঝিয়া বুঝি প্রতারণা করি।
ঘাঁটায় উচ্ছিষ্ট পাত, হরি! হরি! হরি!।।
ভ্যাকানীর দমে পড়ি হারাইল দিশে।
ছি ছি ভাই! সুরসিক তবে তিনি কিসে?।।
রসিকতা দেখে তার হেন জ্ঞান হয়।
কীশের তনয় যেন মানুষ ত নয়।।
ধিক্ ধিক্ রসিকতা রসিকাচরণ।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

——

নিশাকর বিভূষণ তারকা সুন্দরী।
হয়েছে তাহার না কি উপ-প্রাণেশ্বরী?।।
সে যুবতী কুলবতী রূপবতী নয়।

(১) বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী।

কি গুণে ভুলিল মন করিল প্রণয়।।
শুনেছি লোকের মুখে প্রবাদ বচন।
হাড়ি ডোম কেবা বাছে যদি মজে মন।।
প্রবাদের সার্থকতা করিবার তরে।
জন্মিয়াছে কপিনর বঙ্গের ভিতরে!।।
কি জানি কি ক্ষণে তারে হেরিয়া নয়নে।
রাজবালা জ্ঞান বুঝি হইয়াছে মনে?।।
দ্বিজবালা রাজবালা কর না হরণ।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

———

নব নটবর কেহ গুণে "জলধর"(১)।
সুরসিক সুপ্রেমিক বিদ্যার সাগর।।
পরিয়া ব্রজের ভাব ব্রজের ভিতরে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমিতেছে প্রেমভিক্ষা তরে।'
বাঞ্ছারাম বাঞ্ছা পূর্ণ করেছে তাহার।
তবে কেন প্রতিদিন ভ্রমে দ্বার দ্বার?।।
প্রতারণা-ঝুলি কক্ষে করিয়া ধারণ।
কেন আর বাঞ্ছারামে ডাকে অকারণ?।।
কেশে কেশে সাড়া দিলে রসিকতা করি।
অমনি বাহিরে আসে উপ-প্রাণেশ্বরী।।
এ সকল দেখে শুনে ক্রোধে জ্বলে মন।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

ব্রজের ভিতরে কেহ হোয়ে বনমালী।
অলক্ষিতে কালী রূপে হাড় করে কালী।।
মজাইল কুলাঙ্গনা বনমালী(২) শ্যালী।

(১) নবীনতপস্বিনী নাটকের হোঁদল কুঁৎকুঁতে। (২) শ্রীকৃষ্ণ।

কি বলিবে বনমালী? মনে পাড়ে গালি।।
গিরিসুতা লাজে মরে নৃপসুতা তরে।
অন্তরেতে দুঃখ রাশি অন্তরে অন্তরে।।
ভগিনীর গুণ দেখে সলজ্জিতা অতি।
মুখ তুলে কারে কিছু নাহি করে সতী।।
রমণী-সমাজে যেতে সঙ্কুচিতা হয়।
পাছে কেহ তারে কোন কটু কথা কয়।।
ভুলাইল নৃপবালা দেখাইয়ে ধন।
অভয়াচরণ ভাব অভয়া চরণ।।

কৃষ্ণ স্বসা বিরহিনী মহেশ মোহিনী।
লজ্জাবতী রসবতী কুলের কামিনী।।
বিদ্যাবতী গুণবতী নবীন যৌবন।
সুশীলা সুধীরা অতি বিশুদ্ধাচরণ।।
পবিত্র চরিত্র তার অপবিত্র তরে।
করিল কঠোর তপ, কৈলাস-শিখরে(১)।।
তপেতে কৈলাসচন্দ্র(২) হইয়া সদয়।
মনোমত বর দানে তুষিল হৃদয়।।
দূতীগিরি করিলেন কৈলাস আপনি।
মহেশ মোহিনী লয়ে যাপিল রজনী।।
মিটিল মনের সাধ দমিল মদন।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

পরকীয়া প্রেম-মদেমত্ত কোন জন।
প্রেম ধ্যান জ্ঞান তার প্রেম আরাধন।।

(১) হিমালয়ে।　　(২) শিব।

ছাড়িনী কলুনী আর বাগদিনী লয়ে।
প্রেম-সিন্ধু মন্থে নিত্য সুধার আশয়ে।।
চারিটী নিষ্কর্ম্মা লোক(১) প্রিয় সহচর।
জুটাইয়া দিয়া থাকে নারী বহুতর।।
প্রতিদিন পরনারী করি উপভোগ।
জন্মিয়াছে দেহে ঘোর কামুকতা রোগ।।
কামরোগে মহারোগ হইবে সঞ্চার।
হারাইবে প্রাণ প্রিয়ে প্রাণের কুমার।।
পরকীয়া মহাপাপে মজিল রাবণ।
অভয়া চরণ ভাব অভয়া চরণ।।

তৃতীয় উপদেশ।

পদ্য।

চিকিৎসক লম্পটের দেখি আচরণ।
কত লোকে কত বলে ক্রোধে কুবচন।।
মন্দ বই ভাল কেহ নাহি বলে আর।
দেখিলে বিরক্ত হয় স্মরি কদাচার।।
স্বইচ্ছায় কেহ নাহি করে সম্ভাষণ।
তবে যে ডাকিতে যায় প্রাণেরি কারণ।।
চিকিৎসা শাস্ত্রেতে যদি না থাকিত জ্ঞান।
কে আর ডাকিত তবে কে হেন অজ্ঞান?।।
ভিষকের সংখ্যা যদি, 'অধিক. থাকিত।
তা হলে কি কেহ আর তাহারে ডাকিত?।

(১) প্যালারাম, টেঁকীরাম. মস্তরাম, রামকান্ত।

পদে ধরি পরিহর লম্পটাচরণ।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

দামিনীর জ্বর রোগ হইল যখন।
চিকিৎসা করিল কোন ভিষক তখন।।
জ্বররোগ উপসম করিয়া তাহার।
বাড়াইল কাম রোগ করি ব্যভিচার!।।
কামরোগে কুলবতী হারাইল দিশে।
সে রোগের নিরাময় সে করিল কিসে?।।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে অনেকেই কয়।
দামিনীর মনচোরা বাবু মহাশয়।।
নতুবা তাহার গর্ত্ত হেরি অকস্মাৎ।
সঙ্গোপনে ভয়ে কেন করিল নিপাত?।।
ভ্রূণ হত্যা মহাপাপে লিপ্ত যদি মন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

হরের মোহিনী ধনী স্বর্ণকার বালা।
বাবুরে দিয়েছে প্রিয় উপ-বর-মালা!।।
সে যুবতী পেচামুখী পতি সোহাগিনী।
কি গুণে হইল বাবু মন বিমোহিনী?।।
লোকে বলে বাবু তার প্রেমেরি কারণ।
বাগানে বাগানে কত করেছে ভ্রমণ।।
বহু দিন উপাসনা করি প্রাণপণে।
লভিল আশার কলা কদিলী-কাননে।।
কিছুকাল প্রেমভোগ করিয়া তাহার।
ত্যজিল সে প্রেমাধীনী প্রেম-পারাবার।।
নিত্য নব প্রেমে বাবু মত্ত অনুক্ষণ।

ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

———

হেমলতা রূপ মুগ্ধ কোন মূঢ়মতি।
করেছিল কত চেষ্টা মজাইতে সতী।।
ছাদে উঠে প্রতি দিন গলে বস্ত্র দিয়ে।
দাঁড়ায়ে থাকিত যেন ত্রিভঙ্গ হইয়ে।।
সে যুবতী কুলবতী পতিব্রতা অতি।
দেখিয়াও না দেখিত মূঢ়ের মূরতি।।
যতনে পাতিয়া ছিল ছলনার ফাঁদ।
ধরিতে সে কুলবালা দ্বিজকুল-চাঁদ।।
বুঝিয়া তাহার ভাব সঙ্গিনী তাহার।
দেখাইত শতমুখী দিনে শতবার।।
মনে কর মূঢ়মতি! হইবে স্মরণ।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

———

দাসী প্রেম লাভে কেহ হয়ে অভিলাষী।
গোয়ালেতে ডেকে ছিল গোয়ালিনী মাসী
সবিনয়ে অনুরোধ করেছিল তারে।
এনে দিতে এক দিন দাসীরে আগারে।।
কথা শুনে গোয়ালিনী রাগিয়া উঠিল।
বুনপো বলিয়া কিছু কহিতে নারিল।।
আশা দিয়ে গেল ঘরে অগস্তের মত।
আশা পথ চেয়ে তার ছিল দিন কত।।
মনে মনে মনকলা গণ্ডাদশ খেয়ে।
মাসী বলে গৃহে তার গিয়েছিল ধেয়ে।।
ফল না ফলিল তাহে বাসনা যেমন।
ভক্তিভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

প্রতিবাসী কুলনারী করি দরশন।
কামমদে মত্ত কেন কামুকের মন?।।
রাজপথে দেখা হলে রসিকতা করি।
রঙ্গ ভঙ্গ কেন করে হরি বেশ ধরি?।।
গঙ্গা স্নানে গিয়া নিত্য সহ সহচর।
রসাভাষে কথা কেন কহে নটবর?।।
দশ দণ্ড জলে পড়ি হসিত বদনে।
কেন বা কটাক্ষ করে, কুলাঙ্গনাগণে?
নটমী দেখিয়া অতি অনেকেই কয়।
বেহায়া বাঙ্গাল বেটা বড় নীচাশয়।।
বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে কদাচন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

———

চিকিৎসা করিতে কেহ করিয়া গমন।
অবলার অঙ্গ বাস করে বিমোচন!
অকারণ টিপে দেখি চারু কলেবর।
রোগের "ব্যবস্থাপত্র" লিখে তার পর।।
সামান্য রোগেতে বিষ করিয়া প্রদান।
একেবারে অবলার বধ করে প্রাণ।।
কিম্বা মহৌষধি গুণে, বশীভূত করি।
নারীর সতীত্ব রত্ন ছলে লয় হরি।।
অথবা ধনের লোভ দেখাইয়া অতি।
দম দিয়ে মজাইল কত কুলবতী।।
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির[illegible]মন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কোন কোন সুপণ্ডিত সাধু সদাশয়।
ঘোর ব্যভিচার পাপে পাপী অতিশয়।।
উপনারী উপরস উপভোগ করে।
স্বইচ্ছায় ডুবে মরে পাপের সাগরে।।
ব্যভিচার পাপে মজি হয় অপমান।
দিবা নিশি তাপানলে জ্বলে তার প্রাণ।।
শাস্ত্রে বলে লম্পটের হইলে মরণ।
ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাকে করয়ে গমন।।
শাস্ত্র বাক্য ব্যর্থ নয় সত্য সমুচয়।
বুঝিয়া না বুঝে যদি, পাষণ্ড নিশ্চয়।।
এখনো উপায় তার আছে বিলক্ষণ।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কোন লম্পটের গুণ করিলে স্মরণ।
হৃদয়-কানন দহে দুঃখ হুতাশন।।
ধন-বলে জল-বলে পরনারী হরে।
প্রেমানন্দে ভাসে যেন ব্যভিচার-সরে।।
দেখিলে রূপসী নারী, প্রতিবাসী ঘরে।
কলেবর জর জর পঞ্চশর শরে।।
ছলে বলে সুকৌশলে করি প্রাণ পণ।
সতীত্ব রতন তার করয়ে হরণ।।
এদিকে ঘরের নারী, লয়ে উপবরে।
অন্দর ভিতরে পূজে রতি-প্রাণেশ্বরে।।
ব্যভিচারে ব্যভিচার, হয় সংঘটন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কোন কোন লম্পটের সদা ব্যভিচারে।
জ্বলিল পাপের বহ্নি পবিত্র সংসারে।।
পুড়ে গেল ধর্ম্ম ধন নাহি কিছু আর।
দেখে শুনে খেদে প্রাণ কাঁদে অনিবার।।
কিন্তু হায়! তাহাদের জ্ঞান নাহি হয়।
পর-নারী লয়ে করে সময় বিলয়!।।
ব্যভিচার পাপ ভরে, কাঁপিছে ধরণী।
চারিদিকে অনিবার হাহাকার ধ্বনি।।
সোণার বাঙাল ভূমি কাঙাল হইল।
প্রবল দুর্ভিক্ষানল ক্রমে দেখা দিল।।
অতএব শুন বলি হে লম্পটগণ!।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

রসানন্দে গুপ্তভাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে।
রসলীলা করে লয়ে কুলাঙ্গনাগণে।।
প্রেমানন্দে প্রেমে মাতি মাতামাতি করে।
কভু ননীচোরা বেশে নারী-বাস হরে।।
কভু বা বিলাতী বাঁশী করিয়া বাদন।
গোকুলে আকুল করে গোবিনীর মন।।
কভু বা সাজিয়া যোগী রাধা কুঞ্জবনে।
মান ভিক্ষা চাহে যেন মলিন বদনে।।
কভু বা শ্রীকৃষ্ণ রূপ করিয়া ধারণ।
"রমণী-কুঞ্জরী" পৃষ্ঠে করে আরোহণ।।
কভু বা রাখাল বেশে চরায় গোধন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কেহ বা গোপাল রূপ করিয়া ধারণ।
গোকুলে নাচয়ে যেন যশোদা নন্দন।।
কভু বা নন্দের বাধা মস্তকে লইয়ে।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে ধেয়ে যায় বাপেরে ডাকিয়ে।।
কভু বা গোবিনীগণে প্রতারণা করি।
প্রতি দিন ননীভাণ্ড ভাঙ্গে যেন হরি।।
রাধার কলঙ্ক কভু করিতে মোচন।
অকস্মাৎ যশোদার কোলে অচেতন।
বৈদ্য বেশে গোপালেরে নিরাময় করে।
শ্রীরাধা কলঙ্ক নাশে গোকুল ভিতরে।।
প্রাণ ভয়ে নাহি ধরে গিরি গোবর্দ্ধন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

———

কেহ কেহ সংগোপনে লয়ে বার-নারী।
প্রেম যজ্ঞ করে হয়ে বিপিন-বিহারী।।
কামের-কাননে কাম, করি উপাসনা।
মেটায় মনের সাধে মনের বাসনা।।
দিবা রাত্রি কাম যজ্ঞে অভিষেক হয়ে।
কন্দর্পের দর্প নাশে দর্পিত হৃদয়ে।।
বারুণী সেবন করে তরুণী লইয়ে।
মদন সদন ছাড়ে ভয়ার্ত্ত হইয়ে।।
খাইয়া লাজের মাথা নিলাজের মত।
প্রেম সিন্ধু সুমথনে অবিরত রত।।
আহা! তায় উঠিতেছে গরল ভীষণ।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কেহ কেহ কাম-বনে করিয়া গমন।
ষোড়শোপচারে পূজে মদন-চরণ।।
কাম-মদে মত্ত হয়ে কাম ধ্যান করে।
কাম ভিন্ন অন্য রূপ না ভাবে অন্তরে।।
কাম উপাসনা করি কামাতুর মন।
রোপিত-বৃক্ষের ফল করয়ে ভক্ষণ।।
কভু পুত্রবধূ প্রেমে মধুকর হয়ে।
প্রেম যাগ করে গৃহে প্রফুল্ল হৃদয়ে।।
কভু বা বিমাতা রূপে কামানলে জ্বলি।
ফুটাইয়া দেয় তার প্রেম-পদ্ম-কলি।।
পুত্রবধূ ভ্রাতৃবধূ প্রেম-পরায়ণ!।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কেহ বংশীধর রূপ করিয়া ধারণ।
বাঁশরীর স্বরে হরে কুলাঙ্গনা মন।।
কখন গাইয়া গীত পড়ি প্রেমদায়।
উপ-প্রেম সরোবরে, হাবু ডুবু খায়।।
কভু বা মধুর বাক্যে কামিনীর মন।
অকূল সাগর জলে করয়ে ক্ষেপণ।।
কখন "প্রেমেরফাঁদ" পাতিয়া গোপনে।
কুলের কপোতী ধরে পরম যতনে।।
কভু বা শ্বাশুড়ী রূপে হইয়ে মোহিত।
শ্বাশুড়ে নামেতে হয় বিশ্ব পরিচিত।।
অগম্যগমনশীল লম্পটের মন!।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কোন কোন লম্পটের লম্পটাচরণে।
কত কুল-নারী ভাসে দুখের জীবনে।।
অবলা সরলা বালা কুল পরিহরি।
অকূলে পড়িয়া কাঁদে হাহাকার করি।।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর অস্থিচর্ম্ম সার।
দিনান্তরে পেট ভরে অন্ন মেলা ভার।।
বিবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ চারু চন্দ্রানন।
নিশি জাগরণে শুষ্ক নবীন যৌবন।।
আহা! সেই দশা দেখে বড় দুঃখ হয়।
নিরদয় লম্পটের পাষাণ হৃদয়।।
কুলনারী কুল নাশ দুঃখের কারণ।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

লম্পট বিকট মুখ করি দরশন।
কুল ভয়ে কুলবতী করে পলায়ন।।
বিশ্বাস না করে কেহ স্বভাব ভাবিয়ে।
সশঙ্কিত প্রতিবাসী রমণী লইয়ে।।
ছোট বড় সকলেই ঘৃণা করে মনে।
বেহায়া লম্পট নাম রটে সাধারণে।।
সাধু সমাজেতে নাহি করে সমাদর।
অসাধুর সহবাসে রহে নিরন্তর।।
অধর্ম্মের দোল-মঞ্চে দিবা নিশি দোলে।
নামিতে না চায় আর কভু ধর্ম্ম কোলে।।
সত্যের-সদন কভু না করে গমন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

কেহ বা বিধবা এক ব্রজবালা লয়ে।
দিবসে শয়ন করে সুরভী-আলয়ে।।
ব্রজবালা যুবতীর প্রেম-পদ্ম আশে।
মন ভৃঙ্গ ভ্রমে তার ব্যভিচার-বাসে।।
সঙ্গোপনে বিধবার লুটিয়া যৌবন।
সাময়িক তত্ত্ব করে দিয়ে বস্ত্র ধন।।
চিরদিন পাপকর্ম্ম ছাপা নাহি রয়।
গর্ভবতী ব্রজবালা শুনে লজ্জা হয়।।
দুই এক মাস নয় পাঁচ মাস পেট।
দিনে দিনে বাড়ে যত তত মাথা হেঁট।।
পুলিষে সন্দেশ তার হয়েছে প্রেরণ।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

শুনিলাম লোক মুখে অশুভ সন্দেশ।
ব্রজবালা পেট দেখে কাঁদে হৃষীকেশ।।
অভয় দিয়াছে কোন অভয় হৃদয়।
সঙ্গোপনে ভ্রুণ হত্যা করিতে নিশ্চয়।।
ভেষজ দিয়াছে খেতে বিবিধ প্রকার।
তথাপি সে পেট আছে একি চমৎকার!
ঈশ্বরের সৃষ্টি নাশে যে করে যতন।
ইহকালে রাজদণ্ড ভোগে সেই জন।।
পরকালে পরমেশ বিচার আলয়ে।
নিরয়ে গমন করে কৃমী রূপ হয়ে।।
করিওনা ভ্রুণ হত্যা পাপ কদাচন।
ভক্তি ভরে ভাব সদা সত্য সনাতন।।

চতুর্থ উপদেশ।

পদ্য।

হে লম্পট! কত দিন পশুর সমান।
কুলবধূ-ফুল-মধু করিবে হে পান?।।
পশুবৎ ব্যবহার করি অনিবার।
অযশে পুরিছ কেন অখিল সংসার?।।
সুখ্যাতি-কুসুম-বাস অখ্যাতি-পবনে।
কেন আর বহিতেছ সমাজ-গগনে?।।
রমণীর হৃদে হানি বিরহের শর।
স্বৈরিণীর প্রেমে কেন প্রমত্ত অন্তর?।।
সদাচার পরিহরি করি ব্যভিচার।
কতকাল পাপানলে দহিবে সংসার?।।
স্বভাব ভাবিয়া কর স্বভাব শোধন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

ব্যভিচার মহাপাপে লিপ্ত যার মন।
আকরের দোষ তার আছে বিলক্ষণ।।
পরের রমণী প্রতি কুমতি যাহার।
তাহার আগারে জন্মে ঘোর ব্যভিচার!।।
কুলের কামিনী নিত্য হরে যেই জন।
অকূল সাগরে সে কি না হয় পতন?।।
জেনে শুনে বিষধরে যদি কেহ ধরে।
কে না জানে? সেই জন সেই বিষে মরে!।।
স্বইচ্ছায় হস্ত দিলে জ্বলন্ত অনলে।
অবশ্যই পুড়ে তাহা অবশ্যই জ্বলে।।
কামিনী নাগিনী মুখে ভীষণ দশন।

পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

রূপবতী কুলবতী করি দরশন।
দহলা নহলা করে কামুকের মন!।।
রমণীর প্রলোভন ধন আভরণ।
দেখাইতে ত্রুটি নাহি করে কদাচন।।
দম দিয়া বশ করি অবলার প্রাণ।
উড়াইতে চাহ কেন কলঙ্ক নিশান?।।
অবলা সরলা মতি সরলাচরণ।
নাহি বুঝে প্রবঞ্চনা শঠতা কেমন।।
লাম্পট্য চাতুরীজালে করিয়া প্রবেশ।
অবোধ মীনের মত প্রাণে মরে শেষ।।
আহা! সেই দশা দেখে দুখে কাঁদে মন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

কামিনী-নাগিনী রূপ ভুবন মোহন।
দেখিতে সুন্দর কিন্তু বিষের-সদন।।
পীনোন্নত পয়োধর শোভা মনোহর।
রসের আকর বটে বিরসের সর।।
পর-নারী পয়োধরে যদি পরে ধরে।
পরিতাপানলে পরে প্রাণে জ্বলে মরে।
কামিনীর কমনীয় সুচারু গঠন।
মন বিমোহন বটে কাম-নিকেতন।।
বিধুমুখে মৃদু মৃদু সুধাভরা হাসি।
মানুষের প্রাণহরা মদনের ফাঁশী।।
যুবতী-যৌবন-সরে গরল জীবন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

কুসুমেষু ফুল-শরে স্থূলে হয়ে ভুল।
খাইয়াছ অনেকেরি কুলবধূ কুল।।
অসতীর কুল খেয়ে ভাবিয়াছ মনে।
পতিব্রতা সতী নাই কাহার সদনে।।
কিন্তু যদি ভেবে দেখ মনে আপনার।
পৃথিবীতে সতী আছে অতি চমৎকার।।
অসতী সকলে তুমি করি বিবেচনা।
পাতিয়াছ "প্রেমফাঁদ" ধরিতে ললনা।।
সেই ফাঁদে সতী যদি পারিতে ধরিতে।
জানিতাম সতী আর নাহি পৃথিবীতে।।
নারী-ধরা প্রেমফাঁদ করি উত্তোলন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

ভৌতিক শরীর ভবে করিয়া ধারণ।
জগতের হিত ব্রতে ব্রতী কর মন।।
সরলতা ধনে ভরি স্বভাবের কোষ।
সরলাচরণে লোকে কর পরিতোষ।।
পর উপকার সদা করিয়া সাধন।
দশের ভিতরে কর যশের অর্জ্জন।।
দীন জনে প্রাণ পণে দয়া বিতরণে।
জন্মের সার্থক কর কর্ম্মের-ভুবনে।।
সাধু হয়ে সাধু পথে সদা কর গতি।
পবিত্র হইবে তবে অপবিত্র মতি।।
নরকী কুলে কালী দিওনা কখন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

গেল বিদ্যার সেবা করি বহু দিন।

কেন ভাই হইতেছ ব্যাভিচারাধীন?
বিদ্যার বিমল বিভা হৃদয়ে যাহার।
সে কি কভু ভালবাসে পাপ পরদার?
বিদ্যার সেবায় যার নিয়োযিত মন।
সে কি কভু উপ-নারী সেবে অনুক্ষণ?
জ্ঞান-শশধর শোভে হৃদয়ে যাহার।
সে কেন অজ্ঞান সম করে কদাচার?
পাপ পুণ্য জ্ঞান যার হইয়াছে মনে।
সে কেন পরের নারী হরে সঙ্গোপনে?
জেনে শুনে কেন কর পাপ আচরণ।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

———

কুলের কামিনী মণি করিতে হরণ।
পদে পদে বিপদের হয় সংঘঠন।।
ইতিহাসে আছে তার অনেক প্রমাণ।
ত্রিলোকে নারী-লোভে হারাইল প্রাণ।।
সীতার লোভেতে দেখ রাজা দশানন।
শ্রীরামের শরে হলো সবংশে নিধন।।
দ্রৌপদীর তরে দেখ কুরুকুল পতি।
ভ্রাতা সহ সমরেতে মরিল দুর্ম্মতি।।
সুন্দ উপসুন্দ নামে দানব দুর্জ্জয়।
তিলোত্তমা লোভে দেহ করিল বিলয়।।
মরিল নিশুম্ভ শুম্ভ শ্যামার কারণ।
পরে রমণী দেখ জননী মতন।।

———

দেবরাজ ইন্দ্র দেখ অহল্যা কারণ।
গৌতমের অভিসাপে ব্যাকুল জীবন।।

সর্ব্বাঙ্গে যোনির চিহ্ন হইল প্রকাশ।
ভুগিলেন পাপ ভোগ হয়ে কামদাস।।
পুরাণে প্রমাণ তার আছে বিলক্ষণ।
অদ্যাপি ঘুষিছে নাম সহস্রলোচন।।
কত শত রাজা দেখ জগত ভিতরে।
হারাইল রাজ্য ধন পরনারী তরে।।
নারী লোভে বংশ ধ্বংস হইয়াছে যত।
একে একে নাম তার কব আমি কত।।
হেলেনার লোভে রোম হইল পতন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

পরদার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে প্রতিক্ষণ।
পাশরিলে পরমেশ প্রেম আরাধন।।
সার প্রেম পরিহরি পাষণ্ড সমান।
অসার প্রেমের সদা করিছ সন্ধান।।
প্রতিক্ষণে পরমায়ু হইতেছে ক্ষয়।
এখন তখন নাই কখন কি হয়।।
পদ্ম-পত্র জল মত জীবের জীবন।
বুঝিয়াও না বুঝিলে কামপরায়ণ!।।
মায়াময় দেহ যবে হইবে বিলয়।
কি বলে বুঝাবে বল রবির তনয়?।।
পরমেশ প্রেমপাশে বাঁধি মত্ত মন।
পরের রমণী দেখ জননী মতন।।

ইতি লম্পট-দমন কাব্যে ষণ্ডভৈরব রণ্ডভৈরবী
নাম প্রথম সর্গঃ।

শ্রীনৃত্যলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।

শ্রীসেখ আজিমদ্দীন প্রণীত।

C.G.R. শ্রীসেখ জমিরদ্দী অনুমত্যানুসারে।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে ২৬৮ নং ভবনে শ্রীকাশীনাথ শীলের জ্ঞানদীপক যন্ত্রে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।
এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনি মাছুয়া বাজারের চৌরাস্তার
উত্তরাংশে কবর ডাঙ্গার মুসারিপটীতে শ্রীমতী ভুবন বিবির
৩০৩ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

সন ১২৭৫ সাল ৩ জ্যৈষ্ঠ।

[1868]

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে

গীত। তাল আড়া তেতালা।

হায় কড়িকে কি পদার্থ বিধি করেছেন সংসারে। কড়ি যার না থাকে করে, কেহ না জিজ্ঞাসে তারে।। কড়ি থাকে যাহার করে সবে মান্য করে তারে, কুলের মাথায় লাথি মারে, কড়ির মাথায় ছাতি ধরে, কড়ি নৈলে পিরীত ছাড়ে, কড়ি হৈলে সে প্রেম বাড়ে, যদি প্রেমে ধরা পড়ে, কড়ি পাইলে ছাড়ে তারে। আমিরের নাই কড়িপাতি, বল কি হইবে গতি, কি বল আছে গুরুভক্তি, তাহে যাহা হইতে পারে।।

পয়ার। কলিযুগে অহিক নাস্তিক ব্যক্তিগণ। অতি বৃদ্ধ হলো যদি নিকট মরণ।। তথাচ আসার বাসা না ভাঙ্গে তাহার। ষড়রিপু বশীভূতা করে ব্যবহার।। বোধ করে আছে মম অধিক প্রমাই। এখন অধিক বৃদ্ধ আমি হই নাই।। দীর্ঘ আয়ু জ্ঞান তার কখন না যায়। যতক্ষণ একেবারে মৃত্যু নাহি হয়।। পরমার্থ সাধুগণ রিপু জয়ী হয়ে। এড়ান শমন দায় শ্রীগুরু সেবিয়ে।। মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন গুরুর কৃপায়। ইন্দ্রিয় সকলে বস করেন হেলায়। তুচ্ছ জ্ঞান করি আয়ু যুবকালাবধি। জীবদ্দশায় মৃত্যুপ্রায় নিরবধি।।

গীত। তাল মধ্যমান ঠেকা।

ওরে ভোলা মন আমার। কর নিরঞ্জন সার।। সংসারেতে দেখ যত, সময়েরি অনুগত, অসময় করে হত, বল কেবা হয় কার। ঐ। দারাসুত বন্ধুজন, কিম্বা সহবাসি গণ, সবে চেষ্টা করেন ধন, শেষে কেবা কার।। ঐ। ধনেতে সন্তুষ্ট মন, ধন নৈলে রুষ্ট হন, মিথ্যা করে আলাপন, প্রণয় বিকার। ঐ। আমি বলি আমার২, ভেবে দেখি আমিবা কার মিথ্যা সকলি অসার, মাত্র ফক্কিকার।।

এই বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট অধিক ধন ও স্বর্ণমুদ্রা রজত কাঞ্চন এবং মুক্তা প্রবলা দিতে গুঞ্জিত, অলঙ্কারাদি অধিক, লৌহ সিন্দুকে পূর্ণিত ও বনাত, শাল, ভূমি ইত্যাদি উত্তম২, অট্টালিকা দোতালা তেতালা থাকায় পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ আয়ু দ্বারায় তাহার জীবদ্দশায় স্বপরিবারের লোকান্তর হওয়াতে বৃদ্ধ কত্তা একা ভৃত্যগণের

সেবা দ্বারা কালযাপন করিবায় উক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির বণিতার কাল হওয়া পর্য্যন্ত অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে দিনপাৎ করেন এবং গোমস্তা ও সরকারগণের দ্বারায় জমিদারির কর আদায় নির্ব্বাহ হয়, বৃদ্ধ ব্যক্তি অতি মনঃদুখে সর্ব্বদা বিরস ভাবে থাকিয়া স্বীয় মনে উপায় চিন্তা করিতেছেন যে, এ সকল ঐশ্বর্য্য বিষয়াদিতে আমার কি ফল দর্শিল, যদিস্যাৎ মহাপ্রাণী আমার সদা সর্ব্বদা মহা খেদ সাগরেতেই মগ্ন হইয়া রহিল তবে ধন ও জীবন তাবতই নিষ্ফল, অতএব যাহাতে আমার মহাপ্রাণী পরমানন্দে থাকে তাহাই করা উচিত, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইয়াছে।

পয়ার। বৃদ্ধব্যক্তি মনেমনে করেন মন্ত্রণা। সহিতে না পারি আর এমত যন্ত্রণা।। মরণী পরম সুখ যাবৎ জীবন। তদভিন্ন যত সুখ সব অকারণ।। এসকল ধন কড়ি সকলি বিফল। রমণী বিহনে মম জীবনে কি ফল।। এই মত মনে চিন্তা করেন বসিয়া। বেহাই আলয় তার উপনীতা সিয়া।।

গীত। তাল আড়া জৎ।

কেন হেরি বিরস বদন। সর্ব্ব দুঃখ হরে তার যার হস্তে আছে ধন।। ধনী যে নির্দ্ধনী প্রায়ে, আছ হে ভাবিত হয়ে, কি আশে আশ্বাস পেয়ে, হারায়েছ কি সে ধন।। বল বল শুনি তাই, আমিও ভেয়ের ভাই, তবরীতি ছাড়া নাই, থাকিবে মম জীবন। বল তব মন আশ, পুরাইব অভিলাষ, এ বয়েসে প্রেমফাঁস, হেরি এ আর কেমন।।

বেহাই। বেহাই কেমন আছ, মুখটা বড় ভারি২ দেখ্‌ছি কেন? মনে খেদ উদয় হইয়াছে না কি বল দেখি একবার শুনি।

বৃদ্ধ। কে বেহাই যে, এসো২ অনেক দিবস পরে অদ্য আমার পূর্ণ ভাগ্য, মনে পড়েছে, এসো বৈস২ আর আমার দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তা আর বল্লেই বা কি হবে।

সুখিরে দুঃখের কথা বলা অতি দায়।
কাটা ঘায়ে নুন দিয়ে ছুটিয়ে পলায়।।

বেহাই। কি বেহাই আমি তোমার কাটা ঘায়ে নুন দিব, এমত কথা আমাকে কখনই বলিবেন না যদিস্যাৎ তোমার কারণ আমার দেহ হইতে রক্তধারা নির্গত করিতে হয়, তাহাও এক্ষণে স্বীকার আছি।

পয়ার। বৃদ্ধ বলে বেহাই কি বলিব যে আর। দিবসে দিবসে দুঃখ বাড়িল আমার।। একা শয্যা থাকি আমি নির্জ্জন পুরীতে। সময় হয়েছে নাহি বিলম্ব মরিতে।। কোন সময় মৃত্যু হয় বলিতে না পারি। সে সময় কে দিবে বদনে তুলি বারি।। বিবস্ত্র হইলে কেবা বস্ত্র পরাইবে। বল দেখি মলে কেবা প্রকাশ করিবে।। দিবসেতে সেবা অর্থে বটে ভৃত্যগণ। নিশিযোগে একা করি বসিয়ে রোদন।। কথার দোসর বিনে কেবা হয়ে দুঃখ! বল দেখি বেহাই এ জীবনে কি সুখ।।

গীত। তাল তেতালা।

হায় কি বলিব আমি যে দুখ আমারি মনে।
এ দুঃখ মার্জ্জনা করে এ দেহে বাঁচি কেমনে।।
সুখোদয় না হইল, হেন ধনে কিবা ফল,
বৃথা হয় এ সকল, সঙ্গের সঙ্গিনী হীনে।
কেমনে থাকিব ঘরে চিত্তে না ধৈরয ধরে,
কে তরাবে এ সাগরে, সুখের তরণী বিনে।।

বেহাই। বৃদ্ধ বৃক্তির কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বেহাই বলিতেছেন যে বেহাই তাহার ভাবনা কি? এ কর্ম্ম যাহাতে নির্ব্বাহ হয়, তাহা আমি প্রাণপণে অবশ্য চেষ্টা পাইয়া একান্ত নির্ব্বাহ করিয়া দিব, আপনি আর ভাবনা করিবেন না আমি ইহার তত্ত্ব করিয়া অত্যল্প দিবসের মধ্যেই তোমাকে সুসংবাদ দিব।

বৃদ্ধ। ভৃত্যগণে ডাকিয়া বলিতেছেন যে শীঘ্র বাজারে যাইয়া অতি উত্তম২ মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া ভোজন করাহ।

বেহাই। ভোজনান্তে বিদায় হইয়া নিজালয়ে গমন করত স্বীয় পত্নীকে বলিতেছেন। গৃহিণী হেথা আইস, অদ্য একটী নূতন কথা উপস্থিত হইয়াছে, তা যাহা হউক কিন্তু সে কর্ম্ম তোমা আমা উভয়ে নির্ব্বাহ করিতে হইবেক।

গৃহিণী। মর পোড়া কপালে বেহাইয়ের বাটীতে অদ্য গিয়া আবার কোন বাক্যে কোন কাব্য ঘটাইয়া বসিয়াছে পরমেশ্বর রক্ষা করো।

স্বামী বলে গৃহিণী ধৈর্য্য হও আমি তোমার তেমন পুরুষ নই ভয় নাই, তবে বৃদ্ধ বেহাইটির অতিশয় দুঃখ হইয়াছে যাহা হউক ত্বরায় তাঁহার বিবাহ দিতে হইবেক।

বুড়ী। এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া নাশিকা পরে অঙ্গুলি ধারণ করত কহিতেছে সে, যা হউক অবাক হলেম একি আশ্চর্য্য! একি আশ্চর্য্য! যমদুতে যে বুড়োর ঘাড় ধৃত করিয়াছে কি বল ভাঙ্গিতেই বাকি রাখিয়াছে, তাহার বিবাহ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, যেমত ব্যঙ্গের গায় জ্বর ও কুম্ভীরের সন্নিপাত। আমি কল্য প্রাতে গিয়া একবার বুড়ো ডোকরাকে দেখ্‌ব।

প্রাতে বুড়ী উক্ত বেহাইয়ের বাটীতে আগমন করিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রফুল্লিত বদন হেরিয়া বলিতেছেন যে বেহাই দণ্ডবৎ করি যাহা হউক এ বয়েসে কি এমন দশা হইয়াছে নাকি, এ বয়েসে কি আবার বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষা বড় দেখছি যে, এ বয়েসে বিবাহ করিয়া কার সতী কন্যার সতীত্ব নষ্ট করিতে মানস করিয়াছ, যমরাজা পথ ভ্রম হইয়া কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া মনে২ কিঞ্চিৎকাল হেট মুণ্ডে থাকিয়া বলিতেছেন যে, কেও বেহাইন নাকি এসো২ বৈস, হাঁ ভাই আমার এবাই আবার অতিশয় প্রবল হইয়াছে। বিবাহ করিবার মানস করি কিন্তু তোমা ভিন্ন অন্য কোন এমত গুণবতী রমণীর নিকট বলিতে পারি? এ বয়েসে অপরালয়ে গমনাগমনের অযোগ্য হইয়াছি লোকে দেখিলে সহজেই মন্দ বলিবেক।

বুড়ী বলেন মর পোড়ার মুখো হিত বল্‌তে বিপরীত, ফেল্লে বোঝা পরের ঘাড়ে, কেন? আমার কি স্বামী নাই, তুই এ বয়েসে বিবাহ করে বণিতাকে কি আমার স্বামীকে দিয়ে যাবে, তাই বুঝি দুই বেহাই যুক্তি স্থির করিয়াছ। আমার উঠান ঝাঁট দিবার দীর্ঘ খেঙ্গরা প্রস্তুত আছে।

বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে বেহাইন যা হউক তুমি আমার পক্ষে সদয় না হইলে আমার দুঃখ নিবারণ হইতে পারে না, ইহাতে যদ্যপি আমার তাবদীয় বিষয়াদি ব্যয় করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য হইয়াছে এবং যেমত উত্তম২ বস্ত্র অলঙ্কারাদি তোমার নূতন বেহাইনকে পরিধান করাইব সেইরূপ বস্ত্র অলঙ্কারাদি তুমিও পরিবে, দুই বেয়ানে সমভাবে বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া এক সমভিব্যাহারে আসিয়া মমালয়ে উপস্থিতা হইয়া একত্রে বসিবে। দৃষ্টি করিলে তবে আমার যুগল নয়ন ও মহাপ্রাণী শীতল হইবেক। বুড়ী এতদ্বাক্য শ্রবণ মাত্রে মনঃমধ্যে বিবেচনা করিতেছে যে মরুক যা হয় উহারি হইবেক, আমার উত্তম মনোনীত বস্ত্র অলঙ্কারাদি লভ্য হইলেই হয়, চিনি খেতে কি গাল বেদনা।

বুড়ী বস্ত্র অলঙ্কারের লোভে মগ্ন হইয়া বলিতেছে যে বেহাই সত্য বিবাহ করিবেন, তবে চেষ্টা পাইনে হইল।

বৃদ্ধ বলিতেছেন বেহাইন তা নহিলে তোমায় কি মিথ্যা বলিতেছি।

কবিকারের উক্তি।

দীন হীন ক্ষীণ জন, করে অত্র নিবেদন, জ্ঞানীগণে প্রণতি বচনে। হীন আমিরাদী নাম, কড়েয়া গ্রামেতে ধাম, জেন খেদ এ কাব্য রচনে।। হেন ধনবান যেই, তাহে হেন বৃদ্ধ সেই, তথাচ না হৈল জ্ঞান ধন। ধনবান বৃদ্ধ হৈলে. গুণবান নাহি বলে, জ্ঞান কোথা পায় মূঢ়গণ।। হেন বৃদ্ধ বয়ঃক্রমে, মজিল মনের ভ্রমে, বৃদ্ধ চাহে বিয়া করিবারে। বৃদ্ধ কালে বিয়া করা, লভ্য হতো প্রাণে সারা, নারী করে অপরের তরে।। যদি তার জ্ঞান হৈত, হেন কর্ম্ম না করিত, ধরিত সে উত্তম যে পথ। উচিত আছিল তার, বিষয়াদি ধন আর, স্থাবর ও অস্থাবর যত।। সকলি করিত দান, পরকালে পেত ত্রাণ, কিম্বা দান দিত সরোবর। অথবা জঙ্গল পথ, নির্ম্মাইত সদাব্রত, হৈত সে উত্তম পুণ্যধর।। কেহ তার নাহি ছিল, অত্র কর্ম্ম হৈত ভাল, ধন তার সঙ্গেতে যাইত। স্বস্ব বিদ্যাধরী নারী, সেবায় থাকিত তারি, অতিশয় সুখোদয় হৈত।।

বৃদ্ধ ব্যক্তির বেহাই ও বেহানীর উক্তি।

বেহাই বেহানী তার থাকে যে নগরে। আছিল রূপসী কন্যা গৃহস্থের ঘরে।। বুড়ী গিয়ে সে কন্যারে করি নিরীক্ষণ। বিবাহের নিয়মিত করে আকিঞ্চন।। গৃহস্থে যাইয়া বলে লোভ দেখাইয়া। বহু ধন পাইবে কন্যার বিয়া দিয়া।। মম এক বেহাই সে বৃদ্ধ হইয়াছে। তার সম ধনবান কেহ নাহি আছে।। কন্যা পুত্র ভাই বন্ধু কেহ তার নাই। বস্ত্র অলঙ্কার যা চাহিবে পাবে তাই।। যত টাকা পোণ চাহ সকলি পাইবে। কুলশীলে অত্যুত্তম সম্ভ্রম বাড়িবে।। কন্যা কর্ত্তা অত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া। স্বীকার করিল ধন লোভে না চিন্তিয়া।। কন্যা যুক্ত বর নহে তাহা না বুঝিল। ধনের লোভেতে দিতে স্বীকার করিল।। কথা স্থির করি বুড়ী গেল নিজালয়। যাইয়া সকল তত্ত্ব স্বামীকে সে কয়।।

বুড়ী বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন। বেহায়ের বিবাহের কর আয়োজন।। অতি রূপবতী কন্যা কুলে শীলে ভাল। পাইয়াছি তাঁকে সম্বাদ গিয়া বল।। বেহাই যাইয়া

বার্ত্তা কহিল বুড়ারে। শুনিয়া ভাসিলা বুড়া আনন্দ সাগরে।। বেহায়ের তরে ধন সপিল তখনি। যাহা চাহি আনয়ন করুন আপনি।।

গীত। তাল জৎ।

এ বারতো হয়েছে ভালো, এ ভাবের ভাব উদয় ভালো। অভাবে রাজ্য ভাবিতে এ জন্ম গেল।। মনঃ আশা ছিল যাহা, বিধি ঘটাইল তাহা, পূর্ণ ভাগ্য মরি আহা; তব গুণে জগত আলো। সে আশে বাঞ্ছিত ছিলেম, সে আশে আশ্রিত হলেম, ভাগ্যফলে এবার পেলেম, এত দিনে শুভফল।।

এখানে সেই গৃহস্থের কুলবতী ষোড়সী রূপবতী, যুবতী চন্দ্রননী, বিধুবদনী, মৃগলোচনী, পিনস্তনী, গজেন্দ্রগামিনী, সৌদামিনী, কুলকামিনী, চিরবিরহিণী কন্যা অত্র বৃদ্ধ পাত্রের সহিত স্বীয় বিবাহের অনুসন্ধান শ্রবণান্তে অতিশয় মনাগুণে দগ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন যৌবন নিষ্ফল বোধ করিয়া অতিশয় দেখ সাগরে নিমগ্না হইয়া অশ্রু নয়নে মনে২ রোদন করিতেছেন, এবং মৌনভাবে বসিয়া থাকায় তাহার সঙ্গিনীগণ তাহার বিরষবদন হেরিয়া কন্যাকে বলিতেছেন।

কেন লো সৌদামিনী তোমাকে অদ্য এমত বিরষ বদন দেখিতে পাচ্চি, ওমা, অদ্য তোর বিবাহ হইবে শুন্‌লেম যে বর নাকি অতি ভাগ্যবন্ত তবে তোর আর ভাবনা কি লা? পাথরে পাঁচ কিল।

পয়ার। সৌদামিনী বলে ধনি শুনেছ কি আর। যার দুঃখ সেই জানে অন্যে বুঝা ভার।! হেন বিবা হৈতে আমি ছিনু আরো ভাল। এ বিবাহে বিভাবরী কান্দিতে হইল।। শুনিয়াছি বৃদ্ধ নাকি শক্তি নাই গায়। ভ্রাতৃগণে ধৃত করি দোতলায় যায়।। বিধবা হইতে এ কুমারী নারী ভাল। বদন থাকিতে অনাহারে প্রাণ গেল।।

বৃদ্ধ ব্যক্তির বেহাই লোকজন সহিত ও আইত্তগণ সমভিব্যাহারে বিবাহের সকল দ্রব্যাদিতে উদ্‌যোগী হইয়া এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা বিবাহের পণ কন্যা কর্ত্তাকে সমর্পণ করিয়া কন্যাকে চৌদলে আরোহণ করাইয়া আইত্তগণ মঙ্গলাচরণ করত সমভিব্যহারে লইয়া বৃদ্ধ বরের বাটীতে উপস্থিত হইয়া রীতিমত বিবাহের সমুদায় কর্ম্ম সমাধা করিয়া বৃদ্ধ কন্যাকে বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া সুশয্যোপরে স্থাপন করিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তির বেহায়িনী উত্তম বস্ত্র অলঙ্কারাদি পুরষ্কার লইয়া নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ ব্যক্তি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গুড়ি২ আসিয়া উক্ত শয্যায় উপস্থিত হইয়া অধৈর্য্য শরীরে রোমাঞ্চিত হইয়া ধীরে২ কন্যার গাত্রে হস্ত ক্ষেপণ করিবায় কন্যা সৌদামিনী রসবতী সংগোপনে ঘোমটার ভিতর হইতে বৃদ্ধের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া মনাগুণে নিমগ্না হইয়া লজ্জিতা ভাবে সর্ব্বাঙ্গে পরিধান বস্ত্র দ্বারা মণ্ডিতা হইয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রাণপণে অতি যত্ন করিতে লাগিলেন তাহাতে কন্যা আরো মৌনাভাবে শয্যা পরে পড়িয়া থাকিল যামিনী শেষে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে বার দিয়া বিরষবদনে হেট মুণ্ডে বসিয়া এই ভাবনা করিতেছেন।

কি করিতে কি হইল হরিষে বিষাদ। ধন মন দিয়া তবু না পুরিল সাধ।। সময়েরী সঙ্গী হয় শত্রু অসময়ে। রূপের গৌরব করে বণিতা হইয়ে।। ভাঙ্গিল আশার বাসা শাস্ত্রের বিধান। অসময়ে সম্পদ যে বিপদ সমান।।

কন্যা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তির রূপ স্মরণ করিয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্না হইয়া মনে২ গান করিতেছেন।

গীত। তাল জৎ।

হায় বিধি একি দায় ঘটালে আমারে। হেরিয়ে বৃদ্ধের রূপ চিত্রে না ধৈরজ পরে।। একি দুর্গতি আমার, কি ঘটনা বিধাতার, যেমত চন্দ্রে আহার, কৈল বিধি রাহুরে।। মম এ লাবণ্য যত, সকলি হইল হত, জীবনে ঘৃণা করে। কি দোষ করিয়া ছিলাম, তার প্রতি ফল পাইলাম, হয়ে কেন না মরে ছিলাম, হায় বিধি হায় রে।।

এইরূপে উভয় পক্ষে মন দুঃখে খেদান্বিত শরীরে অতি অল্প দিবসান্তে বৃদ্ধ ব্যক্তির কাল হইলে তাবদীয় বিষয়াদী উক্ত সৌদামিনীর হস্তগত হইবায় অট্টালিকা পরে উঠিয়া উদ্যান নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন।

পয়ার। এমত সময় এক সাধুর নন্দন। সৌদামিনী রূপ হেরি করে নিরীক্ষণ।। সৌদামিনী উন্মীলিত হইল নয়নে। বিন্ধিল দোহার রূপ উভয়ের মনে।। দুজনের রূপে মগ্ন হইল দুজন। দুই জনে পালটিতে না পারে নয়ন।। রসবতী লাজভয় সকলি ত্যজিয়া। বলিলেন সখীগণে অধৈর্য্য হইয়া। ঐ দেখ যুবরাজে আন ডাক দিয়া। ভজিব সে যুবরাজ বিরলে লইয়া।। দাসী গিয়া সাধুসুতে আহ্বান করি। আনয়ন করিলেক যুবতীর পুরী।।

সৌদামিনী কৈ হে যুবরাজ এ তোমার কি বিচার যে এ অধিনীকে স্বীয় চন্দ্রবদন অবলোকন করাইয়া ধন মন চুরি করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত ছিলে, অতএব তাই আমি আহ্বান করিয়া লাজ ভয় ত্যাগ করিয়া নিবেদন করিতেছি যে যদ্যপি তব রূপ লাবণ্য দেখাইয়া নয়নে গমনে থাকি তবে ইহার প্রতিকার করা তব কৃপা ভিন্ন অন্য উপায় আর নাই।

যুবরাজ এ সকল শ্রবণ করিয়া বোধ করিলেন মেঘ চাহিতে আবার বর্ষা উপস্থিত এবং বাওন ব্যক্তির হস্ত ক্ষেপণ মাত্র চন্দ্র পাওয়া অথবা অন্ধের চক্ষুদান এমত জ্ঞানে উল্লসিত হইয়া বাক্‌ছলে মিষ্ট বচনে সৌদামিনীর মন মগ্ন করিয়া হর্ষভাবে বলিতেছে। প্রিয়সী ইতিমধ্যে তব দাসী আহ্বান করিবায় আসিতে পদ্মচক্ষে আর দৃষ্টি হইল না যে কোন পথে কি মতে শীঘ্র তব দর্শন নিকটস্থ্ নয়নে নিরীক্ষণ করি, সম্প্রতি আসিয়াছি তব স্থানে এক্ষণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি মাত্র তব আজ্ঞাকারী হইয়া জীবদ্দশাবধি নিরবধি পরম সুখে রাখিব তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না।

এইমত উভয় পক্ষে কথোপকথনে গল্পকাব্য আলাপণে মগ্ন হইয়া যুবতী অতি সমাদরে বসিতে আসন প্রদান করিলেন, অতঃপর নানা উপহার দ্রব্য ভোজনান্তে উভয়ে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ইতি।

সমাপ্তঃ।

নন্দ ভাজের ঝক্‌ড়া ও
বাঞ্ছারামের গল্প।

শ্রীযুত মুন্সী নামদার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীসেখ জমিরদ্দী
দ্বারা প্রকাশিত।
জেলা হুগলি, থানা হরিপাল, বন্দিপুর।

কলিকাতা।
চিৎপুর রোড বটতলা ৩১৯ নং দোকানে
শ্রীমধুসূদন শীলের
চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি মাছুয়া বাজারের চৌরাস্তার
উত্তরাংশে কবরডাঙ্গার মুসারিপটিতে শ্রীমতী ভুবন বিবিব
৩০৩ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

মূল্য এক আনা।

সন ১২৭৬ সাল।

[1869]

ননদ ভাজের ঝক্‌ড়া।

গীত।

ভজ মন পরমোগুরু পরম পথে যদি যাবে।
গুরুপদ ধর শিরে পরমজ্ঞানী যদি হবে।।
পরমগুরুর চরণ ধর, পরমতত্ত্বের অর্থ কর,
সে জ্ঞানে এ জ্ঞানকে হর, তবে তাঁহারে
চিনিবে। যদি গুরু না ভজিবে, একুল ও
ওকুল দ্বিকুল যাবে, লাভে মূলে হারা হবে,
বিফলে কুল মজাইবে। পরম জ্ঞানের
জ্ঞানী হয়ে, জ্ঞানের বাহির বিধান দিয়ে,
থাকিবে চৈতন্য হয়ে, তবে তাঁহার মর্ম্ম পাবে।।

পয়ার। প্রথমে স্মরণ করি প্রভু নিরাশর।
কিঞ্চিৎ অপূর্ব কথা করিব প্রচার। এমন রসের
কথা আছিল গোপনে। শুনিলে আহ্লাদ বাড়ে
রসিকের মনে।। মন দিয়া শুন সবে যত বন্ধুগণ।
ননদ ভাজের ঝক্‌ড়া করিব রচন।। আবশ্যক ছিল
নাই পুস্তক লিখিতে। জমিরদ্দীর কথা কেবল না
পারি টলিতে।। অত্যন্ত কাতরে তিনি কহিল
আমায়। তাহার কারণে পুস্তক লিখিনু নিশ্চয়।।

ননদ। হাঁ লো বৌ তুই নাকি কি অপূর্ব্ব স্বপন দেখে সব ঘরকন্নার কর্ম্ম পরিত্যাগ করে বসেছিস শুন্তে পাই।

ভাজ। হাঁ গা দিদি এ সংসার সকলি মিথ্যা বলিয়া গৃহ ছাড়ি তীর্থে যাবার মানস করিছি।

ননদ। কেন গো তুমি এরি মধ্যে তীর্থে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছ তাহার কারণ কি।

ভাজ। তবে শুন বলি।

গীত।

কি দেখে রহিব ঘরে মিথ্যা এ সংসার।
দ্বিনয়ন মুদিল বল কে কোথা হয়েছে কার।।
যে স্বপন দেখেছি দিদি, যদি দয়া করেন বিধি,
নৈলে আমি নিরবধি, ভেবে দেখি অন্ধকার।।

পয়ার। এক দিন নিশিযোগে আছি ঘুমাইয়া। অকস্মাৎ স্বপ্ন দেখি উঠিনু কান্দিয়া।। অপূর্ব্ব স্বপন দিদি কি বলিব হায়। বলিতে সে সব কথা প্রাণ ফেটে যায়।। স্বপনে দেখিনু দিদি এসে এক জন। মম হস্ত পদ সব করিল ছেদন।। শিশা লাগাইয়া মম দিল দুই কাণে। জিহ্বা কাটি দুই শূল পোঁতে দ্বিনয়নে।। অগ্নিকুণ্ডে আমায় যেন দিল ফেলাইয়া। স্বপ্ন দেখে উচ্চৈঃস্বরে উঠিনু কান্দিয়া।। যে অবধি ঘরকন্না নাহি লাগে মনে। ইচ্ছা হয় বনে যাই তাঁর অন্বেষণে।। মরিলে এসব হবে বুঝিনু নিশ্চয়। এজন্য যাইতে তীর্থে মম ইচ্ছা হয়।। মরিলে কেহ না আর যাবে মম সঙ্গে। সকলই সুখে হেথা রবে রসরঙ্গে।।

ননদ। ও বৌ তুমি যে স্বপন দেখেছ ইহার কিছু বুঝিতে পেরেছ কিনা।

ভাজ। কি বুঝিব বল আমি মূর্খ নারী লোক. তুমি বৌ আমায় ভেঙ্গে চুরে বল দেখি শুনি।

ননদ। তাইত দিদি খালি তুচ্ছ স্বপনটা দেখেই সংসার ছেড়ে বসিছি, কথায় বলে আক্কে খেয়েছ তার কোড় গণ নাই, এই যে সংসার খানা দেখিতে পাও এ কম নয়, এই স্থানেই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই স্থানেই পাপ পুণ্য।

ভাজ। হাঁ দিদি যা হউক এক্ষণে আমার স্বপ্নের অর্থ কি বল শুনি, হস্ত পদ জিহ্বা ছেদন করিলে এবং চক্ষে শূল অগ্নিতে দাহ ইহার কারণ কি।

ননদ। এই কি আর বুঝিতে পারিসনি লা, ভগবান তোরে ভাল বাসে বলে তাইতে এ স্বপ্ন দেখাইয়াছেন।

ভাজ। হাঁ দিদি এ এক আশ্চর্য্য কথা, যদি ভগবান আমায় ভাল বাসিতেন তবে কেন এমত কুস্বপ্ন দেখাইতেন।

ননদ। তুই জানিস না লো, কথায় বলে "ঝিকে মেরে বৌকে শিখান"। দেখ পরমেশ্বর যাহাকে ভাল বাসেন তাহাকে অনেক ক্লেশ দেন।

ভাজ। কি ক্লেশ বল দেখি।

ননদ। ক্লেশ এই যে খেতে পারিতে এবং প্রত্যহ রোগ পীড়া থাকে, এবং আর২ রকমে কিছু২ ক্লেশ পায়, কিন্তু দিদি ক্লেশ পেয়েও যদি পরমেশ্বরকে স্মরণ করে তবে অনেক পুণ্য, সে কেমন শুন। এই যে তুমি স্বপন দেখিয়াছ এ কেবল পরমেশ্বর তোমাকে সতর্ক করেছেন, যে তুমি এই সব কর্ম্ম হৈতে ক্ষান্ত হও।

ভাজ। কি২ কর্ম্ম হৈতে ক্ষান্ত হৈলে এসব ক্লেশ হবেনা দিদি, বল দেখি শুনি।

ননদ। তবে শুন, একে একে বলি।

পয়ার। এই যে দেখেছ তুমি অপূর্ব্ব স্বপন। ইহার বৃত্তান্ত বলি শুন দিয়া মন।। পদ যে কাটিতে তব দেখেছ আপন। স্বামিকে না বলে সেই করয়ে গমন।। স্বামি করিলে মানা যায় যে আপনি। মরিলে তাহার পদ কাটিবে এমনি।। হাত যে কাটিল দিদি শুন তার কথা। শাস্ত্রেতে শুনেছি আমি না বুঝ অন্যথা।। অগোচরে স্বামির ধন ব্যয় যেবা করে। কাটিবে তাহার হস্ত এমত প্রকারে।। জিহ্বা যে কাটিল তার শুন বিবরণ। পতি সঙ্গে কটু বাক্য কহে যেই জন।। যে নারী স্বামির সঙ্গে দ্বেষ নিন্দা করে। এরূপ যাতনা দিদি হইবে তাহারে।। চক্ষে যে পুঁতিল শূল শুন বলি আমি। স্বপন দেখিয়াছ খালি বুঝনাকো তুমি।। অন্য পুরুষের দিকে যেই নারী যায়। কিম্বা সে নয়ন ঠারি ইসারাতে চায়।। দুরাচার নারী সেই শাস্ত্রের লিখন। এরূপ যাতনা তাকে দিবে নিরঞ্জন।। দুইটি চক্ষেতে তার দংশিবেক ফণী। আর কত রূপ শাস্তি করিবেন তিনি।। স্বপনের ভাব এই শুন বলি সার। সাবধান হয়ে দিদি চল এইবার।। নৈলে পরকালে দুঃখ সর্ব্বদা পাইবে। স্বপনে দেখেছ যাহা তাই যে হইবে।।

ভাজ। সে কি গো দিদি, এইরূপ কর্ম্ম করিলে কি এইমত প্রতিফল পাওয়া যায়, এ সব কর্ম্মত আমি অনেক করিয়াছি।

ননদ। সে কি লো, দাদার সঙ্গে তুই কি এরূপ কর্ম্ম করিয়াছিস না কি? তাইতে দাদার সঙ্গে তোর বনে না।

ভাজ। না গো দিদি, তোমার দাদাকে আমি বড় ভাল বাসি, তাঁহার কথা আমি লঙ্ঘন কবি নাই তিনি যাহা বলেন তাহাই শুনি।

ননদ। হাঁ লো তাই করিস, কেননা স্বামির অনুমতি মত চলিলে অবশ্য বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবেক ইহার কোন সন্দেহ নাই।

ভাজ। সত্য না কি দিদি, স্বামির কথা শুনিলে কি এত গুণ, সে কেমন বল দেখি শুনি।

ননদ। তবে শুন বলি।

পয়ার। এক জন নারী অতি পুণ্যবতী ছিল। পাপ পথে কোন মতে কখন না গেল।। স্বামির কথা কভু সে না করে লঙ্ঘন। বাঁচিতে বলিতে বাঁচে মরিলে মরণ।। শাশুড়ী শ্বশুর প্রতি ভক্তি অতিশয়। কটু কথা কভু কার সঙ্গে নাহি লয়।। এইরূপে যত দিন রহিল সংসারে। সকলেরি ভক্তি ভাব সমাদর করে।। এইমতে কত দিন দেন কাটাইয়া। মরিলেন সে রমণী স্বর্গবাসী হৈয়া।। যখন মরিল সেই পুণ্যবতী ধনী। তখনি হইল সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী।। তার পরে শুন তার কি দশা হইল। এক দিন স্বামি তার মনেতে করিল।।

ভাজ। কি মনে করিল দিদি।

ননদ। ওলো সে তো বড় পুণ্য করিয়াছিল বলে তাই সে স্বর্গে গিয়াছে কিন্তু পুনর্ব্বার ঐ স্বামির শাপে নরকে গেল। কেন গেল তবে শুন, এক দিন তার স্বামি অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে সেই নারী মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঘৃণাবোধ করিয়া কটু কথা বলিয়াছিল। এই জন্য ঐ দিন তাহার স্বামির মনে পড়াতে রাগান্বিত হইয়া শাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ নারী স্বর্গ হইতে নরকে গমন করিল।

পয়ার। তাই বলি ভাল করে চিন সেই জনে। যাহা হৈতে পাপ মুক্ত হবে সেই ক্ষণে।। কভু কারে কটু বাক্য না বল কখন। প্রত্যহ রাখিবে তুষ্ট স্বামিরে যেমন।। শাশুড়ী শ্বশুরে কর সমাদরে ভক্তি। সর্ব্বদা তাঁদের সঙ্গে কর মিষ্ট উক্তি।। ধর্ম্মপথে থাক্‌লে হবে বৈকুণ্ঠে গমন। তাই বলি ধর্ম্মপথে যাক সর্ব্বজন।।

ননদ ভাজের ঝকড়া সমাপ্তঃ।

বাঞ্ছারামের গল্প

গীত।

বল দেখি রে পাপী মন কে তোকে এনেছে হেথা।
মায়াতে রহিলি ভুলে যেতে কি হবে না সেথা।।
ছেড়ে আপন গৃহ বাড়ী, এসে রলি পরের বাড়ী।
ক্রমে আবার সকল ছাড়ি, বুঝে দেখ মন যাবি কোথা।।
তখন কি মন আমার হবি, যার মন তার কাছে যাবি।
শিক্‌লি কেটে পলাইবি, পলায় যে মন টিয়া তোতা।।

পয়ার। কোন দেশে ছিল এক গুণের সাগর। বাঞ্ছারাম নাম তাঁর দেখিতে সুন্দর।। সকল বিদ্যায় তিনি ছিল পরিপূর্ণ। যথা যায় তথা তাঁরে করে অগ্রগণ্য।। প্রত্যহ যেতেন তিনি রাজার সভায়। সমাদর করিতেন রাজা মহাশয়।। ধর্ম্মপথ ভিন্ন কভু কুকর্ম্মে না যেতেন। পরধন লোষ্ট্র জ্ঞান প্রত্যহ জানিতেন।। গুরুজনে দেখে করে মিষ্ট আলাপন। পিতা ও মাতাকে করে ভক্তিতে সেবন।। ধনের নাহিক সীমা কে করে গণন। তাহা হৈতে কত লোক হৈত পালন।। সকলেরি ধনি তারে কৈল ভগবান। কেবল ছিলেন তিনি বিহীন সন্ধান।। সন্তানাদি না থাকিলে সব অন্ধকার। ধন লয়ে কি হইবে পুত্র নাহি যার।। সদা উচাটন থাকে পুত্রের বিহনে। দয়া করি এক পুত্র দেন নিরঞ্জনে।। দান ধ্যান করি করে পুত্রের পালন। দুঃখিরাম বলি নাম করিল ঘোষণা।। পঞ্চম বর্ষের শিশু হইল যখন। বিদ্যালয়ে সন্তানকে কৈল সমর্পণ।। একটী সন্তান একে আদরের ছেলে। অহ্লাদেতে প্রতিপালন হয় কোলে২।। ক্রমে২ সজ্ঞান হইল দুঃখিরাম। খেয়ে পড়ে বেড়ায় আর করে ধুম ধাম।। বার বৎসরের প্রায় হইল যখন। বিধাতার খেলা সবে শুন দিয়া মন।। ভদ্রের গৃহেতে জন্মাইল কুসন্তান। এত আদরের ছেলে হইল কুজ্ঞান।। তিনি কর্ম্মে পরিপূর্ণ হইল কুসন্তান।। ক্রমে ক্রমে প্রচার হইল এই কথা। শুনে বাঞ্ছারাম বড় মনে পাইল ব্যাথা।। এমন আহ্লাদের ছেলে হইল কুজন। হায় কেন

হেন পুত্র দিলে নিরঞ্জন।। এক দিন পিতা তার ডাকিয়ে সন্তানে। নিষেধ করেন তাকে বসায়ে গোপনে।।

বাঞ্ছারাম। বাবা দুঃখিরাম একবার হেথা এস বাবা।

দুঃখি। কেনরে বাবু তুই ডাকছিস, এখন আমার অবকাশ নাই।

বাঞ্ছারাম। বলি একবার আমার কাছে বৈসরে তোমায় দেখিলে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

দুঃখি। (ক্রোধভরে) এখন কি তুই জ্বলছিস না কি, তা আমি গেলে ঠাণ্ডা হবি, এখন আমার বন্ধুরা সব ডাকিছে শুনে আসি এখন তোর কথা বৈকালে শুনিব।

বাঞ্ছা। হাঁরে বাবা আমাকে চেয়ে তোমার বন্ধুরা ভাল হল রে, আমার কথা না শুনে অগ্রে তোর বন্ধুদের কথা শুনিবি।

দুঃখি। কেন কেন কি বলিবি তা বল অনেক দেরি কর্ত্তে পারিব না।

বাঞ্ছা। বাবা এমন কিছু নয় রে, একটী কথা তোকে বলি লোকমুখে শুন্তে পাই তুই নাকি চুরি লোচ্চামি মাতলামি করিতে শিখেছিস? সে কি রে, তুই আমার সন্তান হয়ে এমন সব কুকর্ম্মে মন দিলি কেন রে একে তুই আমার একটী সন্তান।

দুঃখি। শিখিছি তা কি হবে, হাঁ কি কথাটার জন্যে না জানি ডেকেছিলি।

গীত।

কে রাখিতে পারে বল যারে মারে নিরঞ্জন।
ঝাউ বৃক্ষে মিষ্ট ফল নাহি ধরে কদাচন।।
ছাগলের কাণে ধরে, মানা করে বারে২
যেও না অমুকের বাড়ী না শুনিবে বারণ।
দুষ্টকে নিষেধ করা, মন্দিরেতে গোল ধরা,
ধৈর্য্য না ধরিবে কেহ গড়াবে তখন।।

বাঞ্ছা। দেখিলেন যে পুত্র অত্যন্ত খারাপ হইল কোন প্রকার বোধ মানে না, তখন মনে২ অনেক খেদ করিয়া জ্ঞাতি বন্ধু সকলে ডাকাইয়া অনেক

রূপ বুঝাইল। কোন প্রকারে দুঃখিরাম সুপথে চলিল না, লোচ্চামি চুরি এবং মাতলামি ছাড়িতে পারিল না। শেষে বাঞ্ছারাম মনে২ বিবেচনা করিল যে এমন সন্তান যদি না হইত সেও ভাল ছিল, এক্ষণে কি করিব, অত্যন্ত ভাবিত হইয়া আপন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রাণপ্রিয়ে! দেখ এত আহ্লাদের ছেলে কি কুপথে মন হইল, এখন গৃহ হইতে বাহির করিয়া দি।

দুঃখিরামের মাতার উক্তি।

পয়ার। শুন শুন প্রাণ নাথ নিবেদি চরণে। কে কোথা তাড়ায় বল আপন সন্তানে।। কুপুত্র জন্মেছে যদি আমার উদরে। ছাড়াইতে তারে আমি বলি কি প্রকারে।। দশমাস যদি তুমি রাখিতে পেটেতে। সন্তানের মায়া তবে বুঝিতে মনেতে।। যদ্যপি কুপুত্র হয় পেটের সন্তান। তবু সে জানিবে যেন দেহের পরাণ।। কেমনে তাহারে আমি ত্যাজিতে বলিব। এ প্রাণ থাকিতে মন ছাড়িতে নারিব।। তবে যদি ভাল হয় সেই চেষ্টা কর। আমি এক বুদ্ধি বলি যদি তুমি পার।। অবশ্য হইলে ভাল কিছু চিন্তা নাই। গুরু সেবা কৈলে ভাল করিবে নিতাই।। শুনেছি গুরুর পদ সেবে সেই জন। এথা যেথা ভাল তার শাস্ত্রের লিখন।। গুরুপদে সেবা করা অমূল্য রতন। সে পারে চিনিতে তারে চেনে নিরঞ্জন।। ব্রাহ্মণে ডাকিয়া দেহ মন্ত্র তার কাণে। কুকর্ম্ম ছাড়িবে ভাল হইবে সন্তানে।। বাঞ্ছারাম শুনে ইহা ওষ্ঠাগত মন। ত্বরায় ডাকিল গুরু ঠাকুর ব্রাহ্মণ।। সন্তানের গুণাগুণ নিবেদিল তাঁয়। পুত্রে মন্ত্র দেহ প্রভু ধরি দুটী পায়।। এত আহ্লাদের ছেলে হইল এমন। অবশ্যই মন্ত্র দিলে হইবে সুজন।। মনে মনে ভাবিছেন ঠাকুর গোঁসাই। এ কি অপরূপ কথা শুনিবারে পাই।। মন্ত্র দিলে ভাল কোথা হয়েছে কুজন। শ্লোকেতে বলিয়াছেন পণ্ডিত বচন।। সর্পক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতর বলঃ। মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পখল কেন নিবার্য্যতে।। গুরু ঠাকুর মহাশয় মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে এ সন্তানকে মন্ত্র দিলে যে বশ হয় এবং এই তিন কর্ম্ম যে পরিত্যাগ করে এমত কোনরূপে বোধ হয় না, তবে বাঞ্ছারামের উপরোধে না দিলেও নয়,

তবে কি করি কর্ণে মন্ত্র দেওয়া উচিত, ইহা বিবেচনা করিয়া কহিলেন।

দুঃখিরাম ও গুরু ঠাকুরের উক্তি।

গুরুঠাকুর। ওহে বাপু দুঃখিরাম, তুমি এই তিনটী কর্ম্ম পরিত্যাগ কর।

দুঃখিরাম। কি কি কর্ম্ম ঠাকুর পরিত্যাগ করিব।

গুরু। দেখ বাপু, চুরি লোচ্চামি এবং মদ খাওয়া এই তিন কর্ম্ম করিলে অত্যন্ত পাপ হয় এবং স্বর্গবাসী হয় না। তুমি এমন ভদ্রসন্তান হয়ে এসব কুকর্ম্মে মন দিলে? কি হবে, অদ্য হইতে পরিত্যাগ কর।

দুঃখি। ঠাকুর মহাশয়, আমি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, এই তিন কর্ম্ম ছাড়িতে পারিব না।

গুরু ঠাকুরের মন্ত্র।

গুরু ঠাকুর বিবেচনা করিলেন যে এ পাপীষ্ঠ কোন মতে ভাল হইবেক না, তখন লোক জানান করিয়া মন্ত্র দিতে উদ্যত হইলেন। দুঃখিরামের কাণে২ মন্ত্র দিলেন, হে দুঃখিরাম তোমাকে আমি এই তিন কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিলাম, কিন্তু আর তিন কথা রাখিতে হইবেক, তাহা অন্যথা করিতে এবং আমার উত্তর লঙ্ঘিতে পারিবেক না।

দুঃখিরাম। কি তিন কর্ম্ম ঠাকুর।

গুরু ঠাকুরের নিষেধ।

পয়ার। মদ খাও কিন্তু বাপু দোকানে খেও না। চুরি কর্ম্ম কর কিন্তু সত্য বলিও না।। লোচ্চামি করিতে কভু প্রভাতে না যাবে। এই তিন কথা মম অবশ্য রাখিবে।। এই তিন কথা বলি হইল বিদায়। দেখ পরমেশ্বর ভাল করেন তাহায়।।

দুঃখিরাম। মনে২ বিবেচনা করিল যে গুরুঠাকুর আমাকে এই তিন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন বোধ হয় সে এতে কিছু মজা আছে, তবে যে যে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন ঐ কর্ম্ম করা আমার কর্ত্তব্য, আমিত পাপে মজেছি। বেশ্যালয়ে যেতে ও সত্য বলিতে, আর মদের দোকানে

মদ খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি দোকানে যাইয়া মদ খাইব, দেখি এতে কি মজা আছে দেখি।

প্রথম নিষেধ লক্ষ্য করা।

পয়ার। যে কর্ম্ম নিষেধ কৈল ব্রাহ্মণ ঠাকুর সেই কর্ম্ম করিতে যে চলিল চতুর।। প্রথমে চলিয়া গেল মদের দোকানে। দেখিল মাতাল পড়ে আছে জনে২।। হেগে মুতে পড়ে আছে অচৈতন্য হৈয়া। কেবা কার গায়ে দেয় নেকার করিয়া।। এ সব দেখিয়া ঘৃণা কৈল দুঃখিরাম। মুখেতে বসন দিয়া বলে রাম২।। ছি ছি হেন কুকর্ম্মেতে না আসিব আর। পরিত্যাগ কৈল সেই এসব ব্যবহার।।

দ্বিতীয় নিষেধ লক্ষ্য করা।

গদ্য। দুঃখিরাম মনে মনে ভাবিল প্রভাতে বেশ্যালয়ে যাইতে কি মজা আছে অবশ্য দেখা চাই। এতেক ভাবিয়া প্রভাতে উঠিয়া বেশ্যালয় গমন করিলেন। তথা যাইয়া দৃষ্টি করিলেন যে, বেশ্যা লোক সমস্ত রাত্রের সংগটনে অত্যন্ত কুৎসিত, এবং ছিন্ন ভিন্ন বেশ, এলোকেশ, নেকার করিয়া এবং বাসি বিছানায় পড়ে আছে, ইহা দৃষ্টি মাত্র দুঃখিরাম মুখে কাপড় দিয়া ঘৃণা বোধ করিয়া কহিলেন, ছি ছি এ সব বেওরোগী, এবং পাপীষ্ঠদিগের নিকট আসা অকতর্ব্য, অদ্যাবধি পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় নিষেধ লক্ষ্য করা।

গদ্য। এক দিন নিশিযোগে গোপনে চুরি করিতে চলিলেন। এমত সময় পথে চৌকিদার জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি হে যাও, তখন দুঃখিরাম মনে২ করিলেন যে গুরু ঠাকুর সত্য বলিতে নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু আমি সত্য বলিব, দেখি এতে কি মজা আছে। চৌকিদারকে উত্তর করিলেন, আমি চুরি করিতে যাইতেছি। তখনি চৌকিদার ধরিয়া মারপিট করাতে দুঃখিরাম মনে মনে করিলেন যে ছি ছি এ কুকর্ম্মে আর যাইব না, অদ্য হইতে পরিত্যাগ করিলাম।

পয়ার। যার পক্ষে দয়া করে সেই নিরঞ্জন। পাপ হৈতে মুক্তি তারে করেন অর্পণ।। করযোড়ে মানা আমি করি সবে তাই। পাপ কর্ম্মে কোনক্রমে না যাইবে ভাই।। পাপ ছাড়ি ধর্ম্মপথে চলে সেই জন। অবশ্য যাইবে স্বর্গে শাস্ত্রের লিখন।।

ভক্তিভাবে সেবা করে গুরুর চরণ। বুঝে দেখ একদিন হইবে মরণ।। পিতা মাতা সেবা কর হয়ে এক মন। হেথা সেথা ভাল তার করে নারায়ণ।।

সমাপ্ত।

দুই সতীনের ঝক্‌ড়া।

শ্রীযুত মুন্সী নামদার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীসেখ জমিরদ্দী
দ্বারা প্রকাশিত।
জেলা হুগলি, থানা হরিপাল, বন্দিপুর।

কলিকাতা।
চিৎপুর রোড বটতলা ৩১৯ নং দোকানে
শ্রীমধুসূদন শীলের
চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি মাছুয়া বাজারের চৌরাস্তার
উত্তরাংশে কবরডাঙ্গার মুসারিপটিতে শ্রীমতী ভুবন বিবির
৩০৩ নং বাটীতে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

মূল্য এক আনা।

সন ১২৭৬ সাল।

[1869]

দুই সতীনের ঝক্‌ড়া

গীত।

এ সংসারে দুঃখ ভারি, এক পতি যার দুই নারী।। রাখিতে উভয় মন, দিবা নিশি জ্বালাতন, পিঞ্জরে পক্ষি যেমন, বদ্ধ রহে ভারি। যদি পতি প্রাণে যায়, ফিরিযে নাহিক চায়, একথা কহিব কায়, বড় রকমারি।।

ননদিনীর আগমন।

ননদী। কি লো বোয়েরা, ভাল আছিস তো? দাদা বাড়ীতে এসেছেন কদিন, আমার বাড়ীতেও যায় না, কেন তোমারি বুঝি যেতে দেওনি।

বড় বউ হ্যাঁ বোন, আমরা যেতে দিই না বৈকি, তোমার দাদাই আমার ভায়ে বাড়ী আস্‌তে পারেন্নি।

ননদী হ্যাঁ লা বউ, দাদা কিছু পাটিয়েছিল লা, ঐ যে কি শুনেছিনু যে কথা সত্য না মিথ্যা লা।

বড় বউ। তাও কি মিথ্যা হয় বোন্, কথায় বলে 'চিলটা পড়িলে কুটোটা নিয়েও উড়ে', তাইতে প্রায় আট নয় মাস হলো বাড়িতে আসা হয় নাই। কিসের দুঃখে আস্‌বে বোন। ঐ যে বলেছিল পরে পরে কাজ সারে, রাম বল কি অবাক্ কি আসে, তাই হয়েছে তার দাশা।

নদী। তবে বোন দাদাকে সে বুঝি কিছু তন্ত্রে মন্ত্রে ভুলিয়েছে, না হলে থাক্‌বে ক্যান, একে এখানেই দুই সংসার তো সেথা কি?

বড় বউ। তা কেমন করে জানবো বোন, দিবা নিশি চক্ষের জল পড়ে সারা হলেম।

গীত।

বল্‌বো কি সেই দুঃখের কথা। বল্‌তে হয়
মোর প্রাণে ব্যাথা। সে যে গেছে পর
বাসে, এ দুঃখিনী বাঁচে কিসে, নয়ন জলে,

অঙ্গ ভাসে, ধরে থাকি চালের বাতা।।
হারিয়েছি অমূল্য ধন কোথা করি অন্বে
সণ, যার সনে করি শয়ন, জড়ার যেন
মাধবী লতা।। ঐ।

ননদী। দূর লো বউ, তুই তো বড় নির্লজ্জা লা, বলতে আর বাকি রাখলি কি, ঐ যে আমাদের কর্ত্তা প্রায় এক বৎসর বাড়ীতে আসতো না, তা বলে কি আমি আর ধৈর্য্য ধরে রহিলাম না।

বড় বউ। যাও যাও ঠাকুর ঝি, তোমার রঙ্গটা শুনা গেছে, মিছে আর কামারের কাছে ছুঁচ বেচে কায নাই, কত কাণ্ড হয়ে গেল, বসে বসে শুন্তে পাই।

ননদী। ক্যান লা, আমার কি শুনেছিস, মাইরি দিদি, বল ভাই তোমার পায়ে পড়ি।

বড় বউ। বল্‌বো কি আর মাথা মুণ্ডু, তুমি ও যে জেগে ঘুমাও নাকি, ভালো মন্দ ধর্ম্ম জানেন, বোন, আর তুমিই জান, শুনলুম অম্নি উড়ো উড়ো কথায় বলে... ননদী ছোট বউয়ের সহিত!

ননদী। বলি ওলো ছোট বউ, তুই যে বড় চুপ কবে রয়েছিস, ক্যান তোর সতীনের সঙ্গে কথা কচ্ছি বলে কি মনে মনে বেজার হয়েছিস না কি?

ছোট বউ। আমি ক্যান বেজার হব বোন। বেজার হয়ে কি ঘরের ভাত জেয়াদা করে খাব, হচ্চে ঐ দিকেই হোক না কেন।

ছোট সতীনের উক্তি।

আমি কি বেজার হব ওগো ননদিনী।
করেছে তোমার ভাই চিরবিরহিনী।।
সতীনের জ্বালা আর সহিতে না পারি।
দিবা নিশি দুই চক্ষে বহিতেছে বারি।।
একা যে তোমার ভাই কি করিবে তিনি।
ঘরে এলে তারে যেন কার টানাটানি।।
মোর কাছে এক দণ্ড বসিতে না দেয়।

সামনে সামনে বলি লুকোচুরি নয়।।
সঙ্গে সঙ্গে ফের খালি সর্ব্বনাশী ঐ।
হেন অবকাশ নাই দুটা কথা কই।।
ওরি যেন ঘরকন্না আমি সে হাত তোলা।
হায় হায় কত সব সতীনের জ্বালা।।

বড় সতীনের ননদীর সহিত উক্তি এবং ঝকড়া আরম্ভ।

বড় বউ। দেখলে দেখলে দেখলে বোন, বেটী বেটাখেকীর কথা শুনলে? ও মনে মনে/করেছে বুঝি আমার পতি ওকে দিব।
যমালয়ে দিব পতি সেও ভাল মোর।
তবু কথা কহিতে না দিব সঙ্গ তোর।।
মনে করেছিল বুঝি মোর পতি লয়ে।
তুই রবি সুখে আর আমি রব চেয়ে।।
ওরে ও ছেনাল যদি কর বাড়াবাড়ি।
মাথা মুড়াইয়া তোর পাক দিব নাড়ী।।
ছেনালি ঘুচার তোর এলে হয় ঘরে।
ইচ্ছা হয় মারি তোকে কোন বাবা ধরে।।

ছোট সতীনের উক্তি।

ছোট বউ। কি বল্লি লা সর্ব্বনাশী, ভাতার কি তোর একলার, তোর লজ্জা নাই লা, ঐ কে বলে "ছিড়ে ছিরকুটি। আর ছেঁড়া কাপড়ে দু ছুটি।" আমি বুঝি কেহ নই, পেটে পা দিয়ে মারবো, মনে করেছিস কি? আমি কি মেয়ে নই নাকি, মনে করিতো তুলোধোনা করে ছেড়ে দিই, আমি তো পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছি, তার একটা ভয় কি? তুই স্বামী নিয়ে ঘরকন্না কত্তে জানিস আমি কি আর জানি না কি।

পয়ার।

একা বুঝি পতি লয়ে ভাবেতে মজিবি।
এলে হয় বাড়ী তবে বুঝিতে পারিবি।।

মাঝামাঝি চিরে ভাগ করিব যে স্বামী।
তবু তোরে গোটা নিতে দিবনাকো আমি।।
ধিক্ ধিক্ বলে করে দণ্ড কড়মড়।
ফোঁস ফোঁস করে যেন বাদাবুনে ষাঁড়।।
চাহে কি সতীনে মারে গলাটপী দিয়ে।
দেখিয়া ননদী থাকে ভেকো চেকো হয়ে।।

ননদীর উক্তি।

ননদী। আই আই একি লো, তোদের ঢং দেখে আর বাঁচিনে, যাক যাক দাদার কি আর মর্ত্তে জায়গা ছিল না, তা এমন ডুবেছিল। তোদের দুই সতীনে ভাব হতেও বিস্তর ক্ষণ নয় আর ঝক্ড়া হতেও মারামারি কর্ত্তেও বিস্তর ক্ষণ নয়। যাই ভাই আমি পলাই, তোমাদের বাড়ীতে আমার বস্তে ভয় করে, দাদা বাড়ীতে আসুক তবে বুঝবো।

এবারে আসিলে দাদা বলিব তাহায়।
ষাঁড় গরু পেলে কেন রেখেছে আলয়।।
খাইয়া দাদার ভাত বাড়িয়াছে রক্ত।
তাই বুঝি দুসতীনে করিতেছ ব্যক্ত।।
ঝকড়া শুনিয়া মোর তালা লাগে কাণে।
শ্রীরামের যুদ্ধ যেন রাবণের সনে।।
বোধ করি এ সময় পাইলে দাদায়।
ঘাড় ভেঙ্গে খেতো যেন রাক্ষসের প্রায়।।
এইরূপে লাঞ্ছনা যে করিতে দুজনে।
কিঞ্চিৎ স্থগিত হৈল তারা দুসতীনে।।
এতেক বলিয়া তিনি করিল গমন।
নামদার বলে শুন অপূর্ব্ব কথন।।
বাবুর প্রবাস হইতে নিজালয় গমন।
বহুদিন পরে বাবু বিচলিত মন।।
আনন্দেতে নিজালয়ে করিল গমন।।

উপস্থিত হইলেন যাইয়া বাড়ীতে।
কোন ঘরে বসিবেন লাগিল ভাবিতে।।
হায় হায় একি দায় ঘটিল প্রমাদ।
এ ঘরে বসিলে হবে উভয়ে বিবাদ।।
দুই ঘরে দুই দ্বারে দুই রসবতী।
হইল বিষম দায় ভাবিছেন পতি।।
দুজনায় ডাকিছেন হাত ছানি দিয়া।
ঘণ্টা দুই প্রায় বাবু রহে দাঁড়াইয়া।।
অবশেষে অন্য কেহ এসে তাড়াতাড়ি।
উঠনে আসন এক দিল শীঘ্র পাড়ি।।
নামদার বলে ওহে একি সমাচার।
না জানি সন্ধ্যার পর কি হবে তোমার।।
এই বেলা প্রাণে যদি বাঁচিবারে চাও।
বাড়ী থেকে কায নাই প্রবাসে পলাও।।
বোধ করি আজি তুমি হবে অপমান।
কেন কৈলে দু সংসার মল নাক কান।।

বাবুর বাসঘরে গমন এবং দুই সতীনে বিবাদ।

বাবু তো বেলা চারি দণ্ড থাকিতে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কি করি কোথায় যাই; এ ঘরে যদি যাই তবে ও বেজার হবে, ও ঘরে যদি যাই তবে ও বেজার হবে. আমি একেলা যে দুই ঘরেই যাই তাও তো পারি না; একে পথ চলে এসেছি, ঝকমারি করে পাপ ভোগ কত্তে না আসি তবে একপ্রকার ভাল ছিল। বাবুও এই প্রকার ভাবিতে লাগিলেন, তথায় যুবতীরা দুই সতীনে প্রাণপণে গোপনে গোপনে শয্যা পাড়িতে লাগিলেন।

কেহবা পালঙ্গে করে শয্যার যাজন।
কেহ তক্তপোসোপরি করে আয়োজন।।
কেহবা সাজায় গদি ঝাড়িয়া বালিশ।

কেহবা শয়ন করে করিয়া আলিস।।
কেহবা দ্বারের কাছে রাখে জলঝারি।
কেহবা প্রস্তুত করে পাণ ও সুপারি।।
কেহবা দ্বারের কাছে করে দৃষ্টিপাত।
কি জানি ও ঘরে বুঝি গেল প্রাণনাথ।।
দুই ঘরে দুই জনে করিল বিছানা।
কবিকার বলে এ কি ঘটিল যন্ত্রণা।।

এইরূপে দুই সতীনে শয্যা প্রস্তুত কল্লেন, পরে বাবু হোথা প্রায় রাত্রি ১০/১১টা পর্য্যন্ত উঠানে দাঁড়িয়ে ভাবিতে লাগিলেন, কি করি কোথায় যাই, মহা দায় হইল। এমত সময়ে দুই সতীন দুই দিকে টানাটানি আরম্ভ কল্লেন।

এ বলে আমার ঘরে ও বলে আমার।
এসো ধরি প্রাণনাথ চরণে তোমার।।
দুই দিকে দুই জন করে টানাটানি।
ভাগাড়েতে গরু যেন টানিছে শকুনি।।

দিদি বুড়ীর উক্তি।

বুড়ী। ওলো ছুঁড়িরা! তোরা কি আর ঘুমুতে দিবিনি, আর তোরাও কি ঘুমুবিনি? রাত দুপুর হয়ে গেল এখন তোদের শোবার গোল, পড়ে২ শুত্তে পাই; এক জন না হয় আমার কাছে এসে চারদণ্ড শুয়ে তাক না লো।

সতীন। হ্যাঁ, তোমাদের আর দালালি কত্তে হবে না, তুমি ঘুমুও গিয়ে, আমি বুঝি ওকে একালা দিব, করাত দিয়ে অর্দ্ধেক ভাগ করে নিব, তবে ছাড়বো, তবু গোটা ও ঘরে যেতে দিব না।

গীত।

এ কি শুনি হায়, ভয়ে প্রাণ যায়।
রমণী এমনি জাতি পতিকে কাটিতে চায়।।
তাই ভাবে নামদারে, দু সংসার এ সংসারে।
যে করে যে প্রাণে মরে, নিশিতে হয় যমালয়।।

বুড়ী। হ্যাঁলা শত্রু হাসানিরা, একজনের কি আর একটা রাত সয় না।

সতীন। তা সইবে বৈকি, আর যার জ্বালা সেই জানে, তোমার কথাটি শুন্‌লেই ভাল হয়, যা টাকাকড়ি এনেছেন তা সব তবে ঐ নিক, আমি ফাঁকে পড়ে থাকি।

বুড়ী। ও দাদা! তুমি কত টাকা এনেছ ভাই, বল দেখি, দুই জনকে ভাগ করে দিও।

বাবু। দিদি, এখন মাইনে পাইনে তো, ২৫ টাকা এনেছি, এই বলিয়া বুড়ীর হস্তে দিল।

বুড়ী। নে লো নে, তোদের আর ঝকড়াতে কায নাই, তুই নে ১২ টাকা, তুই নে ১২ টাকা।

সতীন। হ্যাঁ, তবে বুঝি এক টাকা বেশী থাকবে, তা হবে না।

বুড়ী। না লো না, ও টাকাটা ভাঙ্গিয়ে তোকে ।০ আনা দেব ওকে ।০ আনা বকরা করে দিব।

বাবু। দিদি তাতো হলো এখন শোবার কি করি আমি পথচলে এসে আর বস্তে পারি না।

বুড়ী। যা লো যা, দুই জনে না হয় এক ঘরেই শুগে যা।

বড় সতীন। ও দিদি! তা হবে না, তোমার পায়ে পড়ি এক ঘরে শুতে পারব না।

বুড়ী। ক্যান লা, তার দুঃখ কি? তুই যেমন ও তেমন।

বড় সতীন। না গো দিদি। তা তুমি জান না, আর ছেলেপিলে হয়েছে ওর এখন হয়নি, যদি পুরাতন ছেড়ে নূতনে মগ্ন হয়ে পড়েন।

বড় সতীনের গান।

কে করে যতন পুরাতন, নূতন হয় যদি।
কে করে স্নান সরোবরে, যদি কাছে হয় নদী।।
তুমি তো বুঝনা বুড়ী, তাঁরা কে লয় স্বর্ণ ছাড়ি।
কে কোথা খেয়েছে মুড়ি, ছেড়ে খাজা মোণ্ডা আদি।।

বুড়ী। না লো না, তাও কি হয়ে থাকে, আজকের মতন শুগে যা, কাল যায় দুজনারি মন থাকে তা কর্‌ব।

বুড়ীর প্রস্থান।

এক ঘরে দুই সতীনের শয়ন।

এই রূপে দিদি বুড়ী করিল গমন।
অতঃপর কি হইল শুন সর্ব্বজন।।
এক গৃহে দু রমণী করিল শয়ন।
রোগী যেমন নিম খায় রহিল তেমন।।
একের সঙ্গেতে যদি বাবু কহে কথা।
অন্য যে রাগিত হয়ে পাক দেয় মাথা।।
ফিরে চাহ বলিয়া সেই ফেরায় স্বামী।
ওরি সঙ্গে একা বুঝি কথা কবে তুমি।।
দুই জনে টানাটানি এ-পাশে ও-পাশে।
সমস্ত রজনী বাবু পড়িল অবশে।।
মনে মনে ভাবে বাবু এ কি হলো দায়।
ঝক্‌মারি দু সংসারে গড় করি পায়।।
না বুঝে উহাতে মজে করিনু কি কর্ম্ম।
সেও ভাল কুম্‌টা হয়ে থাকি জন্ম জন্ম।।
প্রভাতে উঠিয়া দুই সতীনে ডাকিয়া।
ঘরের দ্রব্যাদি যত ওজন করিয়া।।
দু সতীনে দুই ঘরে ভিন্ন ভিন্ন করি।
রাখিবেন দুই স্থানে দুই প্রাণেশ্বরী।।
আই আই ধিক্‌ ধিক্‌ একি মরে লাজে।
ঝক্‌মারি দু সংসার এ সংসার মাঝে।।
দু রমণী লয়ে ঘরে জানিবে কেমন।
দু নায়ে দু পা রেখে মরে গো যেমন।।
তাই হাত যুড়ে আমি সবে করি মানা।
এ সংসারে দু সংসার করো না করো না।।
ভূপতি পুরেতে বাস নামে নামদার।
রচিয়া এসব কথা করিনু প্রচার।।

ভাল হল পতি মলো দুই সতীনে প্রণয় হইল।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন রহে দু সতীনে।
কেহ কার ভাল নাহি দেখে কোন দিনে।।
প্রবাসেতে স্বামী যাহা করেন কামাই।
কড়ি কড়ি ভাগ লয়ে লয় দুই ঠাঁই।।
ঘরে খায় ঘরে পরে শুন সর্ব্বজন।
উড়াইতে আরম্ভ করেন স্বামীর ধন।।
কেহ যদি মৎস্য কেনে এক পয়সা দিয়া।
অন্য সতীনেতে সব লয় মূলাইয়া।।
কেহ যদি শাদা একখানি শাড়ী কেনে।
তৎক্ষণাৎ চেলি শাড়ী কেনে অন্য জনে।।
যে কিছু কামাই করে প্রবাসে থাকিয়া।
দু সতীনে ভাব করে দেয় উড়াইয়া।।
এইরূপে দু সতীনে ঘর কন্না করে।
পীড়াগত হৈল বাবু কত দিন পরে।।
পীড়া হয়ে বাড়ী গেল রসিক নাগর।
কেহ তারে দেখে নাই করে সমাদর।।

বাবুর ক্লেশ

বাবু। দেখ আমি পীড়িত হয়ে বাড়ীতে এসেছি, আমার হাতে কিছু টাকাকড়ি নাই, কি করি বল।

বড় সতীন যানা যানা তোর ছোট বউয়ের কাছে যানা. আমি কোথা পাব যে খাওয়াবো।

ছোট সতীন। হ্যাঁ, আমি বুঝি কাটনাকাটা ধন রেখেছি তোকে বসে২ খাওয়াবার জন্যে, যে তোর বেশী রোজগার খেত তার কাছে যানা।

বাবু। দেখ আমি এত দিন রোজগার করে তোদিগে খাওয়াচ্ছি, এক্ষণে আমার কি হবে কোন ঘরে থাকবো।

পয়ার।

এতেক শুনিয়া তারা ভাবে মনে মনে।
অসময়ে ভক্তি কেহ না করে সতীনে।।
এ বলে আমার ঘরে যদি থাকে পতি।
আমারি খরচ সব হবে কড়িপাতি।।
ও বলে আমার ঘরে থাকে যদি ঐ।
আমার খরচ হবে কড়িপাতি কৈ।।
এইরূপে মনে মনে ভাবিয়া দুজন।
কেহ নাহি স্বীকারিল করিলে পালন।।
শেষেতে উঠনে তিনি রহিল বসিয়া।
অযতনে একদিন গেলেন মরিয়া।।
যোড় হাতে মানা করি শুন সর্ব্বজন।
কেহ না এমন কর্ম্ম কর কদাচন।।
দু সতীতে হয় সেই বিষম জঞ্জাল।
সর্ব্বদা কালের হাতে কাটে যেন কাল।।
অসময়ে কেহ কার না হয় দোসর।
রমণী এমন জাতি বড়ই পামর।।
কথায় বলে "ভাগের মা গঙ্গা নাহি পায়"।
এ সংসারে দু সংসার করা বড় দায়।।
রচে হীন কবিকার নামে নামদার।
সমাপ্ত হইল পুথি প্রণাম আমার।।

বেশ্যা বিবরণ নাটক।

PART I

THREENY CHURN DASS

CALCUTTA

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোং
বিজয়রাজ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৬।

[1869]

কেদারনাথ দাস দে দ্বারায় মুদ্রিত

বেশ্যা বিবরণ নাটক।

বেশ্যা কর্ত্তৃক গান।

.কি জানি কি করেন বিচারপতি তাই ভেবে
মরি। অনুভাবে বোঝা গেল, প্রেমের
বাজার মচ্‌কে গেল, খাটবেনাকো ছল
চাতুরি।। সইলো সই সবে মিলে, চল যাই
পলাইয়ে, ফয়েস ডাঙ্গায় বাস করি।

জ্ঞানসহ সুমতির কথোপকথন।

সুমতির উক্তি। হে নাথ চরণে ধরি বিনয় করি আমার মনের ভ্রম দূর করুন সহর যে অতি সুখময় স্থান তবো মুখে শুনিয়াছি সেবৎসর আকালে অনেকমনুষ্য সহরেগিয়ে জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন সহরের মান্য গন্য মনুষ্যরা বড়ই ধার্ম্মিক শুনিয়াছি অতিথী শালা করিয়াছিলেন এবং ইংরাজে হটেল করিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে কতগুলি কাঙ্গালিনী সহর হইতে আসিয়াছে ইহার কারণ কি তাহাদের মুখে কিবল এই বুলি উপপতি কেহ করিও না।

জ্ঞান উক্তি। প্রিয়সী শ্রবণ কর মনের ভ্রম দূর হউক আমাদের জিনি ঈশ্বর তুল্য মান্য গন্য মুল্লুকের কর্ত্তা দুষ্টের দমন করেন শ্রিষ্ঠের পালন করেন তিনি এক সুবিধান করিয়াছেন বোধ হয় সুজনের পক্ষে সৌভার্গের বিষয় যাহাদিগে কাঙ্গালিনী বলিয়া জ্ঞান করিতেছ তাহারা কাঙ্গালিনী নহে বিষময় কাল শাপিনী বেশ্যা নাম ধরে যে পুরুষকে একবার ডংসন্ করে তাহার জিবনাবধি জাতনাতে জিবন যায় অতএব সেই কালসর্প সরুপিনী বেশ্যা ওহারা ওহাদের দ্বারায় অনেক অনউপকার হইয়া থাকে ওহারা আপ্ত সুখের সুখী পর দুঃক্ষ দুঃক্ষ জ্ঞান করে না এবং পরকালের ভাবনা ভাবে না কিবল অর্থ প্রতি সদা মন অর্থের বশীভূত ওহারা হয় অতএব

ওহাদিগে নির্ব্বিশ করিবার জন্যে নূতন বিধি হইয়াছে ওহাদের পরীক্ষা লইলে ওহারা নির্ব্বিশি হইবে অতএব পরীক্ষার ভয়ে ওহারা পলাইয়া আসিতেছে।

সুমতির উক্তি। হে নাথ আপনি যা কহিলেন সংক্ষেপে সকলি বুঝিনু স্পর্শাক্রামক রোগ আর আরগ্য জন্যে পরীক্ষা লবেন তাহাতে ওহাদের কি ক্ষতি ডাক্তার মহাশয়দের এমত গুণ শুনিয়াছি মৃত্যু দেহের রোগ পরীক্ষা করেন জ্ঞান হয় তাঁহারা সাক্ষাৎ দেবতা দৃশ্যমাত্র সকলি জানিতে পারেন তবে যে বিস্তারিত দেখা শুনা সে কিবল বাহাল্য বিষাসৃত যে যে বেশ্যাগণ তাহাদিগে নির্ব্বিস করা কর্ত্তব্য কারণ ওহারা এক এক জন অনেক নরকে ডংসন করিয়া থাকে সে বৎসর নাথ তোমাকেও ডংসন করিয়া ছিল তুমিও বিষের জ্বালায় জাতনা বিস্তর পেয়ে ছিলে তোমার জাতনাতে আমার জাতনা হইয়ে ছিল জগদীশ্বরের কৃপায় গুণময়ী ডাক্তারমাসি হইতে গোপনে জাতনা নিবারণ হইল প্রকাশ হইলে ঘৃণাতে অভিমানে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইত কারণ আমি কূলের কূলবধূ অতএব নাথ বড়মঙ্গলের বিষয় এবিধি জিনি প্রকাশ করিয়াছেন বোধ হয় তিনি বিপদ তারণ তিনি সকলি করিতে পারেন যদ্যপি কৃপা করে আর এক বিধি প্রকাশ করেন সে হলে বড় সুখের বিষয় বিধবা রমণীগণের জাতনা দেখে প্রাণ বিদীর্ণ হতেছে আমাদের যে হিন্দু ধর্ম্ম পুরুষের পক্ষে সুখ শ্রীহীন হইলে পুরুযে পুনঃ বিবাহ করিয়া থাকে কিন্তু পতিহীন স্ত্রীলোকের বিবাহ দেন না অতএব পতিহীন স্ত্রীলোকের বিবাহ হইলে বড় মঙ্গলের বিষয় পৃথিবী অপাপ হইতে পারে কারণ বিধবা স্ত্রী হইতে পাপ ঘটিতেছে বিধবাতে অনেক ব্যাভিচারি হইয়া থাকে এবং গৃহে থেকেও অনেক অত্যাচার করে সে সব বর্ণনা করিতে অশক্ত হইলাম।

জ্ঞান উক্তি। প্রিয়সী যা কহিলে সকল যথার্থ বিধবা রমণী হইতে অত্যাচার হইয়া থাকে প্রমাণ রাবণ ভগ্নি সুর্পণখা হইতে লঙ্কা দগ্ধ হইল নইলে রাবণ কোন কালে বিনাশ হইত না অতএব প্রিয়সী ধৈর্য্য হও বিধবা রমণী বিবাহ বিলম্বে হইবে বিবেচনা হয় কারণ জিনি আমাদের বিচারপতি তিনি আমাদের মঙ্গল চিন্তা সর্ব্বদা করিতেছেন দেখ সহরকে কি সুখময় স্থান করিয়াছে গ্যাসের আলো জ্ঞান হয় প্রতিনি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি আবার প্রজালোকের জন্যে জল অন্যদেশ হইতে আনিতেছেন এবং রেলওয়ের রাস্তা অতি চমৎকার করিয়াছেন আর যে তারের

খবর বর্ণন করিতে নারি আর অন্য২ অনেক বিষয় সুখের জন্য হইয়াছে অতএব বিচারপতি বড় ধার্ম্মিক অন্ধ অতুর অভাজন এহাদের পক্ষে পিতা মাতা সম আর বিচার অতি চমৎকার।

সুমতির উক্তি। হে নাথ তব মুখে বিচারপতির গুণ শ্রবণ করিয়ে বড় সুখী হইলাম কিন্তু এক নিবেদন মম অনুগ্রহ করিয়ে প্রকাশ করুন সহরস্ত বেশ্যাগণ কিরূপ মন্ত্রণা করিতেছে শ্রবণ করান শুনিতে বাসনা হইল মম।।

সৌদামিনীর সুমন্ত্রণা জ্ঞান বক্তা।

সুমতি স্রতা।

পয়ার। সইলো মন্ত্রনা করিছি শুন মন দিয়ে বাবাজীর সঙ্গে রব সেবাদাসী হয়ে। সেবিব বাবাজী পদ রহিব হরিষে। চিরদিন সে জন আমায় ভাল বাসে।। তাঁর মন চিরদিন আমা প্রতি আছে। ভয়েতে প্রকাশ নাহি করে মম কাছে।। আকার ইঙ্গিতে প্রায় তিনি বলে ছিল। এতদিনে তাঁর বাসনা পূর্ণ হইল। মানে মানে রহিব তাঁহার সঙ্গি হয়ে। শিং ভেঙ্গে বাছুর হব পালে মিশাইয়ে।। বাসনা করিব পূর্ণ তুষিব বাবাজী। এ কূলে থাকিতে মন হয়নাক রাজী।। এ কূলের সুখ যত শেষ হয়ে গেছে। ভেক লব বৈষ্ণবি হব এসব মিছে।। বাচ্ছা কাচ্ছা হবে দুট মাবলে ডাকিবে। এ কূলে থাকিয়ে আর কি লাভ হইবে।। ত্যজিয়ে কালীর নাম কৃষ্ণকে ভজিব। কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমি হয়ে সদা সুখে রব।। হইব শমন জয়ী কৃষ্ণ নাম গুণে। কৃষ্ণ বলে পার হব এ ভব তুফানে।। ঘরে ঘরে মেগে খাব বলে কৃষ্ণ হরে। কার সাধ্যে কে আমারে ধরিতে বা পারে। তারিণী দাসেতে বলে এই যুক্তি সার। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল অনিবার।।

পচার মায়ের বিলাপ।

পয়ার। সইলো সই বুঝি এবার প্রাণ যায়। যে শুনি লোকের মুখে মরি যে লজ্জায়।। সে কথা কহিতে নারি কহিব কেমনে। অভিমানে প্রাণ ত্যাজিব করিছি মনে।। যে শুনি লম্পট মুখে শুনে ভয় হয়। পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া মম সাধ্যে নয়।। সাধ্যে নারী নহি আমি হই ব্যাভিচারী। কি রূপে পরীক্ষা দিব তাই ভেবে মরি।। সাদ্ধে নারী সীতাসতী জগজ্জনে জানে। পরীক্ষা লয়ে ছিল রামচন্দ্র আগুণে।। অগ্নি কুণ্ড মধ্যে সীতা প্রবেশ করিল। পুনঃরায় অগ্নি হইতে বাহির হইল।। মস্তকেতে

ছিল পুষ্প সেহ নাহি পোড়ে। সীতাসম সতী নারী নাহিক সংসারে।। আমি ব্যাভিচারিনী সদা কুকর্ম্ম করি। কত যে করিনু পাপ কহিতে না পারি।। কত শত উপপতি সঙ্গে নাহি হয়। কেমনে পরীক্ষা দিব তাই করি ভয়।। বয়েস হইল ভারি অঙ্গে নাহি বল। ক্ষুধানলে অঙ্গ জ্বলে সদা খাই জল।। বিশেষ গ্রীষ্মকাল রৌদ্রের উত্তাপে। হৃদয় সুখায়ে যায় সদা অঙ্গ কাঁপে।। বয়েস বিকারে ব্যস্ত করে সর্ব্বক্ষণ। হইয়াছে ভীমরতি ভ্রান্ত সদা মন।। তারিণী দাসেতে বলে ভাবিলে কি হবে। ত্বরা করি পরীক্ষা দিতে চলহ সবে।। হইয়াছে ভীমরতি ভয় কর কেন। দুর্গা২ বলে সবে করহ গমন।।

নব রঙ্গিনীর উক্তি।

পয়ার। কি কর্ম্ম করিনু আমি সহরে আসিয়ে। আশা মাত্র মিছে হল ভয়ে কাঁপে হীয়ে।। যে শুনি লোকের মুখে মরি যে লজ্জায়। প্রাণ ভয়ে লজ্জা ভয়ে সকলে পলায়।। কি করিব কোথায় যাব তাই ভাবি মনে। লুকাইতে স্থান মম নাহি ত্রিভুবনে।। দেশে গেলে জীবন যাবে নিশ্চয় জানি। কুলেকালী দিয়ে এনু বধিবেন প্রাণী।। ভাই মহা রাগি ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি মানে। মস্তক করিবে ছেদ হেরিলে নয়নে।। ধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগি হয় জানি চিরদিন। বয়ের হুকুমে তিনি চলে সর্ব্বক্ষণ।। বহু হন কত্তা দাদা এড়ে গরু সম। মনের ঘৃণাতে সহরে এসে ছিলাম।। অন্ন বস্ত্র হীন হয়ে চিরদিন ছিনু। অনেক যন্ত্রনা পেয়ে সহরে আইনু।। সহরে আসিয়ে মম কি সুখ হইল। শুনিয়ে নূতন বিধি প্রাণ উড়ে গেল।। দুক্ষের কপালে সুখ কভু নাহি হয়। আমি অতি অভাগিনী জানিনু নিশ্চয।। মরণ মঙ্গল মম জীবনে কি সুখ। এত দিনে জানিলেম বিধাতা বৈমুখ।। অভাগি আসিতে নূতন বিধি হইল। এ জীবন রাখাতে আর নাহিক ফল।। দুর্গা বলে প্রাণ ত্যায়াগিব গঙ্গা জলে। গঙ্গা মৃত্যু হলে সুখী হব পরকালে।। শুনেছি হাঙ্গর আছে জাহ্নবির জলে। হাঙ্গরে খাওাব দেহ দুর্গা২ বলে।। এ পাপ দেহ রাখা কর্ত্তব্য নহে আর। অন্নপূন্নার ঘাটে যাওয়া যুক্তি হয় সার।। শুনেছি লোকের মুখে হাঙ্গর তথা আছে। অনেক মনুষ্যগণে ধরিয়ে খেয়েছে।। সেই ঘাটে জাওয়া যুক্তি হয়তো বিধান। হাঙ্গরেরে দিয়ে দেহ হব পরিত্রাণ। তারিণী দাসেতে বলে মিছে ভাব কেন। দুর্গা২ বলে ডাক স্থির কর মন।।

সুধা মুখীর সাহস।

পয়ার। শুন সই তোরে কই ভয় মম কারে। চিরদিন না রহিতে হবে এ সংসারে।। জন্ম মৃত্যু দুই হয় বিধির লিখন। মরণে যে ভয় করে অতি অভাজন।। না হতে তুফান হালি ছাড়িলে কি হবে। মিছে ভাবনায় কেন সবে মরি ভেবে।। উবিস্থিতে ব্যবস্থা সর্ব্বলোকে কয়। বজ্রাঘাত হলে রাম নাম সবে নয়।। এ দেহ অনিত্য দেহ অসার সংসার। মায়াতে মোহিত হয়ে আমার২।। আমি কার কে আমার বুঝিতে না পারি। আমার আমার করি সদা ভেবে মরি।। কেবা মম সঙ্গে জাবে মিছে কেন মরি। সঙ্গের সাঙ্গ আমিকারে নাহিক হেরি। সুখের কারণ সবে সঙ্গি হতে চায়। বোঝা হইল সে দিন যাইয়ে থানায়।। সঙ্গেতে নাহি গেল পুরুষ এক জন। থানা মধ্যে বেশ্যাগণ করিনু গমন।। সোহাগিনী আদরিনী বলে সবে কয়। কিন্তু দিন সঙ্গের সঙ্গি কেহ নয়।। ভদ্রতা প্রকাশ করি সঙ্গে নাহি গেল। নিজ২ মান লয়ে গৃহেতে রহিল।। পর জ্ঞান করি সবে মায়াত্যাগি হয়ে। অনায়াসে থানা মধ্যে দিলেন পাঠায়ে।। যদি হতেম কূলের কূলবধূ নারী। সে হলে কি এ দুর্দ্দশা হত আমাদেরি।। সকলি কর্ম্মের ফল বোঝা হল ভেবে। যেমন করেছি কর্ম্ম তেমন ফলিবে।। কর্ম্মের ফল ফল মধ্যে প্রধান হয়। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল সবে কয়।। ভাবিলে আর কি হবে নিফল ভাবনা। পরীক্ষা দিতে জাব ভাবিয়ে ত্রিনয়না।। আমার মরণ না হবে নিশ্চয় জানি। জীবের মৃত্যু নাহি লোক মুখতে শুনি।। দেহমাত্র ত্যাগ হবে মৃত্যু নাহি হবে। আমি যে পদার্থ বস্তু দীপ্তমান রবে।। পুরাতন বসন ত্যজি নূতন বসন পরে। সে রূপ জীবের মৃত্যু এ ভব সংসারে।। আমি নাহি মরিব দেহ মাত্র যাইবে। পুনরায় এই ভবে আসিতে হইবে।। এবার আসিয়ে ভবে বেশ্যা নাহি হব। জবনে কূলেতে জন্ম গ্রহণ করিব। স্বামীহীন হলে পুনর্ব্বিবাহ করিব। হিন্দু কূলে জন্ম আর নাহিক লইব।। হিন্দুকূলে মনুষ্য নাহিক এক জন। হিন্দু ধর্ম্ম মিছে মাত্র বুঝিনু এখন। পরীক্ষা দিতে জেতে হল জবন ঠাই। পরীক্ষা দিয়ে পুন গৃহে আসিব নাই।। জাহ্নবি জীবনে দেহ করিয়ে অর্পণ। বাদসার গৃহে জন্ম করিব ধারণ।। বাদসা ঘরে জন্ম লয়ে বিবি হয়ে রব। নিজ জোরে হিন্দু ধর্ম্ম বিনাশ করিব।। হিন্দু ঘরে জন্ম লয়ে সুখ নাহি হল। হইয়ে বিধবা দুক্ষে কত দিন গেল।। বেশ্যা হইয়ে কিঞ্চিৎ সুখ হয়ে ছিল। সুখের গোড়া হতে বজ্রাঘাত পড়িল।। হায়রে দারুণ বিধি তোর বুদ্ধি

নাই। বিধবা নারী দুক্ষ জেনে কি জান নাই।। বিধবা করেছ জারে তারে রাখ কেন। ব্রহ্মা অস্ত্রে ব্রহ্মা তুমি বধোহ জীবন।। সকলি তোমার সৃষ্টি তুমি করিয়াছ। কি জন্যে ব্রহ্মা তুমি জাতি ভেদ করেছ।। সকলি করিয়াছ হে নিজ ইচ্ছা মতে। তোমা ছাড়া বল দেখি কে আছে জগতে। পিতা তুমি মাতা তুমি তুমি পরিজন। তুমি পুত্র তুমি কন্যা তুমি বন্ধুগণ।। তাহার প্রমাণ বলি করি অনুমান। মাতৃ গর্ভেতে যখন জন্মায় সন্তান।। কেহ না জানিতে পারে সন্তান কেমন। গর্ভ মধ্যে তুমি তাহা করহ নির্ম্মাণ।। তোমার ইচ্ছাতে সেই পৃথিবীতে পড়ে। কন্যা হল পুত্র হল বলে সর্ব্ব নরে।। কার কন্যা কার পুত্র দেখ ব্রহ্মা ভেবে। সকলি তোমার কর্ম্ম আছ সর্ব্ব জীবে।। সর্ব্ব জীবে আছ তুমি তুমি বিশ্বময়। উৎপত্তি নিবিত্তি যত তোমা হতে হয়।। তুমি মূল মূলাধার জেনেছি নিশ্চয়। হিন্দুগণে সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেহ মহাশয়।। গোপনে সকলি করে থাকে হিন্দুগণ। গোপনে করিয়ে কার্য্য সাধু হয়ে রন।। প্রকাশেতে পাপ হয় জেনেছে নিশ্চয়। নর মাঝে কি রূপে তরিবে তাই ভয়।। ছিল কোথা এসেছে কোথায় নাহি জানে। যখন যাইতে হবে কি হবে সে দিনে।। নরগণে কি করিবে করিবে রোদন। কার সাধ্যে নাহি হবে রাখিতে তখন।। জেনে শুনে তবু লোক লোকাচারে চলে। জাতি নষ্ট হবে বলে ভাবেন সকলে।। নিকেশ দিতে হইবে নাহি জানে মনে। নরের মধ্যেতে গণ্য হব এই জানে।। তুমি ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা সকলি তোমার। তুমি পাপ তুমি পুণ্য জগত সংসার।। তব কাছে শটতা চাতুরি নাহি রয়। জারে যা করাও তুমি সে তাই করয়।। তোমারে লুকায়ে করে হেন সাধ্যে কার। ব্রহ্মা রূপে তেজময় জগত সংসার।। আমি যা করেছি পিতা তুমি সব জান। নিজ গুণে অধিনীরে কর পরিত্রাণ।। পরীক্ষা দিতে চলিলাম নর নিকটে। নিজ গুণে রেখ পিতা এঘোর সঙ্কটে।। তারিণী দাসেতে বলে এই বাক্য সার। পরীক্ষা দিতে চলহ ধনি এইবার।। অন্যায় পরীক্ষা তথা দিতে নাহি হবে। দৃশ্যমান ভাল মন্দ জানিতে পারিবে।।

সমাপ্তঃ।

বদ্‌মাএস জব্দ।

ও

ইংরাজ রাজনীতি।

অর্থাৎ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ বিধি প্রচলনে
কলিকাতায় দুষ্ট ব্যক্তিগণের ভাব পরিবর্ত্তন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত
প্রণীত।

কলিকাতা।

শোভাবাজার কালীপ্রসাদ দত্তের ইষ্ট্রীট
১২ নম্বর ভবনে পদ্য প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৭৬ সাল।

মূল্য /০ আনা মাত্র।

[1869]

ইংরাজ রাজনীতি

ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে কোটী কোটী ধন্যবাদ। ইহাঁরা আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত স্থানে২ প্রহরী, ডাকঘর, বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে বিবিধ নিয়ম বদ্ধ করিয়া অহরহ আমাদিগের মঙ্গল চেষ্টাতেই বিব্রত রহিয়াছেন। সত্য বটে, ইঁহারা সময়ে২ একটী কর স্থাপন করিয়া দরিদ্র প্রজাগণকে কষ্ট প্রদান করেন, কিন্তু একথা আমাদিগের বলা অতিশয় অন্যায়, কারণ রাজা কখনই আমাদিগকে কষ্ট প্রদানে বাঞ্ছিত নহেন তাঁহারা যে সকল কর স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা কেবল আমাদিগেরই উপকারার্থ, তাঁহাদিগের ইংলণ্ডীয় ধনাগার পরিপূর্ণার্থ কখনই নহে ইংরাজ রাজগণ তবু আমাদিগের নিকট কর স্বরূপ প্রার্থনা করেন কিন্তু কোন২ বিদেশীয় রাজগণ ধনের প্রয়োজন হইলে ধনি প্রজার যথা স্বর্বস্ব লুণ্ঠন করিতেও সঙ্কুচিত হন না। আমাদিগের রাজা কখনই সেরূপ অবৈধাচরণ করেন না, তাঁহারা কর স্বরূপে যে যেরূপ প্রজা তাহার নিকট সেই পরিমানেই প্রার্থনা করেন।

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের আইন গুলি অতিশয় উত্তম ইহাতে প্রজাদিগের অপকারের নিমিত্ত একটীও বর্ণ অঙ্কিত থাকে না কেবল শিষ্ট পালন ও দুষ্ট শাসন উক্ত নিয়ম সকলের উদ্দেশ্য। বলিতে কি হিন্দুগণ যখন সাধিন ছিলেন, তখন যে এপ্রকার সুখে থাকিতেন তাহাও বোধ হয় না। রাজার যে কয়টী গুণ তাহা কেবল ইংরাজেরাই অধিকার করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক জননীর যদি ১০টী পুত্র হয় তন্মধ্যে যদি কোনটী কুরূপ, কোনটী পঙ্গু, কোনটী অন্ধ এবং অন্যান্য গুলি সুরূপ কার্য্যক্ষম ও ধনবান হয়, তাহা হইলে কি জননী উপরোক্ত পুত্র গুলির প্রতি স্নেহ না করিয়া ধনবান পুত্র গণকে স্নেহ করিবেন এবং তাহারা কিসে সুখে থাকিবে সতত তাহারই চেষ্টা করিবেন কখনই নহে! কারণ জননী যেরূপ সকলকেই প্রসব করিয়াছেন তদ্রূপ সকলকার প্রতিই তাঁহার সমান স্নেহ বরং যাহারা অক্ষম তাহাদিগের প্রতিই অধিক হইতে পারে, সেইরূপ আমাদিগের জননী স্বরূপা ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী শ্বেত কৃষ্ণ সকল জাতির প্রতিই সমান স্নেহ করিয়া থাকেন এবং যাহারা তাঁহার

শিষ্ট পুত্র গণের প্রতি অত্যাচার করে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে বিধি মতে শাসন করিবেন, ইহাতে যদি কেহ দোষারোপ করে তবে সে ব্যক্তি নিতান্তই রাজভক্তি শূন্য এবং ঈশ্বরের নিকটেও অপরাধী।

বদ্‌মাএস জব্দ!

কল্য ১৮৬৯ সালের ১ এপ্রেল গত ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন অর্থাৎ বেশ্যাদিগের রেজিষ্টারি ও গর্ম্মি রোগাক্রান্ত বেশ্যাদিগের চিকিৎসা করিবার আইন প্রচলিত হইবে। সমুদায় সহরে তোল পাড় উপস্থিত, বেশ্যাগণ ঘরের ভিতরে কেহ বা বারাণ্ডায় কেহ বা দরজায় বোসে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে পাড়ার ভিতর যে স্থানে ৫ জন ইয়ারের আমদানী হয় সেই খানেই এগ্‌জামিন্‌ ও রেজিষ্টারির কথা উত্থিত হইতেছে, মধ্যে২ হাসির হোড়্‌রায় পাড়ার পশু পক্ষি চমকিত হইতেছে, বাবুদের মধ্যে কেহ বা চোদ্দ আইন পাঠ করিতেছেন, কেহ বা নিন্দা করিতেছেন এবং কাহারো মুখে কাষ্ঠ হাসি ও অন্তরে হৃত কম্প হইতেছে। ভাবিতেছেন হায় কি হোল কেমন করেই বা থানায় বাপ পিতামহের নাম লিখাইব যদি না লিখাই তাহা হইলে এক প্রকার জিয়ন্তে মরা হইয়া থাকিতে হইবে কারণ পুরুষ হইয়া যদি বেশ্যালয় গমন ও ইয়ারকি না করি তাহা হইলে জীবনেই বা প্রয়োজন কি!

ইয়ার আইন শুনি শীরে দিয়া হাত।
ভাবিতেছে হায় একি হোল অকশ্মাত।।
কি হোল কি হোল মরি হায় হায় হায়।
নূতন আইন একি ঘটাইল দায়।।
মজালে মজালে মোরে মজালে এবার।
রেজিষ্টারি না করিলে বার হত্তো ভার।।
দুনয়নে বহে ধারা দেখিয়ে আইন।
কণ্টকে আবৃত যেন প্রত্যেক লাইন।।
বুক ফেটে যায় হায় মুখ তোলা ভার।
রেজিষ্টারি করিলেই হইবে আমার।।

না করিলে বন্ধ হবে বেশ্যালয়ে যাওয়া।
বিষ সম বোধ হবে বসন্তের হওো।।
বড়তলা হইবেক নিমতলা সম।
নিমতলা ভাল এবে বোধ হয় মম।।
বালাখানা পাই খানা সমান হইবে।
মেছুয়া বাজার দিকে কে আর যাইবে।।
রেজিষ্টারি কোরে বল আর কোন পাজি।
মুখ তুলে বুক ঠেলে যাবে সোণাগাজি।।
বাহার দেখিয়া কেবা বাহবা বা চলিবে।
উট মত মুখ করি কেন বা বলিবে।।
বারইয়ারেতে যুটি হোড়রা বলিয়া।
বেশ্যালয়ে না যাইবে ঢলিয়া ঢলিয়া।।

ইয়ার এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে সে স্থান হইতে উঠিয়া অন্য পাড়ায় একটী দলে গিয়া যুটিলেন। পাঠক! স্থির দৃষ্টিতে দর্শন করুন এই স্থানটী অনুরূপ কৈলাসপুরি কি না এখানে একটী মহাদেব আছেন এবং তাঁহার অধিনে অনেকগুলি নন্দি ভৃঙ্গিও খাটিতেছে, মহাদেবের আকৃতিটী সেকেলে মহাদেবের ন্যায় নহে ইঁহার রঙ্গ কৃষ্ণ বর্ণ নাসিকা উচ্চ হাতপাগুলি বাঁকারির ন্যায় পাদপদ্মের গোড়ালি দুটী ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতেছে, হঠাৎ দেখিলেই রাম নাম স্মরণ করিতে হয়। ইঁহার আশ্রমে চারিটী হুঁকা ক্রমাগত উত্তপ্ত ভাবেই চলিতেছে একটীতে তামাক একটীতে চরস একটীতে গাঁজা ও আর একটীতে গুলি বেড়াইতেছে। মহাদেবকে সকালে কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। পাঠক! বিরক্ত হইবেন না আমাকে ক্ষমা করুণ কথায় কথায় অনেক দুর আনিয়াছি এক্ষণে আসুন ইয়ারের কাছে বসা যাউক দেখি ইনি কি করেন ইয়ার দলে গিয়া চুপ করিয়া বসিলেন এক জন জিজ্ঞাসা করিল কি বাবা তুমি যে কুনোবেড়ালের মতন চুপ কোরে বসে রয়েছ ইয়ার কহিলেন আর বাবা আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে যে নূতন আইন বেরিয়েছে আমাদের দফাই একেবারে সাল্লে। দ্বিঃ কেন হে আইন বেরিয়েছে রাঁড়েরাই জব্দ হবে তা আমাদের কি।

প্রঃ নিছক রাঁড়েরা জব্দ হবে না লোচ্চাদের জব্দ কর্ব্বার জন্যই হয়েচে এর নাম তো চোদ্দ আইন নয় বদ্‌মাএস জব্দ আইন। কেন না দেখ না কেন তুমি একটী ইয়ারের শীরমণী তামাম দিন এত গুলি নেসা কল্লে কিন্তু রাত্তিরে একবার সিদ্ধেশ্বরীতলা কিম্বা বালা খানা টোল না দিলে বাঁচনা কিন্তু এখন আর তা হবার যো নেই রেজিষ্টারি না কোরে দরজায় মাথা গলালেই জরিমানা—তুমি গরিব মানুষ ঘট্রে, বাট্রে সরিয়ে মৌতাতের জোগার কর জরিমানা দেবার ক্ষমতা হবে না কাজেই সন্ধে হোলে গাড়ুর মতন চুপ কোরে বোসে মসাতাড়াতে হবে। কেমন এখন বুঝলেত বদ্‌মাএস জব্দ কি না। শ্রোতার এই সকল কথা শুনে অম্নি পেটের পিলে চম্‌কে গেছে—খানিক হাঁ কোরে বোসে থেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন আচ্ছা আমি যদি বাবু হোয়ে সোণাগাজি যাই, আমি বাবু হোতে এখনি পারি অক্লেশে আজ রাত্তির মধ্যেই মোদোধোপার ঘরে সিঁদ দিয়ে এক সুট ভাল কাপর বার কোরে আনিগে আর বোসেদের বাড়ি থেকে মোনে কল্লে পঁচিস জোড়া ভাল জুতো আন্তেও পারি। প্রঃ সেতো চিরকেলে কথা আজ আর আমায় বোল্‌চ কি আমি ওসব বিদ্যে জানিনি না কখন করি নি কিন্তু বাবু হলেই যে নিস্তার পাবে তারতো কোন মানে নেই। দ্বিঃ তাতেও নিস্তার নেই তবেই ত সাল্লে এখন কি করি আর চুরি ওতো কোর্ব্বোনা কেন মিছে পরের লোক্‌সান কোর্ব্বো। প্রঃ চুরি ডাকাতির কথা ছেড়েদেও ঘোড়া হোলে চাবুক হোতে কত ক্ষণ এখন যে ঘোড়াই পালালো তা চাবুক নিয়ে তুমি কি কোর্ব্বে বল! আমি একটী কথা বলি যে খালিতো এখানে কোন আমোদ হয় না ভাই, পাঁচ জন ইয়ারে মিলে এ স্থানে বোসে গটরা কোল্লে কেমন হয় বল দেখি কিন্তু এখন তা এক বারে বন্দ হোলো হাজার রেজিষ্টারি কর, কিন্তু এক জনের বেশি দুই জনের যাবার জো নাই। দ্বিঃ কি বোল্লে রেজিষ্টারি কোল্লে দু জনার যাবার জো নাই তবে আর কি হবে! আঃ কোম্পানিতে কি বিপদই ঘটালে আর এখানে টেঁকতে দিলেনা বাবা! দেখ প্রথমে হুকুম কল্লে যে রাত্তিরে আবকারির আড্ডা বন্ধ থাকবে, কিন্তু তাতে আমাদের তো কিছু কত্তে পাল্লে না, শেষ কালে শুঁড়ির দোকানের পেছুন কার জানালাবন্ধ থাকাতে আবার আবকারির বাজার ক্রমে ক্রমে এম্নি গরম কোরে তুল্লে যে ছোঁয়া যায় না তার উপর আবার এই জুলুম। প্রঃ ওহে আদত খানা জান এটা ছোট বিলেত কোর্ব্বে এখানে আর বাঙ্গালী থাকতে দেবে না।

দ্বিঃ তা ঢের দিন বোঝা গেছে তা নইলেইবা এত কোর্ব্বে কেন এরপর হয় তো আবকারির আড্ডা সব তুলে দেবে তা হলে কাজে কাজেই মালদোয়ে মাছির মতন আমাদেরো আবকারি আড্ডার পেছুনে পেছুনে ঘুরতে হবে।

এস্থানে ত এই রূপ লোচ্চাদের বিলাপ ধ্বনি শ্রবণে সূর্য্যদেব কমলিনী-প্রণয় হেতু রেজিষ্টারি ভয়ে আস্তে২ পালাবার যোগার কচ্চেন কুটিওলারা হাস্য বদনে পাঁচ ছয় জন করিয়া দলে দলে টুল ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন সাদা ধুতি চাপকান ও পাট করা মল মলের চাদরে রাস্তা আলো হইয়া উঠিল পূর্ব্বে পাট করা পাগড়ি প্রচলিত ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রায় নাই যা দুএক টা আছে তাহা পাকা মাতা ভিন্ন উঠে না কাজেই সে গুলি মাঝে মাঝে নর্দ্দমার ধারে দেখিতে পাওয়া যায় সে যাগ এখন নব্য কুটিওলারা রাস্তায় নামিয়াই দেখিলেন যে বাঙ্গালা চোদ্দ আইন বহির্গত হইয়াছে মূল্য ডের আনা প্রায় দল পেছু দু চার খানা উঠে গেল কেউ বোল্লেন যে ডেলি নিউসে ওর গোড়াগুড়ি সব পড়িচি কাজেই তাঁর আর লইবার দরকার হোলোনা, কেহ বা রাস্তায় পড়িতে পড়িতে চলিলেন। কেহ বা কহিলেন তাই তো হ্যা এত ভারি বিপদে ফেল্লে তন্মধ্যে কোন কোন পাড়া গেঁয়ে বাবু বল্যেন যে বাবা যা ভয় তোমাদের আমাদের অত নয় এখানে কুটুম বাড়িও নেই আর শ্বশুর বাড়িও নেই যে মুখে চুনকালি দেবে সচ্ছন্দে থানায় গিয়ে নাম লিখায়ে আসবো, আর এক জন বোল্যেন যে, সে কি হে! সচ্ছন্দে থানায় গিয়ে চোদ্দ পুরুষের নাম লিখায়ে আসবে! পাড়া গেঁয়ে বাবু বল্লেন তা এলুমই বা তারা তো আর চোদ্দ পুরুষকে ধোরে টানাটানি কর্ব্বে না কেবল নামটি মাত্র লিখে নেবে তাতে আর দোষ কি। এক সহুরে বোল্লেন যে হ্যাঁ তোমাদের পক্ষে বড় বিপদ নয় বটে কিন্তু আমাদের তো তোমাদের মতন জাওয়া নয় আমাদের ইয়ারকি দিতে যাওয়া তাতো হবার যো নাই বদ্‌মাএসির দফা একবারে সাল্লে। একস্থানে বোসে যে দু জন ইয়ার নিয়ে মদ খাবে তা আর হবে না দশটার পর এক জনের বেসি দু জনের থাকবার হুকুম নেই। আর এক জন বোল্লেন হাঁঃ রেখে দাও, "বড় কল্লে ভাতার পুত সব কর্ব্বে নাতি।" তুমিও যেমন খানকি পাড়ায় কি না হচ্চে বল দেখি তা দশটার পর দু জন থাকতে পাবে না বল্লে! এঁরা তো এই রূপ বীরত্ব প্রকাশ কত্তে কত্তে এগুলেন, পশ্চাতে এক দল প্রবিণ অফিসার বল্‌তে বল্‌তে আশ্চেন, ইংরাজদের মতন রাজা কি আর হবে

দেখ দেখি কেমন এক আইন বার করে বদ্‌মাএসদের জব্দ কোল্লে! ব্যাটারা ভারি মাগ ফেলে বেশ্যার বাড়ি ঢলাঢলি করে, এখন তেম্নি জব্দ হয়েছে, দেখ না, বাবুদের মুখ গুলি শুকিয়ে গেছে! আর এক জন বোল্লেন মিত্রজা মহাশয় ও কথা কন কেন আমার ছেলে টীকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ কল্লুম বেড়ে দশ টাকা রোজগার কোচ্চে কিন্তু কোল্লে হবে কি আবাগের ব্যাটাকে মদে আর রাঁড়ে একবারে খেয়ে রেখেছে মাইনেটী পাবার সময় আশ্চে আর অম্নি একটা না একটা ছুতো খুঁজে ঝকড়া আরম্ভ কোত্তে লাগল ক্রমে বেড়ে কোরে ঝকড়াটী পাকিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেল তার মধ্যে মাইটেনী পেলে, দিন কতক খুব আমোদ কোল্লে তার পর সে গুলি ফুরিয়ে গেল, তখন বাড়িতে এসে মানুষের মতন দিন কতক থাকবে। মহাশয় আগে এ রকম ছিল না। বোউমাটী মরে গেলে ব্যাটার একটা দাসীর সঙ্গে থাকে তার পর সকলে টের পেলে সে বেটীকে নিয়ে একটী ঘর ভাড়া কোরে রাখলে সে মাগি ইতর কস্মি তার সঙ্গে বনাবনি হবে কেন, দিন পাঁচ ছয় বাদেই নালিস ফরেদ হতে লাগল এক দিন সন্ধের পর দেখি যে থানার লোকেরা গ্রেপ্তার কত্তে এসেছে মহা বিপদ উপস্থিত। তার পর, দিনআষ্টেক লুকায়ে রেখেছি মহাশয় আমাদের বংশে এ রকম কখন হয় নি সে মকদ্দমাটা চুকে গেলে দিন কতক বেস ছিল এখন আবার ভূতে ধোরেছে। এখন হরির ইচ্ছায় এই আইন টাতে যদি সুদরে যায়। তবেই ভাল তা নহিলে তো আর বাঁচা যায় না।

এদিকে নিশানাথ হাসিতে হাসিতে নারিকেল গাছের উপর হইতে ক্রমে গগণে উঠিতে লাগিলেন। বারবধূগণ বিরষ বদনে ক্ষুন্য চিত্তে প্রদীপ জ্বালিতে আরম্ভ করিয়া যথা যোগ্য বৈঠকখানায় হুকা হস্তে আগমন করিলেন। (পাঠক এস্থলে অনেক কথা ছিল কিন্তু সে সকল বর্ণনা করিতে গেলে পুস্তক দীর্ঘ হইয়া উঠে সুতরাং পরিতজ্য।) সময় ও জলের স্রোত উভয় সমান দেখিতে দেখিতে রাত্রি আট্টা বাজিল ছুটো লোচ্চারা দঙ্গল বেঁধে বলাবলি কচ্ছে যে চল হে বিজয়া দশমির মতন আজ কিছু দিনের মতন বাড়ি বাড়ি দেখা কোরে আসা যাগ, বোলে চল্লেন। বেশ্যাদের ভাবনায় পেট ফুটে উঠছে কখন আসে কখন আসে মনে কোরে ঘর বার কচ্চে। কাহারো বা ঘরে নায়ক উপস্থিত, নায়িকা নায়ককে কেঁদে বোল্লে যে হ্যাঁরা এত দিনের পর কি আমায় ছেড়ে দিবি নায়ক শুনে অম্নি চমকে উঠে বোল্যে সে

কি! একথা কে বোল্লে! নায়িকা: না কেউ বলে নি আমিই বল্চি কেন না শুন্তে পাচ্চি নাকি কান্কে চোদ্দ আইন জারি কোরে সকলকে ধরে নিয়ে যাবে যার যার বাঁধা লোক আছে তাদের সব নাম নেকাতে হবে তা তুই কি জাবি আমার তো বোধ হয় না! নায়ক: জাবনা! আমি ছেড়ে যদি বাড়ি শুদ্ধ লোককে নিয়ে যেতে হয় তো তাও নিয়ে যাব। নায়িকা: তা তুই যেন নামই লিখিয়ে এলি তার পর আমাকে যে আবার এগ্জামিন কর্ব্বে।

এই রূপ প্রতি ঘরেই আমোদ ঘুরে গিয়ে মরা কান্না হতে হতে রাত প্রভাত হইল সূর্য্যদেব বদ্মাএস দিগের জব্দ দেখিবার নিমিত্ত পুনরায় আকাশে উঠিলেন। আজ থেকে আইনানুসারে কার্য্য আরম্ভ হবে বদ্মাএস ও বেশ্যা মাত্রেই শশঙ্কিত। ভয়ে ভয়ে খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে অনেকেই নাম লেখাতে চোল্ল। এদিকে কতক গুলি লোক এগ্জামিন কোত্তে আরম্ভ কোল্লে বাজারে হুজুগ্ উঠলো, কেউ বলে পিচকিরি দিচ্চে কেউ বলে শলা দিচ্চে এতে আরো সকলকে কাঁপিয়ে তুল্লে। সংবাদ মিসি বাঁধা কাগজ ইত্যাদি পত্রে গদ্য পদ্য প্রেরিত পত্রে স্থান পাচ্চেনা সম্পাদকেরাও আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ কত্তে কসুর কচ্চেন না। এদিকে দেখতে২ বেশ্যা পল্লি খালি হয়ে পোল্লো সব পালাতে আরম্ভ করেচে। যে বানফোঁড়ার দিনে কাঁসারি পাড়ার সং দেখবার জন্ন নূতনবাজার হইতে ফজদারী বালাখানা পর্য্যন্ত বারাণ্ডা সকল ভাঙ্গিয়া পড়িবার উদ্যোগ হয় তাহারা বেশ্যা শূন্য হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। বদ্মাএসেরা যে দিকে নেত্র পাত করে দীর্ঘ্য নিশ্বাস না ফেলিয়া কদাচ সে দিক হইতে নেত্র ফিরায় না। প্রায় সকল বেশ্যালয়ই খালি পড়িয়া আছে, চন্দন নগর গুলজার হইয়া উঠিল। যে বাড়ির দশ টাকা ভাড়া সে বাড়ির ভাড়া পঞ্চাশ টাকা ডাঁড়ালো কলিকাতায় বেশ্যালয়ের বাড়িওলারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রি কালে বেল ফুল, বরফ, গোলাপি গাণ্ডেরি, ও চেনাচুরওলাদের চিৎকার করাই সার হইতে লাগলো লওয়া দুরে থাক কেহ দরও করে না, দোকানে তইয়ারি মৎস, মাংস, ডিম্ব, বেগুনি, ফুলুরি ও কচুরি ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য সকল রাস্তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কাঁদিতে কাঁদিতে নিইয়ে যেতে লাগলো সুতরাং দোকানিরা দোকান বন্ধ না করে থাকতে পাল্লে না। বাবুরা বেড়াতে এসে অশ্রু পূর্ণ নয়নে ফিরে যেতে লাগলেন। চন্দন নগরের বদ্মাএসদের দিগুনতর বদ্মাএসী বেড়ে উঠলো এবং

কলিকাতার বদ্‌মাএসেরা মৃত প্রায় হোল, কেন না তারা আর বদ্‌মাএসী কত্তে পাচ্চে না, কালাপেড়ে ধুতি নয়ন সুখের চাইনাকোর্ট লাক্‌চাঁদির বাড়ির যুতা আড়্‌কাটায় তুলে রেখে বাইসমানি, এনগ্রেভিং, প্রেস ম্যানি ইত্যাদি নিজ নিজ শিক্ষিতি কার্য্যে বেরোতে লাগিলো। আর গাঁট কাটা ইত্যাদি কর্ম্মে তত ব্যস্ত নাই কেনই বা থাকবে যে যা কর্ম্ম করে অক্লেশে তাতে দিনযাপন হতে পারে কিন্তু তার ভিতর লাকপতি বাবু হতে গেলেই হাত টান শিখতে হয় কারণ যে ব্যক্তি ছয় টাকা মাহিনার কর্ম্ম করে তার পায় এক যোড়া ছয় টাকা দামের জুতা প্রতি শনিবারে বেশ্যালয়ে দশ টাকা খরচ কিন্তু কোম্পানির কাগজ নাই কোথা থেকে এত বাবু গিরী চলে, চুরি ভিন্ন্য কখনই হইতে পারে না, কিন্তু এখন আর সে সকলের দরকার নাই, এক এক বার পোশাক গুলির প্রতি নজর পড়িলে দীর্ঘ্য নিশ্বাস ত্যাগ করে মাত্র, এক দিন সন্ধ্যাকালে এক জন বাবু ঐ রূপ কর্ম্ম করে এলেন এসেই ঘরে কাপর ছেড়ে পা হাত ধুলেন পরে একটী ডাবা হুকা হাতে কোরে দাওয়ায় এসে পিঁড়ে পেতে বোসলেন ক্রমে ক্রমে আর আর দুই চারিটী ইয়ারও এসে যুটলো শেষ কালে বাবু বোল্‌চেন যে হ্যাঁ আমাদের দশাটী ঠিক কি রকম হয়েছে বল দেখি এক জন বল্‌চেন যে আমরা যেন জিয়ন্তে মৃত হয়ে আছি বাবা বাবু বোল্লেন যে তাও বটে আবার দেখ আমরা যেন পা থাকিতে খোঁড়া বিনা দোষে কয়েদ, আচ্ছা মজাটা হোল কিন্তু , এক চোদ্দ আইন বেরিয়ে সকল লোককে জব্দ কোরেছে, ইংরেজদের ধন্যবাদ। তাঁরা এই কথা বোলে চলে গেলে এক জন কবি একটী কবিতা প্রস্তুত কল্লেন সেই কবিতাটী নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

চতুর্দ্দশ রাজ বিধি হইল প্রকাশ।
বদ্‌মাএসেরা ভাবে একি সর্ব্বনাশ।।
চৌকিদার জমাদার পাড়ায় পাড়ায়।
চতুর্দ্দশ রাজনীতি ঘোষিছে ঢেঁড়ায়।।
বেশ্যাগণ ভাবে কর অর্পিয়া মাথায়।
হায় কি হইল মোরা যাইব কোথায়।।
আর না যুটিবে অলি শুকাইবে কলী।
এত দিন পরে বুঝি উলটিল কলি।।

কেমনে এখানে আর আসিবে নাগর।
কেমনে করিবে কার্য্য মান হানি কর।।
কেমনে লিখাবে নাম যাইয়া থানায়।
কেমনে বলিবে আমি রেখেছি ইহায়।।
সে যেন করিতে পারে প্রণয় কারণ।
তত্রাচও দেখিতেছি আমার মরণ।।
পরীক্ষা করিবে নাকি ডাকতার গণ।
কেমনে করিবে হেন যত বিজ্ঞ জন।।
ভদ্রের সন্তান তারা নিজে ভদ্র লোক।
গরিবেরে বিনা দোষে দেয় মহাশোক।।
কি দোষে বা দোষী মোরা রাজার নিকট।
আমাদের প্রতি কেন আইন বিকট।।
নাহি পুত্র নাহি পতি নাহি পিতা মাতা।
নীচ বৃত্তি প্রতি বাদ সাধিল বিধাতা।।
এই কথা বলি তারা ছাড়িছে নিশ্বাস।
বোধ হয় এবে বুঝি হোল কণ্ঠা শ্বাস।।
বদ্‌মাএসেরা এবে আইন দেখিয়া।
নিজ নিজ অভিপ্রায় দিতেছে ছাড়িয়া।।
চৌর্য্য বৃত্তি ছাড়ে চোর দেখিয়া শুনিয়া।
প্রবঞ্চক নাহি ভ্রমে বঞ্চনা করিয়া।।
মাতালেরা রাত্রি কালে মদ নাহি পায়।
মৌতাতি মৌতাত বিনা হয় মৃত প্রায়।।
কুলবতী পায় পতি সন্ধ্যার সময়।
মনের আনন্দে গায় বৃটিসের জয়।।
জয় বৃটিসের সে জয়।

সমাপ্ত।

শেষ পাতার বিজ্ঞাপন।

পদ্য প্রকাশ যন্ত্রে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল বিক্রিয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

চাই বেলফুল।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র দাস ঘোষ
কর্ত্তৃক প্রণীত।

প্রথমবার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দে এণ্ড কোং
পাথুরিয়াঘাটা ৫নং ভবনে
আনন্দোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

[1872]

Printed by Kedarnath Dey
এই পুস্তক উক্ত যন্ত্রে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

চাই বেলফুল

মালাকারের গীত।

রাগিনী ঘোমটা। তাল খেমটা।

তোরা কেউ টাটকা বেলের মালা কিন্‌বি।
গলায় দোলালে শেষে কত সুখ জান্‌বি।
মতিয়া বেলের মালা, নিভাবে মদন জ্বালা,
খোঁপায় দিয়ে গড়ো মালা, গড়াগড়ি খেলবি।।
(মালাকারের বোল)— চাই বেলফুল!

গোলাপ তোড়া, গোড়ে মালা, বোঁটা কাটা, আর জুঁয়ের মালা; পল্লে যাবে সকল জ্বালা, ক্ষুধাপাবে সকাল বেলা; চিনি ভিজান ডাবের জল, খেয়ে কর্‌বি শরীর শীতল; অমনি দেহ হবে তাজা, ইচ্ছে হবে কলাই ভাজা; আমার এক্ষনি মালার গুণ, কত নাগর হবে খুন; গুণ কোরে সব ঘরে২, রাখবি নাগর আদর করে; গন্ধে উল্‌সে উঠবে গা সক্ থাকে তো নিয়ে যা।।
(চাই মজেদার বেলফুল) চাই ডবল্ গোড়ে।

মালাকারের রব শুনিয়া বঁধু বিরহে আদ্দ বিবির
প্রতি ক্ষেতু বিবির খেদোক্তি।

লঘু-ত্রিপদী।

আহা কি শুনিনু মরমে মরিনু,
মনের আগুন দ্বিগুণ হলো।
শুনে বেলফুল হইনু আকুল,
অকুলেতে প্রাণ পড়িল।।
শুন লো সজনী, দিবস রজনী,
যতেক যাতনা সই।

এ বসন্ত কালে, সে সদা কালে,
হৃদেতে দংশিছে ঐ।।
উহু মরি মরি, কি করি কি করি,
বিচ্ছেদ গর্ম্মীতে মরি।
প্রাণ যায় যায়, কে করে বজায়,
উপায় বল কি করি।।
যার প্রেমাধিনী আমি চিরোদিনী,
তার কি উচিত এই।
করে অনাথিনী, বিফলে যামিনী,
কোথায় কাটালে সেই।।
কালি গো নিশিতে, যেন গো নিশিতে
পেয়েছিল মোরে সই।
হয়ে দিশে হারা, শুয়ে গুণি তারা,
এদুঃখ কেমনে সই।।
নিভাইতে জ্বালা বোঁটা কাটা মালা,
কিনিনু মনেরি সাধে।
করি মনোজাই বিছানা সাজাই,
সকলি পড়িয়ে কাঁদে।।
গোলাপের তোড়া, গোড়ে এক ছড়া,
কিনিনু যতন করি।
কার গলে দিব, কারে সাজাইব,
ভাবি সারা বিভাবরি।।
মদন আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ
হুহু স্বরে ছুটিছে কণা।
ফুলের বাহার নাহিক গো আর,
সব অন্ধকার বিনে সে জনা।।

গীত।

রাগিণী চল বাহ্বা। তাল কলসী কাচা।

কেন হইল এমন।
মম প্রাণ ধনে কেবা করিল হরণ।।
কি দিবস কি রজনী, দহিতেছে গো সজনী,
বিহনে সেই গুণমণি, এ অধিনীর মন।
বৃথা আর এ জীবন, জীবনে গিয়ে জীবন,
জীবনে দিব অর্পণ; অঘোরচন্দ্র বলে ও প্রাণ,
ত্যাজনা ত্যাজনা লো প্রাণ, প্রাণে২ গাঁথা
যার প্রাণ, কোথা রবে সে প্রাণ ধন।।

ক্ষেতু-বিবির প্রতি আন্দ-বিবির প্রবোধ।

পয়ার

শুন শুন ওলো সই ভেবে কি করিবে।
নাথের বিরহে কিলো প্রাণেতে মরিবে।।
মজেছে সে মজায়েছে কি ভাবনা তার।
সময়ে অসিবে সখা ভেবোনালো আর।।
ঐ দেখ মালা লয়ে যায় মালাকর।
ওরে ডেকে ফুল কিনে পুষ্প শয্যাকর।
গোড়ে মালা কিনে কর খোঁপার সাজন।
ফুলে গাঁথা পাখা নেও করিবে ব্যজন।।
বোঁটা কাটা দুই ছড়া নেওলে যতনে।
পরিবে আর পরাইবে নাগর রতনে।।
জাতি জুঁথী জুঁই আর নেও শেফালিকা।
নব প্রেম বাড়াইবে সে নব মল্লিকা।।
বিচ্ছেদের পরে প্রেম অতি সুখদয়।
অনাবৃষ্টির পরে যেন চাতকিনী হয়।।

তেমতি হইবে সখী বঁধুর মিলনে।
কেন২ মালা কেন কেনালো যতনে।।

গীত।

রাগিনী আষাঢ়ে। তাল ভাদুরে।

মালা নেলো চাঁদবদনি
মনোদুখ দূরে যাবে আস্‌বেলো তোর নাগরমণি।।
বেল গোলাপ জুঁই সেঁউতি জাতি, গৌর
ভেতেমাতায় যে মধু মালতী, নানাবিধ ফুল
নেলো রসবতী, নাগর হেরে খুশী হবে লো ধনী।।

ক্ষেতু বিবির মালাকরকে আহ্বান।

বলি ও ভাই বেলফুল! কত করেহে? একবার এদিকে এস! দু-এক ছড়া হবে কি?

মালাকরের প্রবেশ। গীত।

রাগিণী রসে রসে। তাল দেখলে খসে।

ওকে ডাকলেগো আমায় ভেবে পাইনে কূল।
শুনিয়ে তার মধুর বাণি-মম প্রাণ হচ্ছে আকুল।।
এনেছি ফুল টাটকা মত, দিব তারে চাবে যত,
বাঁধা রব জন্মের মত, যোগাইব ফুল।।

(নাগরের প্রবেশ)

নাগরের প্রতি নাগরীর ভৎর্সনা।

লঘু-ত্রিপদী।

এ কি অপরূপ কেন হেন রূপ,
তোমার দেখিতে পাই।
যাও হে সেখানে; ছিলে হে যেখানে,
পথ ভুলি বুঝি এসেছো ভাই।।
দেখেও দেখ না, শুনেও শুন না,
ভাল বাসি প্রাণাধিক।

ছি ছি একি কাজ, নাই তব লাজ,
ধিক২ তোমায় শতেক ধিক্।।
ও পোড়া বদন, আর দরশন;
করিতে মানস নাই।
নাই হেথা স্থান, যাও যথা মান,
অপমান কেন হইবে ভাই।।
লম্পট নাগরে, কিবা কাম করে,
বিষধর সম সেই।
পেলে সুসময়, আর কোথা রয়,
দংশে মাত্র যে ফল এই।।
বিষের জ্বালায়, দেহ জ্বলে যায়,
জ্বালাওনা বঁধু আর।
দুধ কলা দিয়ে, ছিলাম হে পুষিয়ে
ভাল সাজা দিলে তার।।

গীত।

রাগিনী ফোঁস ফোঁস। তাল বগ দেখেচু।

পুরুষের লীলা চমৎকার।
বিষধর সম বিষ হৃদেতে যাহার।।
প্রথমে মিলন হলে, ফাঁদে ফেলে নানা ছলে,
যেন চন্দ্র হাতে দিলে, শেষে অন্ধকার।।

নাগরের উক্তি।

যা বলেহ তাই ভাল মরে আছি প্রাণ।
তোমার পিরিতে পড়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ।।
এক দিন আসি নাই তাই পেয়ে দোষ।
নানা মতে বলিতেছ করি এত রোষ।।

মনে ভেবে দেখ সব নিজ অপরাধ।
সুযোগ পাইয়া বুঝি সাধিতেছ বাদ।।
পুরুষে করিলে তুমি ভুজঙ্গ সমান।
লাজ নাহি হলো ইথে ছি ছি ওলো প্রাণ।।
চালনী হইয়া সূচে নিন্দা কর ধনী।
সাবাস রমণী জাতি সাবাস রমণী।।
কসায়ের মত থেলো তব ব্যবহার।
দুধ কলা দিয়ে কেন করলো প্রহার।।
ভুজঙ্গ বলিলে তাতে নাহি অপমান।
ভুজঙ্গে বিনাশে সেবা কে তার সমান।।
অঘোরচন্দ্র বলে ভাই বলিয়াছ সার।
কসাই কালী রমণীর সাক্ষী দেখ তার।।

রাগিনী গামলা। তাল ম্যাচলা।

স্ত্রী জাতি কঠিন অতি খুরে নমস্কার।
দুয়া হলে চাট ছোড়ে একি চমৎকার।।
ফ্যান আমানী খোল ভূষি, গামলা ভরা জাব
রাশি, খেয়ে খেয়ে খোদার খাসি, তবু মাথা
নাড়া তার। দেখতে যেন ম্যানাসিঙ্গে, তেল সিঁদুর দাও
সিঙ্গে, শেষে এমন ফোঁকায় সিঙ্গে, প্রাণে
বাঁচা ভার।।

নাগরীর উক্তি।

কি বলিলে বল বল শুন বল বল হে।
রমণী কঠিন জ্ঞান কেমনেতে হলো হে।।
মিছরির ছুরি বল আর কারে বলো হে।
তুমিই নমুনা তার দেখিতেছি কাল হে।।
ভেড়ার শৃঙ্গেতে যে কাটে হীরা ধার হে।

পুরুষের সনে প্রেম সমান তাহার হে।।
দশন রসনা দেখ সদা কাছে রয় হে।
দশন দংশন করে বাগে যদি পায় হে।।
মোল্লাগণের মুরগী পোষা তাহারি সে প্রায় হে।
খাওয়াইয়া শেষে গলে ছুরিটী লাগায়ে হে।।
ঠুঙ্গি পুরে দুধ ছোলা যেমন টিয়ায় হে।
খাওয়ালে শিকলি কেটে তবু বনে যায় হে।
তাই বলি রসরাজ কেন কর ছলা হে।
যেথা ছিলে তার দাঁড়ে খাও গিয়া ছোলা হে।।
এতেক বলিয়া ক্ষেতু ঈষৎ হাসিল রে।
নাগর মনের ভাব তখনি বুঝিল রে।।
অঘোরচন্দ্র বলে ভাই ভাব কেন আর হে।
ফিরেছে কপাল কায সাধ আপনার হে।।

পয়ার।

এত শুনি রসরাজ লয়ে বেল ফুল।
ক্ষেতুর খোঁপায় দিয়ে হইল আকুল।।
কাম শরে সর সর জ্বর জ্বর হয়ে।
অনঙ্গ রসেতে মাতে প্রিয়সীরে লয়ে।।
রসে রসে রসালাপ কতই হইল।
উন্মত্ত মাতঙ্গ যেন মাতঙ্গী পাইল।।
উভয় বিচ্ছেদানল সব নিবারিল।
প্রেমের তরঙ্গ মালা উথলি উঠিল।।
মালা দিয়ে মালাকর বাহিরেতে যায়।
'চাই বেলফুল' বলে রগড় লাগায়।।

বেলফুলের প্রতি গ্রন্থকারের উক্তি।

পয়ার।

সাবাস্ লো বেলফুল সাবাসি তোমায়।
আহা কি বা রূপ খানি ধরেছে ধরায়।।
সৌরভে মোহিত কর মন সবাকার।
অলি আসি মধু রাশি পেয় লো তোমাব।
কমল ত্যজিয়া অলি এসে তব ঠাঁই।
কি যাদু জানলো যাদু ভাবি আমি তাই।।
ধন্য ধন্য সেইজন ধন্য সে জন।
তোমায় এ গুণে সেবা করিল সৃজন।।
কিন্তু তোরে হেরি বড় হলো মনে ভয়।
বাসি হলে স্বরূপ বিরূপ তব হয়।।
কেহ না গলায় পরে না গোঁজে খোঁপায়।
অলি আসি বসি দেখি আসি বলি ধায়।।
মনোহরা রূপ খানি তখন না রয়।
সুচারু সৌরভ তব আর নাহি বয়।।
ধুলায় ধুসরা হয়ে কোথা পড়ে থাক।
গুড়াগুঁড়া জল কাদা ছাই গায়ে মাখ।।
তোমায় নিরখি তাই ভাবি অনুক্ষণ।
আমারেও সেই জন করিল সুজন।।
আহা মরি এই দেহ গর্ব্ব করি যার।
প্রাণান্ত হইলে অন্তে হবে ছার খার।।
ওলো বেলফুল আমি তাই বলি তোরে।
সকলি অনিত্য ধনী এ ভব সাগরে।।
গলে তোরে পরি মিছে দিই লো বাহার।
হেলে দুলে তুমি মিছে কর অহঙ্কার।।

অতএব শুন ধনী যুকতি আমার।
মিছে কেন ভব ঘোরে ঘুরে মরি ,আর।।
মম নামে এক জন মম হৃদে আছে।
ভক্তিরূপা ভোর হয়ে এস তার কাছে।।
পিরীতি করিয়া তারে বাঁধিবে এমন।
পিরীতের বশে যেন রহে অনুক্ষণ।।
তারপরে শুন ধনী আছে যে উপায়।
ধরিবলো চল সৃজনকারির যে পায়।।
সে পায় উপায় হবে নৈলে নিরুপায়।
বাঁধা মনে বাঁধা দিব এখনি সে পায়।।
তখন ধরিয়া তুমি আপনার বেশ।
বিধিমতে বিকশিতা হইবেক শেষ।।
সুচারু সৌরভ তবে এমন বাহিবে।।
বিধাতার মন যেন মোহিত করিবে।।
গলাতে দুলিবে তাঁর দোল দোল করি।
অলস না করি কিবা দিবা বিভাবরি।।
তবেত তাঁহার দয়া হইবে লো ধনী।
চরমে অনাশে পাব চরম তরণী।।

সমাপ্ত।

মা এয়েচেন!!!

প্রহসন

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা।

মানিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।

সম্বৎ ১৯৩০।

মূল্য চারি আনা।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

[1873]

ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

কানাই বাবু।

গিরিশ বাবু।

বেহারা।

স্ত্রী

মোহিনী .... বেশ্যা।

কামিনী .... ঐ।

শশিকলা .... কানাই বাবুর স্ত্রী।

মঙ্গলা.......... ....প্রতিবাসিনী মাসী।

মা! .... ওরফে গিরিশ বাবু।

মা এয়েচেন!!!

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেশ্যালয়: মোহিনীর গৃহ।
(কামিনী ও মোহিনীর তাস খেলা)

কামিনী। আ মলো। এবারে আমার হাতে একখানিও রং পড়ে নি।

মোহিনী। এবার কার রং কি তা তুই জানিস?

কা। অবাক্! তা আর আমি জানিনে! — ইস্কাবন।

মো। তবে যে বোল্‌ছিস্, রং পড়েনি?— রঙের সায়েব যে তোর হাতে!— ন্যাকা।

কা। (হাস্য করিয়া) ঐ জন্যই আমি ও কথা বোল্‌ছিলেম! ঐ কথাটী শোন্‌বার জন্যই আমার এত আকিঞ্চন। — সায়েবটা হাত ছাড়া হয়েছে, তাই বলি দেখি, দেখি তুমি কি বল! — এই নাও বাবা তোমার সায়েব।

(তাস প্রক্ষেপ)

মো। (সহাস্যে) এসো বাবা! — (তাস প্রদান) — কেন? — তোমার কি সায়েবে দরকার নেই?

কা। এই এসো। — দরকার আছে, কিন্তু তোমার মত অত নয়।

(তাস প্রক্ষেপ)

মো। পাস দেবো?

কা। কেন? — তুমি রঙের রাণী — তুমি পাস দেবে কেন?

মো। তবে কি টেক্কা দেবো?

কা। নাও—নাও—ন্যাকামো ছাড়; খেলো।— বোল্‌তে গেলে তুমি হলে আজ কাল সহরের টেক্কা, — তোমায় কথায় আঁটবে কে?

(বেহারার প্রবেশ)

মো। কি র‍্যা সুক্কন?

বেহা। বিবিসাব! ইয়ে শনিচরমে আপ্‌কা সাথ্‌ যো বাবু বাগিচামে গিয়া থা, উহ্‌বাবু এক আদ্‌মি ভেজা বেল্‌ দিয়া, আনে মাংতা।

মো। আসতে চায়?— আচছা, আমাদের কানাই বাবু বাড়ী এয়েচে কি না, জেনে আয় দেখি (বেহারার প্রস্থান)
— ভাই আমার একটা বিন্তি।

কা। এর মধ্যে কিসের বিন্তি হলো? কই দেখি?

মো। এই হরতনের সায়েব বড়। (কাগজ প্রদর্শন ও তাস ধরা)

কা। হরতনের ত এখনো কিছু পিট যায়নি, তবে তোর বিন্তি ভেঙে দিই। (হরতনের টেক্কা নিক্ষেপ)

মো। তুই ভারি কেঁইয়ে। আমার হাতের পঞ্চাশ হাত রইল, ডাকবার সময় দিলি নি? (হরতনের গোলাম খেলা)

কা। আমায় কেঁইয়ে বল কেন যাদু, খেলার গুরুই কেঁইয়ে। (পিট তুলিয়া লওয়া) — ও কি তুই রঙের নওলা পেলি? —দাঁড়া, ধারে নিচ্চি। এই রঙের গোলাম খেল্লুম।

মো। যা ভাই, তুই সব হাতের তাস দেখছিস! আমি আর খেলবো না। (হাতের সমুদয় তাস ছড়াইয়া পিটের কাগজের সঙ্গে মিশানো)

কা। যা! কাগজ ফেলে দিলি? তবে আর আমি এখানে থেকে কি কোরবো! আমি চল্লেম। (তাস ফেলিয়া গাত্রোত্থান)

মো। (অঞ্চল ধরিয়া বসানো) না-না— এরি মধ্যে যাবি কোথা? একটু বোস্‌; আমার মাথা খাস্‌।

কা। আর ভাই বোসে কি কোর্‌বো! তুই ত আর খেল্লিনি, এবার খেল্লে তোমায় কুড়ী ভেস্তা কোত্তেম! এখনো আমার হাতে এক হাত রং ছিল।

মো। তুই ভাই কখন আর রং ছাড়া থাকিস্‌।

কা। এই দেখো, উল্‌টো দমবাজী; আমি না তুমি? এই এরি মধ্যে কেমন

এক নতুন রং বাধিয়ে বোস্‌লে।

মো। তা থাক ভাই, এখন তোর ওসব রং ঢং রাখ, সেই যে দিন তুই যে গানটী গেয়েছিলি, সেইটী একবার গা না ভাই।

কা। কোন্‌টা লো?

মো। সেই যে,— সেই— কি ভাল,— মনে পড়ে না,— সেই-- আ-মর! মনেই আস্‌ছে না,— সেই যে— "কি করে আমার মনো"— না কি এই রকম।— সেইটী।

কা। হাঁ, হাঁ,— গাচ্চি,— শোনো।

গীত।

রাগিনী-বেহাগ খাম্বাজ। তাল পোস্তা।

সখি, সতত দেখিতে তারে চাহে নয়নে।
হৃদয়ে জাগিছে রূপ, ভুলি কেমনে।।
যে করে আমার মনো, পরে কি জানে,—
পলকে প্রলয় জ্ঞান, কি করে মানে,—
হেরিছি কি ক্ষণে।।

মো। সত্যি ভাই, এই গানটী আমার বেশ মিষ্টি লাগে। মাইরি। আর একটী গানা কামিনী।

কা। এবার কোনটা গাব বল্‌ দেখি।

মো। যা ইচ্ছা; কিন্তু ভালো দেখে।

কা। আমার ভালোলাগলেই কি তোমার ভাল লাগবে?

মো। তোমার মুখে যা বেরোয়, তাই আমার ভাল।

কা। ভাল বাস্‌লেই ঐ কথা বোল্‌তে হয়। তবে গাচ্চি। (চিন্তা করিয়া)

গীত।

রাগিনী-ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

বুঝিতে না পারি কিছু পিরীতেরি কি বিধান।
যার লাগি দুখ ভাগী সে করে পরেরি ধ্যান।।

যদি কেহ করে হিত, বোধহয় বিপরীত।

হয়ে পর অনুগত, স্বজনে অপর জ্ঞান।।

মো। ইটীও ভাই দিব্বি গীত। তোর গলাখানিও যেমন মিষ্টি, গীত গুলিও তেম্‌নি। আর দেখ্—

(বেহারার পুনঃ প্রবেশ)

—কি খবর, কি জেনে এলি?

বেহারা। বাবু নেহি আয়া। শ্রীরামপুর গিয়া।

মো। আচ্ছা, ঐ যে লোক এসেছে, তারে বোলে দে, তার বাবু যেন সন্ধের পর আসেন।

(বেহারা গমন উদ্যত)

—আর দেখ্, যেন জেয়াদা রাত করে না, বোলে দিস্।

বেহারা। বহুৎ আচ্ছা। (প্রস্থান)

কামিনী। দেখ ভাই; একটী কথা বলি, রাগ কোরো না। তুমি একজন ভদ্রলোকের কাছে রয়েছ, সে খেতে দিচ্ছে, পওে দিচ্ছে, গয়না দিচ্ছে, আর যখন যা চাচ্ছ, তাই যোগাচ্ছে, তবুও তুমি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে অপর মানুষের সঙ্গে বাগানে যাচ্ছ, অপর মানুষকে ঘরে আন্‌ছ, এটি ভাই তোমার কেমন বিবেচনা? আমি দুঃখী মানুষ, আমার এত দূর সাহস হয় না। সাহস কেন, প্রবৃত্তিই হয় না। যে দিন আমরা কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে এ পথে নেবেছি, সে দিনেই আমাদের ধর্ম্ম তো গিয়েইছে, তবু আমরা খান্‌কী হয়েছি বোলে খান্‌কীর বংশে তো আমাদের জন্ম নয়, যা করি, যা কম্মাই, এক এক বার উপর পানে চেয়ে দেখ্‌লে ভাল হয়। ইহকাল পরকাল তো আমাদের গেছেই, তবু নেমক হারামি করাটা কি ভাল?

মো। নে-নে-ভাই, তুই তোর ও পাকামী রাখ। ও সব জ্ঞানের কথা আমি ঢের শুনিছি।

কা। হ্যাঁ, তা আমি বুঝি, এ সব কথা তোমায় ভালো লাগ্‌বে কেন? কিন্তু ভাই, যা বলি আর যা গাই, এ পথে এসে অবধি একটী দিন এক লহমার জন্যেও আমি সুখী হই নি। সে দিন তো তোমাকে বলেইছি,

আমি দুখী কুলীন বামুনের মেয়ে; পোড়া কুলের দায়ে বাবা আমারে কুলীনে করেন। তা—

মো। কুলীনে করেন, তাতে কি হলো? তোর ঐ সব কুলুচি শুনতেই বুঝি বোস্‌তে বোল্লেম?

কা। তা শোন না বলি। কি যে হলো, তা যারা কুলীনের ঘরে জন্মেছে, তারাই জানে। আগে তো ঘর ঘর পাওয়া গেল না পাওয়া গেল না কোরে অনেক বয়েসে এক বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তার পর পাঁচ গণ্ডা টাকা না পেলে কুশণ্ডিকা কোরবে না, এই রকম ধনুক ভাঙ্গা পণ করে; বাবা দুঃখী মানুষ, অত টাকা কোথায় পাল্লেন না, কুশণ্ডিকাও হলো না। তার পর চার পাঁচ বছর আস্‌বে আস্‌বে কোরে মুখ চেয়ে থাকলেম, আশা মিথ্যা হল। শুন্‌লেম, তার ন গণ্ডা বিয়ে, তার চেয়ে আরো বেশী। কাজেই আমার পেছনে দুষ্ট লোক লাগ্‌লো। আমারো কেমন কুমতি হলো, কুলের দিকে চাইলেম না, বাপ মায়ের মুখের দিকে চাইলেম না, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম।

মো। তা কার সঙ্গে বেরিয়ে এলি?

কা। সে ঘরের লোকের সঙ্গেই এসেছিলেম, মামাতো ভাই। সে আমারে বার করে এনে যে কোথায় গেল, জানতে পাল্লেম না। এখন ঐ মানুষটী আমাকে রেখেছে, কিছু কিছু দেয়, দিনান্তে অন্ন থুড়ুক আর জুড়ুক, তাকেই ধোরে রেখেছি। তুমি ভাই এক জন বড় মানুষের হিল্লেয় আছ, বোল্‌তে গেলে রাজার হালে রেখেছে, তবু তোমার বার টান কেন? আমি কিন্তু অমন পারি নি। পাপ করি আর যাই করি, এখনো একটু একটু ধর্ম্মভয় আছে। নেমক-হারাম হতে পারি নি।

মো। ইস্‌। একেবারে গঙ্গাজল যে। হুঁঃ। এতেই হয়েছে। এত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করলেই তুই অন্ন করে খেয়েছিস। আমি কারো কেনা দাসী নাকি? একজনের ভাতে কি আমাদের পেট ভরে? আমাদের জেতের ধর্ম্মই এই। রেখেছে, খরচপত্র দিচ্ছে, গরজে দিচ্ছে, তা বলে কি আমি ঘরে দুটী পাঁচটী বন্ধু বান্ধব দিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো না? তাই বা আমার

কোথায়? এই জন্মের মধ্যে কর্ম্ম, আর শনিবার একটী বাবুর সঙ্গে বাগানে গিয়েছিলেম, আর আজ তিনি আসবেন বলে পাঠিয়েছেন; এই। এতে যদি আমি নেকম হারাম হই, তো হলেম, তাতে আর কি বয়ে গেল? এখন নে ভাই, তুই আর একটী গীত গা।

কা। আর ভাই গান টান ভাল লাগে না, বেলা গেল, আমি যাই, তুমি যে বাগানী বাবুকে নেমন্তন্ন করে পাঠালে, হয় তো এখনি তিনি এসে পড়বেন, তা সে সময় আমি থেকে কেবল কণ্টক হব বই ত নয়। হ্যাঁ, আর এক কথা। তুমি যে লুকিয়ে লুকিয়ে এ সব কর, তা তোমার বাবু কি কিছু টের পান্ না? কেমন করে কর? আগে সেইটী বল, তবে আমি গাব। নৈলে কখনই গাব না। —সত্যি, কেমন করে কর?

মো। (হাস্য করিয়া) হা, হা, হা! তাও বুঝতে পাচ্চো না। এ কাজ কর্ত্তে গেলে অনেক কাম খেল্‌তে হয়। আয়ান ঘোষকে ভোলাবার জন্য রাধিকাকে কি কিছু নতুন কৌশল কর্ত্তে হয়েছিল? যারা এ কাজ করে, তাদের সকল ফিকির মুটোর ভিতর। আগে আগে খুব ভালোবাসা জানিয়ে তার পরে মনের মতন ফন্দি হাঁসিল কর্‌বার জন্য নানান্ রকম খেলা খেল্‌তে হয়, যখন হাতে আসে, তখন বঁড়শী গাঁথা মাছের মতন ছাড়াবার পথ থাকে না, যে রকম ইচ্ছে, খেলিয়ে নিয়ে বেড়াই। জলের মাছ জলেই থাকে, ডেঙায় বসে আমরা যা খুশি তাই করি, কিছুই দেখতে পায় না। হাসি, খেলি, রঙ্গো ভঙ্গো করি, জলচরেদের সকলি অদৃষ্ট; আর এ পক্ষে আমাদেরও অনুকূল অদৃষ্ট। তা যা হোক্ ভাই, তুই আর একটী গেয়ে যা।

কা। আচ্ছা ভাই, একান্তই যদি ছাড়লে না, তবে একটী গেয়ে যাই, কিন্তু দেখো, বজায় রেখে কাজ করো।

রাগিনী কালাংড়া। তাল আড় খেমটা।

এই কি তোমার সখি পিরীতেরি রীতি।
যে করে যতনাধিক ছলনা তাহার প্রতি।।

তুষিয়ে প্রিয় বচনে, আশয়ে তুলি গগনে।
হেন নাহি ছিল মনে, পুনঃ দেখাইবে ক্ষিতি।।

মো। বাঃ! বেঁচে থাক কামিনী। যে দুটী গীত আগে গেয়েছিলি, তার চেয়ে এটী আরো সরেস! তোর মুখে গান শুনতে এই জন্যই আমি বড় ভালো বাসি।

কা। গান ভালবাস আর নাই বাস, মনে মনে যা যা তোমার ভালবাসা, যদি বুঝে থাক, বিবেচনা করে কাজ করো। এখন আমি চল্লুম, আর বেলা নেই, অনেক কাজ আছে।

মো। হ্যাঁ আমারো অনেক কাজ আছে। এখন গা হাত পা ধুই গে, কিন্তু কাল যেন দেখা হয়; একটু সকাল সকাল আসিস্।

(দুই দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কানাই বাবুর অন্দরমহল; রান্নাঘর।

(প্রদীপ হস্তে শশিমুখীর প্রবেশ)

শশী। বামুন ঠাক্‌রুণ চলে গেছেন, তাঁর খাবার দাবার কি কিছু রেখে যান নি। তিন দিন আজ বাড়ীতে নেই, আজ হয়ত আসবেন, যদি আসেন— (এক পার্শ্বে ঢাকন চাপা আধার দেখিয়া) এই যে, বামুন ঠাক্‌রুণ এখানে খাবার রেখে গেছেন। (বাম হস্তে প্রদীপ ও দক্ষিণ হস্তে ঢাকন খুলিয়া দেখিয়া) লুচি, ডাল, পাঁঠার কালিয়া, সবই তো রেখেছে। (বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ হাঁসের ডিমের দম কৈ? দম না হলে তাঁর তো খাওয়া হয় না। (চিন্তা করিয়া) তাঁর তো তিন দিন থাকবার কথা নয়। বলেছিলেন, এই যাচ্চি, রাত্রে যদি আসতে না পারি, কাল সকালেই আস্‌বো। যে দিন গেল, কাল গেল, আজো যায়, তবু আস্‌চেন না কেন? কোন ব্যামো স্যামো ত হয়নি। কে জানে, আমার পোড়া কেবল ঐ অলক্ষণই গায়। চখের উপর রেখে দুদণ্ড নাকি ভালো করে দেখতে পাই নি, তাই জন্য মনে মনে কেবল মন্দই গায়। তিনি যে আমায়

দেখতে পারেন না, সে জন্য আমার কিছু মাত্র দুঃখ নাই, যাতে তিনি সুখে থাকেন, তাতেই আমি সুখী, তা ডিম—

(নেপথ্যে) ও ঝি! ঝি! আ মলো! কেউ যে উত্তর দেয় না! আছে না মরেচে? বলি ও ঝি-ই-ই-ই।

শশী। (স্বগত) এই বুঝি এলেন। তা ঝি কি বাড়ী নেই? কেউ উত্তর দিচ্ছে না কেন? আমি ত আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উত্তর দিতে পারি নি। আহাঃ। হয় তো সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, কত ক্লেশই হয়েছে! তা যাই, আমিই খাবারগুলি নিয়ে উপরে যাই। (এক হস্তে প্রদীপ ও অন্য হস্তে খাবারের থালা লইয়া গমনে উদ্যত)

(বাবুর প্রবেশ)

বাবু। এই যে এ ঘরে আলো জ্বলচে; তবে উত্তর দিচ্চে না কেন? কেবল দাও, দাও, দাও, খাওয়াও, খাওয়াও, খাওয়াও! তা হলেই আমি চরিতার্থ হলেম। (গৃহদ্বারে অর্দ্ধ প্রবিষ্ট হইয়া) খাবার দাবার কি এখনো কিছু প্রস্তুত হয় নি? এঘরে কে আছে?

শশী। এই যে সকলই তয়ের হয়েছে, আমি নিয়ে যাচ্চি।

বাবু। (সরোষে ঘৃণার সহিত) কৈ, কিঁ নিয়ে যাচ্ছিস দেখি? (ঢাকনা খুলিয়া) এই? আমার মুণ্ডু নিয়ে যাচ্ছেন! কৈ, আমার দম কোথা? যাঃ! আমি খাবোনা। (পশ্চাৎ আবর্তন)

শশী। (সসম্ভ্রমে) যেও না, রাগ করে যেও না. আমার মাথা খাও। আজ একাদশী, বামুন ঠাক্রুণ দৈবাৎ ভুলে গেছেন, তা নয় আমিই তয়ের করে দিচ্চি। নিষ্যাস আজ আসা হবে জান্লে এতক্ষণ আমি তয়ের করেই রাখ্তেম। তা ত ঠিক জানা ছিল না,— তুমি ততক্ষণ আমার ঘরে গিয়ে একটু বসো, হাতে পায়ে জল দাও, একটু ঠাণ্ডা হও, আর ঝি যদি বাড়ীতে না থাকে, আমি তামাক সেজে দিয়ে আস্চি, তামাক খাবে চলো, ততক্ষণ আমি দম্ তয়ের করে নিয়ে যাচ্চি।

বাবু। (বিকট মুখে হস্ত নাড়িয়া) তামাক খাবে না তোর মাথা খাবে। হ্যাঁ। আমার আর কোথাও যাবার দরকার নেই, দুদণ্ড আমোদ আহ্লাদ কর্বার

ইচ্ছা নেই, এই অন্ধ খোপের ভিতর বসে বসে ওঁর প্যাঁচা মুখ দেখি, তা হলেই আমি স্বর্গে যাব আর কি! যাঃ। আমি খাব না!

(দ্রুতপদে গমনোদ্যত)

শশী। (শশব্যস্তে সম্মুখে গিয়া দক্ষিণ হস্তে পথ অবরোধ) ও গো! একটু দাঁড়াও, আমার মাথা খাও, যেও এখন, একটুখানি বসো, এখুনি আমি দম তয়ের করে দিচ্ছি। বামুন ঠাক্‌রুণ দৈবাৎ ভুলে গেছেন, তা কি আর খাওয়া হবে না? তুমি না খেয়ে যাবে, আর আমি সারাটী রাত ঘর, বার করে মর্‌বো! একটুখানি বসো, তোমার পায়ে পড়ি, মাথা খাও।

বাবু। (সক্রোধে) যা যা! সরে যা! বামুন ঠাক্‌রুণ। বামুন ঠাকরুণ্‌! সে বেটীও যেমন হারামজাদী, তুইও তেমনি হারামজাদীর মেয়ে হারামজাদী! (সজোরে ধাক্কা এবং আহার পাত্র সহ শশীমুখীর ভূতলে পতন) ওঁদের হারামজাদ্‌গী আর আমি বুঝতে পারি নি! হুঁঃ!— সো সো করে আমাকে ঘরে রাখবার ফিকির!

(বকিতে বকিতে বেগে প্রস্থান)

শশী। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি অভাগ্যি মা!— ফেলে দিয়ে গেলেন! এই কথায় এতই কি রাগ হলো? (চিন্তা করিয়া) না খেয়েই গেলেন! কত কষ্ট হবে! যেখানে গেলেন, তারা কি আর খাবার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, না মুখের দিকে চাবে? আমার মন যেমন জ্বলচে, তেমন আর কার জ্বলবে। বামুন ঠাক্‌রুণ আজ এমন কাজ কেন করলেন? দুটি ডিম তয়ের কত্তে আর কতক্ষণ হতো? (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) আহা! একটু যদি বস্‌তেন,— আমি কি আর ওঁকে যেতে বারণ কত্তেম, আর বারণ কল্লেই কি থাক্‌তেন? তেমন অদৃষ্ট কি আমার? রোজই তো যান, ঘরে আর কবে থাকেন? এমনি কপাল, বিয়ে হয়ে অবধী একটী দিনও দুদণ্ড ভালো করে দেখ্‌তে পাইনি। তাও সচ্চে, একবার খাবার সময় ঘরে আসেন, তখনো যদি দুটো মিষ্টি কথা কন, তবু প্রাণটা জুড়োয়। তাও নয়, কেবল লাঞ্ছনা আর ছিছিকার! তাই যা হোক, আজ যদি কিছু

খেয়ে যেতেন, তা হলে মনটায় তিরিপ্তি থাক্‌তো। হয় তো সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি! আমি পোড়াকপালী মর্‌তে—

(নেপথ্যে) বউ মা কি রান্নাঘরে?

(একটী বাটী হস্তে মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। এই যে বৌ-মা। ও মা! আমায় একটু দু (দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি? এসব খাবার দাবার ছড়ানো কেন? কানাই কি রাগ করে ছড়িয়ে ফেলে দে গেলো নাকি? তাই বুঝি বক্‌তে বক্‌তে রাগভরে চলে যাচ্চে? হ্যাঁ বৌ-মা! হয়েছে কি?

শশী। (সসম্ভ্রমে মনের ভাব গোপন করিয়া) কে? মাসী-মা? হয়েছে আমার মাথা! আজ তিন দিন বাড়ী ছিলেন না, আজ আস্‌বেন, জানতেমও না, তবুও যদি আসেন, এই ভেবে বামুন ঠাক্‌রুণকে খাবার দাবার তয়ের কত্তে বলি, যেই বামুন ঠাক্‌রুণ রেঁধে বেড়ে চলে গিয়েছেন, অমনি তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন। ঝি ঝি বলে ডাক্‌ছেন, শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেম, দোর গোড়াটায় জল পোড়েছিল, ঠাওর পাইনি, পা পিছ্‌লে পড়ে গিয়েছি, আর এই সব ছড়িয়ে গিয়েছে! তাই দেখে তিনি রাগ করে বেরিয়ে গেলেন! তাই আমি বসে বসে ভাবচি, আর কাঁদ্‌চি, বলি খাওয়া হলো না, সমস্ত রাত উপুসী থাকবেন, কত ক্লেশ না জানি হবে।

মঙ্গলা। আহা! তাই তো, খাওয়া হলো না। ঐ জন্যেই বাছা অমন করে বক্‌তে বক্‌তে যাচ্চে বটে।

শশী। কপাল আমার! কি করবো বল! একটুখানি থাকতে বল্লুম, দাঁড়ালেন না, রাগ করেই চলে গেলেন।

মঙ্গলা। তা দাঁড়াবে কেন? ওর যে রকম স্বভাব বিগড়ে গেছে, বাড়ীতে কি এক দণ্ড মন তিষ্টোয়। কিন্তু ধন্নী বরদাস্ত বউ মা তোমার।

শশী। ও কথা আর বলো না মাসী-মা। উনি যাতে সুখী থাকেন, যাতে ভালো থাকেন, তাতেই আমি সুখী, কিন্তু আজ যে কিছু খেয়ে গেলেন না, এই জন্যেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল্লী হচ্চে। তা তুমি কি মনে করে এসেছ?

মঙ্গলা। তোমার ঐ গুণেই পাড়াটা সুদ্ধ লোক ঝুরে মরে। এমন সতী সাবিত্তিরী মেয়ে প্রায়ই চক্ষে ঠেকে না। আহা! সেইজন্যেই তোমার কপালে এত দুঃখু।

শশী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তা তুমি কি জন্য এসেছ মাসী-মা?

মঙ্গলা। এই খোকার দুদটুকু ছিঁড়ে গেছে, ক্ষিদেয় টা টা কর্‌চে, কোথাও পেলেম না, তাই একটু দুদের জন্য এয়েচি। আছে কি?

শশী। আছে, চল দিই গে। (খাদ্য কুড়াইয়া উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেশ্যালয় মোহিনীর গৃহ।

(গিরিশ বাবু ও মোহিনী উপবিষ্ট— সম্মুখে বোতল, গ্লাস ও সানক)

গিরি। দেখ মম্মোহন। তোমার কথাগুলি যেমন মিষ্টি, বুদ্ধিটুকু তেম্নি তীক্ষ্ণ। যেন ক্ষুরের ধার।

মোহি। (হাস্য করিয়া) কেন, কাটে না কি?

গিরি। (হাস্য করিয়া) যা কাট্‌বার, তাই কাটে! এখন নাও, এক পাত্র ঢালো (উভয়ের মদ্য পান) আর দেখ মোহিনী, সে দিন বড় মজা হয়ে গেছে।

মোহি। কি রকম?

গিরি। ভারি মজা। যে রাত্রে তুমি যেই এলে, আমি রেখে গেলেম, রাত তখন প্রায় চার্‌টে, অনেক ডাকাডাকির পর দরোয়ানরা দরজা খুলে দিলে, বাড়ীর ভিতর ঢুকলেম, কিন্তু শোবার ঘরে কক্ষে পেলেম না। মাগ বেটী বোধ হয় জেগেছিল, বজ্জাতি করে দোর খুল্লে না। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, গালাগালি শ্রাবণ মাসের মূষল ধারার মতন বৃষ্টি কর্‌লেম। কিছুতেই কিছু হলো না। শেষকালে সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে উড়ুনিখানা মুড়ি দিয়ে বীরভদ্রের মতন লম্বা হয়ে বারাণ্ডায় শুয়ে পোড়্‌লেম। তাতে কি ঘুম হয়? ঝোঁকটা থাকলেও যা হোক্ হতো, কিন্তু শেষ রাত্রে সেটা প্রায়ই থাকে না, এক রকমের আমোদ আর এক রকম হয়ে দাঁড়ায়। তখন কেবল জলতৃষ্ণা আর ছট্‌ফটানি সার হয়। ঘুম তো হলোই না

মশার উৎপাতে সর্ব্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, আজ পর্য্যন্ত সে দাগ আছে, যেন বসন্ত উঠেছে। এই দেখ। (গাত্র প্রদর্শন)

মোহি। (মৃদু হাসিয়া) এই মজা! তা তোমার কেবল একা নয়। অনেকেরি এই দশা।

গিরি। হা-হা-হা! তা বটে, এখন আর এক পাত্র দাও। (উভয়ের মদ্যপান) যা হোক, তোমার কিন্তু সাহস খুব।

মোহি। কেন কিসে দেখ্‌লে?

গিরি। তার আর জিজ্ঞাসা! এই এক জন তোমায় রেখেচে, সব খরচপত্র দিচ্ছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই, সে দিন স্বচ্ছন্দে আমার সঙ্গে বাগানে গেলে, আবার আজ খবর দেবামাত্র তখনি রাজি হয়ে বেপরোয়া আস্‌তে বল্লে, এ কি সামান্যি সাহস?

মোহি। (সহাস্যে) কথা কি জান, এই আমাদের দেশে যারা ডুগডুগী বাজিয়ে ছাগল নাচায় আর বানর নাচায়, তারা ছাগলকে নাচতে বলে, ছাগল নাচে, বানরকে বলে বাবুদের ছেলাম কর, বানর ছেলাম করে, ছাগলের উপর চড়্‌তে বলে, বানর চোড়ে বসে। আমাদের এ পেসাও ঠিক সেই রকম (হস্ত দুলাইয়া) এই আমাদের বানরকে যা বোলে বুঝাই, তাই বোঝে।

গিরি। হা-হা-হা। এই গুণেই ত বুঝে মরি ঐ গুণেই তো মরে আছি। (স্বহস্তে মদ্য ঢালিয়া) আর একটু খাও দেখি চাঁদ! বলি ঐ সঙ্গে আমারেও বুঝি বানর বানালে?

মোহি। (পান করিয়া) না না, শুধু তুমি কেন, এই সকলকেই বল্‌চি, সময় পেলে সকলেই নাচেন।

গিরি। তারিফ আছে। তা ভাই তুমি একাই খেলে, আমি একটু খাই। (মদ্যপান)

মো। আচ্ছা, গিরিশ বাবু: সে দিন ভাই তুমি নাচ্‌তে নাচ্‌তে বাগানে যে গীতটী গেয়েছিলে, সেইটী ভাই আজ একবার গাও না। বাঃ। — বড় মিষ্টি, বড় মনে হল আমি আর হেসে বাঁচি নি!

গিরি। গাইবো? তুমি যা বল, তাতেই এ গোলাম হাজির। আচ্ছা গাচ্ছি।

(অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া গীত)

রাগিনী ইচ্ছা।

প্রেম সরোবর মাঝে কি ঘাই দিলে পদ্মিনী।
যেন রুইমাছ!
ফুর ফুর করে উড়ি ফিরি মধু লোভে পিপাসিনী।
যেন ভোমরা!
অগাধ জলেতে চর, চারে বসে খেলা কর,
হয়ে আমি মন চোর, বিঁধে আনি মৃণালিনী।
যেন বঁড়শী দিয়ে!
ওলো আমার মোহিনী লো তোরে যেন বঁড়শী

(নেপথ্যে কড়া নাড়িয়া) মন্‌মোহন! মনমোহন!

গিরি। (সচকিতে সভয়ে মৃদুস্বরে) কে? কে ও? কে ডাকচে?

মো। (চুপে চুপে) সেই কালামুখো বুঝি এসেছে। (উচ্চৈঃস্বরে) হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনচি, শুনচি, দাঁড়াও বেহারাটা গেল কোথা? তেল আনতে যাই বলে গেল কোথা?

(নেপথ্যে) বেহারা আবার যাবে কোথা? এই যে সে ছিল সদর দরজা খুলে দিলে। আজ যে দেখছি, সিঁড়ির দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ, এ আবার কি রঙ্গ?

মো। (বিকৃত স্বরে) রঙ্গ আবার কি দেখলে? মরণ আর কি!

গিরি। অ্যাঁ!—মোহিনী—ও মোহিনী! আমি তবে কোথায় যাব, কোথায় নুকোবো, আমার কি হবে! কেন আজ আমি এসেছিলেম? কেন তুমি আমায় আজ আস্‌তে বলেছিলে? অ্যাঁ-অ্যাঁ— আমার কি হলো! আমার কি হবে? তুমি আমার যা হয় একটা উপায় কর মোহিনী! আমি—

(নেপথ্যে) আঃ! দোরটাই খুলে দাও না। কতক্ষণ আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো এ অন্ধকারে!

গিরি। (দাঁড়াইয়া সভয়ে) কোথা যাব মোহিনী! অ্যাঁ-অ্যাঁ— (গৃহে ইতস্তত চঞ্চল ভাবে পরিভ্রমণ)

মোহি। (গিরিশের প্রতি) তা তুমি অমন কচ্চ কেন? ভয় কি তোমার? তুমি তো আর জলে পড়নি। (মুক্ত কণ্ঠে) আর। দাঁড়াও না যাচ্ছি। এই মেঘ, এই অন্ধকার, আমার বুঝি আর ভয় করে না। বলছেন সিঁড়ির দরজা বন্ধ কেন? ঘরে আলো পর্য্যন্ত নেই। (গিরিশের প্রতি) দেখ, এক কাজ করো, কাপড় ছাড়, তোমার কাপড়, চাদর, জামা আর জুতো, এই গামছাতে বাঁধো, আর আমার এই আলনাতে যে থান কাপড়খানা আছে, সেই খানা—

(নেপথ্যে) কতক্ষণ এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবো? দোরটা খোলোই না।

মোহি। (উচ্চৈঃস্বরে) একটুও তর সয় না যে দেখি। ঘোড়ায় চড়ে এলে নাকি? বলচি ঘরে আলো নেই, আলো জ্বালি একটু দাঁড়াও। (গিরিশের প্রতি) ঐ থান কাপড়খানা পর, পরে মেয়ে মানষের মতন ঘোমটা দিয়ে পুঁটুলিটি সাম্‌নে রেখে চুপ্‌টি করে খাটের খুরোর কাছে বসো। (চীনের দেশলাই হস্তে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে) আ মলো! একটাও জ্বলে না, এমন দেশলাইও এনে দিয়েছ? একটাও জ্বলে না! কেবল সস্তাই খোঁজো, কেবল পয়সাই চিনেছ, (দেশলাই প্রজ্জলন ও পুনঃ পুনঃ ফুৎকার দিয়া নির্ব্বাণ) আ মলো! একটাও জ্বলে না যে! (গিরিশের প্রতি) হয়েছে? ঐ ধারে গিয়ে বসো, হেসো না, কথা কয়ো না, যা আমি বল্‌বো সে দিকে কান দিও না, মুখ তুলে চেও না, মাথাটী হেঁট করে চুপটী করে বসে থেকো।

গিরি। অ্যাঁ?— ঘোমটা দিয়ে বসে থাকবো? এসে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তা হলে কি হবে? তবেই ত আমি গেলেম!

মো। চুপ কর, কোন ভয় নেই।

(প্রদীপ জ্বালিয়া বোতল গ্লাস ইত্যাদি সরাইয়া দ্বার উদ্‌ঘাটনার্থে প্রস্থান ও কানাই বাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে পুনঃপ্রবেশ)

মো। (সজল নয়নে) এই তুমি আমাকে ভালবাস, আমার সব খরচ পত্র দাও, তাই দেখে এই পাড়ার ড্যাকরারা আপ্‌সোসে ফেটে মরে। হিংসেয়

হিংসেয় জর জর হয়। পাঁচরকমের পাঁচ বেটা নিত্তি নিত্তি লোক পাঠিয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, ইসারা কোরে আমার ঘরে আসতে চায়। তা আমার নাকি তোমা অন্ত প্রাণ, এ পথে দাঁড়িয়ে অবধি তোমা বই কারেও আমি জানি না, কারো কথায় আমি ভুলিও না, গলিও না, সেই জন্যে তারা করেছে কি,— দুষ্ট লোকের চাতুরী অনেক,— সেই জন্যে তারা করেছে কি, আমার মায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, আমার ওলাউটো হয়েছে;— দেখ একবার বজ্জাতি কতদূর, মার প্রাণ, সে কথা শুনে কি স্থির থাকতে পারে, ওলাউটো হয়েছে, তবেই আমি মরি,— ম' আমার না খাওয়া না দাওয়া হন্ত দন্ত হয়ে এই কার্ত্তিকে রুদ্দুরে ছুটোছুটি করে এখানে এসেছেন। যদিও আমি বেবিস্যে হয়েছি বটে, কিন্তু মায়ের আবার আমি একটী মাত্র মেয়ে, আমি বই আর আমার মার কেউ নেই! বিধাতার ও মায়া কোথায় যায়? আমার ওলাউটো হয়েছে, আমি মরি, তাই শুনে এই দেখ, (হস্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক) আমার মা এয়েচেন।

কানাই। (সচকিতে) মা এয়েচেন!— (সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিয়া মোহিনীর প্রতি) অ্যাঁ! এমন লোকও আছে! খবর দেব! ওলাউটো হয়েছে বলে মাকে এতদূর পর্যন্ত কষ্ট দিলে। লোকটা কে? আমার বোধ হচ্ছে গিরিশ বোস। সেই বেটা আমাকে তিন চার দিন তোমার নামে ঠাট্টা করে কতকগুলো শক্ত শক্ত কথা বলেছিল! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, এটা তারি কর্ম্ম। (চিন্তা করিয়া) তাই-ই সম্ভব, সে না হলে এমন বজ্জাত লোক আর এ পাড়াতে কে আছে?

মোহি। তা সেই হোক, আর যেই হোক, মার আমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, জল খাবার আমি এনে দিতে পাত্তেম, কিন্তু তা উনি খাবেন কেন? আমি বেবিস্যে হয়েছি, জাত গেছে, ধর্ম্ম গেছে, আমার ছোঁয়া উনি খাবেন কেন? তুমি সৎশূদ্দুর, কায়েস্ত, তুমি আমাকে রেখেছো, তোমায় ছাড়া কাকেও আমি জানিও না, চাইও না, উনি তা শুনবেন কেন? উনি তা বুঝবেন কেন? উনি জানেন, যারা এ পথে আসে, তাদের ছত্রিশ জেতে ঘর।

কানা। আচ্ছা, তবে আমিই খাবার এনে দিচ্ছি। (গমনোদ্যম)

মোহি। উনি বিধবা, আর কিছুই খাবেন না, খালি সন্দেশ এনো।

কানা। তা আমি জানি।

প্রস্থান।

মোহি। (গিরিশের প্রতি সহাস্যে) মা! ঘোমটা খোলো! আর কেন? আর এক গেলাস খাও।

গিরি। (সুরাপাত্র ঢালিয়া আদান) বা তোমার কি চাতুরী!— কি চমৎকার ফিকির এঁটেছো। আমার ভাই কিন্তু প্রাণ উড়ে গিয়েছিল! দেখ্‌লে ভাই, আমাকেই চেপে ধোরেছে! আমি আর ওরে কি বোলেছিলেন, দু একটা ঠাট্টা মাত্র।

মোহি। (মৃদু হাস্য করিয়া) দেখ না, এখনি হয়েছে কি, তানপুরা যতক্ষণ দুরস্ত না হয়, ততক্ষণ কান মলা খায়।

গিরি। তা ভাই যা জান তুমি কর, আমি এই বেলা পালাই, জানি কি, যদি ধরা পড়ি, তা হলে বিষম বিভ্রাট হবে!

মোহি। (ঈষৎ হাসিয়া) তা এত ভয় পাচ্চ কেন? দেখ না: ওর কি দশা করি! যে খেলা খেলেচি, এ আর ধত্তে হয় না। উল্টে তোমারেই জামাই আদরের মত খাতির কর্‌বার পথ পাবে না। আর আমার কাপড়খানি তোমায় পর্‌তে দিয়েছি, তাই বুঝি তুমি নিয়ে যাবে? তা হবে না, দেখ না, ওকে দিয়েই ওরি টাকাতে নতুন কাপড় কিনে আনিয়ে তোমায় পরাব, তুমি তাই পরে ওর সুমুখ দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাবে। এখন তুমি চলে গেলে আমার উপর সন্ধ জন্মাবে। যাতে দুদিক বজায় থাকে, তাই কোর্‌বো, নেও, আর এক পাত্র ঢাল।

(উভয়ের মদ্যপান)

(নেপথ্যে)— আবার দোর দিয়েছ?

গিরি। (চুপি চুপি) ঐ এয়েছে! (পূর্ব্ববৎ বোতল গেলাস লুকাইয়া ঘোমটা দিয়া অবস্থিতি)

মোহি। রসো, দাঁড়াও, যাচ্ছি, দোর দেব না ত কি অমনি খোলাই থাকবে?

(দ্বার উদ্‌ঘাটন ও কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ)

কানা। (মায়ের সম্মুখে সন্দেশ রাখিয়া) মোহিনী এই নাও, মাকে জল খেতে বল।

মোহি। হাঁ, এমনি আক্কেলই বটে তোমার! উনি এখানে গৌরাঙ্গের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন, আর মা আমার ওঁর সম্মুখে সন্দেশ খাবেন!

কানা। না-না-তা-বলি-ভাই-বল্‌চি-আমি—

মোহি। হাঁ হাঁ, বুঝেছি, এখন যাও, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

কানা। তা— এই যে— এই যে— এই যে আমি যাচ্চি।

প্রস্থান।

মোহি। (গিরিশের প্রতি সহাস্যে) মা সন্দেশ খাবে?

গিরি। (ঘোমটা খুলিয়া) এমন সময় কোন শালা সন্দেশ খায়! যা খাবার তা এই খাচ্ছি। (গেলাস লইয়া উভয়ের মদ্যপান)

মোহি। শুনেচি, তোমাদের পাড়ার কে এক জন নামজাদা বাঁদনদার নাকি সন্দেশ চাট করে মদ খেত? তা তুমিও কেন খাও না। তোমার নাম করে এলো, তুমি না খেলে আর যে খাবে, হজম হবে না।

গিরি। ছিঃ! তাও কি খেতে আছে? পেটে থাকবে কেন?

মো। হুঁঃ, তা আমি জানি, তবে এক কাজ করি, তোমার ঐ পুঁটুলিতে সন্দেশগুলি বাঁধি। এনেছে, নষ্ট হবে কেন? (সন্দেশ বন্ধন) (উদ্দেশ্য কানাইয়ের প্রতি) ওহো!! এই দিকে এসো।

(কানাইয়ের প্রবেশ)

আহা, না হল তোমাকে কষ্টটা দিয়েছি; তখন আমার মনে ছিল না আজ একাদশী, মা কিছু খাবেন না, তা এনেছ এনেছ, সন্দেশগুলি নিয়ে যাবে এখন। আর যা বল্‌চেন, আজ রাত্রে এখানে থাকবেন না, এই নিকটেই আমাদের গাঁয়ের একজন লোকের বাসা আছে, সেইখানে গিয়ে থাকবেন।

কানা। কেন? অপর লোকের বাসায় গিয়ে থাকবেন কেন? এখানে এসেচেন, কখনো আসা নাই, এইখানেই থাকুন। আমি না হয় বারাণ্ডায় শুয়ে থাকব এখন।

মোহি। তা আমি বলেছিলেম, উনি রাজি হচ্ছে না। —হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কাল আমার হার এনে দেবে বলেছিলে তা কৈ? পুজো গেলো, কবে আর হবে? এই স্বচ্ছন্দে তিন দিন গিয়ে শ্রীরামপুরে বসে রইলে, খবরটী মাত্র নেই, সকলি কি দমবাজী?

কানা। (হাস্য করিয়া) তোমার ঐ এক কেমন স্বভাব। একটুতেই অভিমান। আমি কি সত্যি সত্যি মকদ্দমার জন্যে শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম? মিথ্যা কথা। এই তোমারি হারের জন্যে। (হার প্রদর্শন) পূর্ব্বদেশ থেকে সেখানে এক জন খুব ভাল সেকরা এসেচে, সকলের চেয়ে হার আর ইয়ারিং সে খুব ভাল গড়ে; এই দেখ না, চমৎকার গড়ন। (প্রদান) বাড়ীতে বলে গিয়েছিলাম মকদ্দমা আছে;— হুঁ! আমার আবার মকদ্দমা, মকদ্দমা বল, মামলা বল, টাকা বল, কড়ি বল, আর এই পৃথিবীতে যা যা আছে সবই বল, সকলি আমার তুমি!

মোহি। (হার গলায় দিয়া দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া) হ্যাঁ গড়েছে ভাল বটে, কিন্তু রসানটা কোত্তে পারেনি, রংটা ভাল খোলে নি। তা হোক্ রং কোরে নিলেই চোলবে। (মৃদুস্বরে) আর দেখ বাবু! মা এয়েচেন, রাত্রেও থাকচেন না, অমনি অমনি চলে যাবেন, সেটাও ভাল দেখায় না, একখানি কাপড় দিতে হয়।

কানা। হ্যাঁ, তার আর কথা? তা দিতে হবে বৈ কি? কিন্তু এখন আনে কে? বেয়ারা বেটা দরজা খুলে দিয়েই যে কোথা গেল, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। (সক্রোধে) তুমি ভালই বল আর মন্দই বল, কাল সক্কালেই আমি তারে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়ে জবাব দেব, আর তারে বাড়ীতে ঢুকতে দেব না। তা আচ্ছা, আমিই কাপড় এনে দিচ্চি।

মোহি। হাঁ, তবে এই বেলা যাও, নটা বেজে গেছে, এরপর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। আর দেরি কোরো না।

কানা। না, দেরি [illegible], এই আমি চোল্লেম। (প্রস্থান)

মোহি। (গিরিশের প্রতি সহাস্যে) কেমন মা! এখনো কি ভয়ে কোচ্চে? তোমায় তো আমি বোলেইছি নাকালের হদ্দমুদ্দ হবে। যখন তোমায় [illegible]

এনেছি, তখন তোমার গায়ে একটু আঁচড়ও লাগবে না। তুমি বেপরোয়া বসে থাকো, কোনো ভাবনা নাই, আমরা হোলেম বাজারের মেয়ে, আমাদের ফিকিরের কাছে আঁটে কে? যখন যার উপর নজর পড়ে, তারে প্রাণ দিয়ে বাঁচাই, আর যারে মাটী কোরবো মনে করি, তার আর নিস্তার থাকে না, তা তো দেখতেই পাচ্ছো। তুমি আমার সখের জিনিস, তোমারে কাবু করে কে? কার সাধ্য?

গিরি। ধন্নি ফিকির ভাই তোমার। নাকাল যারে বোলতে হয়! কিন্তু ভয় হোচ্চে, আমারেও ত এই রকমে একদিন নাকের জলে চোকের জলে কোত্তে পারো! যেমন ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।— আবো! তোমার আমার মতন বাগানী বাবু থাকতে পারে। থাকে যদি, মিলতেও ত পারে; তবেই ত তুমি আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে স্বচ্ছন্দে একদিন বোল্‌বে, মা এয়েচেন।

মোহি। তোমার উপর? তোমার উপর আবার মা? তুমি আমার গর্ভধারিণী মা!— হাঃ হাঃ হাঃ!— আচ্ছা মা! আমায় একটু দুধ দাও। হাঃ হাঃ হা!

গিরি। আমি দেবো?— আমি না তুমি? আমার তো ভাই তা নেই। তুমিই দাও।

মোহি। (হাস্য করিয়া) আমি (মুখের কাছে হস্ত নাড়িয়া) "কি দিব, দি দিব— তোমায় মনে ভাবি আমি সকলেরি সকল আছে, আমার কিবল তুমি!"— (ঢালিয়া পান) তুমি আমার—

(নেপথ্যে) মোহিনী— মোহিনী! ও মোহিনী

গিরি। ঐঃ ঐঃ!— ঐ তোমার পুরোনো মা এলো। (ঘোমটা দিয়া উপবেশন)

মোহি। (মৃদুস্বরে) ভয় নেই,— চুপটী কোরে বোসো। মা-ই বটে!— কিন্তু সৎ মা! (প্রকাশ্যে) এলে? —এত গৌণ?— যাচ্ছি, দাঁড়াও! (গিরিশের প্রতি) দেখো, সাবধান।

(দ্বার মুক্ত, কোরা শাদা ধুতি হস্তে কানাইয়ের প্রবেশ)

কানা। এই নাও, মাকে দাও। (কিঞ্চিৎ নীরব থাকিয়া)

মোহি। আমি এত কোরে কাপড়খানি আন্‌লেম, মা এয়েচেন, কাপড়খানি অমনি হাতে কোরে নিয়ে যাবেন, তাহোলে ত আমার মনে তৃপ্তি হবে না। তুমি বলো, মা এই কাপড়খানি পরুন, আমার অন্তঃকরণ শীতল হোক্। আর দেখ, মা এয়েচেন, আগে আমি জানি নি, কিছু প্রণামী না দেওয়াটা ভাল হয় না। তা এই যা সঙ্গে আছে,— (গিরিশের পদতলে ১০০ টাকার নোট রাখিয়া প্রণিপাত)

মোহি। বোলেছ ভাল, মা আমার এই নতুন কাপড়খানি পোরে গেলেই দেখতে শুনতে ভাল হয়। তবে তুমি বারাণ্ডায় যাও, তোমার সাম্‌নে ত উনি ছাড়তে পারেন না, একে মেয়ে মানুষ, তায় মা,— বলো কি কোরে?

কানা। (অপ্রতিভ হইয়া) তা আমি এই যাচ্ছি— উনি কাপড় পরুন। (অন্তরালে অবস্থিতি)

মোহি। (নোট কুড়াইয়া রাখিয়া গিরিশের প্রতি) মা আমায় মনে রেখো ভুলো না, একান্তই আমি তোমারি। এখন এই নতুন কাপড়খানি পরো। পোরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাও; হেসো না।

(বস্ত্র পরিধান করিয়া পুঁটুলি বগলে গিরিশের প্রস্থান ও চিন্তিত মনে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ)

কানা। তাই ত। এ কি দেখ্‌লেম। চক্ষের দোষ জন্মালো না কি। মা এয়েচেন শুনলাম, কিন্তু দেখলেম কি? মা যখন নতুন কাপড় পোরে চলে গেলেন, তখন আবছায়াটা—

মোহি। (কৃত্রিম বিস্ময়ে) ও মা? কি বলো তুমি আবছায়াটা আবার কি? (সক্রোধে) আ মরণ! তা যদি কিছু দেখে থাকো, তা কি আবার মুখ নেড়ে বোল্‌তে আছে? মা আমার বুড়ো মানুষ, তায় আবার একাদশী কোরে রয়েছেন, যদি কিছু দেখেই থাকো তাকি আবার মুখ নেড়ে বোলতে আছে?— আবছায়া আবার— আ পোড়ার মুখ! (দুই ঠোনা)

কানা। (থতমত খাইয়া) না-না, তা বলছি না, তা বলছি না, তাই বলছি, যেন কেমন একটা আবছা—।

মোহি। (অধিক ক্রোধে) আবার ঐ কথা? ফের ফের ঐ? আবার আবছায়া!

(এক ঠোনা)

কানা। (সভয়ে অপ্রতিভ হইয়া) বলি তা নয়, তা নয়, একটা সন্দেহ! বলি মা এয়েছেন, এই বল্‌চো মা এয়েচেন, কিন্তু যেন একটা—বোধ হলো যেন কেমন—কেমন—

মোহি। (মহাক্রোধে) কেমন কেমন কি? ভেঙেই বলো না, তবে বুঝি তুমি আমার মাকে পুরুষ মানুষ ঠাউরেছ? তা দেখ, এই আমি তোমারে পষ্ট পষ্ট বলছি, যদি তোমার মনে এতখানি খটকা থাকে— আমার উপর যদি তোমার এত সন্দ হয়— আমার কাছে লুকোছাপি নেই চাঁদ! ভালবাসা-বাসির ধার ধারি না, খাতির মুরোদের ধার ধারি না। যদি তুমি আমার হও, আমি তোমারি আছি, সোজা মুখে কথা কও, তোমার গোলাম, যদি বাঁকা মুখ করো, তা হলে এই মোহিনী তোমারো নয়। তোমার বাপেরো নয়, — সেই যে খোনার বচনে কি "এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার ও পর নয়", এ তাই।

কানা। দেখ মোহিনী, তুমি রেগো না, এ রাগের কথা নয়, স্পষ্টই আমি দেখিছি, তুমি চোট্‌লেই কি আমি ভুলবো? এর ভিতর অবশ্যই বুজরুকি আছে!

মোহি। বুজরুকি? মনে মনে তবে তুমি এইটেই জেনেছ যে, আমার বুজরুকি! আছে তো আছে, তা আমারি আছে! এত করে যখন মন পেলেম না, তখন আর কেন? বলে "সুদুরূপে প্রাণ কাঁদে, তাতে আবার চূড়ো বাঁদে", একে আমার উপর সন্দেহ, তাতে আবার দেখলে মায়ের আবছায়া, ওরেঃ বাপ্‌রে! আমি বলি আর কি না!

কানা। (ক্রোধে) দেখ, তুই আর বাক্‌চাতুরী করিস্ নি। সব আমি বুঝেছি, তুইও যেমন, তাও বুঝেছি, আর তোর মাও যেমন, তাও বুঝেছি।

মোহি। (ক্রোধে) যদি বুঝিছিস, তবে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস রে কেন কালামুখো!—মুখ পোড়া চোখের মাথা খেয়েছেন! মা এয়েছেন। উনি দেখলেন কিনা আবছায়া! বেরো আমার বাড়ী থেকে! (চুলের টিকি ধরিয়া প্রহার)

কানা। (সজোরে হস্ত ছাড়াইয়া সক্রোধে) তোর বাড়ী? আমি ভাড়া দিচ্ছি,

আমি টেক্স দিচ্ছি, যা যখন দরকার হচ্চে, সব দিচ্ছি; তোর বাড়ী; আমি বেরুবো? বেইমান! নেমকহারাম! বদমাস!

মোহি। তোর বাড়ি? —আমি বেইমান? আমি নেমকহারাম? আচ্ছা থাক্ তুই! এখুনি আমি মুটে ডেকে আনছি, আমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এক্ষুনি আমি বেরিয়ে যাবো;— এক দণ্ডও আর এ বাড়ীতে থাকবো না! থাক্ তুই! বাড়ী বুকে দিয়ে থাক্ তুই! উঃ। মাথা কিনেচেন একেবারে।

(গালাগালি দিতে দিতে বেগে প্রস্থান)

কানা। (স্বগত) উঃ! বেটী যেন কাল সাপ! এই চাতুরীটে খেল্লে, এই জুচ্চুরিটে কল্লে, আবার উল্টে আমাকেই গালাগালি! ও অবশ্যই পুরুষ মানুষ, তা নইলে— (পালঙ্কের নীচে উঁকি মারিয়া) এ কি! এই বোতল গেলাস, সানক! তবে এরা মদ খাচ্ছিল! উঃ! কি ধূর্ত্ত! তবে আমি যা ভেবেছি, মিথ্যা নয়। যা দেখেছি, তাই ঠিক! ভ্রম কেন? হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি! উঃ! বেটী আমাকে মেরে গেল! (গাত্রের এ পাশ ও পাশ অবলোকন করিয়া) উঃ! বেটী আমাকে মেরে গেল! অ্যা? —মাল্লে? (গদির পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া) এটা চিক্ চিক্ কচ্চে কি? (আকর্ষণ পূর্ব্বক বাহির করিয়া) ছড়ী! তবে তো আর সংশয় থাক্‌ছে না। নিশ্চয়ই পুরুষ মানুষ। আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক। পুঁটুলির ভিতর ত ছড়ী যায় না, সেই জন্যই ফেলে গেছে! এই যে, জি.সি.বি.—জি.সি.বি!—কার নাম হলো? জি—গিরিশ সি—চন্দর বি—বোস। গিরিশচন্দ্র বোস! তবে ঐ বেটাই এসেছিল? ঐ বেটাই মা সেজে বোসে ছিল?— অ্যা?— আমি কিছুই ঠাওর পেলেম না? আহা হা! একটু আগে যদি জানতে পাত্তেম, যখনি সন্দেহ হয়েছিল, তখন যদি ধোত্তেম, —ওঃ! তা হলে একবার দেখাতুম। উঃ। আমি কি কুহকেই পোরেছিলেম! —অ্যাঁ (চিন্তা করিয়া) শুধু আজ বোলে ত নয়, অনেক দিন— সে অনেক দিন— (অঙ্গুলি দ্বারা গণনা) এই— এক, দুই, তিন, উঃ! সে অনেক দিন। যে বছর আমাদের তৃতীয় বিয়ে হয়, সেই বছর। এখন আমাকে দশ জনে গাধা মনে করছেন, কিন্তু এই গাধা হবার প্রথম সূত্র ঐ বেটী! (গালে হস্তে দিয়া অঙ্গুলি দেখিয়া) এ কি! অ্যাঁ?—

রক্ত? বেটী রক্তপাত কোরে দিয়েছে?— অ্যাঁ? তবে আমি লোকালয়ে মুখ দেখাবো কেমন কোরে? অ্যাঁ! এই রাক্ষসী ডাকিনীর ছায়ায় এত দিন আমি ভুলে ছিলাম! এমন যে স্বর্ণপ্রতিমে স্ত্রী— তাকে আমি কত কষ্টই না দিয়েছি! আমাঅন্ত তার প্রাণ, আমাকে ছাড়া কাউকেই সে জানে না,— আহা! আমি তারে একটি দিনের জন্যেও দুটো ভালো কথা বলি নি,—বিয়ে কোরে অবধি এক দিনও ঘরে থাকি নি, সেই পতিব্রতা সতীর মন্নিতেই আমার এই দশা হলো! আহা! একটী দিনের জন্যেও সে সুখ পায় নি, সংসার ধর্ম্মে যা যা কত্তে হয়, তা দূরে থাক, ভাল করে খেতে পর্‌তেও দিই নি! আর আজ সন্ধ্যাকালেই বা কি না করে এলেম! আমার খাওয়া হবে না বলে কতখানি ব্যাকুল হবে, একটুখানি আমারে বাড়ীতে থাক্‌তে বল্লে, আমি কি না তারে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে এলেম! (উদরে হস্ত দিয়া) এক ফোঁটা জল পর্য্যন্তও আজ পেটে যায়নি! আহা! সেই সতী সাবিত্রীর চক্ষের জলেই আমার এই দশা ঘটেছে! (চিন্তা করিয়া) বেটী আমারে এমনি ভালবাসা দেখাতো, যেন আমাকে ছাড়া কিছুই আর সে জানে না। উঃ! কি কুহক! কি চাতুরী! কি মায়া! আমি তাতেই ভুলে ছিলেম! বেটী বল্লে কি না মা এয়েচেন! আমার মত গাধা তো আর দুনিয়ায় নেই! আমার মতন হতভাগা যদি কেউ থাকেন, আর যাঁরা যাঁরা আছেন, আমার এই দশা দেখে এখন অবধি সাবধান হবেন। যাঁরা এ পথে আসেন নি, তাঁরা যেন লোভে পড়ে রাক্ষসীদের বঁড়শীর টোপে না যান। আর যাঁরা যাঁরা মজেছেন, আমার এই দশা মনে করে আজ অবধি তাঁরা যেন নাকে কানে খত দেন। পরম সুন্দরী সাধ্বীসতী বিবাহিতা স্ত্রীকে যার পর নাই কষ্ট দিয়ে এই মোহিনীর মোহিনী মায়ায় আমি গুটিপোকার মত বদ্ধ হয়েছিলেম, উরি জন্যে আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে! একটা অপর পুরুষকে ঘরে এনে কতখানা কান খেল্লে, আমায় কত খাটুনি খাটালে, মেরে ধরে রক্তপাত পর্য্যন্ত কোল্লে অ্যাঁ! বেটী স্বচ্ছন্দে বোল্লে কি না মা এয়েচেন!!!

মোহন্তের এই কি দশা!!

নাটক

---

২ খানি আদর্শনীয় ছবি সংযুক্ত।

"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত।

কলিকাতা।

---

১৪ নং বেন্‌টিঙ্ক ষ্ট্রীট। বেন্‌টিঙ্ক প্রেসে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮০ সাল।

[1873]

ভূমিকা

দুর্বৃত্ত দুরাচার নৃশংস নর-পিশাচ তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধব গিরি যে হিন্দু-ধর্ম-সিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্মের পবিত্র নাম কলুষিত করিয়া এত কালাবধি কত শত অবৈধ কার্য্য করিয়া আসিতেছিল— কত শত সতীর পবিত্র সতীত্ব রত্ন হরণ করিতেছিল—এলোকেশীর সহিত ব্যভিচার প্রমাণ হওয়ায় এক্ষণে তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হইতে পারে। লোকবল, অর্থবল, তদুপরি ধর্ম্মের ভান করিয়া দুষ্টু লোকে পৃথিবীতে অনায়াসে প্রায় সকল প্রকার পাপাভিলাষ পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। মাধব গিরি মোহন্তও সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক ধর্ম্মের জয়— সত্যের জয় অবশ্যই হইবেক। যে দুর্বৃত্ত ব্যাপারে ভণ্ড মাধব গিরি এত দিনের পর ধরা পড়িয়াছেন ও যাহার জন্য এত দিন বিচারালয়ে আন্দোলন হইতেছিল, মোহন্তের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর কারাবাস স্থিরীকৃত হইয়া সে দিবস তাহার চূড়ান্ত বিচার হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে এই ঘটনা কিছু কালের নিমিত্ত বঙ্গবাসী দিগের মনে জাগরুক রাখিবার জন্য আমি "মোহন্তের এই কি দশা!!" নাটক খানি প্রণয়ন করিলাম। যদি আমার উদ্দেশ্য কিয়দংশেও সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

উপসংহারকালে আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, হিন্দু রঞ্জিকার জনৈক পত্র প্রেরকের খেদ জনক পদ্যটি নাটকান্তে উদ্ধৃত করিলাম।

৪ঠা পৌষ ১২৮০ সাল। রচয়িতা।
কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

নবীন	এলোকেশীর স্বামী।
মাধব গিরি	মোহন্ত।
নীলকমল মুখোপাধ্যায়	নবীনের শ্বশুর।
কালাচাঁদ	পূজারি।
রমেশ বাবু	চন্দন নগরস্থ ভদ্রলোক।
রামকিশোর, কালিদাস, হরিনারায়ণ	মোহন্তের পারিষদগণ।
মাষ্টার ফিলড্	জজ সাহেব।
মাষ্টার জ্যাক্সান, মাষ্টার ব্যানার্জি	কৌন্সলীগণ।
ঈষানবাবু	হুগলি জজের উকীল।
কালিদাস চক্রবর্ত্তী	ঐ।
মধুসূদন ঘোষ	মক্কেল।
নিমাই	ঐ সঙ্গী।
মাধব	জনৈক ভদ্রলোক।
হানিফ সেখ, আমীর মড়ল	কৃষক দ্বয়।
গোপী রায়	সাক্ষী।
দোকানি	ঐ।

দ্বারবান, স্কুলের বালকগণ, শান্তিরক্ষক, আরদালি, প্রহরী, জেলরক্ষক, জেল দারোগা ও জেলের ডাক্তার ইত্যাদি।

স্ত্রী।

তেলি বৌ	মোহন্তের সাক্ষী।
প্রসন্ন, কামিনী, গরবিনী	কুমরুল গ্রামস্থ গৃহস্থ মহিলাগণ।
মুক্তকেশী	এলোকেশীর ভগ্নী।

বিধবা, সধবা রমণীগণ ও বালিকাদ্বয়।

মোহন্তের এই কি দশা!!

প্রথম অঙ্ক।

ফরেস ডাঙ্গায় মোহন্তের বাসা বাড়ী— এক কুঠারি মোহন্তরাজ ও রমেশ বাবু আসীন।

রমেশ। মহারাজ দিন কয়েক পরে সব চুকে যাবে, আপনার কোন চিন্তা নাই।

মোহন্ত। তা হলেই বাঁচা যায়, এ কষ্ট ত আর সহ্য হয় না, এখানে এ গুপ্ত বেশে থাকা ত আর পোষায় না, লোকজন তাদৃশ এখানে আনা হয় নাই, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট, শোবার কষ্ট। এ যেমন চোরের মতন এখানে থাক্‌তে হয়েছে, বিশেষ গদি ছেড়ে চলে আসা, তাই বা কি হচ্চে?

রমেশ। আপনার গদি ছেড়ে আসাটাই অন্যায় হয়েছে। এ এমন আপনাকে পরামর্শ দিয়াছিল, এ পালিয়ে আসাতে আরও লোকের মনে সন্দেহ হয়েছে। সেথা থাক্‌লে আপনাকে কেহই এক কথা বল্‌তে পারত না, শমন করেছিল, বেশ, শমনের পিঠে সই দিলেই হত; তার পর মকর্দ্দমাব দিনে হাজির হয়ে জবাব দিতেন, কোন গোল থাকত না। তা যা হবার তা হয়ে গেছে এখন থেকেই জোগাড় করা আবশ্যক।

মোহন্ত। হাঃ, তার সন্দেহ কি, তবে এক কথা হচ্চে, আমি ত আর এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে কিছু করতে পারিনে, শুনেচি ওয়ারেন্ট করেচে, আর আমি যে এখানে আছি তাও প্রকাশ হয়েছে।

রমেশ। তা আপনি যদি আজ্ঞা করেন, আমিই না হয় এর সদোপায় যাতে হয় বৃত্তি হই, কিন্তু মহাশয় টাকা ব্যয় হবে, আর আমি ত সে যোগ্যের লোক নই যে সমস্ত ভার নিতে পারি তবে আপনার আজ্ঞামত কার্য্য করতে পারি।

মোহন্ত। টাকার জন্য কিছু ভেব না, যত টাকা চাই, আমি দিতে প্রস্তুত আছি, আর টাকাও আমি বিস্তর সঙ্গে করে এনেছি সে জন্য কোন চিন্তা নাই, এবং যাঁদের কাছে গচ্ছিত রেখে আসা হয়েছে, তাঁরাও আমার

জন্যে বিশেষ চেষ্টা পাবেন. বোধ করি তাঁরা কল্‌কেতায় গেছেন, কৌন্সিলির কাছে পরামর্শ নিতে, আজ যা হয় একটা করে সন্ধ্যার পর আসবেন।

রমেশ। তবে মহাশয় আপনার আর কোন চিন্তা নাই, কৌন্সিলি যদি আসে, এক কথায় সব ফাঁস হয়ে যাবে, তাঁদের বুদ্ধি সতন্তর, জজ মাজিষ্ট্রেটের চাইতে তারা আইন জানে, বিশেষ জেলা কোর্টের জজ ম্যাজিষ্ট্রেটেদের ত তারা ফাও দেখে, আমাদের দিশি উকীলেরা তাদের কাছে কল্‌কে পায় না, মোক্তারদের কথা দূরে থাক এরা কতকগুল, হাঁ খোদাবন্দ, যো হুকুম খোদাবন্দ শিখে রেখেচে বইত নয়।

মোহন্ত। দেখ বাবু তোমাদের কল্যাণে কি হয়, আমি ত এর কিছুই জানিনে, মিছি মিছি আমার নামে কলঙ্ক রটিয়েছে, সে নবীন ছোঁড়া মহা দুরন্ত, গেঁজেল, নেসার ঝোঁকে খুন করে আমার নামে এক বাদ তুলেচে, আমি যদি বাবু ঐ কর্ম্মের কর্ম্মি হব তবে কেন দণ্ডধারী হয়ে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াব, সংসারি হয়ে থাক্‌লে আমায় কে কি বলতে পারে?

রমেশ। সে কথা সত্য আপনি যদি এ দুষ্কর্ম্মের কর্ম্মি হতেন, তা হলে কি আপনি তেরাত্রী পোয়াতে পাড়তেন না কি, সজীব তারকেশ্বর কি চুপ করে থাক্‌তেন। অমনি হাতে হাতে ফল দিতেন। তাঁর কাছে ত আর চালাকি নয়।

মোহন্ত। (গম্ভীর স্বরে) ভোলা শিব শম্ভু, শিব শম্ভু!

রমেশ। তবে মহাশয় যদি আজ্ঞা করেন, আমি এখন যেতে পারি?

[উত্থান]

মোহন্ত। ভাল এখন এস, সন্ধ্যার পর যদি অবসর হয় ত একবার দেখা কর।

রমেশ। (যোড় হস্তে) যে আজ্ঞা—

[প্রস্থান]

মোহন্ত। মুখুয্যে, তেলী বৌ আর সকলে কল্লে কি? এখনও আশ্চে না কেন, তাদের কি গেরেপ্তার করেচে? তা না হলে যে সংবাদ পেতেম।

(উচ্চৈঃস্বরে) কালাচাঁদ-—

নেপথ্যে। আজ্ঞে— যাচ্চি।

মোহন্ত। কিহে তুমি যে সেইরূপ হলে, একটু হাত চালিয়ে নাও।

(কালাচাঁদ সিদ্ধির ঘটি লইয়া প্রবেশ।)

কালা। আজ্ঞে এই যে প্রস্তুত হয়েচে, বাহিরের লোকটি ছ্যাল-—

মোহন্ত। বাইরের লোক থাক্‌লেই বা, এখন ত সরাপ খাচ্চি না যে একটু সমিও করতে হবে, সিদ্ধি খাব তার আর লজ্জাটা কি (হস্ত বাড়াইয়া) দ্যাও।

কালা। (সিদ্ধির ঘটি প্রদান)

মোহন্ত। (অঙ্গুলি করিয়া দুই চারি বার ছিটাইয়া) বোম ভোলা— (ঘটি শুদ্ধ পান) কই পান এনেচ?

কালা। আজ্ঞে, পান এখনও সাজা হয়নি, আনচি শিগ্রী।

[প্রস্থান]

মোহন্ত। দুরা দৃষ্ট দেখ, একটা পানও সময়ে জুটছে না, কি ঝকমারি করেই এলোকেশীকে ঘরে আস্‌তে দিতেম, আমার বাড়ীতে রেখে দিলেই কোন গোল হত না। নবীন কি করতো, কোন সম্মান পেত না, এ গোলযোগও হত না, স্বচ্ছন্দে সুখে থাকা যেত। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তা এখন আর ভাবা বৃথা বরং যাতে গদিতে ফিরে যেতে পারি তার চেষ্টাই আগে।

(দরোয়ান প্রবেশ)

দরোয়ান। গরিব পরোয়া। এই ব্রাহ্মণ আউর এক আওরাৎ খাড়া হ্যায়, মুলাকাত কর্‌নে মাঙ্গতা।

মোহন্ত। (স্বগত) বোদ করি মুখুয্যে আর তেলি বৌ এসেচে (দরোয়ানের প্রতি) আচ্ছা আনে বোল।

দরোয়ান। যো হুকুম মহারাজ কি—

[প্রস্থান]

মোহন্ত। (স্বগত) তেলি বৌ, মুখুয্যে আমার এ দশা দেখে মনে কর্‌বে কি;

রাজা থেকে রাখাল, লোকজন কেহই নাই যে তাদের সমাদর করে, কি কর্‌বো নাচার—

(মুখুয্যে পশ্চাতে তেলি বৌ প্রবেশ।)

মুখুয্যে। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কেমন আছেন, শারিরীক কোন অসুখ বিসুখ হয় নাই ত, আপনকার আসাতে আমরা একেবারে জিবীত মৃত্যু হয়েছি। আমাদের অঞ্চলটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে; যা হোগ আপনাকে সুস্থ শরীর দেখে মনে আনন্দ হলো।

মোহন্ত। হাঁ। শারীরিক কোন অসুখ নাই কিন্তু মনে বড় কষ্ট হয়েচে বসুন না তেলি বৌ ভাল আছ ত?

তেলি বৌ। (ঘাড় নাড়িয়া উত্তর)

মুখুয্যে। (উপবেসন) মনের অসুখ হতেই পারে, কুকুর বেরাল, পাক পক্ষী পুষলে কতটা যত্ন করতে হয়, তার মধ্যে একটা উড়ে গেলে, কি মরে গেলে কত দুঃখ। এতো ভালবাসা মানুষ, কি বল তেলী বৌ কোন ফাঁড়ায় মরে নাই, জেন্ত মানুষটাকে কেটে ফেলেছে বলতে গেলে তোমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েচে।

তেলি বৌ। (এক পার্শ্বে উপবেসন) হায়! এ কি কম আপশোষ গা, অভাগা না ভাবলে, না চিন্তিলে সোনার এলোকেশীকে আঁস বঁটি দিয়ে খোর কোটা করলে গা! এ দুঃখ মলেও যাবে না।

মুখুয্যে। (মোহন্তের প্রতি) তার জন্য তুমি দুঃখ কর না, আবার একজন আছে, একটু বড় হোগ, সে তোমারি হবে, তাকেও ত তুমি দেখেচ, সেও রূপসী কম নয়।

তেলি বৌ। দাদাঠাকুর বল্‌চ বটে, যেমনটী যায় তেমনটী আর হয় না।

মোহন্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আর সে কথায় কাজ নাই, সে কথা উত্থাপন করা কেবল মনকে কষ্ট দেওয়া বইত নয়। এখন এ বিপদ থেকে কিসে মুক্ত হই বল?

মুখুয্যে। বিপদ কিসের? কে তোমার নামে কি বলে, দেখেচে কে, রাস্তার পথিক যদি এক কতা বলে যায় তাই কি গ্রাহ্য হবে নাকি, আমরা

বেঁচে থাক্‌তে তোমার কোন চিন্তা নাই। আমাদিগকে ত হাজির হতে হবে, আর সাক্ষীর মুখেই মোকদ্দমা, দেখিবে তখন কি করি, একবার তোমার জামিন সাব্যস্ত করে এখান থেকে বার করতে পারলে হয়, তার পরে যা হয় তাই হবে।

তেলি বৌ। যে কোন্‌চুলি দিয়েচে, তার মুখের কাছে কাকেও আর যা ফাঁদতে হয় না।

মুখুয্যে। তেলি বৌ (বুক ঠুকে) এই শর্ম্মার হাতে সব, ওর গোড়া কাঁচিয়ে দেব আর মকর্দ্দমা করবে কে। নবীন যে নালিস করেচে আমার স্ত্রীকে মোহন্ত নষ্ট করেচে, তাই তাকে কেটেচি, বেটাকে কি জামাই বলে স্বীকার করবো নাকি, একেবারেই দশ কড়া কাণা বল্‌ব ও একজন উমি আমার বাড়ীতে বাসা করেছিল, আমার মেয়ের গয়নার লোভে খুন করেচে।

মোহন্ত। (সসব্যস্তে মুখুয্যের হস্ত ধারণ করিয়া) হ্যা মহাশয় তা হলে আমার মান রক্ষা হয়, এ কষ্ট দূর হয়, আপনি যাতে খুসি হন আমি তাই কর্‌বো।

তেসি বৌ। তা দাদা ঠাকুর, তোমার গ্রামের লোক পাছে নবীন তোমার জামাই বলে স্বাক্ষী দেয়।

মুখুয্যে। তেলি বৌ এই টাকাতেই মুখ বন্ধ হয়, তা জানিস একশ টাকার জায়গায় দুশ টাকা দোবো. দুশ টাকার জায়গায় চারশো দোবো, মান ত বাঁচবে।

তেলি বৌ। তারা কি টাকা নেবে?

মুখুয্যে। নেবে না কেন, আমার মতন যারা তারা সকলেই নেবে; টাকার লোভে (অনুচ্চস্বরে) ঝি, বৌ দিতে পারে আর একটা মিথ্যা বল্‌তে পারে না, না বলে ঘরে আগুন দে পুড়িয়ে মারবো, এখন তুই কি বল্‌বি বল্‌ যদি তোকে ধরে।

তেলি বৌ। তাই ত আমি কি বল্‌বো, আমি বাবু এসব কাজ বেমালুম করতে পারি, কিন্তু কাচারি টাচারি তোমাদের আশীর্ব্বাদে কখনও যাইনি

বাবু। আমাকে তোমরা যা শিখিয়ে দেবে আমি তাই বল্‌বো।

মুখুয্যে। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই ভাল।

মোহন্ত। এখন তবে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কি হবে একটু দেখে শুনে নিতে হবে; পুজুরি একলা আছে বইত নয়।

মুখুয্যে। তার জন্য আর আটকাবে না, হবে এখন তেলি বৌ তবে ঐ যায়গায় (অঙ্গুলি দিয়া দর্শন) পাটা ধুয়ে আস্‌গে।

[তেলি বৌ প্রস্থান]

মোহন্ত। কেমন বল্‌বে ত, না ভয় পেয়ে সব মাটী করবে।

মুখুয্যে। মাটী করবে কি? বেটির পেটে লাথি মেরে পেট্‌ খসিয়ে দেবো ও বেটিও আমার হাতে, দেখলেন না বেটির পেট্‌টা উঁচু।

মোহন্ত। না আমি অত আর নজর করিনে, আপনার ধ্যানেতেই ছিলেম, তা ওত বিধবা!

মুখুয্যে। বিধবা সধবা আর বিভেদ নাই। এখন টাকাতেই সব ঢেকে দেয়।

নেপথ্যে। সব প্রস্তুত হয়েচে, গা তুলে আসূন।

মোহন্ত। তবে চলুন আর বিলম্ব কেন।

[উভয় প্রস্থান]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মোহন্তের বাটীর বৈঠকখানা। রামকিশোর, কালীদাস, হরিনারায়ণ আসীন।

রাম। জামিন গ্রাহ্য হয়ে মোকর্দ্দমাটা হালকি হয়ে গেছে, মনে মনে যে ভয় ছিল সেটা কেটে গেছে, এখন সাক্ষী কটা গুঁজড়ে দিতে পারলে হয়।

কালী। তার কি আর ভুলটী আছে, হাঁ করতেই মকর্দ্দমার হাল বোঝা গেছে ওর জন্যে আর এক কাড়ার ভাবনা নাই তবে মোহন্তকে আসামী হয়ে কাট গড়ায় দাঁড়াতে হবে সেই যা একটা গোলযোগ।

হরি। তা সব দিগ ভাল কি করে হবে বল? গাছেরও পাড়বো আর তলারো কুড়াবো, রাস্তায় বাজ্যে করবো আর চোকও রাঙ্গাবো; তা কি হতে পারে? তবে যে জামিন গ্রাহ্য হয়েছে সেই ঢের।

কালী। হ্যাঁ, আপনি যা বল্‌চেন তা সত্য। অপবাদটী ত কম নয়, প্রমাণ হলে গুরুতর দণ্ড, তবে প্রমাণ হওয়া অতি কঠিন, স্বচক্ষে না দেখ্‌লে ত আর কিছু হবে না।

রাম। তা সে ষাট্‌মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচ্‌বে না, তবে কষ্টের মধ্যে দিন কয়েক হুগলির জল খেতে হবে আর কতক গুলো টাকার শ্রাদ্ধ হবে।

হরি (স্বগত) ব্রাহ্মণ ভোজন ত আগে তার পর যা হয়। (প্রকাশ্যে) তা টাকায় কি না হয় বল, টাকায় জগৎ থাকে, আর টাকায় জগৎ যায়! আর মোহন্তের ত টাকার অভাব নাই, অকাতরে দিতে পার্‌বেন।

কালী। বেলা হয়ে পড়্‌ল, মোহন্ত রাজার বার হলে যে বাঁচি।

(মোহন্তের প্রবেশ)

সকলে। (দণ্ডায়মান)।

মোহন্ত। (গদিতে উপবেসন) বসুন, আজ একটু আমায় উঠতে বেলা হয়ে পড়েছে, গত রাত্রে নিদ্রাটা ভাল হয় নাই।

রাম। আজ্ঞে মনের মধ্যে একটা দুর্ভাবনা থাক্‌লে নিদ্রাটা অতি কম হয় তা আপনকার চিন্তা কিসের, টাকা আছে, আমাদের মতন সামান্য লোক আপনি নন, আর মকর্দ্দমাটাই বা কি, যে সে জন্য আপনি এত কাতর হয়েছেন?

মোহন্ত। মকর্দ্দমা অতি সামান্য বটে, তবে অপবাদটা রাজ্য জুড়ে হয়েছে, আর অতি জঘন্য অপবাদ, আমি তার কোন সংস্রবে নাই, মিছে করে আমার নামে কলঙ্কটা রটালে।

হরি। আপনার যদি মনে ময়লা না থাকে, তবে ভাবনা কিসের, কথায় বলে, মনের অগোচর পাপ আর মায়ের আগোচর বাপ্‌। যদি বলেন লোকে ত শুনেছে, তা শুন্‌লেই বা, লোকের মুখেত কেউ আর হাত চাপা

দিতে পার্‌বো না। এই যে কত লোককে শাশুড়ে বলা যায় তা বলে কি সে গলায় কলসী বেঁদে জলে ডুবে মরবে না সে সত্যি সত্যি শাশুড়ে?

(সকলের হাস্য)

কালী। নিতান্ত হাসির কথা নয়, ভেবে দেখলে উনি সত্যই বলচেন মন চাঙ্গা তা কাটুরে গঙ্গা, তবে কোটে হাজীর হতে হবে এই এক যা কষ্ট, তা মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরকেও আজ কাল কোটে হাজির হতে হচ্চে, ইংরাজ বিচার কর্ত্তাদের কাছে ছোট বড় নাই, সকলেই সমান।

মোহন্ত। কিন্তু কি হতে কি হয়ে পড়বে তা ত আর জানা গেল না।

রাম। জানা জানি কি মহাশয়, নিশ্চয় বল্‌চি আপনার কিছুই হবে না। আপনাকে কোন মতে আসামীর স্থলে আন্‌তেই পারবে না, আমরা সকলেই সাক্ষী দেবো।

হরি। তা বই কি, জেলে যেতে হয় আমরা যাব (স্বগত) কিন্তু চাকি চাই বাবু আগে, কোমর বাঁদায় কে; (প্রকাশ্যে) গ্রামের লোক আপনার সহায় থাক্‌লে কে কি করতে পারে?

কালী। আমার একটী নিবেদন আছে যদি অপরাধ না নেন তা হলে বলি।

মোহন্ত। সেকিহে তোমরা আমার সহায়, তোমাদের অপরাধ কি বল হে!

কালী। এমন কিছু নয় আমি বল্‌ছিলাম এই যে কাছারিতে হাজীর হবার দিন আপনাকে এ পোষাক ত্যাগ কর্‌তে হবে, আপনাকে গেরুয়া বসন পরে যেতে হবে, তা না হলে জজসাহেবের মনে সন্দেহ হবে।

মোহন্ত। এ পোষাকে যাওয়া হবে না বটে, আচ্ছা আমি গেরুয়া বসনই পড়বো, কিন্তু রেল গাড়ি থেকে নেবে হেঁটে যাব না একখানা পাল্কির জোগাড় করে রেখ।

হরি। তা অবশ্য রাখা যাবে তার জন্য কোন চিন্তা নাই।

রাম। স্বাক্ষী সকলকে ডাকানো হয়েছিল ত তাদের যা শিখিয়ে দেবার থাকে, তা এই দুদিনের মধ্যে শেষ করে রাখ না কেন, কেন না সেখানে গিয়ে কিছুই শেখানো পড়ানো হবে না।

হরি। স্বাক্ষীদের আর শেখানো পড়ানো কি বল, তারা যা জানে তাই বলবে, কই তোমরা ত এই এত দিন যাওয়া আসা করচ্, কখন মোহন্ত রাজের কোন অন্যায় কার্য্য দেখেচ?

রাম। না তা কখন আমরা চক্ষে দিখিনি। আর মোহন্ত রাজের কি এ সব ইচ্ছা আছে, তা হলে উনি দণ্ডধারী কেন হবেন। আমাদের মতন মন ত আর ওঁর নয়, আর সে মন হলেই বা উনি টেঁক্‌তে পারবেন কেন?

মোহন্ত। (হরিদাসের প্রতি) চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনার সেই আইবুড়া কন্যাটার বিবাহ হয়েছে কি?

হরি। না মহাশয় সে জন্যে আমি কিঞ্চিৎ কাতর আছি। টাকা সংগ্রহ করতে পাচ্ছি না বড়ই বিপদ উপস্থিত।

মোহন্ত। ভাল আমি দাওয়ানকে বলে দেবো, আপনার যা দরকার তার কাছে পাবেন।

হরি। আজ্ঞে, আজ্ঞে আপনার জোরেই জোর, আপনি না থাক্‌লে আমাদের কি দুর্দ্দশা হত বলা যায় না, আপনি ধর্ম্ম পরায়ণ, দীন দুঃখির মা বাপ, আপনার কৃপাতেই আমরা সুখে কাল কাটাচ্চি।

কালী। (স্বগত) আমরা শালারা বেগাড় এসেছিলাম বটে, আচ্ছা ক্রমে হবে, আমাদের হাতেই ত সব।

মোহন্ত। তবে রবিবার দিন একত্রেই সকলে যাত্রা করা যাবে। এখন স্নান করে কিছু আহার কর্‌বে চল, বেলাটা হয়ে পড়েচে।

[সকলের গাত্রোত্থান]

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুমরুল গ্রামের অন্তঃসীমা মাঠের ধারে এক পুষ্করিণীর ঘাট। হানিফ, আমির কোঁচরে মুড়ি লইয়া খাইতে২ প্রবেশ।

হানিফ। আমির মামু! দুনিয়া এবার গরৎ হবার যো লাগ্‌চে, খোদা তালার গজব্ মান্‌সির আর ভালাই নেই, খাতি না পারি মারা পড়বার হতি চল্লো।

আমির। কিতারের খবর কেউ কি হাত দি রেখতি পারে। আখিরি হতে চলো, পেরগম্বরের বাৎ কি ঝুট্ হতি পারে। লেকেন দুনিয়া জল দি গরৎ হতি পারে না।

হানিফ। দ্যাখ মামু মাঠের পানে চাতি পারা যায় না, পানি বেগর চাষের দফা ত রফা, জমিন ফেটে চৌচির হবার লাগছে, কি কর্‌বো, কি হবে, কিছু কিনারা কর্‌তি পাচ্চি না।

আমির। নসিবে যা আছে তাই হবে, ঝুট্ মুট্ কাঁদলে কি হবে।

হানিফ। মামু তোদের গাঁয়ে যে সেভারে খুন কর্‌ছিল তানার কি হলো। আর মোন্ত ত পালিয়ে গেয়েল, ফেরত তারে দেখচি, ও ব্যাডারি কারসাজি সব শুনতে পালাম, ছুড়িডারে ত উই মতলব দে তার খসমের কাছে আতি দিত না, রাত হলি তারে নিয়ে রাখ্‌ত।

আমির। ওরে বাপু উসব হাল মোরে কইও না, মুই সব জানি, হিঁদুদের মোন্ত যে লায়েকের লোক মোকে সব মালুম আছে। লেকিন ইয়ে শিব খুব জহুরি, দুর্গা কালির মত নয়।

হানিফ। এ তালাওয়ের পানি তবি পিবার লায়িক নয়, চল মোরা উপাড়ে যাই, পাচু পানে চেয়ে দ্যাখ মেয়া লোককটা সে দিগে সরম কর‍্যা দাড়িয়ে আছে।

আমির। তবে চল মোরা সে তালাওয়ে যাই।

গরবিনী, কামিনী ও প্রসন্ন প্রবেশ।

গরবিনী। মর টোংরা মুখ পোড়াদের জ্বালায় ঘাট সরবার যো নেই। ছ পহর ধরে ঘাটে বসে মজলিস হচ্ছিল বাবা কেলে ঘাট পেয়ে গেছে, একে জল অল্প তায় আমার মুখ পোড়ারা দাড়ী ধুয়ে গেল। একটু থাম বোন জলটা থিতুগ্ আগে তার পর লাইবো।

কামিনী। গরবি দিদি তার পর কি হলো? জামিন দিয়ে ত খোলসা হয়ে এসেছে।

গরবিনী। একেবারে কি আর খোলসা হয়েচে লা, তবে যদ্দিন না মকর্দ্দমা হয় তত দিন গদিতে বসতে পাবে।

প্রসন্ন। এই সোমবার দিন মকর্দ্দমা হবে শুনেচি, বিপিন সরকারের দারোয়ান এসে সব বাড়ী২ বলে যাচ্ছিল যে খপরদার কেউ মোহন্তের বিপক্ষে বল না; কেউ যদি কিছু দেখেও থাক মেন না যত টাকা চাই মোহন্ত দেবে।

কামিনী। শুন্‌চি ভাই মুকুয্যে, মুকুয্যের মাগ, মুক্তকেশী, আর তেলি বৌকে কাচারিতে স্বাক্ষী দিতে হবে, ও মা ওরা কি করে সেখানে যাবে গো!

গরবিনী। সত্যি নাকি! ও ছোট ছুঁড়িটে হয়ত সব বলে ফেল্‌বে, আর ও ছুঁড়ি ভাই সব জানে, ও একটী কম নয়, দেখ্‌তে ছোটটী বটে, কিন্তু বয়েস হয়েচে।

প্রসন্ন। বয়েস হয়েচে বই কি গো, ওর ঢংদের চলন দেখনি আর এই বয়েসে অত ফিট্ ফাট্ কেন ভাই, অব্বিশ্যি ওর কিছু মাহাত্ম্য আছে।

গরবিনী। বলি মুকুয্যে মিন্‌সে আবার কোন মুখে যাবে বোন, মাগ সঙ্গে করে দাঁড়াতে লজ্জা হবে না।

কামিনী। সে যা হোক ও যেন ভাতারের সঙ্গে যাবে, তেলি বৌয়ের হাত সুদু কিন্তু পেট্টা মস্ত সে কি করে কাচারির মদ্যে হাজির হবে, তার কি একটু লজ্জা হবে না, আর দেখ রাষ্ট হতেই এসব কারখানা হয়েচে।

প্রসন্ন। ওর আবার লজ্জা কিসের বল, ও লজ্জার মাথা খেয়ে বসেচে, যারা ওর কাযে কাযী, তাদের কি আর লজ্জা ভয় থাকে, বেহায়া নাক কাটা না হলে অমন কর্ম্মে রত হয় না। এই সেদিন ওর ভাতার মরলো, এখন তার সব নেবেনি, এরি মধ্যে দেখনা ও কি না কর্‌লে।

গরবিনী। ভাই যে বেটিরে মন্দ হয়, আর যাদের মা বাপের ঠিক নাই তারা ভাতার থাকতেও কুপথে যায়, তুমি কি মনে কর্‌চ ওর ভাতার মর্‌তে ও এই কাজ করেচে, আমি এক গলা গঙ্গা জলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি যে ও বেটি ভাতার থাকতে২ এই কাজ করেচে।

কামিনী। তাই এই বার টের পাবেন কত ধানে কত চাল, লুকিয়ে২ গু খাওয়া বেরিয়ে পড়বে। আর এই মোহন্তের যদি এক মাস মেদ হয় ও বেটির ছ মাস হবে।

গরবিনী। বুড় ড্যাগরার কিছু হয় তা হলে আমি হরির নুট দেবো, মুখপোড়া বুড় বয়েসে বে করে এক ধ্বজা তুল্লেন, কালামুখোর একটু লজ্জা হলো না, আবার মোহন্তের হয়ে স্বাক্ষী দেবে।

প্রসন্ন। ভাল ভাই কামিনী, গরিব নবীনের কি হলো? আর সে এখন কোথায় আছে। আহা বেচারা পাগল হয়ে খুনটা করে ফেলে আপনার মরণ আপনি আন্লে।

কামিনী। শুনেছি যে হুগলির হাজতে আছে, তেন্নি পাগলের মতন বক্‌চে।

গরবিনী। ভাই তোমাদের কাছে আমি সত্যি বল্‌চি, যদি আমাকে নবীন স্বাক্ষী মানে, আমি এখনই যাই, আমার বাড়ীর লোক ভালই বলুক আর মন্দই বলুক, আমি ভাই স্বচক্ষে দেখেচি, এলোকেশীকে পাল্কি করে নিয়ে যেতে, এমন এক আধ দিন নয় প্রায়ই দেখ্‌তাম।

প্রসন্ন। গ্রামের মধ্যে কে আর জান্‌তে বাকি আছে বল, মোহন্তের চাকর বাকর ত এলোকেশীকে গিন্নি বলে ডাক্‌ত।

কামিনী। কিন্তু ভাই ছুঁড়ি মরণ সময় সব স্বীকার করে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, আর বাস্তবিক সেও ইচ্ছা করে এ কাজে রত হয়নি।

প্রসন্ন। এখন চল শিগ্রী নেয়ে যাই, দারগা তদারক কর্ত্তে আস্‌বে কি জানি ভাই আবার কি পথের মধ্যে এক কাণ্ড উপস্থিত হবে।

গরবিনী। তা ভাই চল আমরাও ঘাটে যাই, বেশ রদ্দুর আছে, এখানে জলটাও খুব কম।

সকলে। আচ্ছা ভাই চল।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলি কাছারির সম্মুখে গাছতলা

কতিপয় স্কুলের বালক ও অন্য লোক দণ্ডায়মান।

প্রথম বালক। আজ ভাই মোহন্ত সকলকে দেখতে হবে, শালার আজ মকর্দ্দমা।

দ্বিতীয় বালক। কৈ, বেলা ত হয়েছে এখন আশ্চে না কেন? বোধ করি সে হাজীর হবে না, তার ব্যারিষ্টার আছে সেই তার হয়ে উত্তর দেবে।

প্রথম বালক। তা কি হতে পারে, Criminal Case ক্রিমিনাল কেশ, এতে হাজীর হতে হবেই হবে।

তৃতীয় বালক। আমি বল্‌চি সে বেটা কখনই হাজির হবে না, সে পালাবে, পোনের হাজার টাকা না জমা আছে, তা গেলেও তার ক্ষতি কি, শুনেচি বেটার ঘর থেকে যে সোনা রূপা বেরিয়েছে তা ওজন করে হিসাব রখেতে হয়েছে।

প্রথম বালক। পালিয়ে বা বাঁচবেন কোথা, এ British Government বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যেখানে থাক খুঁজে বার কর্‌বে।

নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ!

তৃতীয় বালক। ঐ হে শুন স্কুলের ঘণ্টা বাজ্জে, চল ভাই স্কুল বসে যাবে, আর মিছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা।

প্রথম বালক। আর একটু দাঁড়াও না ভাই, দেখতে পাচ্ছ না, মোহন্তের লোকজন সব এসেচে, আর সে আস্‌বে না।

দ্বিতীয় বালক। তোমরা থাক ভাই, আমি চল্লুম, মাষ্টার বড় রাগ কর্‌বেন।

তৃতীয় বালক। যা যা ঐ বেটার ছেলে বড় পাজী, পাড়াগেঁয়ে কি না ও এক বয়স আলাদা, এক গুঁয়ের শেষ, বেটাকে কখনই দেখলেম না যে আমাদের মতে মত দিলে, যা বেটা যা।

দ্বিতীয় বালক। (অপ্রস্তুত হইয়া) রাগ কর কেন ভাই, তোমাদের থাক্‌তে ইচ্ছা হয় থাক, আমাকে কেন ভাই বাধা দেয়।

[প্রস্থান]

অন্য দুইজন বালক। এক খানা পাল্কি আশ্চে২।

প্রথম বালক। (বাহিরে দেখিয়া) এইবার শালা আস্‌চে, তার কোন ভুলটী নেই, যখন দারোয়ান শালা আছে, সে না হয়ে যায় না।

অন্য দর্শক। হ্যাঁ গো মোহন্তেরই পাল্কি বটে, কর্ত্তা বে কর্‌তে আস্‌চেন।

প্রথম বালক। আমরা ওরে এগিয়ে নিতে এসেছি (ঢেলামারা) টাকা নিয়ে তবে ছেড়ে দেবো—

মোহন্ত, কতিপয় স্কুলের বালক, অন্য লোক জন প্রবেশ।

বালকগণ। দুর শালা, মোহন্ত তোর এই কি কাজ, ছদ্মবেশী বেটা, বকা ধার্ম্মিক শালা, আবার মুখে কাপড় দিয়ে কেন, মুখ দেখাতে লজ্জা হচ্চে। (মোহন্তের গায়ে ধুলা দেওন ও নানা প্রকার বিদ্রুপ।)

মোহন্তের দারোয়ান। মোহন্তকে রক্ষা করিবে চেষ্টা ও তাদিগে প্রহার।

মোহন্ত দ্রুতবেগে কাছাড়ি ঘরে প্রস্থান।

বালকগণ ও অন্য লোক সকলেই সঙ্গে২ প্রস্থান।

প্রথম ও তৃতীয় বালক। আজ আমরাও স্কুল যাব না, দেখি বেটা কি বলে কি উত্তর দেয়, বেটার মুখ খানা দেখতে পেলাম না হে।

তৃতীয় বালক। ভাই আমার আজ History হিষ্ট্রি পড়া হয়নি, মাষ্টার বেটা বক্‌বে তা কাজ নাই, আজ আর স্কুল যাব না।

নেপথ্যে। স্বাক্ষী নীলকমল মুখুয্যে, স্বাক্ষী নীলকমল মুখুয্যে।

প্রথম বালক। ওই হে চল স্বাক্ষীর ডাক হচ্চে।

[উভয় প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হুগলি ম্যাজিস্ট্রেটের কাচারি ঘর। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, মাষ্টার জ্যাকসান, মাষ্টার ব্যানার্জি, ঈশান বাবু আসীন, আমলাগণ, স্কুলের বালকগণ ও অন্য দর্শক দণ্ডায়মান, নীলকমল মুখুয্যে স্বাক্ষী তেলি বৌ, মোহন্ত ও নবীন পৃথক স্থানে দণ্ডায়মান।

মাঃ জ্যাক। (স্বাক্ষীর প্রতি) তোমার নাম কি?

নীল। (হলপ পড়িয়া) আমার নাম নীলকমল মুখুয্যে আমার পিতার নাম—

জ্যাক। (নবীন আসামীকে দেখাইয়া) এই তোমার জামাই, উনি তোমার কন্যা এলোকেশীকে হত্যা করিয়াছে?

নীল। আমি ওঁর মুখে শুনিয়াছি যে উনি আমার এলোকেশীকে খুন করিয়াছেন, আমি কিন্তু চক্ষে দেখি নাই।

জ্যাক্। নবীন তোমার বাড়িতে আসিয়া তোমার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিল?

নীল। আমার সঙ্গে কোন বিবাদ বিসম্বাদ নাই।

জ্যাক্। তবে কেন তোমার কন্যাকে খুন করিয়াছে, তাহা তুমি জান?

নীল। তাহা আমি জানি না।

ঈশা। তুমি কখন তোমার কন্যা এলোকেশীকে পাঠাতে?

নীল। না, মোহন্তের কাছে কন্যা পাঠাব!

ঈশা। তারকেশ্বরে কখন পাঠাতে? গত বৎসরে কয়বার তুমি এলোকেশীকে পাঠাইয়াছিলে।

নীল। আমি বাধ করি যে গত বৎসরে একবারও পাঠাই নাই।

মাঃ ব্যানা। মোহন্তের লোক তোমার বাড়ীতে সর্ব্বদা আসা যাওয়া করে?

নীল। না তাদের আসবার আবশ্যক নাই।

নবীন। এই You damned ইউ ড্যাম্‌ড বাগার, আবার মিথ্যা কথা বল্‌চিস্।

ঈশা। (নবীনকে) থাম থাম তোমার কোন কথাই কায নাই।

নবীন। মোহন্ত, তোর কালাপেড়ে ধূতি, ঢাকাই চাদর চিনেবাড়ীব জুত কোথায় গেল? গেরুয়া বসন পরেচিস কেন?

নীল। (কাট গড়া হইতে নামিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

(তেলি বৌ স্বাক্ষীর স্থলে উপস্থিত।)

জ্যাক্। (তেলি বৌয়ের প্রতি) তোমার নাম কি তুমি থাক কোথা?

তেলি। আমার নাম থাক, আমি মুকুয্যের জমিতে বাস করি।

জ্যাক্। তোমার চলে কি করে, তোমার কি ব্যবসা?

তেলি। আমি ধান টান ভেনে খাই।

নবীন। ওর যা ব্যবসা, ওর হাত পানে, আর পেট পানে চেয়ে দেক্‌লেই হবে, হাতে গহনা নেই বিধবা কিন্তু পেট উঁচু সধবা— ওই বেটিই নষ্টের মূল।

সকলের হাস্য।

জ্যাক্। ভাল তোমার সঙ্গে এলোকেশী কখন তারকেশ্বরে গিয়েছিল।

তেলি। ওর মা বাপ আছে, স্বামী আছে ও আমার সঙ্গে তারকেশ্বরে যাবে কেন গো, আমি আপনার দুঃখু ধন্দা করে বেড়াই।

জ্যাক্। ওকে কখন দেখেচ সেখানে যেতে আর কারো সঙ্গে।

তেলি। না বাবু, আমি ওকে কখন কারো সঙ্গে যেতে দেখিনি, আমি এই এক পাঁচিরে ঘর করি কই কখনও এলোকেশীকে ঘরের বাহির হতে দেখিনি।

মাঃ ব্যানা। তোমার সঙ্গে আর নীলকমল মুকুয্যের সঙ্গে যে দিন মোহন্তের বিষয় কথা হচ্চিল, নবীন তোমাদিকে মারতে চেয়েছিল, ঘরের কপাট ভেঙ্গে ছিল?

তেলি। কৈ বাবু আমি ত এক দিনও মুকুয্যের সঙ্গে কোন কথা কই না আর নবীন কবে আমাদিগে মার্‌তে গেছলো গো।

মাঃ ব্যানা। মোহন্তের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, ওর কাছে এলোকেশী যাওয়া আসা কর্‌ত তুমি জান?

তেলি। ওমা সে ছিল ভাতাত্বীর মাগ, সে কেন মোহন্তের কাছে যাওয়া আসা করবে গো! এমন উপর চাপ দিয়ে জিজ্ঞাসা করার কি কল। আমি বাবু আর কিছু জানিনে। (নাবিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

জ্যাক। মুক্তকেশীকে আন।

মুক্তকেশী প্রবেশ, মুক্তকেশী স্বাক্ষীস্থলে দণ্ডায়মান।

জ্যাক। তোমার নাম কি?

মুক্ত। আমার নাম মুক্তকেশী।

জ্যাক। তোমার এলোকেশী দিদিকে কে খুন করিয়াছে।

মুক্ত। আমি জানিনা, কিন্তু শুনিতেছি যে আমার ভগ্নিপোত নবীন (এই যে দাঁড়াইয়া আছে) তাহাকে কাটিয়াছে।

জ্যাক। কেন কাটিয়াছে তাহা জান?

মুক্ত। আমার স্মরণ নাই।

জ্যাক। তুমি তোমার দিদির সঙ্গে থাকিতে, সে তোমাকে কখন তারকেশ্বর লইয়া গিয়াছিল?

মুক্ত। দিদির সঙ্গে— না আমার মনে নাই।

জ্যাক। (চৌকিতে উপবেশন)।

মাঃ ব্যানা। মোহন্তের পাল্কি তোমাদের বাড়ীতে আসতে কেউ কখন দেখেচ?

মুক্ত। হ্যাঁ, দেখেচি।

মাঃ ব্যানা। তার কটা পা কেমন দেখ্‌তে বল দেখি।

মুক্ত। আমার মনে নেই।

মাঃ ব্যানা। আচ্ছা তুমি যাও।

সকলের গোল, হাস্য ইত্যাদি।

মাজিস্ট্রেট। বড় গোল হইতেছে স্থির হয়।

একজন বালক। আমরা মোহন্তের মুখ দেখিতে চাই, এবং তাহা হইলেই এখানে আর থাক্‌বো না।

মাজি। (মোহন্তকে) তোমার মুখের কাপড় খোল।

মোহন্ত। (মুখের বসন মোচন।)

সকলে। (হাস্য এবং অনেকে প্রস্থান।)

মাঃ ব্যানা। মোহন্তের দরোয়ানকে আন?

দরোয়ান প্রবেশ।

দরোয়ান। (উপস্থিত) (হলপ পড়িয়া দণ্ডায়মান।)

মাঃ ব্যানা। তোমার নাম কি, কি কর্ম্ম কর?

দরো। আমার নাম— আমি মোহন্তের দরোয়ান।

মাঃ ব্যানা। তুমি এলোকেশীকে দেখেচ, আর তাকে চেন?

দরোয়ান। হাঁ, আমি তাকে চিনিতাম. সে নীলকমল মুকুয্যের মেয়ে।

মাঃ ব্যানা। সে এখন কোথায়!

দরো। তাকে নবীন নামে একজন খুন করেচে শুনেচি।

মাঃ ব্যানা। কেন খুন করেচে জান?

দরো। হাঁ আমি শুনেচি, যে সে মোহন্তের কাছে যেত বলে তার স্বামী তাকে খুন করেচে।

না, প্রথমে তাকে মাপ করেছিল, তারপর মোহন্ত তাকে কেড়ে নেবে এই শুনে পাগল হয়ে খুন করেচে।

মাঃ ব্যানা। সে কি একলা যেত?

দরো। না, তেলিনীর সঙ্গে আর কখন২ তার সৎ মায়ের সঙ্গে।

মাঃ ব্যানা। কতক্ষণ থাক্‌ত?

দরো। প্রায় সমস্ত রাত্রি, ভোর হলেই চলে আস্‌ত, কোন দিন বেলা গিয়ে সারা দিন রাত থাক্‌ত।

মাঃ ব্যানা। মোহন্তের কাছে কি জন্য যেত তা তুমি জান?

দরো। যুব মেয়ে তার কাছে যে জন্যে যেতে হয় তাই যেত, আমি প্রকাশ করে বল্‌তে পাচ্চিনে, আমার লজ্জা হচ্চে।

মাঃ ব্যানা। ভাল মোহন্তকে এলোকেশীকে এক জায়গায় দেখেচ।

দরো। হাঁ, এক বিছানায় বসে থাক্‌তে দেখেচি, আর আবির মাখামাখি করতে দেখেচি।

মাঃ ব্যানা। তোমার স্বাক্ষাতে কি এই সব হত।

দরো। না আমার সাক্ষাতে না, অন্দর মহলের বৈঠকখানায় সেখানে কারই যাবার অনুমতি নাই, তবে আমি যেখানে পাহারা দি সেখান থেকে খড়খড়ীর ভেতর দিয়ে বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মাঃ ব্যানা। ভাল, এলোকেশীকে কেড়ে নেবে বলে যে মোহন্ত লোক রেখেছিল, তুমি কি করে জান্‌লে।

দরো। আমি লোক সংগ্রহ করি, আর আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম।

মাঃ ব্যানা। দোকানি স্বাক্ষীকে আন।

দোকানি প্রবেশ।

দোকানি। (হলপ পড়িয়া দণ্ডায়মান।)

মাঃ ব্যানা। তুমি এলোকেশীকে জান?

দোকা। হাঁ, আমি জানি, আমার বাস কুমরুল গ্রামে।

মাঃ ব্যানা। মোহন্তের কাছে এলোকেশীকে যেতে দেখেচ?

দোকা। হ্যাঁ, আমি তাকে অনেকবার যেতে দেখেচি।

মাঃ ব্যানা। কি জন্যে যেত তা তুমি জান?

দোকা। তা আমি ঠিক বল্‌তে পারিনে, কিন্তু সন্ধ্যার সময়, বৈকালে যেত আর ভোরের সময়ে আস্‌ত।

মাঃ ব্যানা। কোন্ খানে তাকে তুমি দেখ্‌তে?

দোকা। কোনদিন আমার দোকানের সম্মুখে, কোন দিন জলার মধ্যে, কোন দিন গ্রামের ভেতর।

মাঃ ব্যানা। দোকানের সম্মুখে কোন্ সময়ে দেখ্‌তে?

দোকা। প্রায় বৈকালেই, কখন২ সকালে।

মাঃ ব্যানা। আর জলার মধ্যে, গ্রামে, কখন দেখ্‌তে।

দোকা। ভোরের সময়, খুব সকালে যখন আমি বাড়ি থেকে দোকানে আসি।

জ্যাক। (মোহন্তের একজন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া) ভাল তুমি এলোকেশীকে মাঠে দেখ্‌তে কেমন কাপড় পরা, গ্রহস্তের মেয়েরা মাঠে যায় যে কাপড় পরিয়া?

দোকা। না সেরকম কাপড় না, ভাল কাপড়। সব গহনা পরা। আর যে মাঠে আমি তাকে দেখ্‌তাম সে মাঠে তার যাবার কোন দরকার নাই তাদের বাড়ীর পেচনে আর একটা মাঠ আছে, সেই খানেই ওদের পাড়া ঘরের মেয়ে ছেলেরা সব মুখ হাত ধুতে যায়।

জ্যাক। মোহন্তের কাছে যেত তুমি কি করে জানলে?

দোকা। সদা সর্ব্বদা যাওয়া আসাতে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল, তাই সন্ধান করে দেখেছিলাম যে, ওরা মোহন্তের কাছে যায়, আর সেইখানেই রাত্রি বাস করে।

জ্যাক। আমি এই মকর্দ্দমা বিচারের নিমিত্তে সেসন জজ সাহেবের নিকট সুপোর্দ্ধ করিলাম। আসামী নবীনকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হোগ্ এবং মোহন্ত যে জামিনে আছে তাহাই রহিল।

[চৌকি হইতে উত্থান।]

কাচারি বরখাস ও গোলযোগ।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাঁশবেড়ে কালিদাস চক্রবর্ত্তীর বাসা।

কালিদাস, মধুসূদন ঘোষ ও নিমাই দত্ত আসীন।

কালিদাস। আজ আর বেলা করা হবে না, একটু সকাল২ বেরূতে হবে মোহন্তের মকর্দ্দমা আজ শেষ হবে, কি হয় বলা যায় না। কাল্কে না বেরিয়ে মনটা অস্থির আছে, মক্কেলরা কি মনে করবে না জানি।

মধু। আপনি নবীন মোহন্তের মকর্দ্দমার কোন পক্ষে মহাশয়?

কালি। আমার আবার পক্ষাপেক্ষী কি বাবু, যে দিগে জয় সেই দিগেই আছি। কিন্তু মোহন্তের দিগে থাক্লে কিছু হাতানো জেত, তা অদেষ্ট ক্রমে হয়ে উঠ্লো না!

মধু। বোধ হচ্চে মোহন্তকে কিছু দিতে হবে। জজ সাহেব অমনি ছাড়বেন না, আর বাস্তবিক মোহন্ত দোষী।

নিমাই। মহাশয় নবীনের আর কিছু হলো না, নিতান্তই তাহাকে পুলি পালান যেতে হলো। ছোট লাট সাহেব নাকি দরখাস্ত ফিরিয়ে দিয়েচেন?

কালি। এই রকম ত শুনা যাচ্চে কিন্তু নিশ্চয় কিছু বল্তে পারিনে।

নিমাই। মোহন্তের কিছু না হলে বড় দোষের কথা। কেন না ওর যে রকম চালচুল, বোধ করি এবার খালাস পেলে কিছু বাকি রাখ্বেনা। আর মশাই ওর যদি কিছু হয়, তা হলে দেখ্বেন অনেকেই সোজা হয়ে

যাবে। আমাদের বাড়ী সেই খানে; বেটা যে দৌরাত্তি আরম্ভ করেচে তা যদি আপনি শোনেন ত কানে হাত দেবেন। আপনাকে বল্‌তে কি এই যে ঘটনাটি হয়েচে এর এক বিন্দু মাত্র মিথ্যা নয়।

মধু। মিথ্যা কি করে বল্‌বো বল? মকর্দ্দমা না হতে২ নবীনের শ্বশুর শাশুড়ী মরে গেল, যাক তেলিনী কম্‌নে নিউদ্দেশী হলো। এতেই বুজে দেখুন না। বেটার মরণ কি অম্‌নি ওদেরি জন্যে টেঁকে ছিল।

[মাধব বাঁড়ুয্যের প্রবেশ।]

কালি। আসতে আজ্ঞা হয়।

মাধব। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনি ক্যামন আছেন। আজও কি কাচারি যাবেন না! (উপবেশন)।

কালি। হ্যাঁ আজ বেরুব বইকি মহাশয়, আজ না বেরুলে কি চলে মোহন্তের কি হয় দেখ্‌তে হবে।

মাধব। তবে বেলা করচেন ক্যান ১১টা যে বাজে এতক্ষণ মকর্দ্দমা হয়ত হয়ে গেল, আসুন শীঘ্রি, একখান গাড়ী ডাক্‌বো।

কালি। এরি মদ্দে কি হয়ে যাবে, আচ্ছা একখানা গাড়ী আনচি (নিমাইয়ের প্রতি) বাপু এইখান থেকে একখানা গাড়ী আন দেখি।

[নিমাই প্রস্থান]

মাধব। অ্যাসেসর কাল মত দিয়েছেন।

কালি। দুজনে কি এক রায় হলো?

মাধব। না একজন বল্লেন নট গিল্‌টি আর একজন বল্লেন গিলটি।

কালি। নট গিল্‌টি বল্লেন কে?

মাধব। এই যে তাঁর নাম ভুলে যাচ্চি. কি বলে দূর হোগ ছাই মনে হচ্ছে না এই গড়গড়ী।

কালি। হুঁঃ (মাথা নাড়িয়া) তা ত হবেই।

নেপথ্যে। মশাই গাড়ী এনেচি।

মাধব। চক্রবর্ত্তী মশায় গা তুলুন গাড়ী এনেচি।

কালি। (গাত্রোত্থান) দূর হোগ ছাই আবার বাহ্যেটা পেলে, মাধব বাবু আপনারা গাড়ীতে যান আমি আস্‌ছি।

মধু। (গাত্রোত্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সেসন জজের কাছারি।

জজ সাহেব আসীন। ঈশান বাবু দণ্ডায়মান মাষ্টার জ্যাক্‌সন ও অপর জন আসীন ও দণ্ডায়মান, শান্তি রক্ষকগণ আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত, আসামী মোহন্ত কাটগড়ার ভিতর দণ্ডায়মান।

ঈশান। মোহন্তের দরোয়ান গোপী এলোকেশীকে স্বচক্ষে মোহন্তের সঙ্গে এক বিছানায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে তাহাকে মোহন্তের বাড়ীর উপর এবং খিড়কীর পুষ্করণীর ধারেও দেখিয়াছে, রামেশ্বর পাত্র যখন মোহন্তের নিকট টাকা ধার করিতে যায়, তখন সে মোহন্তকে এলোকেশীর পিঠে হাত বুলাইতে দেখিয়াছে। নবীন তাহার দিদিশাশুড়ীর বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক খাইতে পায় নাই, তাহাকে খাবার থালা আপনি মাজিতে বলে। এলোকেশীর দুশ্চরিত্রের সংবাদ বাহিরেও প্রকাশ পাইয়াছিল। আর নবকুমার তাঁতিও সমস্ত ব্যাপার জানিত। এলোকেশী আপনি সমস্ত কথা আপন মুখে স্বীকার করিয়াছে। থাক তেলিনি আর নীলকমল মুকুয্যেতে এলোকেশীকে মোহন্তের কাছে লইয়া যাইবার যে কথপোকথন হইয়াছিল নবীন তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। থাক তেলিনি সেই সাক্ষী দিবার ভয়ে যে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার কোন নিদর্শন নাই। এই সকল প্রমাণ মোহন্তের অপরাধের জন্য যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

জ্যাক্। গোপীনাথ রায় মোহন্তের দরোয়ানের কথা কোনক্রমেই গ্রাহ্য হইতে পারে না, যেহেতু সে তিনবার তিন প্রকার গল্প করিয়াছে। বিশেষ পর দারাভিগমনের দোষ যতক্ষণ সাক্ষাৎ প্রমাণ না হয়, ততক্ষণ তাহা অপরাধ

বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এলোকেশী যে আপন দোষ সমস্ত স্বীকার করিয়াছিল, ইহা আইন মতে ধর্ত্তব্যই নহে। কারণ এলোকেশী যদি জীবিত থাকিত ঐ সমস্ত কথা আদালতে বলিত, তাহা হইলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারিত। তবে এই সম্ভবে, যে কেনারাম ভট্টাচার্য্য এলোকেশীর প্রতি আশক্ত ছিল, সে নিজের দোষ গোপন করিবার জন্যে মোহন্তের নামে অপবাদ রটাইয়া দেয়। প্রকৃত পক্ষে মোহন্তের অপরাধের আইন সংগত কোন প্রমাণ নাই।

শান্তিরক্ষক। চোপ, চোপ, আস্তে কথা কও।

জনৈক আমলা। (স্বগত) এইবার জজ সাহেব কি বলেন, মোহন্ত বেটার অদেষ্টে কি জেল নাই, বেটা খালাস পাবে দেখছি।

জ-সা। মকর্দ্দমাটী বড় সহজ নয়। মাষ্টার জ্যাকসান যেমন বলিলেন ইহার অনেক এবং যথেষ্ট প্রমাণ চাই। কিন্তু তাহার মতে যতদূর প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যথেষ্ট। এইরূপ অপরাধ সকল প্রায় অতি গোপনে হইয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে সকল প্রমাণ পাওয়া অতি কঠিন এবং অসম্ভব। দরোয়ান গোপী রায়ের স্বাক্ষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি করা হইয়াছে, যে মোহন্ত তাহাকে দুই বৎসর হইল কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে, যে দ্বিতীয়বার মিথ্যা হলপ করিয়াছে, এবং যে তাহার সিদ্ধি খাওয়াইবার কথা সমস্ত মিথ্যা, যে তাহার পক্ষে মোহন্তের ঠাকুর মহাশয়ের ঘর দেখিতে পাওয়া অসম্ভব, যে হেতুক সে যেখানে থাকিত তাহার মধ্যে এবং মোহন্তের ঘরের মধ্যে আরও একটী ঘর আছে। অতএব গোপী রায়ের কথা যদি মিথ্যা হইত তাহা হইলে মোহন্তের কৌন্সলী স্বাক্ষীর দ্বারায় প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহার সমস্ত কথা সত্য সেই জন্য মোহন্তের লোকেরা চুপ করিয়া রহিল। অপরাধী একজন ধনী এবং ক্ষমতাপন্ন লোক, টাকা দিয়া এবং অন্য উপায়ে এলোকেশীর মন খারাপ করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল সুতরাং মোহন্ত উপহার দ্বারায় এবং নানা প্রকার কলে কৌশলে তাহার মন সহজেই হরণ করিতে পারে, এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মনে মোহন্তের অপরাধ সম্বন্ধে কিছু

মাত্র সন্দেহ নাই! তাহার কৌন্সলীরা এই আপত্তি করিয়াছেন যে এ অপরাধের সাক্ষাৎ প্রমাণ চাই। বিলাতী আইনের সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রমাণ বিষয়ে অতি কষ্ট। কিন্তু আমি কোন ইংরাজের বিচার করিতেছি না। ইহা এদেশের ঘটনা এদেশের লোকেরা যে ভাবে এই সমস্ত ঘটনা দৃষ্টি করে, আমিও সেই ভাবে দেখিব। এখানকার লোক সকলেই জানে স্ত্রীলোকদের মধ্যে যদি কাহাকেও অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, ও হাস্য পরিহাস করিতে দেখা যায়, আর সেই পুরুষ যদি তাহার আত্মীয়জন না হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোককে দুশ্চরিত্র বিষয়ের তাহা যথেষ্ট প্রমাণ। ইংরাজদের পক্ষে এ প্রমাণ কিছুই নয় বটে, অতএব মোহন্তকে আমি পরদারাভিগমনের অপরাধে সম্পূর্ণ অপরাধী বলিয়া তাহার প্রতি তিন বৎসরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস এবং ২০০০ টাকা জরিমানা হুকুম দিলাম।

মোহন্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

অন্য সকলে। বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, যেমন কর্ম্ম তেন্নি ফল হয়েচে, ঠিক বিচার হয়েচে।

শান্তিরক্ষক। (হাত কড়ি লইয়া মোহন্তের হস্তে পরাণ)

জ-সা। (উত্থান)

সকলে। যাও এবার শ্বশুরবাড়ী যাও, বড় বড় পাথর ভাঙ্গগে, কত সুখ করে কাল কাটাচ্ছিলে।

শা-ব। (মোহন্তকে লইয়া প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

এক গ্রহস্তের বাটীর উঠান তুল্‌সী তলা।

কতিপয় সধবা ও বিধবা স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ।

প্রথম বিধবা। কে? বাতাসা আন্‌তে গেছে যে রাত্রি হয়ে পড়্‌লো কখন হরির লুট হবে? আমি ভাই থাক্‌তে পারিনে, আমার ঘরে রুগি পড়ে আছে।

দ্বিতীয়া। আর বেস্তর দেরি হবে না পদীকে বাতাসা আনতে পাঠানো গেছে, সে এলোবলে, একটু বস্‌না ভাই! কার ব্যায়ারাম হয়েছে?

প্রথমা। আমার ছোট বনের, সাতদিন হলো জ্বর হয়েচে। আছে ভাল একটু।

দ্বিতীয়া। আর ভাই, সকল ঘরেই অসুক, অসুক ছাড়া ত কাকেও দেখ্‌তে পাইনে।

প্র সধবা। পদীকে যেখানে পাঠানো যায়, সেইখানেই বুড় হয়ে পড়ে, কোন একটা কাজ ওর দ্বারায় শিগ্রী হবার যো নাই।

প্র-বালক। মাসীমা, মোহন্ত বেটারছেলে খুব জব্দ হয়েচে বেটা— মেয়াদের কথা শুনেই ধুম করে পড়ে গেছলো তারপর বেটারে হাত কড়ি দিয়ে নিয়ে গেল। তার উকীল সাহেব জজ সাহেবকে বল্লে যে মোহন্তকে জামীনে রাখতে যত দিন না আপীল শেষ হয়।

দ্বি-বি। আবার কোথা আপীল কর্‌বেরে,— হুগলীর জজের চাইতে বড় জজ আছে নাকি?

প্র-বা। মাসীমা কল্‌কাতায় হাইকোর্ট আছে, সেখানে বার জন জজ বসে বিচার করে।

দ্বি-বি। বার জনই বসুক আর কুড়ি জনই বসুক, ও মুখপোড়াকে আর খালাস দেবে না।

দ্বি-সধবা। মুখপোড়া মোহন্তের হয় ত মেয়াদ বেড়ে যাবে, হরি কি আমাদের কথা শুন্‌বেন না।

প্র-সধবা। ও মা পদি কি কর্‌লে গো, এ যে ভরা ডুবুতে পারে। মাগা হয় ত কোথা বসে গল্প করচে তার কি বল না?

বালক বালিকাগণ। ও গো পদী আস্‌চে, পদী আস্‌চে (নৃত্য)।

প্র-স। (অগ্রসর হইয়া) আয় চলে আয়, পায়ে ঘুঙ্গুর পরেচিস না কি তোর জন্যে সকলে দাঁড়িয়ে আছে।

নেপথ্যে। আমি কি আর ঘুমিয়ে ছিলাম (বাতাসার চুব্‌ড়ী হাতে করিয়া প্রবেশ) কোন রাজ্জী গেছলেম, এ দোকানে ত নেই, বাবারে বাবা, দৌড়ে২ পায়ের চামড়া ছিঁড়ে গেছে। (চুবড়ী রাখন)

দ্বি-বি। পদী, তুই একটু জিরো জিরো। আহা! হাঁপাচ্চে মাগী।

পদী। এই তোমাদের জন্যেই ত সব, তোমরা ত কোন কাজ ধীরে শুস্তে করবে না মোহন্তের মেদ ত আজ হয়েচে, তা কাল আর হরির লুট দিলে হতো না, বয়ে যেত নাকি, না জেতপাৎ হতো (মুখ বিকৃতি)।

?-বি। বাছা সুখপোর শুনে দেরি করা যায় কি?

দ্বি-বি। (বাতাসার চুবড়ী লইয়া তুলসী তলায় রাখন) ও সৈরবি এক ঘটী জল নিয়ে আয় মা।

দ্বি-স। (জল আনতে দ্রুত বেগে প্রস্থান)

দ্বি-বি। তবে দিদি (প্রঃ বিধবাকে) উচ্ছুগু করে দি!

প্র-বি। হ্যাঁ তা বই কি, আর দেরি করা ক্যান মিছে।

সৈরবি জল লইয়া প্রবেশ।

দ্বি-বি। (জল লইয়া আঁচমন ও যোড় হাত করিয়া ও গলবস্ত্র যোড় করে) হরি! তুমি মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেচ তুমি সত্যি, তুমি সত্যি, তুমি আমাদের ভয় নিবারণ করেচ, আমাদের ঝি বৌয়ের কলঙ্ক তুমিই রাক্‌তে পার, হরি! মুখপোড়া মোহন্ত খালাস পেলে আমাদের এখানে বাস করা দায় হোত, মুখপোড়াকে যেন আর ফিরে আসতে না হয়। হরি! তুমি নবীনের সুরাহা করে দেও তাকে যেন পুলিপালাম না যেতে হয়, তুমি লাট সাহেবের মন ফিরিয়ে দ্যাও তিনি যেন নবীনকে মাপ করেন আহা নবীনের মা বাপ নেই, আপনার বল্‌তে কেউ নেই আমরা এই পাঁচ আনার লুট দিচ্চি মোহন্তের মেয়াদ হয়েচে বলে, হরি! নবীন যদি খালাস

পায় তা হলে যখন শুনবো তোমায় পাঁচ সিকে হরি লুট দেবো (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম) বল হরি, হরি বোল।

সকলে। বল হরি, হরি বোল।

দ্বি-বি। (বাতাসা লইয়া ছড়ান) বল হরি, হরি বোল সকলে (বাতাসা কুড়ান) বল হরি, হরি বোল, মোহন্তের বুকে বাঁস, বল হরি, হরি বোল।

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত।

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলির জেলখানার এক ঘর।

মোহন্ত কয়েদির পরিচ্ছদে আসীন।

মোহন্ত। এ গভীর রজনীতে, ঘোর অন্ধকার কারাবাসে আমি বদ্ধ আছি! না আমি স্বপ্ন দেখচি? না— এ তো আমার শয়নাগার নয়? কৈ আমার সে খাট পালঙ্গ কৈ, দাস দাসী. লোক জনের ত কোন কথাবাত্রা শুনতে পাইনে (আপন অঙ্গ আবৃত দেখিয়া) এ জঘন্য কম্বল আমার অঙ্গে? নিতান্তই কি আমার মকর্দ্দমা নিষ্পত্য হয়েচে, না আমাকে বিচার না করে কারাবদ্ধ করেচে। ও (দীর্ঘ নিশ্বাস) অপরিয্যাপ্ত টাকা ব্যয় করেও আমার এ দুর্গতি হোল, আমি কি করে এ কষ্টে জীবনযাপন কর্‌বো. হায়! কত দিনই বা আমাকে এ অবস্থায় থাক্‌তে হবে না জানি, আমার বন্ধু বান্ধবগণ কোথায় গেল, যাঁরা আমাকে কত পরামর্শ দিতেন, যারা আমাকে কত ভরসা দিত এক দিনের জন্যেও ত আমাকে এ কষ্টের বিষয় বলতো না। এখন তারাই বা কোথায়? বোধ করি আমি হাজতে আছি, কেন না, আমার মেয়াদ যদি হোত তা হলে অবশ্যই আমি জানতে পারতেম, কই আমার ত কিছুই স্মরণ হচ্চে না, আর আমার যে এরূপ অবস্থা হবে আমার মনে ত কখনই বিশ্বাস হয় না, আমি

সিদ্ধির ঝোঁকে এই সকল খেয়াল দেখচি, তাই হতে পারে। কেন না আমার এত টাকা থাক্‌তে কখনই আমার এরূপ অবস্থা হওয়া সম্ভব নয়, একবার দরোয়ানকে ডাকি (উচ্চৈঃস্বরে) তেওয়ারি তেওয়ারি।

নেপথ্যে। চোপ্‌ শালা, চোপ্‌, চিল্লাও মাৎ, চুপ চাপসে শোরাও, নেই ত আবি তোমতো শিখলায়ে গা।

মোহন্ত। (স্বগত) একি! আমার প্রতি রূঢ় বাক্য। একি নিতান্তই জেলখানা হায়! নিতান্তই কি আমার এই দশা হোল, আমি কি সে সকল বিধুমুখীদের সঙ্গে আহ্লাদ করতে পারবো না, হায়! কেন আমি এলোকেশীকে নিয়ে পালিয়ে গেলুম না কেন তাকে নিয়ে সন্ন্যাসী হলেম না, কেন পাপিষ্ঠ নবীন তাকে খুন করলে, কেন সে নরাধম তাকে ত্যাগ করলে না!

জেল প্রহরী প্রবেশ।

জে-প্র। তুই কি কাকেও ঘুমুতে দিবি না? এখানে কি মোহন্ত গিরি ফলাচ্চিস না কি, এ কি তোর গদি পেয়েচিস্‌? শালাকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো, শালা বড় সুখ করেচ, বড় পরের বৌ ঝিরে মজিয়েছ, এখন সুখ ভোগ করবে না, চুপ করে থাক, কোন কিছু গোল করবি তো গায়ে জল ঢেলে দেবো, সমস্ত রাত্রি ভিজেঁ কাপড়ে থাক্‌তে হবে। এখন হয়েচে কি, রাত পোহাগ আগে, তার পরে জানতে পারবি, পর স্ত্রী হরণ করা কত মজা। ঘানি টানতে হবে জান না? তোমার হাড় মাস এক যায়গায় করবো, পাজি শালা চুপ করে পড়ে থাক্‌, কোন সাড়া শব্দ এবার যদি শুনতে পাই, তোকে নিশ্চয় হিমে ফেলে রাখবো!

[প্রস্থান।]

মোহন্ত। (স্বগত) তবে কি আমার নিশ্চয়ই মেয়াদ হয়েচে, আর কোন উপায় নেই? (নীরব) (দীর্ঘনিশ্বাস) উঃ। কি করে আমি থাক্‌বো। কে আমার সেবা কর্‌বে, কে আমাকে সিদ্ধি ঘুটে দেবে, এই খানকার খাওয়া কি আমায় খেতে হবে, আমি কি একবারও বেরুতে পারবো না, কারো মুখ দেখতে পাবো না, এই ঘরের ভিতর কি আমায় বদ্ধ করেই রাখবে, আমার খোঁজ খপর কেউ নেবে না, সকলেই কি আমায় ভুলে যাবে?

না যাঁদের কাছে আমি টাকা জমা রেখেচি, তাঁরা অবশ্যই আমার উদ্ধারের চেষ্টা পাবে। আমাকে কি কোন কর্ম্ম করতে হবে? আমি ত চোর ডাকাত নই যে খাট্‌তে হবে, খাটুনি আমার নেই কিন্তু তা না থাকলেও এরূপ হীন অবস্থায় কি রূপে থাকি, এখানে কাকেও টাকা দিলেও কি আমার কষ্ট দূর হবে না, শোবার যায়গা তো নেই, শুই কোথায়, আর ত বসে থাক্‌তে পারিনে, পিপাসা পাচ্চে, একটু জল পেলেও যে খাই, কে বা দেবে কাকেই বা ডাকি, রাত্রি আর অধিক নাই বোধ হচ্চে, যাহোগ করে এ রাতটা ত কাটাই। (ভূমিতে শয়ন ও নিদ্রা)

প্রহরী প্রবেশ।

প্রহরী। বেটা ঘুমচ্যে দেখ, সমস্ত রাত্রি ছট্‌পট্ করে, ভোরের সময় ঘুমিয়ে পড়েচে, বেটা কি করে জেলে খাটবে, বেচার শরীর দেখ্‌লে দয়া হয়, কোন কালে ত কাজকর্ম্ম কিছুই করে নাই, চিরকালটা সুখে কাটিয়েচে, কষ্ট কাকে বলে তা জানেও না, কিন্তু বেটা বড় পাপিষ্ঠ মোহন্ত হয়ে পরের স্ত্রীতে আসক্ত। কত স্ত্রীলোক ওর কাছে যেত, মনে কেহই সন্ধ কর্‌তো না, স্বচ্ছন্দে ওর কাছে পাঠানো হোত তা এ বাবা তারকেশ্বরেরি কাজ, তিনি আর সইতে না পেরে, বেটাকে এরূপ দণ্ড দিয়েচে, তা এবার আর বাঁচতে হবে না খাওয়া বিনে আর খাটুনিতেই মরে যাবে। বেটার টাকা গুল সব গেল এবার, আমাদের কিছু হবে না, বোধ করি নাড়া চাড়া দিলে কিছু বেরুতে পারে, মরা হাতি তবু লাক টাকা, বেটার যে টাকা জামিন জন্যে জমা আছে তা ত আর খরচ হয়নি চেষ্টা করে দেখা যাগ। (নিকটে গিয়া) এই ওট্ না, পড়ে ঘুম মারছিস্ যে, কাজ করতে হবে না। একি আপনার রাজতক্তা পেয়েচিস্ না কি, ওট্ ওট্ বেলা হোল।

মোহন্ত। (স্বচকিতে) কে তুমি? আমার ঘুম ভাঙ্গালে কেন?

প্রহরী। কাজ কর্‌তে হবে না, চল্ এখান থেকে।

মোহন্ত। আবার কোথা যাব?

প্রহরী। ঘানি টান্‌তে আর কোথা, মনে করেছ কিছু কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে হবে না।

মোহন্ত। ঘানি টান্‌ব কেন, আমি কি চোর না ডাকাত।

প্রহরী। চোর ডাকাত তোর চাইতে ভাল, এখন ওট্ ওট্ (মোহন্তের হস্ত ধরিয়া) ওট, চল্ বেরিয়ে চল্।

মোহন্ত। আমাকে এক ঘটি জল দ্যাও, আমি মুখে জল দিই।

প্রহরী। একি তোমার আপনার ঘর নাকি যে তোমার জন্যে চার জন চাকর দাঁড়িয়ে আছে, বাবু উঠলে পরেই মুখ ধোবার জল এনে দেবে (মাটির ভাঁড় দেখাইয়া) ওই বদনা আছে পাতকো থেকে জল তুলে নে, মুখ যদি ধুবি।

মোহন্ত। বদনা কি? কি করে জল তুলবো আমি। জল তুল্‌তে পারবো কেন, ওখানেই বা যাই কি করে? আমাকে একখানা ভাল কাপড় দ্যাও না। এ কাপড় পরে কি করে বেরুবো আমার লজ্জা হচ্চে যে।

প্রহরী। লজ্জা কি তোমার আছে, লজ্জা থাকলে তুমি এখানে আসতে কেন, আর লজ্জা কর্‌লে কি হবে, তিন বৎসর ত এই রকমে থাক তার পর যা হয় তাই হবে।

মোহন্ত। তিন বৎসর থাকতে হবে? (নীরব)

প্রহরী। চল্ না চল, শিগ্রী, বেলা হয়ে গেল।

(হস্ত ধরিয়া বাহিরে গমন)

প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কয়েদিদের কার্য্যশালা— ঘানি কল।

মোহন্ত, রক্ষক ও জেল দারোগা দণ্ডায়মান।

জে-দা। দ্যাখ মাধব গিরি, তোমাকে আর মোহন্ত বল্‌বো না, তোমার জন্যে আমাদের হিন্দু দেবালয়ের যে কলঙ্ক হয়েচে, তা আর কোন মতে ঢাক্‌বার নয়, যত দিন তোমার নাম মনে থাক্‌বে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকবে, তত দিন এই কলঙ্ক বর্ত্তমান থাক্‌বে, সে যা হোক, এখন তোমাকে তিন বৎসর কাল জেলে পরিশ্রম কর্‌তে হবে, পরিশ্রম না

করলে, পেট ভোরে ভাত পাবে না। তা পাথর ভাঙ্গা কর্ম্ম দিন কতক পরে হবে, এক্ষণে তোমাকে এই ঘানিকলে পাক দিতে হবে (রক্ষকের প্রতি) দ্যাখ, একে এই ঘানি কলে জোড় কাজ না করলে আমাকে খবর দিস্ আর আমিও আস্‌ব।

[প্রস্থান]

প্রহরী। (মোহন্তের হস্ত ধরিয়া ঘানিতে নিযুক্ত)

মোহন্ত। (অসম্মত)

প্রহরী। (দুই এক ধাক্কা)

মোহন্ত। ও হো! ও হো!! (পতন)

প্রহরী। আর নেক্‌রা কত্তে হবে না, ওট্ ওট্ শালা (এক লাথি)

মোহন্ত। (হেঁট বদনে) বাবা তারকনাথ, আমায় রক্ষা কর, আমার এ দুর্গতি হবে বলে আমি স্বপ্নেও জানতেম না, আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আমার সঙ্গে আছ।

প্রহরী। ওট্ না, বাবা তারকনাথ এখন তোর জন্যে ঘাটি টানিয়ে দেবেন।

মোহন্ত। (উত্থান ও ঘানিতে কোমর দিয়া টানিতে অক্ষম)

প্রহরী। টান্‌না দাঁড়িয়ে থাকিলি কেন, বেটা ত ভারি পাজি। আমাকে মজাবে নাকিরে, এখনি জেল দারোগা এসে আমাকেই দোষী কর্‌বে, বল্‌বে, বেটা তুই ঘুষ খেয়ে ওকে কাজ করাচ্চিস্ নে। ভাল ত আপদ, বেটাকে মারতেও যে ভয় করে পাছে পড়ে গিয়ে মরে যায়, দেখে দয়া হচ্চে কি করি— আপনার চাকরিটী খোয়াব— না, (দুই ধাক্কা) টান্ না শালা টান্— ঘি দুদ খেগো শরীর— টান্ না, জোর কি নেই, দশটা শিয়ালে বেটাকে খেতে পার্‌বে না। তেল বার কর্ না শালা।

মোহন্ত। (পতন ও বসন)

প্রহরী। শালা যে বমি করে, তাই ত, জেল দারোগা কোথা গেল!

(নবীন লোহার গরাদের ভিতর থাকিয়া)

নবীন। পাপিষ্ঠ মোহন্ত, এখন তুই কোথায় বল্ দেখি, তোর কেন এ দুর্গতি বল্ দেখি। দূর নিশাচর জঘন্য পাতকী, এই রূপ শাস্তি তোর পক্ষে

উপযুক্ত, এখন কি তোর আশা আছে যে তুই আবার গদিতে গিয়ে বস্‌বি, রাজ ভোগ কর্‌বি, পরস্ত্রী হরণ কর্‌বি ছি! ছি! তোর জীবনে ধিক, তোর কার্য্যে ধিক, তোকে যারা এ পথে লইয়েচে তাদেরও জীবনে ধিক, তোর প্রতি তাদের দয়া হয়নি কেন; তুই যখন প্রথমে এই কুকাজে রত হয়েছিলি, তারা কি কেহই তোকে সৎ পরামর্শ দেয়নি, সকলেই কি তোর টাকায় বশীভূত হয়েছিল, হায় হায়! তোর দুর্গতি দেখে আমার দয়া হচ্ছে কি বল্‌বো আমার যদি ক্ষমতা থাক্‌তো তা হলে তোকে এখনি খালাস দিতাম, হায় হায়! কেন তুই দণ্ডধারী হয়েছিলি, কেন না অরণ্যে বসে তপস্যা করে কাল কাটালিনি, কেন তুই মাতা পিতাকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলি, হা পাথর! এখনও অনুতাপ কর, ঈশ্বর তোর প্রতি সদয় হবেন ইহকাল ত আর তোর নাই; পরকালে যাতে নিষ্কৃতি পাস্ তার চেষ্টা কর্। কি কুকাজ করেছিস্ বল দেখি, তোর জন্যে কটা জীবন নাশ হোল বল দেখি, তোর পাপ প্রকাশ কর্‌তে আমাকে এই কারা বদ্ধ হতে হয়েচে আমিও স্ত্রী ঘাতক হয়েছি।

প্রহরী। নবীন তুমি চুপ কর, দারোগা আশ্চে।

জেল দারোগা প্রবেশ।

জেল দারোগা। কি হে কাজ কচ্চে না?

প্রহরী। না মহাশয়, এ উঠচেই না তা কাজ কর্‌বে কি?

জে-দা। চাবুক লাগাও; ওমনি হবে না, ভণ্ড চাতুরি করে বমি কর্‌চে।

মোহন্ত। (অবনত মস্তক)

জে-দা। (প্রহরীর প্রতি) যা ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন, দেখা যাগ তিনি কি বলেন?

[প্রহরীর প্রস্থান]

জে-দা। জেলে খাটতে হবেই. কোন মতে পার পাবে না, কেন মিছে বেত খাবে?

ডাক্তার বাবুর পশ্চাতে প্রহরী প্রবেশ।

জে-দা। ডাক্তার বাবু। একে দেখুন দেখি, এ ত কিছুই করতে চায় না।

ডাক্তার। (পরীক্ষা করিয়া) এর জোর বেশ আচে, কাজ কর্‌তে বেশ পার্‌বে, তবে এর অভ্যাস নেই বলে পাচ্চে না, আর এই যে বমি করেচে ও কেবল ঘুর নেগেছে।

জে-দা। দেখ তোমাকে ডাক্তার বাবু কি বল্লেন, (প্রহরী প্রতি) দেখ, ওকে একটু২ জিরুতে দিস্ দু চার দিন পরে বেশ কাজ কত্তে পারবে. এখন আমি যাই।

[জেল দারোগা, ডাক্তার বাবু প্রস্থান]

প্রহরী। কিছু আছে টাছে, তোর লোক জন কেউ আসতে চেয়েছ বলতে পারিস্ টাকার পুঁটলি ঘরে রেখে আর কি হবে, কিছু দান ধ্যান কর্ যে সুখে থাক্‌তে পাবি।

মোহন্ত। আমার লোকজন কেউ এলে এখানে আস্‌তে দিও তা হলে আমি এর সমস্ত কথা বলতে পারবো আমি খাটতে পারবো না, আমার গা ঘুরছে, আমি দাঁড়াতে পাচ্চি না, আমি জজ সাহেবের কাছে দরখাস্ত করতে চাই যাতে না খাটুনি হয়, আমি কোন কালে কাজ কর্ম্ম কিছুই করিনে বরাবর সুখে কাটিয়েচি, আমার বড় পিপাসা পেয়েচে একটু জল দ্যাও।

প্রহরী। একটু থাম ঘণ্টা বাজুক তবে জল পাবে, এখন কোন মতে পাবে না. কেউ দিতেও পারবে না। তোমার জন্যে কি মেয়াদ খাটবে বল?

নেপথ্যে। (ঘণ্টার শব্দ)

প্রহরী। এখন চল, জল টল যা চাই পাবে এখন।

[মোহন্তের পশ্চাতে প্রহরী প্রস্থান]

নবীন প্রবেশ।

নবীন। (স্বগত) হায়, ভারতে জন্ম গ্রহণ করে এক কীর্ত্তি রেখে গেলেম, স্বাধীনতা যাহা মনুষ্যের প্রধান বল তাহাকে জন্মের মতন বিসর্জ্জন দিলেম। হায়! ক্রোধ রিপু কি উৎকট পাপ উৎপাদন কর্‌তে পারে মনুষ্যকে একেবারে হীন পদার্থ করে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় পতন করায়, হায়! হায়! জন্মভূমি হতে আমাকে এ জীবনের জন্যে যেতে হোল, দ্বাদশ বৎসর বাদেও একবার দেখতে পাব না. ভারতের সঙ্গে

আমার আর সম্পর্ক কিছুই থাকবে না, আমার এ অবস্থা হবে বলে কি আমার পিতা মাতারা ইহ লোক পরিত্যাগ করে পর লোক গমন করেচেন, আমার মতন পাপিষ্ঠের জন্যে শোক দুঃখ কর্‌তে আত্মীয় কুটুম্ব কেহ নাই। আর আমার থাকা উচিত নয়, আমার ভাগ্য ভাল যে আমার নামের পরিচয় কাকেও দিতে হবে না এবং সে লজ্জা সহ্য করতে হবে না, আমার কি শীঘ্র মরণ হবে? না, তা হলে সেই সময়েই প্রিয়ার শণিত এ পাপিষ্ঠের শণিত মিশ্রিত হয়ে, এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোত। রে পাপ জীবন! এ স্ত্রী ঘাতকের দেহ পিঞ্জরে আর কত কাল বাস কর্‌বি! হায়২ আমার এ মনের যন্ত্রণা ভারতবাসীদের নিকট প্রকাশ কর্‌তে পেলে, বোধ হয় ভারতবাসীদের অনেক উপকার হতো, ভাবী কালে এরূপ কার্য্য যেন আর কেহই না করে। হে পুণ্যাত্মা ভারতবাসীগণ! আমি তোমাদের নিকট জন্মের মতন বিদায় প্রার্থনা করি, আমার প্রতি তোমরা কৃপা কর, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি তোমাদের নামের কলঙ্ক স্বরূপ, আমি ঘৃণারই পাত্র, স্বীকার করি। হে মহানুভব মহাত্মা বঙ্গবাসীগণ! আমি কৃতঞ্জলিপুটে (গলায় বস্ত্র দিয়া) তোমাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে তোমরা এ নরাধমের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছ কিন্তু এ অধম সে ঋণ হইতে কখনই মুক্ত হইতে পারিবে না! (নীরব) (উচ্চৈঃ স্বরে) হায়! হায়! মাতঃ ভারতভূমি! আমি ক্রোধান্ধ হয়ে মহাপাপ করেচি, তোমার পবিত্র নামের কলঙ্ক করেচি এক্ষণে জন্মের মতন তোমাকে পরিত্যাগ করে চল্লেম।

আমি যাই! বঙ্গবাসী! তবে আমি যাই,
অকুল সাগর জলে জীবন ভাসাই!
হা জননী! বঙ্গভূমি! কোথায় রহিলে তুমি
জনমের মত তবে আজ আমি যাই,
মনে রেখ মনে রেখ, বঙ্গবাসী ভাই।

এলোকেশী! হা প্রেয়সী! রহিলে কোথায়
নবীন জনম মত জলে ভেসে যায়!

তোমারে পাঠায়ে দিয়ে,   ভাবিলাম নিজে গিয়ে,
মিলিব তোমার সনে সে বাসনা হায়।
পূর্ণিত হলো না ধরে রাখিল আমায়।

প্রিয়া হীন বঙ্গভূমি হয়েছে আঁধার,
তাই আমি হেন দেশ থাকিব না আর।
চলিলাম সিন্ধু পারে,   সে নির্জ্জনে অশ্রুধারে,
ভাসিব, জীবন সাধ ঘুচেছে আমার!
লয়েছি সন্ন্যাস আমি ছাড়িনু সংসার!

বঙ্গজন বন্ধুগণ! পামরের তরে
লয়েছ অনেক ক্লেশ সদয় অন্তরে,
ভেঙ্গে কি বলিব আর,   নমস্কার নমস্কার!
জানাইতে কৃতজ্ঞতা বাসনা অন্তরে,
কিন্তু যাই, থাকিব না প্রিয়া হীন ঘরে।

কেউত আমার নাই কে দেয় বিদায়।
তাই আজ বঙ্গভূমি ডাকি মা তোমায়।
দেও মা বিদায় দেও,   জননী গো সুখের ও
যাই আমি, কেন আজ বুক ফেটে যায়,
অধীর হৃদয় কেন! সংসারীর প্রায়।

হৃদয়রে! সে সুন্দর প্রিয়ার শরীরে
অস্ত্রাঘাত করিয়াছ, এ সময়ে ফিরে
হাবালে সে কঠিনত?   আমি যাই এই কথা
বলিতে আকুল আজ ভাস অশ্রুনীরে,
তপস্যা করিতে যাই জান না তা কিরে?

হে মহান্ত! কি বলিব যাবার সময়
শত্রুতা রাখিয়া যা(ও)য়া উচিত ত নয়,

মার্জ্জনা করিয়া যাই, সুখে তুমি থাক ভাই,
কিন্তু এই নিবেদন, করো ধর্ম্ম ভয়,
করো না কাহার সুখ আর বিষময়।

(নেপথ্যে) রাগিনী বেহাগ। তাল একতালা।
বঙ্গবাসী তবে যাই।
অকুল দুঃখ সাগরে এ জীবন ভাসাই।
হা! বঙ্গভূমি কোথায় রহিলে,
জনমের মত নবীনে ত্যাজিলে,
অকুল সাগরে ভাসালে ভাসালে,
উপায় না কিছু ভাবিয়া পাই!
হায় এলোকেশী প্রাণের প্রেয়সী,
তোমা বিনা দুখে ভাসে দিবানিশি,
সহাস্য বদনে একবার আসি
জুড়াও তাপিত প্রাণ;
তোমারে সঁপিয়া শমন সদনে,
আশা ছিল সুখে বঞ্চিতে দুজনে,
কি হল কি হল, আশা না পুরিল,
মনে রেখ প্রিয়ে অধীনে সদাই।
হে বঙ্গবাসী করি নমস্কার,
জনমের মত চলিলাম এবার।
হতে হবে মোর দুখসিন্ধু পার
পাবনা পাবনা ত্রাণ;
শুনহে মোহান্ত যাবার সময়,
শত্রুতা রাখা উচিত না হয়।
রেখ রেখ মনে সদা ধর্ম্ম ভয়,
আমি হে কাতরে এই ভিক্ষা চাই।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

শ্রী শ্রী জগদীশ্বরায় নমঃ।

সোণাগাজির খুন।

শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত
প্রণীত।

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ১১৭ নং ভবনে
শ্রীরসিকলাল চন্দ্র দ্বারা
কবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮২ সাল।

[1875]

সোণাগাজির খুন

রাগিনী বাগেশ্বরী। তাল আড়া।

হে, ভাব ফিরলে।
একাকী সংযতভাবে প্রভাতকালে।।
যিনি প্রকাশিলেন তন্ত্র, যিনি জানাইলেন যন্ত্র
যিনি দিলেন মহামন্ত্র শ্রবণ মূলে।।
সিরসী সহস্র দলে, দ্বাদশ দল কমলে,
মধ্য হলক্ষ মণ্ডলে, চপলা খেলে।।
তার মধ্যে পরাৎপর, শ্বেতবর্ণ কলেবর,
বিতরেণ অভয় বর, কর যুগলে।।
বামে রক্তবর্ণা শক্তি, এই ভাবে কর ভক্তি,
তবে তো রজনী মুক্তি, পায় মায়া জালে।।

পয়ার।

উত্তর বিভাগে কলিকাতা নগরের।
সোণাগাজি পল্লি লেন এলাম বক্‌সের।।
যথা বারাঙ্গনা কুল সদা করে বাস।
রূপের ছটায় করি তিমির বিনাশ।।
মানস মোহিনী কত ভুবন ভামিনী।
নিরূপমা মোনরমা মরাল গামিনী।।
কষিত কাঞ্চন কান্তি কিবা মনোহর।
নবীনা ষোড়শী যত ললনা নিকর।।
বৈকালেতে বেশ ভূষা করি আপনার।
বারাণ্ডায় আসিয়া যখন দেয় বার।।
নির্দ্ধুম অনল যেন জ্বলে ধক্২।

পথিক পতঙ্গ কুল পরাণ নাশক।।
কি ছার দামিনী খেলে মেঘের মালায়।
কি ছার শারদ শশী কিবা শোভা তায়।।
কি ছার মাধুরি মার করে অহঙ্কার।
কি ছার রূপসী রতী কিবা রূপ তার।।
জগতের যত রূপ করে এই ঠাঁই।
তুলনায় তাহাদের তুল্য হবে নাই।।
তাহাতে শোভিত কিবা চারু অলঙ্কার।
হীরা মণি পান্না চুনি বিবিধ প্রকার।।
কারবা সোণার সাট ডায়মন্ড কাটা।
কার কত ডায়মন্ড কত আছে ঘাটা।।
কেহবা জরাও সিঁতি জড়াইয়া শিরে।
আপনি আপন রূপ দেখিতেছে ফিরে।।
কেহ বা নাকেতে পরি বিবিয়ানা নত।
নলকে ঝলক দিয়া আলো করে পথ।।
কেহ বা পরেছে গলে মুকুতার হার।
মণিময় ধুক্ ধুকি কোলে দোলে তার।।
হীরকে খচিত চিক গলেতে কাহার।
জ্যোতিতে হরিছে তার জগত আঁধার।।
কাহার নিতম্বোপরি চারু চন্দ্রহার।
হীরা কাটা খামি কিবা ঠমক তাহার।।
কার কার চরণে করিছে ঝলমল।
চারিগাছা ছয়গাছা আটগাছা মল।।
বিবিধ রঙের শাড়ি রঙ্গাইয়া কত।
পরিয়াছে আপন আপন অভিমত।।
কার সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম শাড়ি শান্তিপুরে।
কেহবা কেরেপ কেহ পরিয়াছে ডুরে।।

টেরচা ফুলদার গুল বাহার ঢাকাই।
কতমত বুটিদার কে কহিবে ভাই।।
বেনারসি বুটিদার ফুলদার কত।
কামিনী কুলের মন তোষে অবিরত।।
ভাদ্রের ষোড়শ দিবা ক্ষিতী সুতবার।
অমা তিথি গতে প্রতিপদের সঞ্চার।।
বেলা দ্বিপ্রহরাতীত এমন সময়।
উঠিল দারুণ গোল ব্যাপি দিকচয়।।
বিশেষ জানিতে তার ইচ্ছা হলো মনে।
জনেক পথিকে ডাকি জিজ্ঞাসি যতনে।।
হতেছে এতেক গোল কিসের কারণ।
আপনি কি জানেন তাহার বিবরণ।।
শুনিয়া পথিকবর শিহরিয়া কয়।
কি বা আর জিজ্ঞাসা করেন মহাশয়।।
শুনিলাম যাহা তাহা কহিব কেমনে।
কহিলে দুঃখিত কত হইবেন মনে।।
গোলাপ নামেতে এক আছিল কামিনী।
ভুবন ভামিনী রূপে মরাল গামিনী।।
বছর আঠারো ষোল বয়স তাহার।
শুভ্রবর্ণা সুলোচনা মধ্যম আকার।।
কিছুদিন হইল লম্পট এক জন।
নিজস্য করিয়া রাখে করিনু শ্রবণ।।
পরেতে অবশ্য কিছু থাকিবে কারণ।
তাহাতেই উভয়ের ভেঙ্গে যায় মন।।
না যায় লম্পট বামা নাহি ডাকে তায়।
পরস্পর দেখ সোনা নাহি আর প্রায়।।
হঠাৎ কিরূপে অদ্য এরূপ ঘটিল।

বিশেষ করিয়া কেহ সহিতে নারিল।।
কেহ বলে পূর্ব্ব রাগ ছিল তার মনে।
মধ্যে২ ফিরিত বামার অন্বেষণে।।
নহিলে কেমনে আসি এমন সময়।
হঠাৎ করিবে তার জীবন সংশয়।।
কেহ বলে হয়েছিল দারুণ মাতাল।
তাহাতেই ঘটায়েছে এরূপ জঞ্জাল।।
কেহ বলে কিছু দিন হইতে গোলাপ।
তাহার সহিত নাহি করিত আলাপ।।
আপনি আপন বাসে একাকী থাকিত।
দরজা করিয়া বন্ধ সদত রাখিত।।
অদ্য দ্বিপ্রহরাতীত এমন সময়।
জল আনিবারে বামা দাসী প্রতি কয়।।
শুনে দাসী চলে জল আনিতে সত্বরে।
দরজা আছিল খোলা সেই অবসরে।।
পুরে প্রবেশিয়া দুষ্ট বঁটি লয়ে করে।
প্রহারিল বারম্বার গলার উপরে।।
দারুণ আঘাত পুন উদরে করিল।
সেই ঘায়ে শুনিতেছি পরাণ ত্যজিল।।
বঁটির আঘাত অঙ্গে পেয়েছে যখন।
কত আর্ত্তনাদ বামা করেছে তখন।।
আহা কি যাতনা পেয়ে ত্যজেছে পরাণ।
কত কষ্টে বাহির হয়েছে তার প্রাণ।।
সানুনয়ে করিয়াছে কতই বিনয়।
শুনে কি রে ফাটিল না পাষাণ হৃদয়।।
সুকোমল কামিনীর কোমল শরীর।
কেমনে কাটিলি দুষ্ট আঘাতে বঁটির।।

কেমনে বাঁধিয়া বুক হলিরে নিদয়।
কেমনে করিলি যাহা করিবার নয়।।
অতুলনা ললনারে করিয়া বিনাশ।
মনেতে কতই যেন হয়েছে উল্লাস।।
এমনি ভাবেতে ছাদে করি আরোহণ।
করিতেছে ভয়ানক ভীষণ গর্জ্জন।।
এদিকেতে দাসী আসি দেখিয়া ব্যাপার।
চমকিয়া পথে গিয়া করিল চিৎকার।।
গোল শুনে পথিক ও প্রতিবাসী যত।
চারিদিক হতে ছুটে এলো শত শত।।
হয়ে গেল লোকারণ্য চৌদিক বেড়িয়া।
হা হতষ্মি করে লোক ব্যাপার দেখিয়া।।
রক্তে রাঙ্গা কলেবর বঁটি লয়ে হাতে।
হুঙ্কারিয়া বেড়াইছে উপরের ছাতে।।
জনেক সুবুদ্ধি পরে মন বিচরিয়া।
বাহিরের দ্বারে দিল তালা লাগাইয়া।।
তালা লাগাইয়া দ্বারে ছুটিয়া চলিল।
পুলিসের প্রহরীরে সমাচার দিল।।
জনেক পাহারায়ালা আসিয়া তথায়।
ভাব ভক্তি দেখে তার ছুটিয়া পালায়।।
নিকটে আছিল থানা দিল সমাচার।
শুনে ছুটে আইল থানার জমাদার।।
সঙ্গেতে ক এক জন কালের সমান।
মল্লবেশে মাল কোঁচা করি পরিধান।।
হাতে দাণ্ডা কোমরেতে বাঁধা চাপরাস।
ছুটিয়া আইল সবে করে হাঁস ফাঁস।।
মূর্ত্তি দেখে অনেকের কেঁপে গেল প্রাণ।

হ্যারারারা শব্দেতে বধির হলো কাণ।।
চৌদিকে ঘেরিয়া যত যম অবতার।
ত্বরায় খুলিয়া তালা খুলে ফেলে দ্বার।।
দেখিয়া তখন ভয় কাঁপিল হৃদয়।
কহিতেছে জমাদারে করিয়া বিনয়।।
মারিবে না আমারে করুণ অঙ্গিকার।
আপনি যাইব আমি সঙ্গেতে তোমার।।
এত বলি বঁটি ফেলি নামিয়া আইল।
জমাদার ধরি বন্দ করিয়া রাখিল।।
খুনি বলে যে জন হইল গ্রেরেপ্তার।
রক্ষিত উপাধি কালী নাম শুনি তার।।
পুলিশের ডেপুটি কমিস্যনার জিনি।
ল্যাম্বার্ট তাঁহার নাম, আইলেন তিনি।।
পাঁচটা আন্দাজ বেলা হইবে তখন।
যে ছিল অপর কার্য্য করি সমাপন।।
শবেরে চালান করি আসামীরে লয়ে।
এলেন রাস্তার পরে তরান্বিত হয়ে।।
হতভাগ্য আসামীর হাতকড়ি হাতে।
রয়েছে উড়ানি গায় দেখেছি সাক্ষাতে।।
কৃষ্ণবর্ণ কলেবর দোহারা শরীর।
মুখেতে দুচারি দাগ আছয়ে গুটির।।
বয়স বছর ত্রিশ হয় অনুমান।
ল্যাম্বার্টের সঙ্গে রঙ্গে করিছে পয়ান।।
বটতলা কোম্পানির সরসী সদন।
আরোহিলা গাড়িতে আসিয়া দুইজন।।
দেখিতে ধাইল লোক কাতারে কাতার।
গণে শেষ করে হেন সাধ্য আছে কার।।

আবাল বণিতা বৃদ্ধ বালক সকল।
চারিদিকে হইতে আইল দলে দল।।
এত লোকে লোকারণ্য হইল তথায়।
পথিক চলিতে পথে পথ নাহি পায়।।
গাড়ির ভিড়েতে গাড়ি চলিতে না পায়।
মাইলেক পথ যুড়ি সকট দাঁড়ায়।।
পথের মাঝেতে যেন পড়িল প্রাচীর।
দারুণ গোলেতে কর্ণ হইল বধির।।
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি তুমুল ব্যাপার।
কে কার গায়েতে পড়ে ঠিক নাহি তার।।
ঝাঁকায় ঝাঁকায় ধাক্কা লেগে অবিরত।
পথ যুড়ে ঝাঁকামুটে পড়িতেছে কত।।
গাড়িতে২ লেগে গাড়ি চুরমার।
হইতেছে শত শত কত কব আর।।
কোপেতে পড়িছে যত গাড়য়ান।
সে গোলে কথায় কার কেবা দেয় কান।।
ভিড় ভাঙ্গিবার হেতু পুলিশের লোক।
মারিছে রুলের গুতা করিতেছে রোক।।
ছুটিতেছে চারিদিকে করিয়া চিৎকার।
কেহই না দেয় কান কথায় তাহার।।
ল্যাম্বার্ট ত্বরায় গাড়ি দিল হাঁকাইয়া।
আসামীরে আপনার সঙ্গেতে লইয়া।।
পুলিশাভিমুখে বেগে সকট চলিল।
পিছনে পিছনে লোকে ছুটিতে লাগিল।।
বাকি যারা ছিল তারা করে হাহাকার।
কেনরে করিলি হেন কর্ম্ম দুরাচার।।
জননীরে ভাসাইয়া অকুল পাথারে।

একেবারে প্রাণে মেরে প্রিয় পরিবারে।।
কোথায় এখন তুমি করিবে গমন।
ভাবিতে উচিত কিরে ছিল না তখন।।
যে সুরায় বসে সদা কাটায়েছ কাল।
যাহার প্রভাবে গেল ইহ পরকাল।।
প্রাণাধিক প্রিয়তমা সতী রমণীরে।
চিরকাল ভাসাইয়া ছিলে আঁখি নীরে।।
বারেক নয়ন মেলি না দেখিতে চেয়ে।
কাঁদিয়া কাটাত কাল তব মুখ চেয়ে।।
যার প্রেমে মত্ত ছিলে দিবস রজনী।
যে তোমার হয়েছিল নব প্রণয়িণী।।
তারেও বধিলে প্রাণে প্রকাশিয়া ছল।
এখন পাইবে তার সমুচিত ফল।।
সাধারণে সদা মনে রাখিহ স্মরণ।
কুহকী কামিনী করে মজাইয়া মন।।
প্রিয় পরিবারেরে করিয়া পরিহার।
যে করে এমন কর্ম্ম এই ফল তার।।
কুলটা পরশ পাপ সতী মনস্তাপ।
পরিণামে পদে পদে দেয় পরিতাপ।।
ইহকাল পরকাল দুইকাল যায়।
কি পদে বিপদে পড়ি পরাণ হারায়।।

সমাপ্তঃ।

শ্রীরসিকলাল চন্দ্র দ্বারা কবিতা-কৌমদী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১১৭ নম্বর চিৎপুর রোড। সন ১২৮২ সাল। ১৭ ভাদ্র।

শ্রী শ্রী জগদীশ্বরায় নমঃ।

সোণাগাজির খুনির ফাঁসির হুকুম।

শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত

প্রণীত।

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ১১৭ নং ভবনে

শ্রীরসিকলাল চন্দ্র দ্বারা

কবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮২ সাল।

[1875]

ফাঁসির হুকুম।

জানিলাম পাঠ করি বিশেষ রিপোর্ট।
ম্যাজেস লেনেতে আছে করোণার কোর্ট।।
তথায় খুনির কার্য্য করিতে বিচার।
আপনি সন্ধান করেছিল করোণার।।
তিন জন ফিরিঙ্গি বাঙ্গালি দুইজনে।
হইয়াছিলেম জুরি করোণার সনে।।
দাক্তার উড ফোর্ড করেছে রিপোর্ট।
চব্বিশ স্থানে তিনি দেখেছেন চোট।।
দশটি আঘাত অতি সাংঘাতিক তার।
স্ব ইচ্ছায় খুনি তারে করেছে সংহার।।
সুখদা প্রথম সাক্ষি প্রথমে উঠিল।
জানিত যা ক্রমে২ সকলি কহিল।।
পরের দ্বিতীয় সাক্ষি নামেতে অক্ষয়।
সে কহিল থাকি আমি গোলাপ আলয়।।
মঙ্গলবারের বেলা দ্বিপ্রহর কালে।
করিতেছিলাম পাক বসে পাকশালে।।
কোথা হতে কালীবাবু হঠাৎ আইল।
সদর দরজা খোলা সে সময় ছিল।।
বাটীর ভিতর বাবু করি আগমন।
বরাবর উপরেতে করিল গমন।।
গোলাপের ঘরে বসি খাইলেন পান।
তারপরে করিয়াছিলেন ধূমপান।।
আমি পাকশালে পাক সমাপ্ত করিয়া।
সুখদার কারণেতে থাকিনু বসিয়া।।

সুখদা সামগ্রি কিছু করিবারে ক্রয়।
বিপণিতে গমন করিছে সে সময়।।
ত্বরায় ফিরিয়া আসি সুখদা আমার।
আহারের স্থান দিল করি পরিষ্কার।।
তারপরে আহার করিয়া দুই জনে।
আঁচমন করিলাম হরষিত মনে।।
আঁচমন সাঙ্গ করি পান দিয়া মুখে।
তমাক টানিতে লাগিলাম মনোসুখে।।
সুখদা উপরে গিয়া চিৎকার করিয়া।
নিচেতে আমার কাছে আইল ছুটিয়া।।
কহিল কত্রিরে কালী ফেলিল মারিয়া।
ত্বরায় আসিয়া দেখ কি কর বসিয়া।।
শুনে ছুটে উপরেতে করিনু গমন।
দেখি গিয়া গোলাপেরে কাটিছে তখন।।
ঘাড়ে পিঠে বাহু পরে আঘাত করিছে।
চুলে ধরে বঁটি লয়ে বেগেতে মারিছে।।
আমাকে দেখিয়া ক্রোধে কহিল তখন।
নিকটে আইলে তোর বধিব জীবন।।
ভয়ে পেয়ে নীচে আমি আসিয়া ত্বরায়।
তখনি খবর দিয়া দিলাম থানায়।।
থানা হইতে আইল থানার জমাদার।
সঙ্গেতে ক-এক জন যম অবতার।।
আসিয়া দেখিনু আমি বঁটি করি করে।
রয়েছে তখন কালী ছাদের উপরে।।
তালা দেয়া দেখিলাম সদরের দ্বারে।
তালা খুলে যাই সবে বাটীর মাঝারে।।
বাটীর ভিতরে গিয়া করি নিরীক্ষণ।

বঁটি হাতে কালী ছাদে করিছে ভ্রমণ।।
জমাদারে দেখে কালী কহে বার২।
মারিবে না আমারে করুণ অঙ্গিকার।।
গোলাপের রুধিরাক্ত মৃত কলেবর।
পড়িয়া রয়েছে দেখি বারাণ্ডা উপর।।
পরে কালীকুমারে গেরেপ্তার করে।
থানায় লইয়া গেল দুই হাত ধরে।।
গোলাপ তথায় পড়ে রহিল তখন।
আর কিছু কহিতেছি পূর্ব্বের কথন।।
পরেতে পুলিশে সব দিল পাঠাইয়া।
দেখিলেন ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করিয়া।।
বিচারেতে ভালমতে পাইয়া প্রমাণ।
করিয়া দিলেন তিনি শেসন চালান।।
তেশরা আশ্বিন দিবা রবিযুত বার।
শেসানে হইয়াছিল চরম বিচার।।
শেসান কোর্টেতে জজ ম্যাকফারসন।
বিচার আসনে তিনি উপবিষ্ট হন।।
বিচারেতে মতামত করিতে অর্পণ।
ইস্পেসাল জুরি সঙ্গে ছিল বার জন।।
মৃত গোলাপের পক্ষে ছিলেন ফিলিপ।
ট্রিবিলিয়াম আসামির আঁধারের দীপ।।
ফিলিপ প্রথমে উঠি তুলিলেন কেশ।
সুখদার সাক্ষে জানিলেন সবিশেষ।।
সুখদা ক্রমেতে সব করিল বর্ণন।
যেরূপে যখন যাহা হয়েছে ঘটন।।
গোলাপের কিঙ্করী সুখদা মম নাম।
জানি আমি কয়েদিরে কয়েদির ধাম।।

সোণাগাজি মাঝে ছিল গোলাপের বাস।
কয়েদি তাহারে রেখেছিল কয় মাস।।
মাসেক গোলাপ প্রায় ছাড়িয়াছে তারে।
পীড়িত হইয়া নানাবিধ অত্যাচারে।।
গোলাপের মৃত্যুর পূর্ব্বের শনিবারে।
কয়েদি আসিয়াছিল গোলাপের দ্বারে।।
পুরে প্রেবেশিতে করে অনেক যতন।
গোলাপ আসিতে তারে করিল বারণ।।
পরে দ্বি-প্রহর কালে মৃত্যু দিনে তার।
গিয়াছিনু বাহিরেতে কার্য্যে আপনার।।
কার্য্য সমাপন করি দেখিনু আসিয়া।
কয়েদি উপর ঘরে রয়েছে বসিয়া।।
বসিবার ঘরের নীচের বিছানায়।
স্বচ্ছন্ন স্বভাবে বসে দেখিলাম তায়।।
ভীতভাবে কত্রি যেন করিছে আহার।
দেখিয়া মনেতে বোধ হইল আমার।।
কিন্তু কোন বিরোধ না ছিল সে সময়।
নীরবে বসিয়াছিল স্ত্রী পুরুষ দ্বয়।।
সিঁড়ির পার্শ্বেতে ঘর আছিল আমার।
নামিয়া চলিনু আমি ঘরে আপনার।।
পরে দুইটার কালে উপরেতে গিয়া।
গোঁ২ শব্দ শুনিয়া উঠিনু চমকিয়া।।
দ্বারেতে মারিয়া ধাক্কা খুলিলাম দ্বার।
দেখিলাম গৃহমধ্যে বিষম ব্যাপার।।
হাঁটু দিয়া গোলাপের বুকের উপর।
বসেছে পড়েছে পদ চলিয়া উদর।।
গলা টিপে করিতেছে দারুণ প্রহার।

দৃঢ় মুষ্টি বদ্ধ করি দুষ্ট দুরাচার।।
আমার সম্মুখে ছিল হইয়া পিছন।
দ্বারের শব্দেতে উঠে করিয়া গর্জ্জন।।
তেড়ে এলো আমারে করিতে আক্রমণ।
আমি ভয়ে নিচেতে করিনু পলায়ন।।
নিচে ছিল উপকান্ত অক্ষয় আমার।
দেখিয়া আমার মনে বুঝিল ব্যাপার।।
দুজনে মিলিয়া পুনঃ উপরে উঠিয়া।
দেখিলাম বারাণ্ডায় গোলাপে ফেলিয়া।।
কাটিতেছে দুরাচার বঁটি হাতে করে।
দেখিয়া চিৎকার করি উঠি উচ্চৈঃস্বরে।।
পরেতে বাহিরে ছুটে করিয়া গমন।
প্রবেশ করিনু বিন্দু বায়ের ভবন।।
বিন্দুর নিকটে তালা লয়ে সেইক্ষণে।
লাগায়ে দিলাম দ্বারে পরম যতনে।।
অক্ষয় থানায় গিয়া দিল সমাচার।
শুনে ছুটে আইল থানার জমাদার।।
কয়েদী তখন উঠি ছাদের উপরে।
হুঙ্কারিয়া বেড়াইছে বঁটি করি 'করে'।।
চিৎকার ছাড়িয়া বলিতেছে বারে বার।
মাথা লিব যে আসিবে নিকটে আমার।।
হাঁকিয়া তখন তারে কহে জমাদার।
বঁটি ফেলে নেমে এস নিকটে আমার।।
শুনিয়া তখন বঁটি দিলেন ফেলিয়া।
জমাদার গেরেপ্তার করিলেন গিয়া।।
পরে জমাদার সনে উপরে উঠিয়া।
দেখিলাম বারাণ্ডায় রয়েছে পড়িয়া।।

অনেক আঘাত যুক্ত গোলাপের কায়।
ভগ্ন বলয়াদি তার রয়েছে তথায়।।
এইরূপে সুখদার সাক্ষ্য হলে শেষ।
অক্ষয় আসিয়া পরে করিল প্রবেশ।।
পূর্ব্বে কোর্টে অক্ষয় যে রূপ বলেছিল।
এখানেও সেই মত সকলি বলিল।।
দাক্তার উডফোর্ড কহিলেন পরে।
দেখিয়া ছিলেম যাহা মৃত কলেবরে।।
এরূপে সাক্ষীর সাক্ষ্য হলে সমাপন।
আসামীর ব্যারিস্টার উঠিল তখন।।
আপত্য যা ছিল তাঁর ক্রমে প্রকাশিয়া।
কহিলেন দীর্ঘ এক বক্তৃতা করিয়া।।
বিচারক আপত্য খণ্ডন করি তার।
বলিলেন যাহা তাঁর ছিল বলিবার।।
জুরিদের মত পরে করিতে গ্রহণ।
বিচারক সে সময় করিল যতন।।
দশ মিনিটের মধ্যে জুরি কয় জন।
আসামীরে করিলেন দোষী নিরূপণ।।
কহিল কোর্টের ক্লার্ক কয়েদীর তরে।
যেই দোষ আরোপ হতেছে তব পরে।।
তাহাতে আপত্য কিছু আছয়ে তোমার।
কয়েদী বলিল নাহি আপত্য আমার।।
কহিলেন বিচারক পরেতে তাহার।
প্রমাণে আসামী দোষী হতেছে আমার।।
অতএব কোর্টের হইল অনুমতি।
যেখান হইতে আনা হয়েছে সম্প্রতি।।
সেইখানে যাইতে হইবে পুনরায়।

বধ্যভূমি মধ্যে পরে লইবে তোমায়।।
ঘাতকেতে ঝুলাইয়া রাখিবে তথায়।
যতক্ষণ তোমার না প্রাণ বাহিরায়।।
শুনিয়া কয়েদী যেন প্রকাশিয়া শ্লেষ।
কহিলেন বার বার বেশ বেশ বেশ।।

সম্পূর্ণ।

শ্রীরসিকলাল চন্দ্র দ্বারা কবিতা-কৌমুদী যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১১৭ নম্বর ভবনে। সন ১২৮২ সাল। ৬ আশ্বিন।

বণিতা বিলাপ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিশর
কর্ত্তৃক রচিত।

মেদিনীপুর

Mission Press, R. M. Hogbin
1876

মূল্য /০ দুই আনা মাত্র।

[1876]

ভূমিকা

এই "বণিতা বিলাপ" গ্রন্থখানি স্বাভাবিক বিলাপ উক্তিতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে রচনার তাৎপর্য্য নাই, প্রত্যুত পদে২ দোষ লক্ষিত হইবে। তবে এতদ্বারা কুলস্ত্রীগণ অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন, ইহাই এক মাত্র আশা।

দাঁতুন ১২৮৩ সাল
৭ই শ্রাবণ।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মিশর
গড়বেতা।

বণিতা বিলাপ

কি মঙ্গল সাধন করিবে পরমেশ।
সংসারে কলত্র বিনা নাহি সুখলেশ।
তুমি জান কি ভেবেছ করিতে আমার,
যেহেতু সকল কার্য্যে মঙ্গল তোমার,
বুঝি জানিয়াছ মন যে মন আমার,
পরীক্ষার্থ তাই কষ্ট দাও বারবর।
যে কষ্ট সয়েছি সহিতেছি কতবার,
প্রকাশিলে জগতাক্ষি বুঝিবে তোমার।

দেখিয়া বিদরে হিয়া প্রেয়সী বদন,
ক্রমে হইতেছে ম্লান প্রিয় হাস্যানন।
নিঃশ্বাস হতেছে শেষ ঘন ঘন শ্বাসে,
ধৈরয ধরিব বল আর কি আশ্বাসে।
নয়ন ফিরাও প্রিয়ে চেতন করিয়ে,
নিশ্চয় চলিবে কিরে সংসার ত্যাজিয়ে?
তোমার বিহনেতে হবে সংসার অসার,
মনকষ্ট গৃহজনে হইবে অপার।
কেমনে ছাড়িবে বল এ সুখ সম্পদ?

মুমূর্ষূক্তি

উঃ। স্বামী ক্রোড়ে মৃত্যু হলে পাব মোক্ষপদ।
হইতেছি বল হীনা, কহিতে পারি না,
পূর্ব্বে কহিয়াছি সব মনে কি পড়ে না?
এমন সময়ে নাথ আশা কিহে আছে,
কেবল বারেক তুমি বস মোর কাছে।

হে দেখ এবার যদি (অবসন্ন)

বল বল কি বলিবে যদি কি বলিবে,
আর যদি বলি বল কি আর বলিবে।
আহা একি স্বরভঙ্গ উৰ্দ্ধ দৃষ্টি কেন,
গলিঅঙ্গ নারী হীন প্রাণ হীন যেন।
তুমি সুখী প্রেয়সী এ জগতের মাঝে,
দুঃখী সেই যে আত্মা এ সত্য নাহি বুঝে।
ধন্য তুমি গুণবতী ধন্য ভূমণ্ডলে,
বলে কয়ে বন্ধুজনে পরলোকে গেলে,
কি দুঃখে কি সুখে কিছু রুষ্ট ভাব নাই,
কোন সাধে ইচ্ছা কভু প্রকাশিলে নাই;
এই শ্রেষ্ঠ গুণ তব ছিল চমৎকার,
সে জন্য সতত আঁখি ঝুরিবে আমার।
এ সময় এক মাত্র সত্য জগদীশ,
ভবাম্বুধি পার কর্ত্তা সেই জগদীশ।
নিশ্বাস হইল শেষ কিন্তু নির্ব্বিশেষ,
হইল তোমারি এই জীবনের শেষ।
ওঁশান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ হরিঃ।
হায়রে। নিষ্ঠুর কাল নাহি দয়া লেশ,
প্রিয়তমা হারবারে আনিলে বিদেশ।
জগতে শঠতা তোর কেবা নাহি জানে,
তোর নাম নিতে লোক মনে ভয় মানে,
কি কৌশল ছল বলে দাঁতুনে আনিলি,
দিয়ে কষ্ট স্বীয়াভীষ্ট সুসিদ্ধ করিলি।

তোর নামে সুখ ভ্রষ্ট দুঃখের উদয়,
কি উৎসবে, কি বিপদে, যবে মনে হয়।

যেমন তোমার গুণ তেমনি আকৃতি,
প্রিয়ম্বদ হাস্যাননে করিস্ বিকৃতি।
তব ইষ্ট মন কষ্ট যত দিতে পার,
যার যাতে গত প্রাণ বাছি বাছি মার।

হায়! কোথা গেলে প্রণয়িণী?
কত মনে হয়, কহিবার নয়,
চঞ্চল হতেছে প্রাণী।

হায়! আর কি কহিবে কথা?
জিহ্বা যে নড়ে না, নয়ন চলে না,
বস্ত্র পুতলিকা যথা।
হায়! কোথা গেলে দেখা পাব?
বৃক্ষলতাগুলো, জলাকাশ ভূমে,
কোথাকারে বল যাব।
হায়! আর কে তেমন হবে?
চঞ্চল দেখিলে, কত কথা ছলে,
আর কে বল তুষিবে।

হাঃ কঠিন প্রাণ! তুমি সহ্য করিতে সক্ষম বলিয়াই সহ্য করিতেছ। হাঃ রেণুকা দেবী। হাঃ মৃদুভাষিণী! তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া একাল পর্য্যন্ত তোমার সহিত কত অমিত নব নব ভাবে কথালাপ করিয়াছি, এবং তুমি আমার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কত প্রিয় বাক্য কহিয়া তুষ্টি জন্মাইয়াছ। যথাসময় রীতিমত সেবা শুশ্রুষা দ্বারায় তৃপ্তিলাভ করাইয়াছ। আত্মসুখে বিসর্জ্জন দিয়া আমার যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছ। অন্যান্য স্রোত পরম্পরা মনুষ্যের ন্যায় তোমাকে যদিও আমি যত্ন করি নাই, কিন্তু তুমি আমার প্রতি সর্ব্বোতোভাবে যত্ন করিয়া এবং তাহাতেই আপনাকে পতি সোহাগিনী বলিয়াই জানিয়াছিলে। আমি তোমার প্রতি যত্ন করিতে গেলে তুমি লজ্জিতা হইয়া ব্যস্ততার সহিত তাহা হইতে বিরত করাইতে। তুমি পীড়াগ্রস্তে দুর্ব্বল বশতঃ

সামর্থহীনা হইয়াও তোমাকে ব্যজন করিবার জন্য আমাকে নিষেধ করিয়াছ। যদিও স্বামীর প্রতি ভার্য্যার এইরূপ নিয়ম সচরাচর দেখা যায় বটে কিন্তু তুমি যে যাবজ্জীবনের জন্য কি আত্মসুখ, কি বস্ত্রালঙ্কার, কি শয়নাসন, কোন বিষয়ের জন্য একদিনও ইচ্ছা প্রকাশ করিলে না, অথচ চিরদিন সন্তুষ্ট ছিলে, এই সকল মুহূর্মুহূ মনে হইতেছে। আমি ছল বা কৌশল করিয়া এই সকলের বিষয় প্রশ্ন করিলে তুমি তাহাতে আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ করিতে এবং ঈষদ্বাস্যবদনে, অর্দ্ধ বিস্ফারিত নয়নে অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা ললাটের সিঁদুর এবং বাম হস্তের লৌহ বলয়ের প্রতি দৃষ্টি করাইয়া তাহা চিরস্থায়ীর জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে। তোমার মত পতিসুখে সুখী এবং অন্তর্বাহ্যরহিত স্বামী তোষিণী স্ত্রী বোধ করি সংসারে অতি বিরল। তুমি যে তরুণাবস্থা হইতে লালসা রহিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছ, তোমার ধন্যবাদের নিমিত্ত আমি ইহা অবশ্যই সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ বঙ্গমহিলাগণের সমীপে প্রকাশ করিব। কিন্তু অয়ি গুণবতী ভার্য্যে! তোমার যে গুণলিপ্ত দেহ অদ্য আমি এই অগ্নিতে ভস্ম করিলাম, এই দুঃখ আমার যাবজ্জীবনেও গত হইবার নয়। তোমার চিতা প্রজ্জলিত হইতে দেখিলাম, তাহা নির্ব্বাণ হইল, কিণ্ত তোমার বিরহাগ্নি আমার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। তুমি জীবদ্দশায় মনকষ্ট দাও নাই, তাহা কেবল এই শেষে জ্বালাইবার নিমিত্ত।

হায়! যেখানে একাকী থাকি, কিম্বা যথা যাই,
চারিদিক্ চেয়ে দেখি, যদি দেখা পাই!
মনে হয় এ প্রণয় বুঝিবার আশে,
দাঁড়াইয়া প্রেয়সী রয়েছে আশে পাশে।
বুঝাইয়া রাখি যদি মনে অন্য ছলে,
হৃদয়ে বিরহ অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলে।
যে যতনে রেখেছিলে প্রেয়সী আমারে,
ততোধিক যত্নে দুখ নাহিক সম্বরে।
যত সুখে ছিনু আমি সংসার ভিতরে,
সকলের অর্দ্ধেক প্রেয়সী নিলে হরে।
শয়নে কণ্টক শয্যা, ভোজনে ঔষধি,

কি দুঃসহ স্ত্রী বিয়োগ ভাবি নিরবধি।
স্বভাব গাম্ভীর্য্য মোর উত্তলাত নয়,
তথাপি বিরহ দুঃখ সহ্য নাহি হয়।
কেমনে হয়েছে মন স্থির নাহি হয়,
সকলি অপর যেন এ সংসারময়।
পরদুঃখে দুঃখী মন উপকারে রত,
পরতুষ্টি জন্য ব্যস্ত থাকিত সতত।
অর্থে কি আহারে যেবা যাতে সুখী হয়,
সেই কার্য্য সাধনেতে না ছিল সংশয়।
সম্পদে বিপদে অর্থে কিম্বা পরিশ্রমে,
কুণ্ঠিত হই না কভু যথা সাধ্যক্রমে।
সেই আমি সেই মন, সেই যে সকল,
কিসে ও প্রবৃত্তি নাই নিবৃত্তি সকল।
মনোহর বস্তুতে না ধায় মম মন,
ইচ্ছা নাই সুগন্ধিত করিতে লেপন।
তিলার্দ্ধ না চাহে মম সুস্থির থাকিতে,
ইচ্ছা না হয় কভু বাক্য নিঃসারিতে।
কি সে যে হইব সুখী ভেবে নাহি পাই,
দুঃসহ বিরহ দূর তোর মুখে ছাই।
গাম্ভীর্য্যতা আছে তবু হয়েছি উতলা,
পতি বিয়োগেতে কি করিবে কুলবালা।
দারুণ বিরহ সবে মোরে হয় তত,
কুলবালা কিসে সবে, ধৈর্য্যহীন যেত।
আহোরাত্র হয় মনে, ভুলিবারে নারি,
স্বামীহীন হইলে পাসরে কিসে নারী?
অহর্নিশি মনে হয় পেতেছি যে জ্বালা,
কিসে রবে প্রাণ তার, বিধবা যে বালা।

সহিতেছি সহিব যা হউক আমার,
এরূপ না ঘটে যেন অবলা বালার।
প্রকাশিয়ে মন দুঃখ শান্ত করি মন,
কুলবালা তুষে মন করিয়া ক্রন্দন।
বিষাদে হরষ হোল বিরহ ভাবিয়ে,
ভাবিতে না হোল তারে আমার লাগিয়ে।
যত কেন ধৈর্য্য ধরি যে কেবল মুখে,
অন্তর জ্বলিছে সদা বিরহের দুঃখে।
অন্ন বিনা অন্ন কষ্ট কে জানিবে বল,
দন্ত বিনা কত দুঃখ, বলা যে বিফল
দরিদ্রের মনোরথ যেন মনে রয়,
তেমনি বিরহ দুঃখ যার তাতে রয়।

হায়! ছিলেরে পতি প্রাণা সতী,
কারিলে কেন এ দুর্গতি।
কভুত বলি নাই মন্দ,
তবেরে কেন হেন দ্বন্দ্ব!
রেখেত ছিনু যতনেতে,
জহরি যেন রতনেতে।
ছিলেরে যত নেরি ধম,
দরিদ্রে যেমন রতন।
ছিল না কোন শোক মনে,
হেরিয়া তব হাস্যাননে।
অন্তর, তোর শোকে জ্বলে,
বেশী কি দহেরে গরলে?
শীতল হইবে রে কি সে,
হৃদয় জারে শোক বিষে।

এ দুঃখ কব কার কাছে,
তোমার সমান কে আছে।
লইবে যত দুঃখ ভার,
ভারতে কে বা আছে আর?
ছিলেরে সব দুঃখ ভাগী
এবে যে গেলে সব ত্যাগি।
মন যে নাহি মানে আর,
সকল দিক অন্ধকার।
তুমি যে সেবিতে মাতারে,
ভুলিয়ে আপন মাতারে।
সতত বলিতে রে কাছে,
তুষিতে, মনে ভাবে পাছে।।
মাতা যে ভুলে ছিল সুতা,
তোমারে হেরে বশীভূতা।
তোমার জন্য মা সতত,
করিত যতন যে কত।
খাওয়াত না খেয়ে আপনি,
আনন্দ কত মনে মানি।
তুমিও ছিলেরে তেমন,
করিতে তেমনি যতন।
নিশিতে নিদ্রার ত্যেজিয়ে,
বসিতে মার কাছে গিয়ে।
নিশ্চিন্ত হতে না পারিতে,
সতত মায়েরে দেখিতে।
এবে যে গেলে কোথাকারে,
কেন না না পাই দেখিবারে।
জননী হয়েছে উতলা,

কাঁদিছে হইয়া বিকলা।
তুমি কি পাওনা শুনিতে?
কেন রে এষণা তুষিতে।
জননী পড়ে ধরণীতে,
তুমি কি পাওনা দেখিতে?
মাতা যে বধূ বধূ বলে,
কাঁদিছে অতি উচ্চরোলে;
তুলনা মাতারে ধরিয়ে,
তুষনা কাছেতে বসিয়ে।
কহনা মধুরসে বাণী,
সন্তুষ্ট হউক জননী।
মাতার রোদন ধ্বনিতে,
পারি না গৃহে প্রবেশিতে।
মাতা যে চারিদিকে চায়,
তোমাকে দেখিতে না পায়;
মাতা যে না চাঁহে রহিতে,
কি সুখ আছয়ে গৃহেতে।
জননী একে বয়ঃজরা,
হইল তব শোকে মরা।
তুমি কি হইলে বধিরা,
আগেত ছিলে অতি ধীরা।
তুমি যে ছিলে সুকুমারী,
কহিতে কথা ধিরি ধিরি।
কলহ কাছে নাহি যেতে,
সতত বিরলে থাকিতে।
দুঃখিত হতে অতি মনে,
দুর্জ্জন কুবচন শুনে।

পামর কে আছে এমন,
শুনিলে তোমার মরণ।
যে জন জানে রে তোমারে,
দুঃখিত হইবে অন্তরে।
তুমিত গেলে পরলোকে,
ফেরিয়া মোরে অতি শোকে।
এরূপ সকলের গতি,
কেবল নহে তব সতী।
অদ্য কি অব্দ শত পরে,
জীবের গতি কাল ঘরে।
কেবল সংসার কারণে,
প্রলয়ে তুচ্ছ করে মনে।
জ্ঞানী যে এই যে কারণে,
প্রলয় তুচ্ছ করে মনে।
মরণ সত্য যে নিশ্চয়,
ইহাতে নাহিক সংশয়।
যে জন সংশয় ভাবিবে,
বিপাকে অবশ্য পড়িবে।
দাম্পত্য কেমন প্রণয়,
বিরহে পলকে প্রলয়।
এরীতি পরস্পর আছে,
কে কোথা চিরকাল বাঁচে
সপুত্র কলত্র সহিতে।
কে চিরজীবি অবনীতে।
কে আগে কেবা পাছে যাবে,
যে যাবে সে নিস্তার পাবে।
সংসারে বাঁচা অতি দায়,

বিপদ পদে পদে প্রায়।
জীবন সত্ত্বে ভোগা ভোগ,
নিয়োগে দুঃখ শোক রোগ।
সংসার অতি সুখময়,
যদি না রোগ শোক হয়।
শরীর ব্যাধির মন্দির,
বিনাশ ঘটিবে যে স্থির।
কঠিন জঘন্য যে মন,
সে কভু না ভাবে এমন।
বুঝিয়া সংসারের গতি,
শরীর ছাড়ি গেলে সতী।

আহা! আবার দুঃখাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। প্রেয়সীর পূবর্ব কথা সকল স্মৃতি পথে আসিল। প্রিয়ে! তুমি গৃহ হইতে বিদায় কাল, বাটীর পরিজনের নিকট চরম বিদায় লইয়াছিলে। আহা! যে সকল কথা এক্ষণে সত্য বলিয়া বোধ হইল। তোমার পীড়াবশতঃ তিন মাস সাক্ষাৎ হয় নাই, তুমি বাটীর পরিজন বেষ্টিতা ছিলে। এখানে তোমার নূতন পীড়া উদয়ের পূর্ব্ব রাত্রে, তুমি আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে করিতে অনেক কথা কহিলে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট বিদায় চাহিলে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম, তুমি কহিলে চিন্তা কি আছে। স্বামী বর্ত্তমানে, নারীর মৃত্যু অতি আদরণীয় ও প্রার্থনীয়। ইহা শুনিয়া আমি এই কথাকে একটা কথা মাত্র বিবেচনায় কহিলাম ঈশ্বর যখন যা করিবেন তাই হবে, তার জন্য চিন্তা বৃথা। এই কথা কহিতে কহিতে আমার নিদ্রার আবির্ভাব হইল। তুমি আমার পদদ্বয় স্পর্শ করতঃ চলিয়া গেলে। এমন সময় গৃহগোধিকা টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিল। তুমি ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আমাকে কহিলে, ঐ দেখ টিক্‌টিকি পড়িল। আমি কহিলাম হোক্, আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলে এবং সূর্য্যোদয় না হইতে হইতেই পীড়াগ্রস্ত হইলে। দুষ্টকাল কি তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিয়া রাখিয়াছিল? তুমি আর ও কহিলে ঔষধ প্রদান

করিও না। আমার উদরে ঔষধ থাকিবে না; তাহাও সত্য হইল; শেষ পর্য্যন্ত কোন ঔষধই উদরস্থ হইল না। তুমি পীড়াগ্রস্ত হইয়াও ধৈর্য্য প্রদানে ক্ষান্ত হও নাই। তুমি অবশ্যই আপনার মৃত্যু জানিয়াছিলে। প্রায় এক বৎসর হইতে সর্ব্বদা উদাস থাকিতে, কথায় কথায় বিরাগ প্রকাশ করিতে। আমি মনে করিতাম তুমি পুত্র অভাবে এরূপ বিষণ্ণা হইয়াছ। তুমি পুত্রাকাঙ্ক্ষায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ দর্শন গমনেচ্ছায় প্রবৃত্ত হওয়ায় আমি তিরষ্কার করিয়াছিলাম। তুমি তৎকালে আমার ক্রোধ দূরীকরণ জন্য বিনয় বাক্যে তুষ্ট করিয়াছিলে। কিয়দ্দিন পরে এই কথা স্মরণ করাইয়া কহিলে, আমি তৎকালে মরিতাম, কিন্তু তোমার ক্রোধের সময় মরিলে তুমি অনুতাপ করিবে না এজন্য আমার তখন মৃত্যু হয় নাই। স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী যদি যাবজ্জীবন ক্রন্দন না করে তবে সে স্ত্রীর জন্মই বৃথা। তাহা এক্ষণে সত্য হইল। তোমার পূর্ব্ব কথা সকল এক্ষণে সত্য প্রকাশ হওয়ায় কে না তোমাকে সাধ্বী বলিয়া কহিবে? তুমি অত্যন্ত সুখী ছিলে, অনেক ধনী লোকের স্ত্রীও তোমার মত সুখী হইতে পারে না। কারণ তোমার কোন বিষয়ে কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে নাই। কেবল এক মাত্র পুত্র লালসা তোমার হৃদয়ে জাগরূপ রহিয়া গেল। প্রিয়ে! আমি চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পানার্থ যতই চেষ্টা করি তোমার বিচ্ছেদ জনিত দারুণ চিন্তার বেগ ততই বৃদ্ধি হইতেছে। তোমার জীবদ্দশার সমস্ত ঘটনা আমার স্মৃতি পথে উপস্থিত হইতেছে। আমি ক্রমশঃ চলচিত্ত হইতেছি।

হায়! জনম লই এ ধরাতলে,
ফিরয়ে মানব কতই ছলে।
গৃহ ছাড়ি সবে বিদেশে আসি,
অন্তর হইত কত উদাসী।
তুষিতাম প্রিয়ে কতই ছলে,
দেখায়ে পথিক যাত্রীর দলে।
প্রান্তর, পুলিন, তড়াপ, নদী,
নয়ন পথেতে পড়িত যদি।
কত উল্লসিত হইত মনে,

হর্ষের রেখা পড়িত বদনে।
তুমি সঙ্গে পথ ভ্রমণ কালে,
নিদ্রা নাহি হত রজনী কালে;
দস্যুভয় সদা হইত মনে,
অর্থলয়ে, পাছে বধয়ে প্রাণে।
হেত মতে রক্ষা করেছি কত,
দুরূহ ঘটনা ঘটেছে যত।
কালের কুটিল গতি জগতে,
কার নাহি ত্রাণ এ দুষ্ট হতে।
নিশ্চিত সময়ে উদিত হয়ে,
তোমারে হারিয়ে গেল রে লয়ে।
পথে, ঘাটে, ঘরে রক্ষিনু যারে,
মণি রাখি যেন ভুজঙ্গ ফিরে;
চক্ষে চক্ষে রেখেছিলাম যারে,
তবু দুষ্ট কাল হেরিল তারে।
না জানি কি রূপে আসিল পশি,
অলক্ষ্যেতে হরি নিল প্রেয়সী।
ছায়ারূপে সদা ছিলেরে কাছে;
বেড়াতে সতত আমার পাছে।
চক্ষে ধুলা দিয়ে হরিল কাল,
আঁধারে পড়িনু গেলরে আল।
কোথায় রহিল সব পরিজন।
কোথায় রহিল সব উল্লাস,
কোথায় রহিল মধুর ভাস।
কোথায় রহিল সংসারদ্যম,
কোথায় রহিল সংসারশ্রম।
কোথায় রহিল সে রূপ রাশি,

কোথায় রহিল সে মৃদু হাসি।
দেখিয়া সকল সংসার গতি,
তাই কি অগ্রেতে পলালে সতী।
ধন্য ধন্য তোমার প্রশংসি সতী,
শ্রেষ্ঠ লোকে তব হউক গতি।
পরলোকে যদি আছে নিশ্চয়,
কল্যাণ তোমার নাহি সংশয়।
আপন বলে না প্রশংসি সতী,
প্রশংসার পাত্রী ছিলেরে অতি।
দাম্পত্য সস্নেহেতে না বলি আমি,
জানিবে কেবল অন্তরযামী।
তব প্রশংসাতে দুঃখিত যারা,
তোমার মরণে সুখীও তারা।
বুদ্ধিমতি তুমি অবশ্য ছিলে,
তাই পতি পাপে প্রশংসা নিলে।
নীচাচয় মন পাপেতে মতি,
তাহার সংসারে হউক স্থিতি।
সুখী, দুখী, রাজা, প্রাণী সকলে,
অবশ্য পড়িবে কাল কবলে।
চিরকাল কভু দুঃখ না রয়,
নহে সুখ কভু চির নিশ্চয়।
সুখ দুঃখ আয়ু স্থির না পায়,
দুরাশা নরের তবু না যায়।
বাহ্যচিহ্ন সব হইল লয়,
রহিল বিরহাহত হৃদয়।

অদৃষ্টে যা ছিল প্রিয়ে কে খণ্ডাতে পারে,
যা হবার হবেই কে নিবারিতে তারে।
এই মাত্র মনে দুঃখ তুমি দিয়া গেলে,
অসময়ে জননীরে শোকেতে ফেলিলে।
কভু না ছাড়িলে সঙ্গ পরিণয় হতে,
এবে যে ছাড়িলে জীবনের অর্দ্ধ পথে।
জানিতাম যদি তব কথা সত্য হবে,
চরম বিদায় ছলে লও তুমি যবে।
কদাচ না ছাড়িতাম রাখিতাম ধরে,
ফিরাতাম তব কালে স্তব স্তুতি করে।
না ছিল তোমার মান এতত কঠিন,
নির্ম্মমা হইলে বুঝি হয়ে কালাধীন।
হা! তোরে ছিল না প্রিয়ে কভু কাল ভয়,
দেখে শুনে দিতে সদা সকলে অভয়।
কি কব তোমার গুণ মনে হয় যত,
তার মধ্যে মনে এই হতেছে সতত।
বেশে অবহেলি, না পারিতে অলঙ্কার,
কেহ যদি মনে ভাবে তব অহঙ্কার।
রুষ্ট ভাবে দুষ্ট কথা না কহিতে কারে,
অসন্তোষে মন্দ ইচ্ছা কেহ পাছে করে।
মনমত প্রিয়ে তুমি ছিলেরে আমার,
মনভাব স্তুতি নতি সমান আমার।
রুষ্টভাব দেখে মোরে তুষিতে হাসিয়ে,
কহিতে সম্ভব ক্রোধ আমারে ভর্ৎসিয়ে।
পুরুষ কঠিন বলে বেঁচে আছে তাই,
তুমি হলে মরে যেতে মনে ভাবি তাই।
সেই ঘর সেই শয্যা সেই অলঙ্কার,

তুমি ভিন্ন আছে সব, তবু শূন্যকার।
সতত করিতে ইচ্ছা, মোরে দেখিবারে,
কিরূপে ছাড়িলে মায়া, গেলে কোথাকারে।
গুরুজনে পাঠাইবে তীর্থ পর্য্যটনে,
তুমি রে হইবে কর্ত্রী যত গৃহজনে;
কোথায় রইল তব সেই অঙ্গীকার,
একবারে করে গেলে সব অন্ধকার।
এসকল কথা তব সত্য না হইল,
কেবল মরণ কথা সত্য যে ঘটিল।
অহর্নিশি তব চিন্তা যদিও না করি,
তথাপি জ্বলিছে দেহ দিবস শর্ব্বরী।
জীবন মরণ তব যবে মনে হয়,
সংসারের কোন সুখ মনে নাহি লয়
শয়নেতে স্বাস্থ্য নাই নিদ্রার উচ্ছেদ,
নিদ্রিত কি জেগে আছি, নাহি হয় ভেদ।
জনশূন্য বোধ হয় লোকারণ্য স্থানে,
গৃহে থাকি বোধ হয় যেন আছি বনে।
সব আছে পরিপূর্ণ নাহি কোন ক্লেশ,
তথাপি না হয় কিছু সুখের যে লেশ।
বাদ্যোদম বজ্রাঘাত সম বোধোমন,
সঙ্গীতে কি বিলাসেতে নাহি হয় মন।
আলাপ করিতে গেলে হুহু করে মন,
বিরহ বিলাপ সদা ইচ্ছা করে মন।
দিবসে অস্থির মন, রাত্রে যেন মরা,
মণি হারা ফণী মত কাল গত করা।
এই যে বরষা কাল বর্ষে ঝব ঝর,
বিরহ তাপিত অঙ্গে লাগে যেন শর।

ওই যে গর্জ্জিছে মেঘ করি দুর দুর।
হৃদয় ফাটিয়া যেন হইতেছে চুর।।
মনোহর যন্ত্রধ্বনি যেন কর্ণশূল,
শ্রবণেতে শোকোদয় হৃদয় ব্যাকুল।
বিয়োগ বিধুর লোকে উৎসবে বিপদ,
মানি মনে দুঃখী হয় দেখিলে সম্পদ।
প্রফুল্ল ফুলেতে হয় শোক উদ্দীপন,
নবঘন দরশনে ব্যাকুল জীবন।
মন্দ মন্দ সমীরণে অঙ্গ জ্বালা হয়,
কোকিলের কুহুধ্বনি প্রাণে নাহি সয়।
পবন নিজস্ব যেন হৃদি ভেদ করে,
অঙ্গ জর জর করে শরচ্চন্দ্র করে।
কত আর কহিব মনের জ্বালাযত,
শোকে তাপে বুদ্ধি বল হয়ে এল হত।
কে জানিবে শোকগ্রস্ত কত মনে ভাবে;
দুঃখের অনল তার চিতানলে যাবে।
লঙ্গর ছিঁড়িলে পোত যেন ভেসে যায়,
স্ত্রী বিহনে পুরুষের সেই দশা হায়।
ভ্রান্তির পথেতে কিন্তু আমাদের গতি,
কি ভাবিয়া ভাবি তাই সকলই ভ্রান্তি।
দেহে প্রাণে জন্মাবধি দৃঢ় আলাপন,
সে দেহ ছাড়িয়া প্রাণ করে পলায়ন।
তবে বিরহেতে শোক করা কিবা ফল,
জ্ঞানসত্ত্বে আপনাকে করা যে আগল।
জানিয়া শুনিয়া তবু হই শোক মগ্ন,
মিনতি তোমায় মন কর শোক ভগ্ন।
উপদেশ সদালাপে শোক নাশ হয়,

মহাজন উপদেশ নাহিক সংশয়
দুঃসহ শোকের ভারে দেহ নাশ পায়,
উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি যত সব ক্ষয় যায়।
আকাঙ্ক্ষা রহিছে তবু এত রোদনেতে,
কাঁদিলে কি হবে আর বসিয়া বনেতে?
ধৈর্য্য আসি রোধিলেক রোদন আমার,
উপায় বিহীন কার্য্যে স্থিরতাই সার।
হায়রে আষাঢ় মাস ভুলিব না তোরে,
তিরিশা দিবসের প্রেয়সী নিলি হরে।
বারশ তিরাশি সাল তুই হলি কাল,
সপ্তমী তিথিরে কৃষ্ণপক্ষের বৈকাল।
লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মীছাড়ি কৈল পলায়ন,
আর কি বলিবে মোরে লক্ষ্মীনারায়ণ।

রাগিনী লোম ঝিঝিট। তাল ঠেকা।

আমি কি করি এখন,
অস্থির হতেছে প্রাণ নাহি নিবারণ।
সদা না হেরিলে যারে, চঞ্চল হতাম অন্তরে,
তাহারি মরণান্তরে, বাঁচে কি জীবন।

রাগিনী লোম ঝিঝিট। তাল ঠেকা।

কৈ যে প্রিয়ভাষিণী,
না হেরে চঞ্চল মন অস্থির প্রাণী।
যে ছিল সদা অন্তরে, গৃহমনে শান্ত করে,
এখন সে গেল কোথারে, কোথা যাই আমি।

সমাপ্ত।

বাপ্‌রে-কলি!

(সামাজিক প্রহসন)

Society Comedietta
In two Acts.

থিয়েটারের অভিনয়ের নিমিত্ত।

শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা ১৮১ নং আপার চিৎপুর রোড
ভারত কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
No. 18 Talah Metropolitan Press.
Printed By B.D.B.

সন ১২৯২ সাল।

[1885]

সোদরপ্রতিম স্নেহভাজন
শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় পরম সুহৃদ্বরেষু।

ভ্রাতঃ!
বাজিল ভীষণ ভেরী সমাজে আবার,
পূর্ণ করি নভস্তল পূরি চারি দিক্,
পশিল শ্রবণে মোর, শব্দ তাহার,
শুনিনু অপূর্ব্ব গীত নিনাদে আবার।
করিনু চিত্রিত এক চিত্র মনোহর,
শুনিনু আজিকে যাহা ভেরীর নিনাদে,
অপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব বর্ণনা তাহার,
সমাজ-কালিমা ইথে প্রকাশে আবার।
যতন-কুসুম সহ পুরিয়া অঞ্জলি,
অর্পিনু তোমারে সখে এই চিত্রপট,
কত হীন হইয়াছে সমাজ মণ্ডলী,
সে সব ঘটনা পূর্ণ এই সে অঞ্জলি।
সমাজের দুরদশা হের একবার,
তুলিতে সমাজ কাঁটা করহ যতন,
কুক্রিয়ায় রত সদা সমাজে সকলি,
কি আর বলিব ভাই! এ যে 'বাপ্‌রে কলি!'

তোমার শুভানুধ্যায়ী
শ্রীকালীকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ।

সত্যচরণ	জনৈক ভদ্রলোক।
অম্বিকাচরণ	ঐ ভ্রাতা।
মহেশচন্দ্র বিদ্যাচুঞ্চু	গুরু।
কালীনাথ বসু	পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর।
করিমুল্লা	ঐ কর্ম্মচারী।
জ্ঞানদা	সত্যচরণের স্ত্রী।
লক্ষ্মী	সত্যচরণের বিধবা ভগ্নি।
চাঁপা	দাসী।

বাপ্‌রে-কলি!

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বাটী।

জ্ঞানদা ও অম্বিকাচরণ।

জ্ঞান। তুমি ভাই, বড়লোক হলে আমাদের কত আহ্লাদ হবে, আগে সংসার কি ছিল, এখন তবু মান্‌ষের মত হয়েছে। আর তোমার বড় একটা চাকরি হলে আমাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে।

অম্বি। শীঘ্রই আমি একটা হাকিম হব— আমার শ্বশুর বলেছেন।

জ্ঞান। তা— তাঁরা বড়লোক, সব কত্তে পারেন। তুমি আগে আমাদের কত যত্ন কত্তে কিন্তু শ্বশুরবাড়ী বাস করা অবধি তোমার মায়া দয়া ঘুচে গ্যাছে— তাই বলি বড় মানুষে সব কত্তে পারে—

অম্বি। ওকি, তামাসা! তোমরা শিক্ষিতা নও, তাই ভাল করে কথা কইতে জান না— আমার স্ত্রী তোমাদের মত নয়।

জ্ঞান। তা হবে! তোমার স্ত্রী বড় মানুষের মেয়ে— গাদা গাদা বৈ পড়েছে, আর আমরা ভাই, গরিবের মেয়ে— পেট্ থেকে পড়েই গোবরনোদি দিতে আরম্ভ করেচি, তা কি করে ভাল কথা শিখ্‌বো?

অম্বি। লেখা পড়া না শিখ্‌লে চরিত্র ভাল হয় না।

জ্ঞান। এ কথাটি মানিনি— নাই শিখ্‌লুম— স্বভাব কেন ভাল হবে না? দক্ষিণ পাড়ার দাসেদের গাদা গাদা বৈ-পড়া-মেয়ে কি কেলেঙ্কারি কল্লে! আর ইংরাজি পড়া বাবুদের কথাটা ভাব দেখি! কৈ তোমার বিদ্যের গৌরব কোথায়?

অম্বি। তোমাদের সঙ্গে বক্‌তে আমি ইচ্ছা করি না।

জ্ঞান। তবে থাক্। আচ্ছা পাঁচ সাতশো টাকা মাইনে কি করে লোকে পায়? আমরা তা ভাব্‌তে পারি না।

অম্বি। কি করে পারবে! দাদা সবে পনের, কুড়ি টাকা মাইনে পায় বৈত নয়।

জ্ঞান। কি কর্‌বেন বলো— সংসার তো চালাতে চাই— আর তেমন বিদ্যে শেখেননি।

অম্বি। আমি ও সব চাকরি অগ্রাহ্য করি।

জ্ঞান। তা হতে পারে,— একটি কথা আছে।

অম্বি। কি?

জ্ঞান। তোমার দাদা বলে গ্যাছেন—

অম্বি। কি বলে গ্যাছেন?

জ্ঞান। ঠাকুরঝির ব্রত উদ্‌যাপন খুব কাছে।

অম্বি। কি হবে?

জ্ঞান। তোমার দাদা যা আনেন তা সংসারেতেই যায় তা বাজে খরচ হবার যো নেই। বাগের হাটে প্রায় ৪০্ টাকা পাওনা আছে—

অম্বি। কি হবে?

জ্ঞান। তোমার দাদা বলে গ্যাচেন— তুমি বসে আছ, যদি গিয়ে টাকাটি আদায় কোরে আন তবে অনেক উপ্‌গার হয়।

অম্বি। দাদা কি খেপেচে? আমি সামান্য টাকা আদায় করতে কৃষকের দ্বারে দাঁড়াব! আশ্চর্য্য! আমি কি দরের লোক জান?

জ্ঞান। পারবেনা?

অম্বি। আমি ত খেপিনি! ও সব কাজ দাদার সাজে।

জ্ঞান। তবে ছুটি করে যেতে হবে দেখ্‌চি।

অম্বি। যা ইচ্ছে কর্‌বেন— দিন দুই বেড়াতে এসেছি— খাজনা সাদ্‌গে! Fie! Fie!! ব্রত! ব্রত কি? বোলো ও সব কাজ আমার নয়।

(প্রস্থান)

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। দাদা কি বোল্‌লেন?

জ্ঞান। তোমার আর সে দাদা নেই।

লক্ষ্মী। কি হয়েছে?

জ্ঞান। এখন ৪০ টাকা আদায় কত্তে লজ্জা হয়।

লক্ষ্মী। বল্লে না, আমার ব্রত?

জ্ঞান। এখন তাঁর কাছে লক্ষ্মীর আর আদর নেই।

লক্ষ্মী। তবে কি হবে বৌ? এ জন্মে এ দশা-- ব্রত পচে গেলে আর জন্মে কি দশা হবে!

জ্ঞান। ভাবিস্ কেন? হয়ে যাবে— ভাব্‌না কি?

লক্ষ্মী। দাদা আপিস্ থেকে আসচেন— পা ধোবার জল তুল্‌তে বলিগে।

জ্ঞান। আমি যাচ্চি।

লক্ষ্মী। তুই বোস্— সব বোলিস্।

(প্রস্থান)

সত্যচরণের প্রবেশ।

সত্য। (চাপকান খুলিতে খুলিতে) বলেছিলে?

জ্ঞান। বলেছিলাম—

সত্য। তার পর?

জ্ঞান। তিনি যাবেন না।

সত্য। অন্য কোন কাজ আছে নাকি?

জ্ঞান। না। অল্প টাকা আদায় কত্তে লজ্জা হয়—

সত্য। তা হবে। চাল খারাপ করে ফেলেচে— নিজেই কষ্ট পাবে, তোমরা কিছু বোলো না— আমি কালই ছুটী করে যাব— ভাল করে বামুন না খাওয়ালে লক্ষ্মীর মনে দুঃখ হবে। ঠাকুর মহাশয় আসিবেন, ব্রত করাবেন— তাঁহাকে যত্ন করে রেখো—

জ্ঞান। তা সব হবে। এখন বাইরে এসে একটু হাওয়া খাও।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বাটীর একাংশ।

মহেশ আসীন—সম্মুখে চাঁপা।

মহে। এখনও এলেন না?

চাঁপা। কাপড় কাচ্‌তে গিয়ে এত দেরি কেন বল্‌তে পারিনে— তবে বুঝি একটু দেরি হবে—

মহে। দেরি হবে?

চাঁপা। সে রকম বোধ হচ্চে, আপনি গার কাপড় খুলে ফেলুন না—

মহে। এটা পবিত্র নামাবলি— এটা যতক্ষণ গাত্রে থাকে— যেন অমৃত বর্ষণ বোধ হয়। চাঁপা তুমি বস না।

চাঁপা। তা বোসছি— দিদি ঠাক্‌রুণ এলে যে ভাল হয়।

মহে। আরে তা তো আস্‌চেন— তোমার হাত খালি কেন?

চাঁপা। কপাল দোষে।

মহে। আহা! (হরি! হরি!! হরি!!!) কোথায় বিবাহ হয়েছিল?

চাঁপা। মদনপুরে।

মহে। তোমার স্বামী কি কর্‌তেন?

চাঁপা। নারকেলের ব্যবসা।

মহে। তুমিও ব্যবসা জান?

চাঁপা। অনেক দিন করেছিলাম।

মহে। এখন?

চাঁপা। ভুলে গিছি— দেখুন্ না এখন চাক্‌রি করতে বসেছি।

মহে। তোমাদের বড় বাবু সত্য চলে গ্যাছেন?

চাঁপা। আজ বিকেল বেলা আপিস্ থেকে গ্যাছেন।

মহে। অম্বিকাচরণ কোথায়?

চাঁপা। তিনি শ্বশুর বাড়ি থেকে নতুন এসেছেন— আপনার পোশাক্ আশাক্ পাড়ার লোককে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মহে। বাড়ীতে বড় একটা টান নাই?

চাঁপা। কৈ দেখিনি তো—

মহে। অধিক রাত্রিতে বাড়ী আসে দেখ্‌চি।

চাঁপা। প্রায় বটে।

মহে। (হরি! হরি!! হরি!!!) চাঁপা, তোমার বয়স কত?

চাঁপা। যে রূপ ভাবেন।

মহে। কত দিন বিধবা হয়েছ?

চাঁপা। অনেক দিন—

মহে। আহা! প্রস্ফুটিত হবার পূর্ব্বেই ভ্রমর উড়ে পালিয়েছে। আজ কাল গণ্ডমুর্খেরা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর্‌চে— তোমার বিবাহে সাধ আছে?

চাঁপা। না ঠাকুর— আবার বিবাহ কি? গতর সুখে থাক্, ভাত কাপড়ের দুঃখ পাব না।

মহে। তা সত্য— তা সত্য। (নিস্তারিণী তরাও মা)—

চাঁপা। দিদি ঠাক্‌রুণ, বৌ ঠাক্‌রুণ আসচেন—

মহে। বটে—তা দেখ, চাঁপা।

জ্ঞানদা ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

(উভয়ে প্রণাম করণ)

মহে। সকলে সুখিনী হও।

লক্ষ্মী। আপনি এসে আমাদের বাড়ী পবিত্র হলো— কতক্ষণ এসেছেন?

মহে। অনেকক্ষণ।

লক্ষ্মী। চাঁপা বাড়ী ছিলি?

চাঁপা। তা না হলে তোমার ঠাকুর মশায়ের এতক্ষণ সেবা করছেন কে?

মহে। তোমাদের চাঁপা বড় ভাল— লোক্‌কে যত্ন করতে বেশ জানে।

লক্ষ্মী। চাঁপা, একবার দোকানে যা— সন্দেশ আন্‌তে হবে।

মহে। ব্রাহ্মণের দোকান থেকে এনো।

লক্ষ্মী। ভাল কথা মনে, চাঁপা আনলে হবে কি?

মহে। তাত শাস্ত্রেই আছে ব্রাহ্মণ অভাবে শূদ্রা বিধবা।

লক্ষ্মী। তবে ঠিক হয়েছে— আপনি হাত পা ধুন।

(চাঁপা, জ্ঞানদা ও লক্ষ্মীর প্রস্থান)

মহে। ব্রাহ্মণ অভাবে তো শুকিয়ে থাক্‌তে পারি না, তা কাজে কাজেই এই বিধান. চাঁপা যথার্থই চাঁপা— আমার প্রতি ভক্তি অটল। আমার কথাগুলো কি বুঝেছে? কেবল লক্ষ্মীকে ব্রতে ব্রতী করাতে আসিনি— এবার ব্রতী হবার ইচ্ছা তরঙ্গ আমার মনে প্রবল বেগে বহিতেছে— চাঁপার মুখশশীর কিরণে আমার হৃদয়ে ঢেউ উঠেচে— তা হবে না বা কেন? আমার হৃদয় ভাবময়— মধুর সংস্কৃত শ্লোক পরিপূর্ণ— (হরি! হরি!!)।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বাটীর অন্য এক অংশ।

মহেশ ও অম্বিকাচরণের প্রবেশ।

মহে। এখন গুরুকে প্রণাম করাটা লোপ পেয়েছে।

অম্বি। মানুষকে মানুষ আবার প্রণাম কর্‌বে কি?

মহে। এটি ইংরাজি শিক্ষার গুণ।

অম্বি। ইংরাজি শিক্ষা উপকারী।

মহে। এই উপকার— অখাদ্য খাওয়াতে শেখায় আর গুরুভক্তি লোপ পাওয়ায়।

অম্বি। এটা ভ্রম।

মহে। না হে বাপু, আমরা দেখে দেখে প্রায় পলিতকেশ হতে চলেচি।

অম্বি। আজ কাল ইংরাজ আর বাঙ্গালিতে খুব বিবাদ চলেছে জানেন?

মহে। রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রয়োজন কি?

অম্বি। রাজনীতি সকলেরই জীবন হওয়া কর্তব্য।

মহে। ইংরাজি শিক্ষার আর একটী দোষ।

অম্বি। আপনি এক বার বাহিরে যান।

মহে। কেন?

অম্বি। মেয়েরা কি বল্‌তে আস্‌চেন।

মহে। তা আসুন না— তা নয় যাচ্চি।
হরি! হরি!! ধিক্ সভ্যতায়!

(প্রস্থান)

জ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্ঞান। বাইরে পাঠালে কেন?

অম্বি। হাঁ করে বাড়ীর ভিতর বসে কি কর্‌বেন?

জ্ঞান। ঠাকুর মশায়ের বিছানা কোথায় করি?

অম্বি। বাইরের ঘরে— আবার কোথায়?

জ্ঞান। ভাল দেখাবে তো?

অম্বি। তোমরা বড় মূর্খ— হস্তী মূর্খ— বাইরেই হবে— অশিক্ষিতা স্ত্রী লোকের সহিত কথা কৈতে নেই।

জ্ঞান। তা বটে— বিদ্যেতে ময়লা লাগিবে ধন্নি ঠাকুরপো!

অম্বি। দাদা কবে আস্‌বেন?

জ্ঞান। তিন দিন পরে—তবে বাইরেই বন্দোবস্ত?

অম্বি। হাঁ—

জ্ঞান। বেটা ছেলের কথা না শুন্‌লে আবার রাগ করবে— তাই জিজ্ঞাসা করে দোষে খালাস হলুম।

(প্রস্থান)

অম্বি। আজ কিছু বোয়ের বেভাব দেখ্‌ছি, না— আমার চোখের দোষ। তা কি করে হবে? আমি দাদার চেয়ে রূপবান, গুণবান, বিদ্বান, বড় পোষ্ট পাব— তা হতে পারে আমরা বড় বড় ইংরাজি লেখকের শিষ্য— ফ্রি লভারের দল— দেখি বেয়ে ছেয়ে— হ্যা! — হ্যা!!

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বাটী—চাঁপার ঘর।

চাঁপা ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

চাঁপা। আমার পেট ফুল্‌চে— (হাস্য) সমস্ত দিন হেঁসে মরচি— (হাস্য) হাঁসির ঢেউ মনে গুলিয়ে বেড়াচ্চে—

লক্ষ্মী। মোলো, তোর হয়েছে কি?— কারণটা বল্‌না।

চাঁপা। ভারি মজা—আমি মস্ত লোক।

লক্ষ্মী। তাত সকলেই জানে—ব্যাপারটা কি?

চাঁপা। আর আমায় তোমাদের চাকরাণী থাক্‌তে হবে না।

লক্ষ্মী। সোনার তাল পেয়েছিস নাকি?

চাঁপা। এক রকম বটে— (হাস্য) বলে ভণ্ডযোগী।

লক্ষ্মী। কি র‍্যা?

চাঁপা। বামুনের কপালে আগুণ!

লক্ষ্মী। বালাই! ওকি কথা!

চাঁ। কথা ঠিক্ (হাস্য) শ্বশুরের পায়ে পড়ে এমন বামুন দেখেচো কি?

ল। তোর মত্‌লবটা কি?

চাঁ। এমন বামুন দেখেচো?

ল। না।

চাঁ। দেখ্‌বে?

ল। কি হবে?

চাঁ। শিখ্‌বে।

ল। কি?

চা। সাবধান হতে।

ল। কোথা থেকে।

চা। বিপদ্— মেয়ে মানুষের হরেক রকমের বিপদ থেকে।

ল। তবে বল।

চা। (হাস্য) আবার বলে, "আমি তোমার পাখি—তুমি আমার গলায়, কি পায়ে শিকল্ দিয়ে রাখ্‌ল আমি খুব খুসি হবো" (হাস্য)

ল। আমি তবে চলে যাই।

চা। বল্‌চি—বল্‌চি দিদি ঠাক্‌রুণ— তোমার ঠাকুর মশাইকে রাত্রিতে তামাক দিতে গেলুম অমনি (হাস্য)—

ল। তার পর?

চা। আমার সঙ্গে তামাসা আরম্ভ কর্‌লে।

ল। তার পর?

চা। আমার হাত ধরে ফেল্লে।

ল। বলিস কি?

চা। সত্যি—সত্যি— আমি বুড়োকে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম— বুড়ো তখন আম্‌তা আম্‌তা করতে২ আমার রূপের খোসামোদ আরম্ভ করলে।

ল। বলিস্ কি?

চা। আর বলবো কি? তোমার ঠাকুর মশায়ের গুণের বিষয় বল্‌চি— সাবধান দিদি ঠাক্‌রুণ! আর সব কথা থাক্— বড় লোক্‌রা মনে করে আমার মিন্‌সে গেছে আমি বুঝি সরকারি জিনিস্—আমরা মানের আদর জানি। বড় ঘরের বড় কথা—

ল। তোর কথা বিশ্বাস করিনে।

চা। তা করবে কেন? শুনে শেকো— তা না হলে ঠেকে শিক্‌তে হবে—

ল। আমার ভয় হচ্চে—অ্যাঁ! অ্যাঁ!! হলো কি?

চা। আমি বামুন্‌কে টের পাওয়ার আশ্বাস দিয়ে এসেছি—তোমার ব্রত চুকে গেলে আমি তার গিন্নী হবো।

ল। আর কারুকে বলিস্‌নি—

চা। এখন বল্‌বো কেন— টেরটা পাওয়াব— একটা শেকল গড়াতে হবে—

ল। কেন?

চা। তোমার গুরু যে আমার পাকি— পাছে উড়ে যায় তাই শিক্‌লি দরকার— বাবু এলে সব হবে— (হাস্য)

(প্রস্থান)

ল। কি সর্ব্বনাশ! সব ভক্তি উড়ে গেল— পৃথিবী কি! মানুষ চেনা ভার! ধর্ম্ম রক্ষা করুন্!

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানদার শয়ন কক্ষ।

জ্ঞান। দয়াময়, তুমি আমাদের সহায়— যেন তিনি ভালয় ভালয় ফিরে আসেন— যেন ঠাকুরঝির কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়— আমরা অনাথ,— এ সংসারে তুমি বিনে আমাদের কেউ নাই; পরমেশ! আমরা তোমার ভরসা করি— (চিন্তা করিতে করিতে শয়ন করিবার উদ্যোগ।)

(নেপথ্যে)। দরজা খোল— দরজা খোল—

জ্ঞান। ঠাকুর পো কেন গো!—

(নেপথ্যে)। প্রয়োজন আছে— (দ্বার উদ্ঘাটন)

'অম্বিকারণের প্রবেশ ও ইতস্ততঃ অন্বেষণ।

জ্ঞান। কি খুঁজচো?

অম্বি। একটা জিনিস—

জ্ঞা। পেয়েছো?

অ। কই পাচ্চিনে, এক্টা কথা—

জ্ঞা। কি?

অ। নির্ভয়ে বোল্‌বো?

জ্ঞা বলো! না—

অ। বউ! আমি তোমার ভাব ভঙ্গিতে বেশ বুঝেছি যে তুমি আমার প্রতি আশক্ত—

জ্ঞা। "আশক্ত" কি ঠাকুর পো?

অ। তুমি আমাকে আপনার করতে চাও—

জ্ঞা। একি কথা! তুমি পাগল হযেচ?

অ। আমি নয়;— তুমি সত্য করে বল দেখি?

জ্ঞা। ছি! ছি ছি!! ঠাকুর পো— তোমরা না ভদ্রলোক। না লেখাপড়া করচো?

অ। তুমি আমাকে ভালবাসার চিহ্ন দেখাওনি?

জ্ঞা। আমি তোমাকে ছেলের মতন, ছোট ভাইয়ের মতন ভালবাসি।

অ। এখন ত বলবেই—

জ্ঞা। চিরকালই বল্‌বো—

অ। তুমি আমার দিকে বে ভাবে চাইতে কেন?

জ্ঞা। তোমার চখের দোষ,— তোমার মনের দোষ,— ছি! ছি!! ছি!!! তোমার বিদ্যের ফল বুঝি এই! এই জন্যে শুনতে পাই সত্‌-শাশুড়ির কাছে খ্যাঙ্‌রা খেয়েছিলে। আমি তোমাকে এ যাত্রায় মাপ্‌ করলেম— দূর হও—

অ। তোমার বাপের ঘর নয়—

জ্ঞা। না হয়— আমি যাচ্চি—

(প্রস্থানে উদ্যত)

অ। আমায় প্রবঞ্চনা! যদি আমার স্ত্রী বড় মানুষের মেয়ে হয়— যদি সে শিক্ষিতা হয়— যদি আমার শ্বশুর বড় লোক হয়— আমি দেখ্‌বো—

(প্রস্থান)

জ্ঞা। এমন লোককে যত্ন করা দায়! কি সর্ব্বনাশ! পিশাচ!!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বাটী।

জ্ঞানদা ও লক্ষ্মী আসীনা।

জ্ঞান। ঠাকুরঝি? কি হল! আমার সব ভরসা ফুরিয়ে গেল!

(ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। বালাই— বালাই— ও কথা কে বল্লে?

জ্ঞা। একটা চাষা এসে, এ সর্ব্বনেশে কথা বলে গেল—

ল। ও মিথ্যে কথা—কাঁদিস কেন? কাল ত আসবার দিন—

জ্ঞা। মন বোঝে কই— অমুঙ্গুলে কথা শুনলেই প্রাণ কেঁদে ওঠে; কার দ্বারা খপর নেই?

ল। তুই উতলা হস্‌নি— যার তার কথা শুনতে নেই —

জ্ঞা। আমার কি হবে! সর্ব্বনাশ হোল।

ল। বউ, মানুষের আসল দুঃখুর সীমে নেই— আবার মিথ্যে দুঃখু নিয়ে কেন আপনাকে জ্বালাতন করছিস্?

চাঁপার প্রবেশ।

চাঁপা। বউ ঠাকুরণ, কেন কাঁদচো?—

জ্ঞা। দেখ চাঁপা একটা মিন্‌সে বলে গেল তিনি—

চাঁপা। আর একটা বে করবেন? তা বেস তো— একটা নতুন, (ক্রন্দন) আর একটা পুরোণ—

জ্ঞা। এ সংবাদ হোলো, চাঁপা, আমি কি কাঁদতুম? তাঁর ইচ্ছেয় আমি কি বাধা দিতে পারি?

চাঁ। তবে কি বউ ঠাকুরণ? তোমার চক্ষে জল দেখলে আমার কান্না পায়।

ল। বউ শুনেচে; দাদার নাকি বিপদ হয়েচে—

চাঁ। কি বিপদ?

ল। সে কথা আমি বোল্‌তে পারবো না—

চাঁ। বুঝিছি— কোন পোড়াকপালের এ কাজ?

জ্ঞা। চাঁপা, তুই যদি একবার তল্লাস্ করিস্, আমাদের বড় উপকার হয়।

চাঁ। আমি এখনি যাব, আগে বোলতে হয়! আমি চল্লেম— তোমরা সাবধান থেকো, দেখো যেন পোড়া-বেরালে হাঁড়ি না খায়—

ল। দূর কালমুখি!

চাঁ। আচ্ছা ছোটবাবু কোথায় গেচেন?

ল। তার কথা কেন কও, তিনি যাবার সময় কাকেও বলে যান না।

চাঁ। বোয়ে গেল, অমন লোক গেলেই ভাল।

(প্রস্থান)

জ্ঞা। চাঁপা গুণের দাসি— বেঁচে থাকুক্। ঠাকুর মশাই কি বলছিলেন?

ল। তোমার কান্নার কারণ—

জ্ঞা। তুমি কি বল্লে?

ল। আমি কিছু বলিনি— আমি বল্লাম মিচিমিচি। বউ! আমার মন বল্‌চে এসব মিথ্যে কথা— মনে যা বলে প্রায় তাই ঘটে, আমার স্বামি যখন স্বর্গে যান— মনে যে ব্যথা পেয়েছিলেম, সে ব্যথা আজও রয়েছে; আর মার ও বাবার মরবার সময় আমার মনে যে ব্যথা লেগেছিল— যদিও দূরে ছিলেম— মন সব জেনে ছিল। চল বড় ঘরে বসিগে, আয় আমার সঙ্গে আয়।

জ্ঞা। আমার একটু শুয়ে ভাব্‌তে ইচ্ছা করচে।

ল। তুই বড় আউলে গোচ— ঈশ্বরের দয়া আছে মনে রাখিস্।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাহিরের কক্ষ।

মহেশ।

মহেশ। এবারে ব্রত করাতে এসে দিব্যি সদ্ভাব ঘটে গেল— চাঁপা নিজ মুখে স্বীকৃতা, ব্রতের পর আমার হবে— গোবর্দ্ধন শিষ্যের বাগান বাটীটা নিয়ে সেই খানে চাঁপার অবস্থিতি করে দিব— গৃহিণী নাম গন্ধও পাবে না— আর পেলেই বা— আমি বইত গৃহিণীর আর কেউ নাই। গরিব লোকের গুরু হওয়া— যদিও পয়সা কম— এই লাভটা আছে— আর দু তিন দিন গেলে বাঁচি— সচাঁপা অহং গৃহং যাইব— অনেক দিন আলোচনা নেই ক্রিয়া গুলো ভালো সাধতে পারি না। এক রাত্রি চাঁপাকে না দেখে আমার মনটা আর্কফলার ন্যায় নড়ে বেড়াচ্চে, বড় বড় নৈবিদ্যি দেখ্‌লে যেমন হৃদয়ে উল্লাস হয়— চাঁপার মুখখানি দেখ্‌লে তেম্‌নি আহ্লাদ পাই; চাঁপা বলে তোমার শীঘ্র শিক্‌লি পরাবো— কি সে দিন হবে— ব্রাহ্মণি! আমি তোমার শৃঙ্খল ছিঁড়েছি! হা! হা!! হা!!!

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানদার কক্ষ।

জ্ঞানদা আসীনা ও অম্বিকাচরণ দণ্ডায়মান।

জ্ঞান। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) কোথায় শুনলে ভাই?

অম্বি। শুনবো কোথায়— আমি স্বয়ং দাহ করে এসেছি।

জ্ঞা। আমাকে একবার ডাকলে না কেন? আমি একবার শেষ দেখা দেখে নিতুম—

অ। দেখে কি হবে? বেস্‌ হয়েচে— সমুচিত শাস্তি পেয়েছো—

জ্ঞা। এই কি কথা?

অ। শত বার বোলবো—

জ্ঞা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) বল— এ দুঃখের কাছে তোমার দুঃখের কথা কি বলো—

অ। এখন আমার উপর ভার— আমি অন্ন দাতা— যদি বলো তুমি আমার— তবে ভাত পাবে— নচেৎ দূর করে দিব— আমার স্ত্রী কর্ত্তা— তুমি দাসী—

জ্ঞা। জগতে দয়া আছে—আমি নয় ভিক্ষা করবো

অ। তার চেয়ে আমার—

জ্ঞা। বিষ ত আছে— দড়ি কলসী ত কেউ ঘুচাবে না। (ক্রন্দন)

অ। হা! হা!! হা!!! ভারি জব্দ—

জ্ঞা। কেন জ্বালাও ভাই? যিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন, তার জন্যে প্রাণ ভরে একবার কাঁদতে দাও—

অ। আর মিছে কেঁদে কি হবে? রূপ নষ্ট হলে অনেক ক্ষতি—

জ্ঞা। পিশাচ—

অ। তুই পিশাচী।

জ্ঞা। জানিস্ বিধবার সহায় দয়াময়— তুই এখনি পুড়ে মরবি— কি বিদ্যা!— কি সৎ জন্ম!!

অ। লাতি খাবি গাল দিস্‌নে—

জ্ঞা। ভাই; কেন নিজের অমঙ্গল ডেকে আন্‌চো?

অ। পণ্ডিতি রাখ্— আমার বিষয়টা ভেবে দেখিস্। (প্রস্থান)

জ্ঞা। চাঁপা কখন আস্‌বে? কি হোলো! বিধাতা, তুমি সহায়— তুমি সহায়— (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বহির্ব্বাটী।

মহেশ আসীন।

বৈষ্ণব বেশে কালিনাথ ও করিমুল্লার প্রবেশ।

মহে। কেহে তোমরা—

কালি। বৈষ্ণব—

মহে। তুমিও?

ক-মু। মুই হ্যাঁদু।

মহে। যবন বৈষ্ণব!

কা। আমরা চৈতন্যের চেলা— প্রকৃত বৈষ্ণব—

মহে। উপজীবিকা?

কা। ভিক্ষা।

মহে। মঠ আছে?

কা। আমরা ভ্রমণ করে বেড়াই।

মহে। কত দিন বৈষ্ণব হয়েচ?

কা। অনেক দিন পূর্ব্বে।

ক-মু। কিছু ঘড়ি পূর্ব্বে।

মহে। তোমার নাম কি?

কা। রমানন্দ—

কা মু। আমার নাম—করিমানন্দ।

মহে। চৈতন্যের একটার সারবান উক্তি কি ছিল বোলতে পারেন?

কা। "হরের্ণাম— হরের্ণাম— হরের্ণামৈব কেবলম্।
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।"

ক-মু। হাঁ—হাঁ—উই আলবত হ্যায়,—

মহে। আহা কি গাঢ় ভাব! যবন, বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেমন?

ক-মু। আচ্ছা— কিন্তু মাংস টাংস লুকিয়ে খেতে হয়—

কা। চুপ উন্মাদ। এটা কার বাড়ী?

মহে। সত্যচরণের—

কা। কোথায় তিনি?

মহে। আলম্‌বেড়ে গিয়েছে—

কা। তাঁর ভাই কোথায়?

মহে। বাড়ির ভেতর, তোমাদের দরকার?

কা। একত্রে বিদ্যাভাস করেছি, তারপর আমি বৈষ্ণব হই।

মহে। বটে! (অগ্রসর হইয়া) ওহে অম্বিকাচরণ! শীঘ্র এসো, তোমার শ্বশুরালয় হতে লোক পত্র নিয়ে এসেছে—

কা। এরূপ সম্ভাষণের অর্থ?

মহে। শ্বশুর বাড়ীর কথা না শুনলে আজ কালের যুবারা আহ্বান কানেও করে না—

অম্বিকাচরণের প্রবেশ।

অম্বি। কি মশাই?

কা। চিন্‌তে পারেন?

অ। কৈ না—

কা। পরশু আলম্‌বেড়ের মাঠের ঘটনাটা?

অ। কি— তা কি?—

কা। এমন কিছু নয়— করিম, পাকড়াও—

(উভয়ে Uniform পরিয়া অম্বিকাকে ধরিল)

ক-মু। হ্যাঁদু বড় বদমাস! চল ভাই, বাবার বাবা আচে— ঘাল করেচো নিজে ঘাল হতি চল, যা লয়েচো তা দিতি হবে!

মহে। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কি হয়েচে বাবা?

কা। পরশু এই বাবু— আল্‌মবেড়ের মাঠে একটা চাষা— খুন করেছেন।

ক-মু। চাষার পরাণ পরাণ নয়! ফাটক্‌ হোলে ট্যারডা পাবে—

কা। এরপর শুনবেন— এখন সময় বড কম্‌—

(কালিনাথ ও করিমুল্লা ও অম্বিকার প্রস্থান)

মহেশ। কি সর্ব্বনাশ! লাল পাক্‌ড়ি!! ও বাবা!!

(কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানদার কক্ষ।

কক্ষতলে জ্ঞানদা শয়ন ও সত্যচরণ দণ্ডায়মান।

সত্য। ওঠো— আমি এসেছি—

জ্ঞা। কে তুমি?

স। তোমার চিরদিনের বন্ধু—

জ্ঞা। যম! নেও আমায় দেরি কেন?

স। জ্ঞানদা অকারণ বিহ্বল হওয়া তোমার উচিত হয়নি— জগৎ দুঃখে পরিপূর্ণ— তার উপর আবার কাল্পনিক দুঃখের তাড়না।

জ্ঞা। ওঃ— তুমি (উঠিয়া) এত দিন কোথায় ছিলে?

স। এত দিন আবার কি? আমি নির্দ্ধারিত দিনেই এসেছি—

জ্ঞা। ধড়ে প্রাণ এলো—

স। লক্ষ্মী কোথায়?

জ্ঞা। পাশের ঘরে পড়ে আছে— সব শুনেছে?

স। চাঁপার মুখে শুনেচি— ভায়ের অদ্ভুত গুণ!

জ্ঞা। চাঁপা কোথায়?

স। পেছনে পড়ে আছে, আমি খুব সত্বর এসেছি তারপর ঠাকুর মশায়ের কাছে ভায়ের গুণের পুরস্কারের কথা শুনলাম।

জ্ঞা। এ সকলের অর্থ কি?

স। এক দিন গোরাচাঁদ আর আমি আলম্‌বেড়ের মাঠ পার হয়ে বাসায় আসছিলাম— অমনি একজন লাঠি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করলে।

জ্ঞা। তার পর?

স। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হোলো না— লাঠিটা আমার দিকে তাগ করে— তারপর লাগে গোরাচাঁদের গায়, তৎক্ষণাৎ পুলিসে খবর দিলাম।

জ্ঞা। কি সর্ব্বনাশ!

স। চাঁপার কথা শুনে মনে করেছিলাম কাহার কাজ— তারপর পুলিস ঠিক ধরেচে— পিশাচ! নারকী—

জ্ঞা   আহা!

স। পিশাচের জন্য যে দুঃখ করে সে পাপী— তাহার আচারটা ভেবে দেখ দেখি! আমাদের কথা শুনে যে কালে লক্ষ্মী এলো না এখন সে বড় দুঃখে আছে— চল আমরা তাকে সান্ত্বনা করিগে—

দিদি মিছামিছি কত কাঁদচে— কাল তার ব্রত, ঐ চাঁপার গলা শোনা যাচ্ছে; শীঘ্র চল— পাপীর স্মৃতি হৃদয় থেকে দূর কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সত্যচরণের বাহিরের কক্ষ।

মহেশ ও চাঁপা।

চাঁপা। ঠাকুর, ব্রত ত হয়ে গেছে— কবে চল্‌তি?

ম। তোমার যবে হুকুম— চাঁপা তোমায় দেখ্‌লে আমি ভারি আহ্লাদিত হই—

চাঁ। আমিও।

ম। তাত হবেই— তুমি গুণের আঁধার— চাঁপা, কবে যাবে?

চাঁ। আজই।

ম। বল কি?

চাঁ। তোমার মত কি?

স। শুভস্য শীঘ্রং—

চাঁ। তোমার বাড়ি কত দূর?

ম। বড় বেশি নয়।

চাঁ। গাড়ির পথ।

ম। গাড়ি পাওয়া যায় না।

চাঁ। হাঁটতে আমি পারি না।

ম। আমার স্কন্ধ আছে—

চাঁ। তুমি তবে আমাকে সত্যি সত্যি ভাল বাস?

ম। তোমার নাম শুনলে আমার অর্দ্ধেক অন্ন উঠে যায়।

চাঁ। আমি গেলে তোমার লাভ অনেক?

ম। অনেক— বহুশঃ—বিবিধান।

চাঁ। ও গুলো কি?

ম। আমার উপাধির গন্ধ—

চাঁ। উপাধি কি?

ম। একটা প্রকাণ্ড বোঝা।

চাঁ। কিসের বোঝা?

ম। ভুমির—

চাঁ। থাকে কোথা?

ম। নামের শেষে। চাঁপা আমি আরও স্থূলকায় হতাম, কিন্তু নামের আগায় বোঝাটা থাকায় আমার শরীরের স্ফূর্ত্তিটুকু নষ্ট হয়েছে।

চাঁ। বোঝা চাপালে কে?

ম। যারা নিষ্ঠুর—

চাঁ। ভাল বুঝতে পার্‌লাম না; তোমার বোঝাটার কিছু নাম আছে?

ম। আছে।

চাঁ। কি নাম?

ম। বিদ্যাচঞ্চু।

চাঁ। সর্ব্বনাশ! থাক! থাক! আর কায নাই—

ম। চাঁপা তোমার হাতে কি?

চাঁ। শেকল—

ম। শৃঙ্খল! কেন?

চাঁ। তুমি আমার পাখী, যদি পালাও, বেঁধে রাখবো!

ম। তুমি ত আমার স্কন্ধে যাবে?

চাঁ। তবু আমার বিশ্বাস হয় না— অন্ধকার হয়ে এসেচে; চল— এই বেলা।

ম। বাড়ী থেকে কাঁধে উঠবে?

চাঁ। না খানিকটা পথ গিয়ে— এখন কেবল গলায় শেকলটি দিয়ে নে যাবো—

ম। কেন?

চাঁ। পাছে পালাও।

ম। তবে দাও— আচ্ছা কেউ টের পাবে না?

চাঁ। ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাদ্দি নেই যে টের পায়। (শেকল পরাইয়া) চল, চল শীঘ্র চল।

ম। টাকা কড়ি সামলে নিই—

(মহেশের তথাকরণ)

চাঁ। নাও— নাও— পথের খরচা ত চাই—

ম। চল— শীঘ্র চল—

চাঁ। চল, ওগো—

ম। চীৎকার কর কেন?

চাঁ। পেট্‌টা কামড়াচ্ছে— ও দাদা ঠাকুর—

ম। আমি হাত বুলিয়ে দিচ্চি; দাদা ঠাকুরকে ডাকা কেন?

চাঁ। ও দিদি ঠাক্‌রুণ, — ও বৌ ঠাক্‌রুণ—

ম। তুমি মজালে— তুমি মজালে— অত লোক কেন?

চাঁ। কিছু নয়— কিছু নয়; ঠাকুর—

(মহেশের শৃঙ্খল খুলিবার চেষ্টা)

সত্যচরণের প্রবেশ।

সত্য। কি হয়েছে?

চাঁপা। তোমার ঠাকুর মশাই আমাকে হরণ করে নে যাবার চেষ্টা কচ্চেন—

সত্য। এ কি?

চাঁ। এখানে আসা পর্য্যন্ত আমায় ফোসলাচ্চে। এই রকম লোক্‌কে বাড়ী আস্‌তে বল? বৌ ঝির কাছে বস্‌তে বল, এর আচার দেখাবার জন্যে, কতদূর এর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে— দেখাবার জন্যে এর গলায় শেকল দিয়েছি।

স। স্তম্ভিত হয়েছি। চাঁপা, তোমায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি— যারা ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেয়— তারা আজ কাল অনেকেই ভণ্ড—

ম। (কাঁপিতে কাঁপিতে) তা-তা-তা—

সত্য। এরূপ মন্ত্র দাতা চাহি না— আপনি আর আমাদের কুটীরে পদার্পণ করবেন না, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দোয়াই গর্হিত, চাঁপা তুমি আমাদের অনেক উপকার করেচ— প্রলোভন অগ্রাহ্য করে তুমি যে মন্ত্রদাতার গুণ আলোকে এনেছো তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ!

চাঁ। দাদা ঠাকুর, চাষার মেয়ে বলে এমনি ভাববেন না।

স। সত্য— আমার ও কথার জন্য ক্ষমা কর্‌বে। মন্ত্রদাতা! প্রস্থান করুন— অল্প বিদ্যার গুণ দর্শেচে— কেবল আদিরস যুক্ত ছোট ছোট সংস্কৃত গ্রন্থ পড়েছেন।

ম। তবে শৃঙ্খলটা খুলে নোয়া হোগ্!

চাঁ। বয়ে গ্যাছে— যাও ঠাকুর, বাইরে যাও, দোর দিয়ে আমরা ঘুমুইগে।
সাধুসঙ্গ, দিয়ে ভঙ্গ, গলে দোলে প্রেম শিকলি।
ভব রঙ্গে, রং-প্রসঙ্গে, নব রঙ্গে বাপ্‌রে কলি।।

(চাঁপার প্রস্থান)

ম। আঁ! আঁ! (কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান)

স। উঃ! কি সর্ব্বনাশ! পৃথিবীতে মানুষ চেনা ভার। মানুষের দোষ কি? দোষ হতভাগা বঙ্গ সমাজের। যিনি ধর্ম্মশিক্ষা দেবেন তাঁর এই আচরণ! যে সহোদর তার এই ব্যবহার!! ধন্য কলিকাল! জগতে ছদ্মবেশের ন্যায়, প্রতারণার ন্যায় মহাপাপ আর নাই, ছদ্মবেশী-প্রতারকের নরকেও স্থান নাই। এই গুরু-গরিমা ও ভ্রাতৃ-মমতা অনেক দিন স্মরণ থাক্‌বে। ছদ্মবেশীরা মানব বেশে পিশাচ! পিশাচ!! নরকী!! ধন্য কলিকাল! বাপ্‌রে-কলি!!!

(প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

ঘোর ইয়ার।

শ্রীমুল্লুকচাঁদ ভট্ট
কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

প্রাকৃত যন্ত্রে
মুদ্রিত।

মূল্য /০ এক আনা মাত্র

[সাল উল্লেখ নেই]

ঘোর ইয়ার

গঙ্গাতীরে সনাতনপুর নামে এক গ্রাম আছে, তথায় রামভদ্র শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, একারণ সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন, আর নানা প্রকার ঔষধাদি আপনার স্ত্রীকে খাওয়াইতেন, বটে, কিন্তু কিছুতেই সন্তান না হওয়াতে বড় দুঃখিত ছিলেন। পরে দৈব বশতঃ কোন এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে ঐ ব্রাহ্মণ কাতরতার সহিত আপন দুঃখ প্রকাশ করাতে সন্ন্যাসী এক ওষধি দিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণের স্ত্রী সেবন করাতে তিনি গর্ব্ভিনী হইয়া কালে এক সন্তান প্রসব করিলেন। এখন যাহার কোন পুরুষে সন্তান হয় নাই তাহার সন্তান হইলে, তিনি যে কত খুসি হন, তাহা কি সকলে অনুভব করিতে পারেন?

যাহা হউক চন্দ্রকলার ন্যায় ঐ শিশু ক্রমে বাড়িতে লাগিল, এবং ছয়মাসে তাহার অন্নপ্রাসন কালে তাহার নাম গুণনিধি রাখিলেন। হায় যেমন কানা পুতের নাম পদ্মলোচন, তেমনি ঐ বালকের নাম গুণনিধি হইল। গুণনিধি, কিছু তোৎলা ছিল, পরে যদি কেহ, তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিত, তবে তোৎলা স্বভাব প্রযুক্ত হঠাৎ আপন নাম বলিতে না পারিয়া অনেক ক্ষণ গু, গু, গু গুণনিধি বলিয়া ক্ষান্ত হইত। বাপ মা, গুণনিধির মুখ দেখিলেই আহ্লাদে আট্‌খানা হতেন। ঐ সনাতনপুর গ্রামে একটি চরসের একটি গাঁজার, একটি গুলির আড্ডা আছে, আর একটি ছেঁচ্‌ড়া গোচ পাঁচালির দল আছে, ঐ দলে কেবল ইতর ও বাপের কুপুত্র থুড়ি মাকাল, বাপের সুপুত্রেরা বুঁদ্ হইয়া পাঁচালি গাইত। আটবৎসর বয়সে গুণনিধি, প্রথমে চরসের আড্‌ডায় যাইয়া চোখ ঘুরাইতে লাগিল নয় বৎসরে গাঁজার আড্‌ডায় যাইয়া মহারাজ হইল, এবং দশবৎসর বয়সে গুলির আড্‌ডায় যাইয়া হাত ললি ললি, পা সরুয়া, পেট গজন্দার মুখ ফেরুয়া হইল আর পাঁচালির দলে প্রথমে সরেস তামাক সাজিয়ে হইল। যদি মা বাপ বলেন, বাবা, তুমি কোথা গিয়াছিলে; তাহাতে নিধি উত্তর দেন্ হাঁ বাবা আমি শিব হইতে গিয়াছিলাম, বাপ মা, ছেলের শিব ভক্তিতে বড়ই আনন্দিত হইয়া বলিতেন হা ভাল মোর বাপ রে্ তুই আমার কুলের প্রদীপ হইবি। এদিকে ছেলে যে ঘোর ইয়ার হয়েচে তাহার খপরও লন না।

বরং যদি কেহ নিধির চরিত্র সংশোধনের কথা তাহার মা বাপকে বলে তবে তাঁহাদের ক্রোধের আর সীমা থাকেনা।

অনন্তর ছেলের বারবৎসর বয়স্ হইলে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে সদা বলেন্ যে আমার একটি বই ছেলে নয়্ কিন্তু আজও তাহার বে দিলে না। এই রূপ বারম্বার বিরক্ত করাতে ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ জন্য নানা স্থানে চেষ্টা করিলে পর কন্দর্পপুরে বংশীধর ভট্টাচার্য্যের কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তিন চারিজন বিজ্ঞ সহকারে বর পাত্র দেখিতে আইলেন। গুণনিধি আপন বিবাহ বার্ত্তা শুনিয়া দিল্লিকা লাড্ডু খেতে বড় ব্যাগ্র হইল। পরে উত্তম বস্ত্র পরিয়া ভাবি শশুরাদির সভায় বসিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন্ বাপু হে! তোমার নাম কি? তাহাতে নিধি বলিল, কেন! আমার নাম গু, গু, গু, গুণনিধি। পশ্চাৎ তাহারা জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কয় সহোদর? কেন আমরা তিন সহোদর, তাহাতে তাঁহারা বলিলেন্ কে, কে, গুণনিধি বলিল, কেন, বাবা, আমি আর পদ্মপিশি, ইহা শুনিয়া সকলেরই হাস্য। তৎপরে জিজ্ঞাসিলেন, কিছু লেখা পড়া যান: তাহাতে বলিল, তা জানিনে তো কি; আচছা কিছু লিখ দেখি? হাঁ দেগে দে। এই রূপ ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিরে করাঘাৎ করিলেন্ কিন্তু এখন যে ধেনু বাকি তাহা জানিলেন না। যাহা হউক গুণনিধির বিবাহ না হওয়াতে দুঃখিত হইয়া শেষে পংক্ষির দলে যাওয়াতে পংক্ষি দলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গুণনিধির নাম কাট্ঠোকরা রাখিলেন। পরে গুণনিধির জনক জননী, অন্ধের যষ্টিকে হারাইয়া নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া শুনিলেন যে তাঁহাদের পুত্র পংক্ষির দলে কাট্ঠোকরা নাম ধারণ করিয়া কোটরে অবস্থিতি করিতেছে। পরে বাৎসল্য ভাবের অধীন হইয়া পংক্ষির দলের কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়! আমার পুত্র গুণনিধি কি এস্থানে আছেন? পক্ষিরাজ বলিলেন যে গুণনিধিফুণনিধি এখানে নাই, তাহাতে ব্রাহ্মণ পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেন, কাট্ঠোকরা এখানে আছে, তাহাতে পংক্ষির অধিষ্ঠাত্রী কহিলেন, হাঁ আছে, ওরে কেউ অচিস্ এবেটাকে কাট্ঠোকরার কোটরে লইয়া যা। পরে ব্রাহ্মণ তথায় যাইয়া দেখেন, যে তাহার গুণনিধি বুঁদ হইয়া পড়িয়া আছেন, পরে উচ্চৈঃস্বরে গুণনিধি, গুণনিধি বলিয়া ডাকিলেন কিছু চেতন পাইয়া হঠাৎ উঠিয়া কট্ কট্ কট্ কে বলিয়া স্বীয় জনকের বুকে এমনি মুষ্টাঘাৎ করিল, যে ব্রাহ্মণ চেতন রহিত হইয়া যা, বেটা মোরে যা,

ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিজ বাটীতে আসিয়া স্ত্রী সমীপে আমূলত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ওরে মাগী তোর বেটা এখন কাটঠোকরা হইয়াছে। অনন্তর এক দিন গুণনিধি ও অন্যান্য চারি পাঁচটী তুখোড় ইয়ারের সহিত গঙ্গাতীরে বায়ু সেবন করিতেছে এমন সময় গাঁজা খাইতে ইচ্ছা হলে গাঁজা প্রস্তুত করিয়া দেখে যে আগুণ নাই, পরে একটী টীকে হাতে করিয়া গঙ্গার ওপারস্থ এক নৌকা হইতে যে প্রদীপের রশ্মি আসিতেছিল, তাহাতেই টীকে রাখিয়া এক একবার ফু দেয়, আর ধরিয়া থাকিয়া বলে শালার আগুণ ঠাণ্ডা যেন বরফ্ পরে এক ইয়ারের কিছু হুঁস, থাকাতে সে নিকটস্থ পল্লী হইতে আগুণ আনিলে গাঁজা তইয়ের করিয়া এক কলু ইয়ারকে কহিল, তোম কলু হো কুল্ কুলাতে হো, আন্দার ঘরকা বাতি হো, তোম্ পিও তোম্ পিও। পশ্চাৎ কলু ইয়ার কহিল, আরে তোম ধোবি হো, ধোপ ধোপাতে হো, আদ্‌মি লোককা অস্তে কাপড়া ধোলাতে হো, তোম্ পিও, তোম্ পিও,, তৎপরে ধোপা ইয়ার কহিল, আরে তোম বামন হো, বাম বানাতা হো, আদমি লোককা গুরু হো, তোম্ পিও, তোম্ পিও বলিতে বলিতে গাঁজা ছিলুম্ পুড়ে গেল, তৎক্ষণাৎ একজন চীৎকার করিয়া বলিল, যা, জগত শেঠের কুটী ফেল্ হলো।

অনন্তর গুণনিধি কহিলেন ভাইরে চরস, গাঁজা, গুলি প্রভৃতি কসামাজাতে তো আর কিছু হয়না, এবারে ভাই, এসো আমরা কসামাজা ত্যাগ করিয়া লেখা পড়া করি। ইহা স্থির করিয়া এক শুড়ির দোকানে যাইয়া কহিল, মামা, ওমামা, তোমার কাছে, কি রঞ্জা কাঁড়া আছে যদি থাকে ভাই, তবে আমাদিগকে এক বোতল দেও। শুড়ি নূতন ভাগ্নে পাইয়া এমন উত্তম রঞ্জা কাঁড়া দিল, যে ছেলেদের এক এক গেলাস খাওয়াইয়া তইয়ের করিয়া দিল, পরে কলু ইয়ার আর এক পাত্র পান করিতে অনিচ্ছা করাতে গুণনিধি বলিল, ভাই, যদি তুমি আর এক পাত্র না খাও, তবেভাই তুমি তোমার মরা বাপের গোহাড় খাও, অগত্যা সে স্বীকার করিলে, সকলেই আর এক এক গেলাস খাইল, পরে গুণনিধি, বিলক্ষণ তইয়ার হইয়া বলিল, ও মামা! একবার আমার নাচ দেখতো ভাই, বলিয়া নৃত্য। পরে বিলক্ষণ মাতাল হইয়া যে কে কোন্ দিগে চলিয়া গেল, তাহার স্থির হইল না, কিন্তু গুণনিধি পথের এপাস ওপাস দিয়া টলিতে টলিতে যাইতে যাইতে দেখিল, যে একটা ষাঁড় রাস্তার ধারে শুইয়া জাবর কাটতেছে, এবং তাহার মুখ হইতে লাল পড়িতেছে

দেখিয়া হঠাৎ তাহার মুখ ধরিয়া কহিল, কি বাবা! তুমি মার্‌কুলি খাইয়াছ না কি? পরে যাইতে যাইতে দেখিল, যে এক চতুঃরাস্তার ধারে কএক জন ভদ্র লোক কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, গুণনিধি তাঁহাদেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, ভাল বাবা আমি থাক্‌তে ভাবনা কি? আমি তোমাদের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিতেছি। পশ্চাৎ টলিতে টলিতে যাইতে যাইতে একজন পাহারাওলা কহিল, ওরে তোম্ মাতাল হোকে কাহা যাতা হেয়্? তাহাতে গুণনিধি কহিল কি বাবা, পাহারাওলা সাহেব। হাম্ তোম্‌কে কুত্তাকো ও গিধড়কো বোল বোলানে সেক্তা, তাহাতে পাহারাওলা রাগ্ করিয়া কহিল, কেউ পরে কেউ বলিবামাত্র, গুণনিধি কহিল, হাঁ বাবা তোম্ তো কুত্তাকো বোল বোলা হেয়, তাহাতে পাহারাওলা বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, হাঁ বাবু! হুয়া, হুয়া, তাহাতে গুণনিধি বলিল, দেখ্ আবি গিধড়কো বি বোল বোলা। পরে বহু কষ্টে বাটীতে উপস্থিত হইয়া ওমা, ওমা বলিয়া ডাকিলে তাহার জননী আসিয়া কহিল, এসো বাবা যাদুধন, আজ ওমন কচ্চ কেন? তাহাতে গুণনিধি কহিল, মা, তুমি নাকি বিধবা হইয়াছ? মাতা ঐ বাক্য শুনিয়া মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, না বাছা, তোমার পিতা জীবিত আছেন, সুতরাং আমি বিধবা কেন হইব। তাহাতে গুণনিধি পুনশ্চ কহিল, হাঁ মা, আমার পিতা থাক্‌তে যদি তুমি বিধবা না হও, তবে আমার পদ্ম পিশি কেমন করিয়া বিধবা হইল? বাবা তো বেঁচে আছেন। মাতা কহিলেন, ছি বাবা, অমন কথা বল্‌তে নাই। তাহাতে গুণনিধি কহিল, বিদ্যাসাগর তো বিধবার বিয়ের বিধান বাহির করিয়াছে, ভয় কি, বিধবা হলেই বা ভাবনা কি? আবার বিয়ে হবে। এরূপ বাক্য স্বীয়াত্মজের মুখে শুনিয়া মাতা লজ্জিত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলে, গুণনিধি নৃত্য করিতে করিতে গান করিতে লাগিল। হায়, কসা মাজা ছাড়ি আমি লেখা পড়া ধরেছি, রজ্জা কাঁড়া খেয়ে আমি বড় মজা পেয়েচি, আর ছাড়িব না, ওগো আমি বিয়ে করিব।

গুণনিধির গর্ভধারিণী, নিজপুত্রের মাতলামো দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করণার্থে কহিলেন, বাবা। ভাত খাইবে? গুণনিধি তাহাতে কর্ণপাৎ করিল না, তাহাতে তাহার জননী অতি উচ্চৈঃস্বরে গুণনিধি, গুণনিধি বলিয়া ডাকিলে সে কুউ, কুউ করিয়া উত্তর দিল, তাহার মাতা কহিলেন, কেন বাবা ওমন করিতেছ, তাহাতে গুণনিধি কহিল, তুমি আমাব মা জননী, তাই, তোমাকে কোকিলের স্বরে উত্তব দিচ্চি। পরে

গুণনিধির সম্মুখে অন্ন ব্যঞ্জন দিলে সে চক্ষু মুদিয়া খাইতে লাগিল, পরে পিপাসার্ত্ত হইলে চক্ষু মুদিয়া হস্ত বিস্তার করিয়া জলপাত্র পাইতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় দুর্ভাগ্য বশতঃ কাটা কোঁটা পাইবার প্রত্যাশায় একটা বিড়াল তাহার ভোজন পাত্রের সন্নিহিত বসিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে ঘটি বোধ করিয়া তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া মুখ ব্যাদান কোরে জল ঢালিতে লাগিল, কিন্তু বেড়ালের পো দৃঢ় বন্ধনে কাতর হইয়া অতি ক্রোধের সহিত গুণনিধির মুখমণ্ডলে থাবা মারিলে সে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া কহিল, ওমা, মাগো! এ ঘটিতে জল নাই, আর বাঞ্চোৎ কলিকালের ঘটীতে আবার আঁচড়ায় বলিয়া শালার ঘটী, যা বাবা, কিচ্ কিচ্ করিয়া যা, বলিয়া দুরে নিক্ষেপ।

তৎপরে গুণনিধির নেশার কিছু অধিক হওয়াতে গাত্র দাহ হইলে, পূর্ব্বে তাহাদের বাটীর পূর্ব্ব ধারে একটা পুষ্করিণী ছিল পশ্চাৎ তাহা মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর কিছু ঝামা ছড়াইয়া দিয়াছিল, পরে গুণনিধি গাত্র দহনের জ্বালায় কাতর হইয়া সেই পুষ্করিণী স্মরণ করিয়া সেই ঝামার উপর পড়িয়া যেমন সাঁতার দিতে লাগিল, তেমনি গাত্রের নানাস্থান কাটীয়া রক্তাক্ত হইতে লাগিল, পশ্চাৎ কোন ভদ্র লোক গুণনিধিকে ঝামার উপর সাঁতার দিতে দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, গুণনিধি, তুমি কি করিতেছ। তাহাতে সে কহিল কেন বাবা, আমি সাঁতার দিতেছি। পরে স্নানান্তে গুণনিধি পুনশ্চ পথে যাইতে যাইতে একটা নর্দ্দমার সুমুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, শালার নর্দ্দমা, তুমি দিনের বেলা রাস্তার ধারে থাক, কিন্তু রাত্রি হইলেই শালা তুমি রাস্তার মাঝ্খানে আসিয়া উপস্থিত হও, যাহউক বাবা, আজ তোমাকে জব্দ না করিয়া ছাড়িয়া দিব না, বলিয়াই জোরে পদাঘাৎ করিলেই ছেলে মুখ থুব্ড়ে নর্দ্দামা মধ্যে পতিত হইলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে একটা ছুঁচো হঠাৎ ধরিয়া ফেলিল, পরে তাকে নর্দ্দামার পাঁকে ডুবাইয়া চিবাইতে চিবাইতে দেখিল, যে তাহার লম্বা একটী লেজ আছে, তাহা বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, ওমা! মাগো! শালার কলিকালে গুড়েও মিষ্টি নাই, আর পুলির লেজ দেখ এই রূপে নর্দ্দামায় পড়িয়া আপনা আপনি বকিতেছে, এমন সময় আর একজন মাতাল সেইখান দিয়া টলিতে টলিতে বকিতে বকিতে যাইতে যাইতে নর্দ্দামায় পতিত হইয়া আর একজন মাতাল দেখিয়া কহিল, বাবা

তুই শালা কে রে? তাহাতে নিধি বলিল, কি মামা, আমাকে চিন্তে পারিলা না, আমি যে তোর্ পিস্‌তুতো ভায়ের মামা, তাহাতে অন্য মাতাল কহিল, আচ্ছা বাবা, একজনেরতো শালা হতে হলো, তাহা হলেই হলো, যেমন পণ্ডিতেরা কহেন, নরাণাং মাতুল ক্রম, অর্থাৎ যেমন বাপ্ তেমনি বেটা, হবে না কেন বাবা, আমি তোর জন্যে কত শিব পূজা করেচি এখন তুই বাবা, পাঁচ পোওয়াতির গু, মুৎ খেয়ে বেঁচে থাকিলেই বাপের নাম। পরে গুণনিধি কহিল, কেন শালা তুই শিব পূজা করেছিস্, তুই রাবণ না কি? তবে আয় শালা আমরা যৃদ্ধ করি, শালা রাম রাবণের যুদ্ধে আজ শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়া তবে জল গ্রহণ করিব। এরূপ কথা কহিলে অপর মাতাল ক্রোধে কহিল, র শালা বলিয়া তাহার গাত্রের উপর পড়িলে এমন যুদ্ধ আরম্ভ হইল যে কপিলমুনির গর্ব্ভশ্রাব হইয়া গেল, ও রামমণি ঠাকুরাণীর অণ্ডদ্রোব হইয়া গেল, পরে অপর মাতাল ক্রোধে গুণনিধির বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া এমনি চাপিয়া ধরিল, যে তাহাতে গুণনিধি হনুমান হনুমান করিয়া চেঁচাইতে লাগিলে একটা মহা কোলাহল শব্দ নর্দ্দামা হইতে আসাতে একজন চৌকিদার ক্যারে, ক্যারে বলিয়া যেমন নর্দ্দামার নিকটস্থ হইল, অমনি অপর মাতাল পালাইলে গুণনিধি কহিল, শালা রাবণ, আমার হনুমান আশ্চে দেখিয়া এখন পালাইলা, যা শালা, গোল্লায় যায়, লুচি মোণ্ডা কোচুরিতে যা, বলিলে চৌকিদার ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কহিল, ওরে বেটা মাতাল্ তোমকো পুলিস্ মে যানে হোগা, তাহাতে গুণনিধি কহিল কেও পেয়াদা সাহেব, হাগো বাবা হাগো, চৌকিদার আরে শালা বাঙালি, তোম্ ক্যা কহেতে হো, গুণনিধি এমন কিছু নয় তবে কিনা আজ কাল বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে, তাই বাবা, তোমাদের বাটী যাইতেছি, পরে চৌকিদার গালি দিলে গুণনিধি কহিল, কি বাবা চৌকিদার সাহেব নাকি? দে বাবা চাট্টি পাদ্‌ধুলা দে, বাবা আমি থাক্‌তে তোর ভাবনা কি? বলেই গান, শামা মা, তুই পাষাণের মেয়ে, ইত্যাদি।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

এই ঘোর ইয়ারের পরিশেষ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।